অভিযোক্তার প্রতি পুনরায় কোন অভিযোগ করিতে পারিবেন না।

প্রত্যভিবাদ (পুং) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্ ভাবে-ঘঞ্। অভিবাদকের তৎপ্রতিরূপ আশীর্বচনাদি, পূজ্যব্যক্তিকে প্রণাম করিলে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করেন। ব্রাহ্মণাদি গুরুজনকে অভিবাদন করিলে তাহারা প্রত্যভিবাদন করিবেন।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—লৌকিক জ্ঞান, বৈদিকজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহার নিকট হইতে লাভ করা যায় এবং সদ্‌ব্রাহ্মণ ও গুরুজন ইহাদিগকে দেখিলে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অভিবাদনের পর তাহারা প্রত্যভিবাদন করিবেন। যাহারা অভিবাদনশীল হন, তাহাদিগের বিদ্যা, আয়ু, যশঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়। শ্রেষ্ঠজনকে অভিবাদনকালে অভিবাদনানন্তর 'অভিবাদয়ে অমুকনামহমস্মীতি' আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, এই বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে। যদি তিনি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে তাহাকে অভিবাদনের পর 'আমি' এই কথা বলিবে। সমুদয় স্ত্রীলোকদিগকেও এইরূপে অভিবাদন করিতে হইবে। অভিবাদন করিলে 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যভিবাদন করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিতে জানে না, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিবেন না। শূদ্র যেমন অনভিবাদ্য, তিনিও তদ্রূপ। (মনু ২ অ°)

প্রত্যভিবাদক (ত্রি) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রত্যভিবাদনকারী, যিনি প্রত্যভিবাদন করেন।

প্রত্যভিবাদন (ক্লী) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্-ল্যুট্। প্রত্যভিবাদ।
"যো নবেত্ত্যভিবাদস্থ বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥" (মনু ২।১২৬)
[প্রত্যভিবাদ দেখ।]

প্রত্যভিবাদয়িতৃ (ত্রি) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্-তৃচ্। প্রত্যভিবাদক।

প্রত্যভিস্কন্দন (ক্লী) প্রতি-অভি-স্কন্দ-ভাবে ল্যুট্। প্রত্যভিযোগ। (ত্রিকা°)

প্রত্যভ্যনুজ্ঞা (স্ত্রী) প্রতি-অভি-অনু-জ্ঞা-অঙ্। প্রত্যাদেশ। অনুজ্ঞা। (আশ্ব° গৃ° ৪।৭)

প্রত্যমিত্র (ত্রি) শত্রু, আততায়ী শত্রু।

প্রত্যয় (পুং) প্রতি-ইণ্ ভাবকরণাদৌ যথাযথং অচ্। ১ অধীন। ২ শপথ। ৩ জ্ঞান। ৪ বিশ্বাস। 'তৎপ্রত্যয়াচ্চ কুসুমায়ুধবন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্বচোভিঃ।" (কুমার ৪।৪৫)

৫ প্রামাণ্যরূপে নিশ্চয়। ৬ হেতু। ৭ ছিদ্র। ৮ শব্দভেদ। ৯ আচার। ১০ খ্যাতি। ১১ নিশ্চয়। ১২ স্বাদ্। ১৩ সহকারিকারণ। 'প্রত্যয়ঃ শপথে রন্ধ্রে বিশ্বাসাচারহেতুষু।
প্রথিতত্বে সনাদৌ চাপ্যধীনজ্ঞানয়োরপি॥
অতিক্রমে চ দণ্ডে চ বিনাশে দোষকৃচ্ছ্রয়োঃ॥' (বিশ্ব)

১৪ প্রকৃত্যুত্তর জায়মান। "প্রত্যায়য়ন্তীতি সুপ্‌তিঙ্‌কৃৎতদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ" (সংক্ষিপ্তসারব্যা°) সুপ্, তিঙ্, কৃৎ ও তদ্ধিত এই সকল প্রত্যয়। প্রকৃতির উত্তর এই সকল প্রত্যয় হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধ মতে প্রত্যয়ের 'ত্য' সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে।
"ইতরার্থানবচ্ছিন্নে স্বার্থে যো বোধনাক্ষমঃ।
তিঙর্থস্থ নিভাদ্যন্তঃ স বা প্রত্যয় উচ্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৩)

প্রত্যয়কারিন্ (ত্রি) প্রত্যয়ং করোতীতি কৃ-ণিনি। ১ বিশ্বাসকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রত্যয়কারিণী মুদ্রা, মোহর, মোহরের ছাপ থাকিলে লোকের প্রত্যয় হয়, এইজন্য ইহাকে প্রত্যয়কারিণী কহে।

প্রত্যয়ত্ব (ক্লী) প্রত্যয়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রত্যয়ের ভাব বা ধর্ম্ম। কারণতা।

প্রত্যয়নস্ত্ব (ক্লী) পুনঃপ্রাপ্ত। (তৈত্তি° ব্রা° ১।১।৯।৬)

প্রত্যয়িক (ত্রি) প্রত্যয়যুক্ত।

প্রত্যয়িত (ত্রি) প্রত্যয়ো বিশ্বাসঃ সঞ্জাতোঽস্যেতি প্রত্যয়- (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ইতি ইতচ্। ১ আপ্ত। ২ বিশ্বস্ত। ৩ প্রতিগত। "তৎ শ্রুত্বা ব্যসৃজদ্রাজা সোঽথ প্রত্যয়িতান্ দ্বিজান্।" (কথাসরিৎ ১৫।৬৮)

প্রত্যয়িন্ (ত্রি) প্রত্যয়-ইনি। প্রত্যয়যুক্ত, বিশ্বস্ত।

প্রত্যরা (স্ত্রী) প্রতিনিহিতাঃ অরাঃ প্রাদিস°। অরার দৃঢ়তায় জন্য উপনিহিত কীলক। "শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ" (শ্বেতাশ্ব° উপ°) 'পূর্ব্বোক্তানাং অরাণাং দার্ঢ্যায় যে প্রতিবিধীয়ন্তে কীলকাস্তে প্রত্যরা ইত্যুচ্যন্তে' (ভাষ্য)

প্রত্যরি (পুং) প্রতি-ঋ-ইন্। ১ শত্রু। ২ জন্মতারা হইতে পঞ্চম, চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োবিংশ তারক।
"জন্ম সম্পদ্‌বিপৎ ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মর্ক্ষাত্তু ত্রিধা পুনঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

প্রত্যরি তারা শুভকার্য্যমাত্রে নিন্দনীয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে সকল কার্য্য করিতে হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি না হইলে কোন কার্য্য করিতে নাই। প্রত্যরি-তারায় লবণ দান করিয়া শুভকার্য্য করা যাইতে পারে। 'প্রত্যরৌ লবণং দদ্যাৎ' (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

প্রত্যর্ক (পুং) প্রতিসূর্য্য, সূর্য্যাভাস, সূর্য্যমণ্ডলভেদ। (বৃহৎস° ৩০।৩৩)

প্রত্যর্চ্চন (ক্লী) প্রতি-অর্চ-ল্যুট্। প্রতিনমস্কার, প্রতিপূজা।

প্রত্যর্থক (পুং) শত্রু।

প্রত্যর্থিক (ত্রি) শত্রু, বিপক্ষ।

প্রত্যর্থিন্ (ত্রি) প্রতিশোধং প্রতিকূলং বা অর্থয়তে ইতি প্রতি-কূলং বা অর্থয়তে ইতি প্রতি-অর্থ-ণিনি। ১ শত্রু।

"নেত্রে খঞ্জনগঞ্জনে সরসিজপ্রত্যর্থি পাণিদ্বয়ং।
বক্ষোজৌ করিকুম্ভবিভ্রমকরীমত্যুন্নতিং গচ্ছতঃ॥"(সাহিত্যদ°৩পরি°)

(পুং) ২ প্রতিবাদী। ব্যবহারে প্রতিবাদী। ৩ অর্থিপ্রতিপক্ষ।

প্রত্যর্পণ (ক্লী) প্রতি-ঋ-ণিচ্-ল্যুট্ পুকাগমঃ। প্রতিদান, গৃহীত ধনাদির পুনর্দান, প্রতিসমর্পণ।

প্রত্যর্পণীয় (ত্রি) প্রতি-ঋ-ণিচ্ অনীয়র্। প্রত্যর্পণের যোগ্য।

প্রত্যর্পিত (ত্রি) প্রতি-ঋ-ণিচ্-ক্ত। প্রতিদত্ত, যাহা ফিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। "অর্থব্যবহারেঽপি একস্মিন্ বৎসরে যৎ-সংখ্যকং যদ্দ্রব্যং যেন গৃহীতং প্রত্যর্পিতঞ্চেতি।" (মিতাক্ষরা)

প্রত্যর্ষ (পুং) ঢালুপ্রদেশ। ২ পার্শ্বদেশ।

"দক্ষিণাপ্রবণস্ত প্রত্যর্ষে শ্মশানং কুর্য্যাৎ।" (শত° ব্রা° ১৩৮।১।৮)

প্রত্যর্হ (অব্য) প্রতিপূজার যোগ্য। সম্মাননীয়।

প্রত্যবকর্শন (ত্রি) প্রতি-অব-কর্শি-ল্যুট্। কৃশত্বকর, নিবর্ত্তক।

'প্রত্যবকর্শনং কৃশত্বকরং নিবর্ত্তকং।' (ভাগ° ১।৭।২৮, স্বামী)

প্রত্যবনেজন (ক্লী) প্রতিরূপমবনেজনং প্রাদি-স°। শ্রাদ্ধাঙ্গ প্রথমজলাদি দানের অনুরূপ পিণ্ডের উপরিভাগে ক্রিয়মাণ পুনরবনেজন। শ্রাদ্ধকার্য্যে পিণ্ডপূজাদির পর পিণ্ডে প্রত্য-বনেজন করিতে হয়। (শ্রাদ্ধতত্ত্বে রঘুনন্দন)

প্রত্যবমর্শ (পুং) প্রতি-অব-মৃশ-ক্ষান্তৌ ভাবে ঘঞ্। ১ অনুসন্ধান। "স্মৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাং জাত্যন্তরেঽভবৎ।" (হরিবংশ ২১)

২ বিবেক। (ভাগ° ৫।১।৩৮)

প্রত্যবমর্শন (ক্লী) প্রতি-অব-মৃশ-ল্যুট্। ১ অনুসন্ধান। ২ যুক্তাযুক্ত বিচার।

প্রত্যবমর্শবৎ (ত্রি) প্রত্যবমর্শঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রত্যবমর্শযুক্ত। ২ চিন্তান্বিত।

প্রত্যবমর্ষ (পুং) প্রতি-অব-মৃষ-ক্ষান্তৌ ভাবে ঘঞ্। সহন।

"স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ, সপ্রত্যবমর্ষঃ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ, স-প্রত্যবমর্ষঃ প্রত্যবমর্ষেণ সহিষ্ণুতয়া সহ বর্ত্ততে ইতি।" (তত্ত্বকৌ°)

প্রত্যবমর্ষণ (ক্লী) প্রতি-অব-মৃষ-ভাবে ল্যুট্। ১ সহন। ২ যুক্তাযুক্ত বিচার।

"কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্ষণাৎ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে মযাপি চানরাৎ॥" (ভাগ° ৩।১৪।৪২)

'প্রত্যবমর্ষণাৎ যুক্তাযুক্তবিচারাৎ' (স্বামী)

প্রত্যবর (ত্রি) প্রতিরূপে অবরঃ প্রাদি° স°। অতিনিকৃষ্ট।

"প্রতিগ্রহাৎ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ॥" (মনু ১০।১০৯)

ব্রাহ্মণের নিন্দিতাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহ প্রত্যবর অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট।

প্রত্যবরূঢ়ি (স্ত্রী) অভিমুখে অবতরণ। (তৈত্তি° স° ৭।৩।৫।৩)

প্রত্যবরোধন (ক্লী) প্রতি-অব-রুধ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ অবরোধন। ২ বাধা দেওয়া, বিঘ্নোৎপাদন করা।

প্রত্যবরোহ (পুং) প্রতি-অব-রুহ-ঘঞ্। ১অবরোহ, অবতরণ। ২ সোপান। ২ অগ্রহায়ণ মাসে গৃহ্য উৎসব বিশেষ। (আশ্ব°২।১)

প্রত্যবরোহণ (ক্লী) প্রতি-অব-রুহ-ল্যুট্। ১ নিম্নে অবতরণ। ২ অগ্রহায়ণমাসে গৃহ্য উৎসববিশেষ। (আশ্ব° গৃ° ২।১)

প্রত্যবরোহণীয় (ত্রি) প্রতি-অব-রুহ-ণিচ্-অনীয়র। ১ অব-রোহণের যোগ্য, অবরোহণার্হ। ২ বাজপেয় যজ্ঞের একাহ সাধ্য বলি। (সাংখ্য° ১৪।১।১)

প্রত্যবরোহিন্ (ত্রি) প্রতি-অব-রুহ-ণিনি। ১ নিম্নে অব-তরণকারী।

প্রত্যবসান (ক্লী) প্রতি-অব-সো-ল্যুট্। ভোজন। পর্য্যায়—

"জগ্ধিঃ প্রত্যবসানঞ্চ ভক্ষণং ভোজনাশনে।" (বৈদ্যকরত্নমা°)

প্রত্যবসিত (ত্রি) প্রতি-অব-সো-ক্ত। ভক্ষিত।

প্রত্যবস্কন্দ (পুং) প্রতি-অব-স্কন্দ-ঘঞ্। ব্যবহারে উত্তরভেদ, চতুর্ব্বিধ উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ। প্রত্যবস্কন্দন।

প্রত্যবস্কন্দন (ক্লী) প্রতি-অব-স্কন্দ-ল্যুট্। চতুর্বিধ উত্তরের অন্ত-র্গত উত্তরবিশেষ। প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তর বিশেষ, বাদীর প্রদর্শিত দোষ খণ্ডনার্থ প্রতিবাদী যে কারণ দেখায়, তাহাকে প্রত্যবস্কন্দন কহে। ইহাকে জবাব বলা যাইতে পারে।

"প্রত্যবস্কন্দনং নাম সত্যং গৃহীতং প্রতিদত্তং প্রতিগ্রহলব্ধমিতি বা। যথাহ নারদঃ—অর্থিনা লেখিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা। প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং স্মৃতম্॥" (মিতাক্ষরা)

"অর্থিনাভিহিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা।
প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ॥" (ব্যব° বৃহস্পতিঃ)

প্রত্যবস্থা (স্ত্রী) প্রতি-অব-স্থা-ভাবে অঙ্। প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান।

প্রত্যবস্থাতৃ (ত্রি) প্রতিপক্ষতয়া অবতিষ্ঠতে প্রতি-অব-স্থা-তৃচ্। শত্রু। (হেম)

প্রত্যবস্থান (ক্লী) প্রতি-অব-স্থা-ল্যুট্। বিপক্ষরূপে অবস্থান, শত্রুতারূপে থাকা।

প্রত্যবহার (পুং) প্রতি অব-হৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ সংহার। (রঘু ৪।৪৪) ২ যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ।

প্রত্যবায় (পুং) প্রত্যবায্যতে ইতি প্রতি-অব-অয় গতৌ ঘঞ্। পাপ, দুরদৃষ্ট। "ক্ষয়ং কেচিদুপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে। অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্যতে ॥" (জাবাল°)

২ বিপরীতাচরণ, শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিন্দিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় জন্মে। ব্রাহ্মণ প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্ ॥" (মনু ৪।২৪৫)

প্রত্যবেক্ষণ (ক্লী) প্রতি-অব-ঈক্ষ-ভাবে লুট্। পূর্ব্বাপর আলোচন, বিশেষরূপে দর্শন, তত্ত্বাবধান। ২ অনুসন্ধান। ৩ বিচার। ৪ প্রতিজাগর।

প্রত্যবেক্ষা (স্ত্রী) প্রতি-অব-ঈক্ষ ভাবে অ। প্রত্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান।

প্রত্যবেক্ষ্য (ত্রি) প্রতি-অব-ঈক্ষ-যৎ। ১ প্রত্যবেক্ষণযোগ্য ২ অনুসন্ধেয়। ৩ বিচার্য্য।

প্রত্যশ্মন্ (পুং) প্রতিরূপঃ অশ্মা। গৈরিক, গেরিমাটী। (ত্রিকা°)

প্রত্যষ্ঠীলা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত অষ্ঠীলাতুল্য রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—"অষ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিমূর্দ্ধমায়তমুন্নতম্।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াৎ বহির্মার্গাবরোধিনীম্ ॥
এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্।
প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেৎ জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্ ॥"
(সুশ্রুত নি° ১ অঃ)

বায়ু কফ কর্তৃক আকুলিত হইয়া অষ্ঠীলার ন্যায় ঘনগ্রন্থি ঊর্দ্ধদিকে আয়ত ও উন্নতভাবে জন্মে। ইহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। এই বাতাষ্ঠীলা দ্বারা দেহের বাহ্যপথ রুদ্ধ হয়। এইরূপ অষ্ঠীলা অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং বায়ু, মল ও মূত্ররোধ করিয়া ঘনগ্রন্থির আকারে জঠরে তির্য্যগ্ভাবে উত্থিত হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। [বাতব্যাধি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রত্যস্তগমন (ক্লী) সূর্য্যের অস্তগমন। (ছান্দোগ্য° ৩।১১।৩)

প্রত্যস্তময় (পুং) ১ অস্তগমন। ২ বিরাম। ৩ শেষ, ধ্বংস।

প্রত্যস্ত্র (ক্লী) প্রতিরূপং অস্ত্রং। প্রতিরূপ অস্ত্র, তুল্যরূপ অস্ত্র।

"শ্রুতশর্ম্মা প্রযুঙ্‌ক্তে স্ম যদ্ যদস্ত্রং প্রবত্ততঃ প্রত্যস্ত্রৈঃ প্রতিহন্তি স্ম তৎতৎ সূর্য্যপ্রভঃ ক্ষণাৎ ॥" (কথা° ৫০।৬৫)

প্রত্যহ (অব্য) অহঃ অহঃ প্রতি (নপুংসকাদন্যতরস্যাম্। পা ৫।৪।১০৯) ইতি টচ্। প্রতিদিন।

"গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।" (কুমার)

প্রত্যাকার (পুং) প্রতিরূপঃ খড়্গেন সদৃশঃ আকারো যস্য। খড়্গকোষ, খাপ। (হেম)

প্রত্যাক্ষেপক (ত্রি) উপহাসকারী। (কুবলয়ানন্দ ১৫১)

প্রত্যাখ্যাত (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-ক্ত। দূরীকৃত, পর্য্যায়—প্রত্যাদিষ্ট, নিরস্ত, নিরাকৃত, নিকৃত, বিপ্রকৃত। (অমর)

"বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া বাপি যশস্বিনি।
প্রত্যাখ্যাতা ন জীবামি সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে ॥"
(ভারত ১।১৫৬।৮) ২ অস্বীকৃত। ৩ নিরুৎসাহীকৃত।

প্রত্যাখ্যাতৃ (ত্রি) প্রতি-আ খ্যা-তৃচ্। প্রত্যাখ্যানকারক, যিনি প্রত্যাখ্যান করেন। (ভাগ° ৮।১৯।৩)

প্রত্যাখ্যান (ক্লী) প্রতি-আ-খ্যা-ভাবে লুট্। ১ নিরাকরণ, নিরসন, দূরীকরণ। পর্য্যায়—প্রত্যাদেশ, নিরাকৃতি। (অমর) "প্রত্যাখ্যানাদহং মৃত্যুং তত্ত্বপাপমবাপ্স্যসি।" (মার্কপু° ৬১।৭২)

প্রত্যাখ্যায়িন্ (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-ণিনি, যুকাগমঃ। প্রত্যাখ্যাতা, প্রত্যাখ্যানকারক, যিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রত্যাখ্যেয় (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-যৎ। প্রত্যাখ্যানের যোগ্য, নিরাকরণীয়।

প্রত্যাগত (ত্রি) প্রতি-আ-গম-ক্ত। প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া আসা।

প্রত্যাগতি (স্ত্রী) প্রতি আ-গম-ভাবে-ক্তিন্। প্রত্যাগমন, পুনরায় আগমন।

প্রত্যাগম (পুং) প্রত্যাগমনমিতি, প্রতি-আ-গম-অপ্। প্রত্যাগমন, ফিরে আসা। "তীর্থযাত্রাসমারম্ভে তীর্থপ্রত্যাগমেষু চ।"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

প্রত্যাগমন (ক্লী) প্রতি-আ-গম-লুট্। প্রত্যাগম, ফিরিয়া আসা।

প্রত্যাচার (পুং) প্রতি-আ-চর-ঘঞ্। সদাচারসম্পন্ন।

প্রত্যাতাপ (পুং) প্রতি-আ-তপ-ঘঞ্। রৌদ্রযুক্ত স্থান।
(কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৪।৩৪)

প্রত্যাত্মন্ (ত্রি) ১ প্রত্যেকটী। ২ একাকী।

প্রত্যাত্মক (ত্রি) একজনের অধিকৃত।

প্রত্যাত্ম্য (ক্লী) প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্যবিশিষ্ট।

"প্রত্যাত্ম্যেন প্রতিবিম্বেন।" (ভাগ° ৩।২০।৪৫ স্বামী)

প্রত্যাদর্শ (পুং) প্রতিরূপ চিত্র।

প্রত্যাদান (ক্লী) প্রতি-আ-দা-লুট্। পুনর্গ্রহণ। (ঋক্ প্রাতি১০।৫)

প্রত্যাদিত্য (পুং) প্রতিসূর্য্য। [প্রতিসূর্য্য দেখ।]

প্রত্যাদিষ্ট (ত্রি) প্রত্যাদিশ্যতেস্মেতি প্রতি-আ-দিশ-ক্ত। প্রত্যাদেশবিশিষ্ট। পর্য্যায়—নিরস্ত, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত, নিকৃত, বিপ্রকৃত। ২ ত্যক্ত। ৩ জ্ঞাপিত।

প্রত্যাদেশ (পুং) প্রত্যাদেশনমিতি প্রতি আ-দিশ-ঘঞ্। ১ নিরাকরণ, প্রত্যাখ্যান।

"প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।" (মেঘদূত ৯৬)

২ প্রসঙ্গ নিবারণ। (মনু ৮।৩৩৪) ৩ ভক্তের প্রতি দেবতাদিগের আদেশ। দৈববাণী।

প্রত্যাধান (ক্লী) প্রতিপত্ত্যা ধীয়তে প্রতি-আ-ধা-কর্ম্মণি-ল্যুট্। ১ মস্তক।
"যো হ বৈ শিশুং সাধানং প্রত্যাধানং।" (শত° ব্রা° ১৫।৫।২।১)
'মস্তকস্থ সর্ব্বদেহেম্ববয়বেষু আধীয়মানত্বাৎ তথাত্বং।' (ভাষ্য) ভাবে ল্যুট্ প্রাদিস°। ২ দ্বিতীয়াধান।

প্রত্যাধ্মান (পুং) প্রত্যিগতমাধ্মানমীষৎ শব্দো যত্র। বাতব্যাধি-রোগবিশেষ।
ইহার লক্ষণ—বায়ু রুদ্ধ হইয়া শব্দ ও যাতনা সহকারে উদর শীঘ্র আধ্মাত হইলে আধ্মানরোগ কহে। ইহা পার্শ্ব ও হৃদয়দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমাশয়ে আধ্মানরোগ জন্মাইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ১ অঃ)* [বাতব্যাধি শব্দ দ্রষ্টব্য।]
প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, লঙ্ঘন, দীপন ও বস্তিকর্ম্ম আবশ্যক।
"প্রত্যাধ্মানে সমুৎপন্নে কুর্য্যাদ্ বমনলঙ্ঘনে।
দীপনাদি নিযুঞ্জীত পূর্ব্ববদ্বস্তিকর্ম্ম চ॥" (ভাবপ্র°)

প্রত্যানয়ন (ক্লী) প্রতি-আ-নী-ল্যুট্। পুনরুদ্ধার, ফিরিয়া আনা।

প্রত্যানীত (ত্রি) প্রতি-আ-নী-ক্ত। যাহা ফিরিয়া আনা হইয়াছে, যাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে।

প্রত্যানেয় (ত্রি) ১ ফিরাইয়া আনিবার যোগ্য। ২ সৎপথে আনিবার যোগ্য।

প্রত্যাপত্তি (স্ত্রী) প্রতি-আ-ভাবে-ক্তিন্। ১ বৈরাগ্য। (ভারত শান্তিপ° ২৯৩ অ°) ২ পুনরাগমন।

প্রত্যাপীড় (পুং) ছন্দোভেদ।

প্রত্যাপ্লবন (ক্লী) প্রতি-আ-প্লু-ল্যুট্। আপ্লাবিত হওয়া, উথলিয়া উঠা।

প্রত্যাম্নান (ত্রি) প্রতিরূপতয়া আম্নায়তে প্রতি-আ-ম্না-কর্ম্মণি ল্যুট্। প্রতিনিধি। "যজমানকর্ত্তৃত্বেন বিধীয়স্তে প্রত্যাম্নানাশ্চ ঋত্বিজো নিবর্ত্তস্তে" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।১৩)

প্রত্যাম্নায় (পুং) প্রতিরূপতয়া আম্নায়তে প্রতি-আ-ম্না-কর্ম্মণি-ঘঞ্। প্রতিনিধিরূপে বিধীয়মান।

প্রত্যায় (পুং) কর, রাজস্ব। (হেম)

প্রত্যায়ক (ত্রি) প্রতি-ই-ণ্বুল্। ১ বিশ্বাসকারক। ২ বোধক।

প্রত্যায়ন (ক্লী) প্রতি-আ-ই-ণিচ্ 'নৌগমিরবোধনে' ইতি ন গমাদেশঃ ভাবে ল্যুট্। ১ বোধন। ২ বিশ্বাসজনন।

প্রত্যায়িত (ত্রি) ১ বিশ্বস্ত। ২ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। "গন্ধর্ব্বা হ বা ইন্দ্রস্য সোমমপ্স, প্রত্যায়িতা গোপয়ন্তি" (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১২।৩)

---

* "বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্।
বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং পার্শ্বে হৃদয়ে বিহায় জাতং তদেবাধ্মানং। কফব্যাকুলিতানিলং কফেনাবরুদ্ধবাতং।" (ভাবপ্র°)

প্রত্যায়িতব্য (ত্রি) বিশ্বাসের উপযুক্ত, প্রত্যয়ের যোগ্য। (মালবিকাগ্নি°)

প্রত্যারম্ভ (পুং) প্রতিরূপঃ আরম্ভঃ প্রাদিস°। পশ্চাৎ আরম্ভ, প্রথমে আরম্ভ করিয়া তৎপরে আরম্ভকরার নাম প্রত্যারম্ভ।

প্রত্যালীঢ় (ক্লী) প্রতি-আ-লিহ্-ক্ত। ধন্বীদিগের পাদসংস্থান-বিশেষ। বাণ নিক্ষেপ সময়ে উপবেশন, অর্থাৎ বামপাদ প্রসারণ করিয়া দক্ষিণপাদ সঙ্কুচিত করিয়া বসা। ধনুর্দ্ধারিগণ পাঁচপ্রকারে উপবেশন করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন।
"স্যাৎ প্রত্যালীঢমালীঢসমং পাদং তথাপরম্।
বৈশাখং মণ্ডলঞ্চেতি ধন্বিনাং স্থানপঞ্চকম্॥
স্যাদ্দক্ষপাদসঙ্কোচাৎ বামপাদপ্রসারণাৎ।
প্রত্যালীঢমিতি প্রোক্তমালীঢং তদ্বিপর্য্যয়াৎ॥" (শব্দরত্না°)
(ত্রি) ২ আস্বাদিত। ৩ অশিত, ভুক্ত, ভক্ষিত।

প্রত্যাবর্ত্তন (ক্লী) প্রতি-আ-বৃত-ণিচ্ বা ভাবে ল্যুট্। ১ প্রতিনিবৃত্তি। ২ প্রতিনিবারণ।

প্রত্যাবৃত্ত (ত্রি) প্রতি-আ-বৃত-ক্ত। ১ প্রত্যাগত। ২ পুনরাবৃত্ত।

প্রত্যাশা (স্ত্রী) প্রতি-কিঞ্চিৎ বস্তু লক্ষীকৃত্য আ সমন্তাৎ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি প্রতি-আ-অশ্-অচ্, ততষ্টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, ভরসা। "মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি।" (শান্তিশতক) ২ প্রত্যয়।

প্রত্যাশ্রয় (পুং) প্রতি-আ-শ্রি-অচ্। আশ্রয়গৃহ।

প্রত্যাশ্রাব (পুং) প্রতি-আ-শ্রু-ণিচ্, ভাবে অচ্। ১ উদ্দেশ করিয়া শ্রাবণ। কর্ম্মণি অচ্। ২ 'অস্তু শ্রৌষট্' এইপ্রকার শব্দ। "স্তোত্রিয়াঃ প্রত্যাশ্রাবো অনুরূপঃ" (শুক্লযজু° ১৯।২৪)
'প্রত্যাশ্রাবঃ অস্তু শ্রৌষড়িতি শব্দঃ' (বেদদীপ)

প্রত্যাশ্রাবণ (ক্লী) প্রতি-আ-শ্রু-ণিচ্, ভাবে-ল্যুট্। অগ্নীধ্র কর্ত্তৃক অধ্বর্য্যুর প্রতি মন্ত্রবিশেষের আশ্রবণ।
"ওঁ স্বধেত্যাশ্রাবণমস্তু স্বধেতি প্রত্যাশ্রাবণং" (আশ্ব° গৃ° ২।১৯)

প্রত্যাশ্বাস (পুং) প্রতি-আ-শ্বস্-ঘঞ্। পুনর্ব্বার আশ্বাস।

প্রত্যাশ্বাসন (ক্লী) প্রতি-আ-শ্বস-ণিচ্-ল্যুট্। সান্ত্বনার্থ আশ্বাসন।

প্রত্যাসঙ্গ (পুং) ১ সংশ্রব। ২ সংযোগ।

প্রত্যাসত্তি (স্ত্রী) প্রতি-আ-সদ-ভাবে-ক্তিন্। ১ নৈকট্য। ২ নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধমাত্র।
"আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু" (ভাষাপরি°)
'আসত্তিঃ প্রত্যাসত্তিঃ' (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

প্রত্যাসন্ন (ত্রি) প্রতি-আ-সদ-ক্ত। নিকটবর্ত্তী। সন্নিহিত, নিকটস্থ। (জটাধর) "আর্য্য! প্রত্যাসন্নো মহারাজঃ তৎপ্রত্যুদ্গমনেন সংভাব্যতামার্য্যেণ" (প্রবোধচন্দ্রোদয় ২ অ°)

প্রত্যাসর (পুং) প্রত্যাস্রিয়তে ইতি-প্রতি আসৃ-(ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইত্যপ্। সৈন্যপৃষ্ঠ। (শব্দরত্না°)

প্রত্যাসার (পুং) প্রত্যাস্রিয়তে প্রতি-আ-সৃ-ঘঞ্। সৈন্যপৃষ্ঠ, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যব্যূহ, ব্যূহের পশ্চাদ্ব্যূহান্তর, ব্যূহপার্ষ্ণি।

প্রত্যাস্তার (পুং) বৌদ্ধভিক্ষুর আস্তরণ।

প্রত্যাস্বর (পুং) প্রত্যাস্বরতি প্রতি-আ-স্বৃ-অচ্। ১ প্রত্যাগত। ২ অস্তভাব হইতে পুনর্ব্বার প্রত্যাগত আদিত্য। সূর্য্য অস্তমিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয়, এইজন্য আদিত্যকে প্রত্যাস্বর কহে।

"স্বর ইতীমং (প্রাণং) আচক্ষ্যতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং" (ছান্দোগ্য উপ°) 'কিঞ্চ স্বর ইতীমং প্রাণমাচক্ষতে কথয়ন্তি তথা স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইতি চামুং সবিতারং। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনর্মৃতঃ প্রত্যাগচ্ছতি। সবিতা স্বস্তমিত্বা পুনরপ্যহন্যহনি প্রত্যাগচ্ছতি। অতঃ প্রত্যাস্বরোঽস্মাদ্‌গুণতো নামতশ্চ সমানমিতরেতরং প্রাণাদিত্যৌ' (ভাষ্য)

প্রত্যাহরণ (ক্লী) প্রতি-আ-হৃ-ভাবে-ল্যুট্। প্রত্যাহার। (শব্দরত্না°) ২ প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া লওন।

প্রত্যাহার (পুং) প্রতি-আ-হৃ-ভাবে-ঘঞ্। ১ স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ। পর্য্যায়—উপাদান, প্রত্যাহরণ। ২ যোগাঙ্গ বিশেষ।

"প্রত্যাহারশ্চ তর্কশ্চ প্রাণায়ামস্তৃতীয়কঃ।
সমাধির্ধারণং ধ্যানং ষড়ঙ্গো যোগসংগ্রহঃ॥" (ভরত)

প্রত্যাহার, তর্ক, প্রাণায়াম, সমাধি, ধারণ ও ধ্যান এই ৬টী যোগের অঙ্গ। পাতঞ্জলদর্শনে যম নিয়ম প্রভৃতি আটটী যোগাঙ্গ অভিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রত্যাহার পঞ্চম যোগাঙ্গ। ইহার লক্ষণ—"স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৫৪) "ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্" (পাত°২।৫৫) যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম নামক যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর ও মন পরিষ্কৃত বা সুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত চারিটী সিদ্ধ হইলে ইহা সহজ হইয়া পড়ে। প্রত্যাহার শব্দের অর্থ এইরূপ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে রূপাদির প্রতি ধাবিত হয় বা আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগের তদ্রূপ বাহ্যগতি ফিরাইয়া আনা বা তাহাদিগের সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে—ব্যাসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইবে এবং রূপ রহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিবে। চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে, নাসিকা যাহাতে গন্ধ বহন না করে, এইরূপ করিবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যাহাতে আপন আপন গৃহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিকৃত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে, তাহাই করিতে হইবে। এইরূপ করার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ যখন অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইসে, তখন জানিতে হইবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বশীভূত হইয়াছে। মনোহর রূপ দেখিলে চক্ষু স্বভাবতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু যতই মনোহর রূপ হউক না কেন, চক্ষু তাহা দেখিয়াও যেন দেখিবে না, অর্থাৎ তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত হইবে না। সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন এইরূপ হইবে, তখন প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যখন ইচ্ছানুরূপ বশীভূত হয়। সমাধি তখন করতলগত হইয়া পড়ে।

প্রত্যাহার যোগাঙ্গ অভ্যাস করা বড়ই কঠিন। যেরূপ কোন অস্ত্রধারী এক রাজা ভৃত্যের হস্তে পরিপূর্ণ এক শরাব তৈল দিয়া বলে যে, শীঘ্র যাও, দৌড়িয়া যাও, কিন্তু সাবধান, তৈল যেন না পড়ে, পড়িলেই তোমার মস্তক ছেদ করিব। এমত স্থলে ভৃত্যের যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্যক, যেরূপ অঙ্গ-সংযমের আবশ্যক—প্রত্যাহার অভ্যাসকালেও তাদৃক্ দৃঢ়চিত্ততা ও অঙ্গসংযমের আবশ্যক। কিছু দিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করিতে পারিবে। চিত্ত যখন ইচ্ছামাত্রেই যথেপ্সিত বস্তুতে ধৃত হইবে, স্থির হইবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও তখন তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। কোনপ্রকার রূপ তখন আর চক্ষুকে এবং কোনও শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না। যখন এই প্রত্যাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইবে, তখন ধারণা, ধ্যান বা সমাধি কিছুই আর দূরবর্ত্তী থাকিবে না। যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এই চারিটী যোগাঙ্গ দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত না হইলে ইহা সিদ্ধ হইবে না।

(পাতঞ্জলদ° সাধনপা°) *

৩ সংজ্ঞাবিশেষ, অল্প দ্বারা বহুগ্রহণ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে 'অণ্ ইণ্' প্রভৃতি সংজ্ঞা বিহিত আছে, 'অণ্' বলিলে অ, ই, উ এই তিনটী বর্ণ বুঝায়। 'অণ্' এইস্থলে অল্প কথা দ্বারা বহুর গ্রহণ হওয়ায় প্রত্যাহার হইল। এইরূপ 'সুপ্' 'তিঙ্' প্রভৃতিও প্রত্যাহার। অর্থাৎ সুপ্ বলিলে সু, ঔ, জস্, প্রভৃতি সমস্ত বিভক্তিই পাওয়া যাইবে, এইজন্য উহার নাম প্রত্যাহার। (পা ৩।৪।৩৮)

* বিষ্ণুপুরাণে প্রত্যাহারের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—
"শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৬।৭ অ°)
অপিচ—ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতো হি সঃ।
মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥" (গরুড়পু° ২৪০ অ°)

প্রত্যাহার্য্য (ত্রি) প্রত্যাহারের যোগ্য।

প্রত্যুক্ত (ত্রি) প্রতি-বচ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ উত্তরিত। ২ প্রতি-বাক্যদ্বারা নিরাকৃত।

প্রত্যুক্তি (স্ত্রী) প্রতিবচনমিতি প্রতি-বচ-ভাবে ক্তিন্, প্রতিরূপা উক্তিরিতি বা। প্রত্যুত্তর, প্রতিবাক্য কথন।

প্রত্যুচ্চারণ (ক্লী) পুনর্ব্বার উচ্চারণ।

প্রত্যুজ্জীবন (ক্লী) প্রতি-উদ্-জীব-ভাবে ল্যুট্। পুনর্জীবন, মরণোত্তর পুনর্জীবন।

"রসবিচ্ছেদহেতুত্বাৎ মরণং নৈব বর্ণ্যতে।
বর্ণ্যতেঽপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং স্যাদদূরতঃ॥" (সাহিত্যদ°)

রসবিচ্ছেদ হেতু কাব্য ও নাটকাদিতে মৃত্যু বর্ণন করিবে না। যদিই মৃত্যু বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় শীঘ্রই তাহার প্রত্যুজ্জীবন বর্ণন করাও আবশ্যক। যেমন কবি কাদম্বরীতে প্রথমতঃ মৃত্যুবর্ণন করিয়া পুনরায় জীবনপ্রাপ্তিও বর্ণন করিয়াছেন।

প্রত্যুত (অব্য°) প্রতি চ উতচ ইতি দ্বন্দ্বঃ। বৈপরীত্য, পরপক্ষ নিরাকরণ বা স্বপক্ষ স্থাপনের জন্য উক্ত বাক্যের বৈপরীত্য ভাব।

"বিহিতাকরণাৎ পুংভিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽস্তে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ॥"(মার্ক°পু°৯৫।২০)

প্রত্যুৎকর্ষ (পুং) মূল্যাধিক্য। অবস্থার আধিক্য।

প্রত্যুৎক্রম (পুং) প্রত্যুৎক্রমমিতি প্রতি-উৎ-ক্রম-ঘঞ্। ১ প্রকৃষ্ট যোগ, যুদ্ধার্থ উদ্যোগ। ২ প্রধান প্রয়োজনানুকূল প্রয়োজনানুষ্ঠান, পর্য্যায়—প্রয়োগার্থ। প্রধান প্রয়োজনোদ্দেশে তদনুকূল প্রয়োজনের আরম্ভ। ৩ যুদ্ধের প্রথম আক্রমণ।

প্রত্যুৎক্রান্তি (স্ত্রী) প্রতি-উৎ-ক্রম-ক্তিন্। প্রত্যুৎক্রম।

প্রত্যুত্তব্ধি (স্ত্রী) ১ ধারণ। ২ অবলম্বন। ৩ রক্ষণ। ৪ স্থাপন।

প্রত্যুত্তম্ভ (পুং) প্রত্যুত্তব্ধি।

প্রত্যুত্তর (ক্লী) প্রতিরূপমুত্তরং। উত্তরের উত্তর, বাদিকর্ত্তৃক উপন্যস্ত পক্ষের তদ্বিরুদ্ধপক্ষপ্রতিপাদক বাক্য।

প্রত্যুত্থান (ক্লী) প্রত্যুত্থীয়তে ইতি প্রতি-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ অভ্যুত্থান, আগত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আসন হইতে পুনরায় উত্থান।

"ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ২।১২০)

বৃদ্ধ ও মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিলে তাহাকে আসন হইতে উত্থিত হইয়া অভিবাদন করা বিধেয়।

প্রত্যুত্থায়িন্ (ত্রি) প্রতি-উৎ-স্থা-ণিনি যুকাগমঃ। প্রত্যুত্থানকারক, প্রত্যুত্থানশীল। (শত° ব্রা° ১১।৬।২।৪)

প্রত্যুত্থেয় (ত্রি) প্রত্যুত্থানের উপযুক্ত। (ঐত° ব্রা° ২।২০)

প্রত্যুৎপন্ন (ত্রি) প্রতি-উৎ পদ-ক্ত। উৎপত্তিবিশিষ্ট, পুনরুৎপন্ন, পুনরায় জাত। ২ সত্বর, হঠাৎ।

প্রত্যুৎপন্নমতি (ত্রি) প্রত্যুৎপন্না তৎকালোচিতা মতির্যস্য। ১ তৎকালোচিত বুদ্ধি, উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধির স্ফুরণ হয়, বিপদের সময় যাহার বুদ্ধি যোগায়। ২ সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত, পর্য্যায়—কুশাগ্রীয়বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শী, তৎকালধী, প্রতিভান্বিত। (জটাধর)

"প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্‌পাদ উচ্যতে॥"(সুশ্রুত সূত্র° ৩৪ অ°)

প্রত্যুদাহরণ (ক্লী) প্রতিকূলমুদাহরণং প্রাদিস°। উদাহরণের বৈপরীত্যদ্বারা উদাহরণ। "সর্ব্বেষু প্রত্যুদাহরণেষু প্রকৃতিস্বরো ভবতি" (পা° ৬।২।১৫০ বৃত্তি)

প্রত্যুদ্‌গতি (স্ত্রী) প্রতি-উৎ-গম-ক্তিন্। প্রত্যুদ্‌গম। (কথাসরিৎসা° ৬।৫৫)

প্রত্যুদ্‌গম (পুং) প্রতি-উৎ-গম-অপ্। প্রত্যুত্থান, মাননীয় ব্যক্তি আসিলে আগে গিয়া তাহাকে আনয়নার্থ গমন। "একত্রাসনসংস্থিতিঃ পরিহৃতা প্রত্যুদ্‌গমাদ্ দূরতঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।৭৩) ২ প্রতিগমন।

প্রত্যুদ্‌গমন (ক্লী) প্রতি-উৎ-গম-ল্যুট্। প্রত্যুত্থান।

প্রত্যুদ্‌গমনীয় (ত্রি) প্রতি-উৎ-গম-অনীয়র্। প্রত্যুৎগমনের উপযুক্ত, সমুপস্থানযোগ্য, পূজনীয়। (ক্লী) ২ ধৌতবস্ত্রযুগ্ম, জোড়, ধুতি ও উড়ানি।

"সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপ্রত্যুদ্‌গমনীয়বস্ত্রা।"
(কুমারসম্ভব ৭।১১)

প্রত্যুদ্‌গার (পুং) বায়ুজন্যরোগভেদ। (বৈদ্যকনি°)

প্রত্যুদ্যম (পুং) ১ তুল্যপরিমাণ। (ত্রি) প্রত্যুদ্যমোঽস্যাস্তীতি অর্শ আদিভ্যোঽচ্। ২ প্রত্যুদ্যমযুক্ত। ৩ তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট।

প্রত্যুদ্যমিন্ (ত্রি) প্রতি-উৎ-যম-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট। ২ অদম্য। ৩ তুল্য বলশালী।

প্রত্যুদ্যাতৃ (ত্রি) প্রতি-উদ্-যা-তৃচ্। বিরুদ্ধে গমনকারী। শত্রুকে আক্রমণকারী।

প্রত্যুদ্যামিন্ (ত্রি) প্রতি-উৎ-যম-ণিনি। ১ তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট। ২ অদম্য। ৩ সমকক্ষ।

"ক্ষত্রায়ৈব তদ্বিশং প্রত্যুদ্যামিনং কুর্য্যাঃ।" (ঐত° ব্রা° ৮।২১)

প্রত্যুন্নমন (ক্লী) প্রতিকূলমুন্নমনং প্রাদি স°। উন্নমন প্রতিকূল অবনমন।

"অঙ্গুল্যাঽবপীড়িতে প্রত্যুন্নমনম্।" (সুশ্রুত)

প্রত্যুপকার (পুং) প্রতিরূপঃ উপকারঃ প্রাদিস°। উপকারানুরূপ

হিতানুষ্ঠান, কোন ব্যক্তির উপকার করিলে সেই উপকর্ত্তার যে উপকার করে।

প্রত্যুপকারিন্ (ত্রি) প্রতি-উপ-কৃ-ণিনি। প্রত্যুপকার, যিনি প্রত্যুপকার করেন।

প্রত্যুপক্রিয়া (স্ত্রী) প্রতিরূপা উপক্রিয়া প্রাদিস°। প্রত্যুপকার।

প্রত্যুপদেশ (পুং) প্রতি-উপ-দিশ-ঘঞ্ বা প্রতিরূপঃ উপদেশ প্রাদি স°। ১ উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রদান। ২ উপকারানুরূপ হিতাচরণ।

প্রত্যুপভোগ (পুং) প্রতি-উপ-ভুজ-ঘঞ্। সুখভোগ। ভোগ।
"সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।" (সাংখ্য ৩৭)

প্রত্যুপমান (ক্লী) উপমানের বৈপরীত্য।
"উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ।" (বিক্রমো° ২২)

প্রত্যুপবেশ (পুং) বলপূর্ব্বক রাজী করান। (রাম° ২।১১১।১৭)

প্রত্যুপস্থান (ক্লী) নিকটবর্ত্তিস্থান।

প্রত্যুপস্পার্শন (ক্লী) জলদ্বারা ধৌতকরণ। (গোভিল ১।২।৩৪)

প্রত্যুপহ্ব (পুং) দেবতাদিগের আবাহন মন্ত্রপাঠ। (আশ্ব° ৪।১)

প্রত্যুপহার (পুং) প্রতিরূপঃ উপহারঃ প্রাদিস°। অনুরূপ উপহার, উপঢৌকনীয় দ্রব্য।

প্রত্যুপাকরণ (ক্লী) পুনরায় বেদপাঠারম্ভ। (গোভিল ৩।৩।১৪)

প্রত্যুপেয় (ত্রি) ১ প্রতিদানের যোগ্য। প্রতিফলের উপযুক্ত। ২ আলোচনীয়।

প্রত্যুপ্ত (ত্রি) প্রতি-বপ্ ক্ত। ১ যাহার পন করা হইয়াছে। ২ সজ্জিত। ৩ খচিত। ৪ বিচিত্রিত।

প্রত্যুরস (অব্য°) উরসি বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। (প্রতেরুরসঃ সপ্তমীস্থাৎ। পা ৫।৪।৮২) উরঃস্থলে, বক্ষঃস্থলে। প্রতিপূর্ব্বক উরস্ শব্দের সপ্তমীর অর্থ বুঝাইলে অচ্‌সমাসান্ত হয়। 'প্রতি গতং উরঃ' এই বাক্যে প্রত্যুরস্ এইরূপ পদ হইবে।

প্রত্যুলূক (পুং) প্রতিকূল উলূকস্য প্রাদি স°। ১ কাক, কাক উলূকের প্রতিকূল অর্থাৎ শত্রু।
"প্রত্যুলূকঃ কাকঃ।" (ভাগবত ১।১৪।১৪, স্বামী)
প্রতিরূপঃ উলুকো যস্য কপ্। প্রত্যুলূক উলূকানুরূপ পক্ষিভেদ। (হরিবং ৩ অঃ)

প্রত্যুষ (পুং) প্রত্যোষতি বিনাশয়তি অন্ধকারমিতি প্রতি-উষ্ দাহে (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৬) ইতি-ক। প্রত্যূষ, প্রাতঃ।

প্রত্যুষস্ (ক্লী) প্রত্যোষতি নাশয়ত্যন্ধকারমিতি প্রতি-উষ্ (উষঃ কিৎ। উণ° ৪।২৩৩) ইতি অসি, স চ কিৎ। প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল।
"যাতি ব্যক্তিং গুরুত্বাদরুণকিসলয়ে প্রত্যুষঃ পারিজাতঃ।"
(ভরতধৃত সূর্য্যশতক)

প্রত্যূষ্য (ত্রি) দহনীয়, দহনযোগ্য। (শত° ব্রা° ১।৯।৩।২)

প্রত্যূর্দ্ধ (অব্য) উপরে, ঊর্দ্ধদিকে।

প্রত্যূষ (পুং) প্রত্যূষতি রুজতি কামুকানিতি প্রতি-উষ্ রোগে ক। প্রভাত। (অমর)
"দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং।
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ॥" (মেঘদূত ৩৩)
২ সূর্য্য। (শব্দরত্না°) ৩ বসুভেদ। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।১৫১

প্রত্যূষস্ (ক্লী) প্রতি-উষ্-অসি। প্রভাত।
"প্রত্যূষস্য পরাহ্ণে তু জীর্ণেঽহ্নে চ প্রকুপ্যতি।" (সুশ্রুত ১।২১)

প্রত্যূহ (পুং) প্রত্যূহনমিতি প্রতি-উহ-ঘঞ্। বিঘ্ন।
"ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদেব ময়া প্রাপ্তং মহৎ ফলম্।
সর্ব্বকামফলাবাপ্ত্যা প্রত্যূহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (মার্ক°পু°১৬।৫৫)

প্রত্যূহন (ক্লী) প্রতি-উহ-ল্যুট্। বিঘ্ন। (সাংখ্যা° ব্রা°৪।১৫।১০)

প্রত্যৃচ (অব্য) ঋচং ঋচং প্রতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। অচ্-সমাসান্তঃ। এক একটী ঋকে। (আশ্ব° ৬।৪)

প্রত্যেক (ক্লী) একং একং প্রতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। একে একে সমুদয়, এক শব্দার্থ।
"প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজনত্যন্ত গুহ্যং।"
(কর্পূরাদিস্তোত্র)

প্রত্যেকবুদ্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ। (ত্রিকাণ্ড)

প্রত্যেকশস্ (অব্য) প্রত্যেক-চশস্। একে একে।

প্রত্যেতব্য (ত্রি) স্বীকৃত। (ঋক্ প্রাতি° ৩।৪)

প্রত্যেনস (পুং) বিচারক। "উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ।"
(শত° ব্রা° ১৪।৭।১।৪৩)
২ উত্তরাধিকারী, যিনি মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্য দায়ী হন।

প্রত্রাস (পুং) প্র-ত্রস্-ঘঞ্। ১ ভয়। ২ কম্প।

প্রত্বক্ষস্ (ত্রি) প্র-ত্বক্ষ্-তনূকরণে অসুন্। ১ প্রকর্ষরূপে তনূকরণ। ২ শত্রুঘাতী। (ঋক্ ১।৮৭।১)

প্রথ, খ্যাতি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক°, সেট্। লট্ প্রথতে। লোট্ প্রথতাং। লুঙ্ অপ্রথিষ্ট। ঘটাদিত্বাৎ ণিচ্ প্রথয়তি।

প্রথ, খ্যাতি। ২ বিক্ষেপ। খ্যাত্যর্থে অক°। বিক্ষেপার্থে সক° উভয়পদী, সেট্। লট্ প্রথয়তি-তে। লোট্ প্রথয়তু-তাং। লিট্ প্রথয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অপপ্রথৎ-ত।

প্রথন (ক্লী) প্রথ-ল্যুট্। ১ প্রকাশকরণ। ২ বিস্তার। ৩ গুল্মভেদ।

প্রথম (ত্রি) প্রথতে প্রসিদ্ধো ভবতীতি প্রথ (প্রথেরমচ্। উণ্ ৫।৬৮) ইতি অমচ্। ১ প্রধান।
"রাম ইত্যভিরামেণ বপুসা তস্য চোদিতঃ।
নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎপ্রথমমঙ্গলম্॥" (রঘু ১০।৬৭)
২ আদিম, পর্য্যায়—আদি, পূর্ব্ব, পৌরস্ত্য, আদ্য, অগ্রিম,

প্রাক্। 'বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিন্তং ত্যজয়েৎ প্রথমং নরঃ।'
(বিষ্ণুপু° ১।১১।৫২)

প্রথমক (ত্রি) প্রথম-স্বার্থে কন্। প্রথমশব্দার্থ।

প্রথমকল্পিত (ত্রি) প্রথমে যাহা কল্পনা করা হইয়াছে।

প্রথমকুসুম (পুং) শুক্লমরুবকবৃক্ষ, শ্বেতবক। (বৈদ্যকনি°)

প্রথমগর্ভ (পুং) প্রথমবারের গর্ভ। (শুক্ল যজু° ২৪।১৬) স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রথমচ্ছদ (ত্রি) ১ প্রথমের আচ্ছাদন। ২ অগ্নির আচ্ছাদয়িতা।
(ঋক্ ১০।১১।১)

প্রথমজ (ত্রি) প্রথমং জায়তে জন-ড। ১ পূর্ব্বজাত। ২ প্রথম-গর্ভজাত। (শুক্লযজু° ১৬।২৫) অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ।

প্রথমজাত (ত্রি) প্রথমে জাতঃ। অগ্রজ। প্রথমে জাতমাত্র।

প্রথমতস্ (অব্য) প্রথম-সপ্তম্যর্থে তসিল্। প্রথমে, অগ্রে।

প্রথমপুরুষ (পুং) ১ আদি পুরুষ, পুরাণপুরুষ। ২ ব্যাকরণোক্ত আখ্যাত বিভক্তির সংজ্ঞাবোধক শব্দ। তিঙের অর্থাৎ লট্ লোট্ প্রভৃতি দশ লকারের মধ্যে প্রথম তিন তিনটীর প্রথম পুরুষ সংজ্ঞা হয়। লটের তি, তস্, অন্তি ও তে, আতে, অন্তে, লোট্ তু, তাং, অন্তু ও তাং, আতাং, অন্তাং, লঙ্ দীপ্, তাং, অন্ ও ত, আতাং, অন্ত। লিট্ ণল, অতুস্, উস্ ও এ, আতে, ইরে ইত্যাদি। ক্রিয়ায় প্রথমপুরুষের বিভক্তি থাকিলে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ ভিন্ন কর্ত্তা হয়। 'তিঙাং ত্রীণি ত্রীণি প্রথমমধ্যমোত্তমপুরুষসংজ্ঞকানি' (ব্যাকরণ)। বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ব্যাকরণে আমি বা তুমি ব্যতীত অপর সকল কর্ত্তৃপদই প্রথম পুরুষ। কিন্তু ইংরাজী প্রভৃতি য়ুরোপীয়ব্যাকরণে 'আমি' কর্ত্তৃপদই প্রথমপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৩ মৈত্রায়ণীসূত্রপ্রণেতা। প্রথমপ্রকাশের শিষ্য।

প্রথমভাজ্ (ত্রি) প্রথম-ভজ-ণ্বি। যিনি প্রথমভাগ গ্রহণ করেন। ২ উৎপত্তিকালবিভাগকারী। (ঋক্ ৬।৪৯।১)

প্রথমযজ্ঞ (পুং) যজ্ঞের প্রথম উৎসর্গ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৪।১)

প্রথমরাত্র (পুং) রাত্রির প্রথমভাগ। (সাংখ্যা° ব্রা° ১৭।৮)

প্রথমবয়সিন্ (ত্রি) প্রথমবয়োঽস্ত্যস্য বাহু° ইনি সান্তত্বাৎ ন পদত্বং। প্রথমবয়োযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (শত° ব্রা° ১৩।১।৭।৮)

প্রথমবাস্য (ত্রি) পূর্ব্বপরিহিত। (অথ° ২।১৩।৫)

প্রথমবিত্তা (স্ত্রী) প্রথমং বিত্তা বিন্না লব্ধা। প্রথমপরিণীতা স্ত্রী, মহিষী। (কাত্যা° (১৬।৩।২১।৫)

প্রথমশ্রবস্ (ত্রি) অতিশয় খ্যাতিযুক্ত। যাহার ধন বা যশখ্যাতি আছে। (ঋক্ ৪।৩৬।৫)

প্রথমসঙ্গম (পুং) প্রথম সম্মিলন।

প্রথমসাহস (পুং) সাহসদণ্ডভেদ, আড়াইশত পণ দণ্ড হইলে তাহাকে প্রথম সাহস কহে। 'পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধং প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।' (বিষ্ণু)

প্রথমস্থান (ক্লী) বেদমন্ত্র উচ্চারণকালে নিম্নস্বর।
(কাত্যা° শ্রৌ° ৩।১।৩)

প্রথমস্বর (ক্লী) সামভেদ।

প্রথমাগামিন্ (ত্রি) প্রথমোক্ত। (নিরুক্ত ৮।৪)

প্রথমাঙ্গুলি (পুং স্ত্রী) প্রথমা অঙ্গুলিঃ কর্ম্মধা°। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।
"শব্দময়ং মহাপ্রাণং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ
প্রথমাঙ্গুলির্ব্বদ্ধাঙ্গুলিঃ।" (তন্ত্রসার)

প্রথমাদেশ (পুং) কোন পদের প্রথমে আদেশ।

প্রথমার্দ্ধ (পুং ক্লী) পূর্ব্বার্দ্ধ, প্রথম অর্দ্ধ ভাগ।

প্রথমাশ্রম (পুং ক্লী) প্রথমঃ আশ্রমঃ কর্ম্ম°। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।
"শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।" (কুমার)

প্রথমেতর (ত্রি) প্রথমাদিতরঃ। প্রথম ভিন্ন, দ্বিতীয়।

প্রথয়িতৃ (ত্রি) প্রথ-ণিচ-তৃণ্ বিখ্যাতিকারক। বিস্তৃতিকারক।
"অত্র যঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ।" (ভাগ৪।১৫।১৪)
২ ঘোষণাকারী।

প্রথস্ (ক্লী) প্রবৃদ্ধ। "প্রবাতস্য প্রথসঃ।" (ঋক্ ১০।৮৭।১১)
'বাতস্য বায়োঃ প্রথসঃ প্রথিম্নোঽপি প্রবৃদ্ধঃ' (সায়ণ)

প্রথস্বৎ (ত্রি) বিস্তারযুক্ত। 'প্রথস্বতীমস্তরীক্ষং।' (শুক্ল° ১৪।১২)
'প্রথস্বতীং প্রথনং প্রথো বিস্তারস্তদ্যুক্তাং।' (বেদদীপ°)

প্রথা (স্ত্রী) প্রথ-(ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্, ততষ্টাপ্। ১ খ্যাতি। ২ রীতি, নিয়ম।
"যা প্রথামগমন্নৈতি সাপি বাচ্যপ্রকাশনে।" (রাজতর° ১।১২)

প্রথিত (ত্রি) প্রথ-ক্ত। ১ খ্যাত। (রঘু ৯।৭৬)
(পুং) ২ স্বারোচিষ মনুর পুত্র। (হরিবংশ ৩।১৪)

প্রথিতত্ব (ক্লী) প্রথিতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রথিতের ভাব বা ধর্ম্ম, খ্যাতত্ব।

প্রথিতি (স্ত্রী) প্রথ, (পদিপ্রথিভ্যাং নিৎ। উণ্ ৪।১১৮২) ইতি তি স চ নিৎ। খ্যাতি।

প্রথিমন্ (পুং) পৃথোর্ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি-ইমনিচ্, প্রথাদেশঃ। পৃথুর ভাব, পৃথুত্ব। বিপুলতা।
"প্রথিমানং দধানেন জঘনেন ঘনেন সা।" (ভট্টি ৪।১৭)
(ত্রি) অতিশয়েন পৃথুঃ ইমনিচ্। ২ অতিশয়পৃথুত্বযুক্ত। বিস্তারযুক্ত।

প্রথিমিনী (স্ত্রী) প্রথিমাস্ত্যস্যা ইতি প্রথিমন্ (সংজ্ঞায়াং মন্মাভ্যাং। পা ৫।২।১৩৭) ইতি ইনি। প্রথিমযুক্ত স্ত্রী, পৃথুত্বযুক্ত স্ত্রী। সংজ্ঞা বুঝাইলে এই পদ হইবে। যে স্থলে সংজ্ঞা বুঝায় না সেই স্থলে মতুপ্ প্রত্যয় এবং মতুর ম স্থানে ব করিয়া 'প্রথিতবৎ' এইরূপ পদ হইবে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রথিবী (স্ত্রী) পৃথিবী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। পৃথিবী।
(ভারত বিরাটপর্ব্ব ৪৪ অঃ)

প্রথিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন পৃথুঃ পৃথু-ইষ্ঠন্, প্রথাদেশঃ। ১ অতিশয় বৃহৎ, অতিশয় স্থূল।

প্রথু (পুং) প্রথতে-প্রথ-উণ্। বিষ্ণু।
"প্রাণদঃ প্রণবঃ প্রথুঃ।" (বিষ্ণুস°)

প্রথুক (পুং) প্রথ-বাহু° উক্। পৃথুক, চিপিটক। (রায়মু°)

প্রদ (ত্রি) প্রদদাতীতি দা-ক। দাতা, দানকারী। যিনি দান করেন। এই শব্দ প্রায়ই উত্তর পদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
'পুত্রপ্রদ ধনপ্রদ' ইত্যাদি।

প্রদক্ষিণ (পুং ক্লী) প্রগতং দক্ষিণমিতি (তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতীনিচ্। পা ২।১।১৭) ইতি সমাসঃ দেবাদির উদ্দেশে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ। দেব ও দেবীর পূজাস্থলে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে প্রণাম করিতে হয়। দক্ষিণদিক্ হইতে প্রদক্ষিণারম্ভ।
"একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্॥" (কর্ম্মলোচন)

স্ত্রী দেবতার উদ্দেশে একবার প্রদক্ষিণ, রবির উদ্দেশে সপ্তবার, বিনায়কের তিনবার, কেশবের চারিবার ও মহাদেবের উদ্দেশে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

কালিকাপুরাণে প্রদক্ষিণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,— দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া ও স্বয়ং নম্রশিরা হইয়া দেবতাকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব দর্শাইয়া মনে মনে উদারভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একবার বা তিনবার যে দেবতার প্রীতিকর বেষ্টন করা যায়, তাহাকে প্রদক্ষিণ কহে। এই প্রদক্ষিণ সকলপ্রকার দেবতার তুষ্টিপ্রদ। যে ব্যক্তি দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে সকলপ্রকার কামনা লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। *

তন্ত্রসারে লিখিত আছে,—
"দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশং তস্মাচ্চ শাম্ভবীম্।
ততশ্চ দক্ষিণাং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ॥
অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতম্।
শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু॥
সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ।"
'সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানং'
"প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ।
দর্শয়েৎ দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণঃ।
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণং॥"

প্রদক্ষিণকালে প্রথমে দক্ষিণ হইতে বায়ুকোণ, তৎপরে শাম্ভবীদিক্ ও তদনন্তর দক্ষিণদিকে যাইয়া ত্রিকোণবৎ নমস্কার করিবে। পৃষ্ঠদিক্ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শিবকে প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক স্বয়ং নম্রশিরা হইয়া দক্ষিণদিক্‌ক্রমে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

হরিভক্তিবিলাসে প্রদক্ষিণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রদর্শিত হইল। ভক্তিযুক্তচিত্তে দেব-প্রদক্ষিণ করিলে তাহাদের কদাচ যমপুর দর্শন হয় না। তিনবার প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধের ফল হয়।
"প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্॥
যস্ত্রিঃপ্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাষ্টাঙ্গকপ্রণামকম্।
দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥" (হরিভক্তিবি°)

ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর বিমান একবার প্রদক্ষিণ করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ভগবান্ বিষ্ণুকে একবার প্রদক্ষিণ করে, হংসযুক্ত বিমানারোহণে তাহার বিষ্ণুলোকে গতি হয়। বিষ্ণুকে একটীবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতে নাই।
"একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥"
'অকালে ভোজনাদিসময়ে' (হরিভক্তিবি° ৮ বি°)

একহস্তে নমস্কার, একবার প্রদক্ষিণ বা অকালে বিষ্ণু-দর্শন করিলে পুরাকৃত পুণ্য সকল নাশ হয়। অতএব দেবতাকে একবার প্রদক্ষিণ করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্য্যদেবের অগ্রভাগে প্রদক্ষিণ করিবে না। (হরিভক্তি বি° ৮ বি°)

(ত্রি) ২ সমর্থ।
"প্রদক্ষিণেনাতি বলেন পক্ষিণা জটায়ুষা বুদ্ধিমতা চ লক্ষ্মণ!"
(রামা° ৩।৪৩।৫১) 'প্রদক্ষিণেন সমর্থেন' (রামানুজ)

প্রদক্ষিণক্রিয়া (স্ত্রী) ১ প্রদক্ষিণ-কার্য্য, প্রদক্ষিণ করা।
"প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং ত্বং সাধু না চর।" (রঘু ১।৯৩)

প্রদক্ষিণপট্টিকা (স্ত্রী) প্রাঙ্গণভূমি, উঠান।

প্রদক্ষিণা (স্ত্রী) প্রগতা দক্ষিণমিতি সমাসঃ টাপ্। প্রদক্ষিণ, দেবতাপ্রদক্ষিণ।
"ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ।
নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনম্॥"(হরিভক্তিবি° ৮ বি°)

---

* "প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ।
দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণঃ॥
সকৃৎ ত্রির্বা বেষ্টয়িত্বা দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ॥
সর্ব্বান্ কামান্ সমাসাদ্য পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
মনসাপি চ যো দদ্যাৎ দৈব্যৈ ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্॥
প্রদক্ষিণাৎ যমগৃহে নরকানি ন পশ্যতি॥" (কালিকাপু° ৭০ অ°)

প্রদক্ষিণার্চ্চিস্ (ত্রি) যে অগ্নির শিখা দক্ষিণদিকে প্রজ্বলিত হয়। "প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।" (রঘু ৩।১৪)

প্রদক্ষিণাবর্ত্ত (ত্রি) ১ প্রদক্ষিণার্চ্চিস্। ২ দক্ষিণাবর্ত্ত, দক্ষিণদিকে পাকযুক্ত। (বৃহৎ স° ৬৭।২২)

প্রদক্ষিণাবৃৎক (ত্রি) দক্ষিণাভিমুখে ন্যস্ত। দক্ষিণে স্থিত।

প্রদক্ষিণিৎ (অব্য) প্রদক্ষিণং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রদক্ষিণ। "প্রদক্ষিণিদভিগৃণন্তি" (ঋক্ ২।৪৩।১) 'প্রদক্ষিণিৎ প্রদক্ষিণং' (সায়ণ)

প্রদগ্ধব (ত্রি) প্র-দহ-তব্য। দহনযোগ্য।

প্রদত্ত (ত্রি) প্র-দা-ক্ত। ১ প্রকর্ষরূপে দত্ত, অর্পিত। (পুং) ২ গন্ধর্ব্বভেদ। (গোঃ রামা° ২।১০০।৪৫)

প্রদদি (ত্রি) প্রকৃষ্ট দানযুক্ত। (অথর্ব্ব ২০।১২৮।৮)

প্রদর (পুং) প্র-দৃ-বিদারণে (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি-অপ্। ১ ভঙ্গ। ২ দারণসাধন বাণ। ৩ বিদার। ৪ স্ত্রীরোগভেদ, প্রদররোগ। (Fluor albus) ইহা দ্বিবিধ :—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে রক্তপ্রদর বা মেনোরেজিয়া এবং কফাদির ন্যায় শ্বেত লালা নির্গত হইলে শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া বলা যায়। ইহার অপর নাম অসৃগ্দর, চলিত পরদল। ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, অপক্ক দ্রব্য ভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানারোহণ, শোক, উপবাস, ভারবহন, অভিঘাত ও দিবসে অতিনিদ্রা প্রভৃতি কারণে প্রদররোগ জন্মে *। অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হওয়াই প্রদররোগের সাধারণ লক্ষণ। যে প্রদরে অপক্করসযুক্ত, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব দাহ ও চিম্‌চিম্ বেদনার সহিত প্রবলবেগে নির্গত হয়, তাহা পিত্তজ ; আর যাহাতে রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব, সূচীবেধের ন্যায় বেদনার সহিত নিসৃত হয়, তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, ঘৃত বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অথবা মজ্জাতুল্য বা শবের ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হইয়া থাকে †। এই রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য। প্রদররোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগ আরোগ্য হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে।

বাধক নামক রোগটীও প্রদররোগের অন্তর্গত। প্রায় সকল বাধকেই মধ্যে মধ্যে যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প শ্বেতস্রাব নির্গত হয় এবং তলপেটে, কটিতে, স্তনদ্বয়ে অথবা সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা হইয়া থাকে। [বাধক দেখ।]

বাতজ-প্রদররোগে দধি ৬ তোলা, সচললবণ ৵ আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল—প্রত্যেক ।০ আনা এবং মধু অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। পিত্তজ প্রদরে বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনিমিশ্রণে সেবনবিধি। রক্তপ্রদরে রসাঞ্জন, চাঁপানটের মূল ও মধু প্রত্যেকের সমভাগ আতপচাউল-ধৌত জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রদরে শ্বাস উপদ্রব থাকিলে উক্ত ঔষধের সহিত বামুনহাটী ও শুঁট মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞডুম্বুরের রস লাক্ষাভিজান জল প্রভৃতি সেবনে প্রদররোগের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। ২ তোলা অশোক ছাল অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে, পরে তাহাতে একসের দুগ্ধ মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাকশেষ করিবে। রোগিণীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা সেবন করাইলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়। দার্ব্যাদি কাথ, উৎপলাদি কল্ক, চন্দনাদি চূর্ণ, পুষ্যানুগচূর্ণ, প্রদরাদি লৌহ, প্রদরান্তকলৌহ, অশোকঘৃত, সিতকল্যাণঘৃত, অশোকারিষ্ট ও পত্রাঙ্গাসব প্রভৃতি যাবতীয় ঔষধ প্রদররোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, কোনরূপ ঘৃত সেবন বিধিবিহিত নহে। বায়ুর উপদ্রব থাকিলে অথবা তলপেটে বেদনা থাকিলে, প্রিয়ঙ্গ্বাদি বা প্রমেহমিহির তৈলমর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে।

প্রদর প্রভৃতি রোগে দিবসে পুরাতন সূক্ষ্মচাউলের অন্ন, মুগ, মসুর ও ছোলার ডাইল, মোচা, কাঁচাকলা, উচ্ছে, করেলা, ডুমুর, পটোল পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, ও সহ্য হইলে মধ্যে মধ্যে ছাগমাংসের যূস আহার করিতে দিবে। অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল খাওয়া নিতান্ত অপথ্য নহে। রাত্রিতে ক্ষুধানুসারে রুটী প্রভৃতি ভোজন করা আবশ্যক। সহ্য হইলে ৩।৪ দিবস অন্তর গরমজলে স্নান করাইবে।

প্রদরাদি লৌহ, ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—কুড়চীছাল

---

* "নিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণাদ্গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ
যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ
তং শ্লেষ্মপিত্তানিলসন্নিপাতৈশ্চতুঃপ্রকারং প্রদরং বদন্তি ॥"

† "অসৃগ্দরং ভবেৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনম্।
শশ্বৎ স্রবন্তীমাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতাম্।
দুর্ব্বলাং ক্ষীণরক্তাঞ্চ তামসাধ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
কফাৎ আমং পিচ্ছং পাণ্ডুতুল্যোদকাভং স্রবতি। পিত্তাৎ পীতনীলশুভ্রমুক্তং সবেগং রক্তং স্রবতি বাতাৎ রুক্ষং অরুণং ফেনিলমল্পমল্পঞ্চ স্রবতি। অশুচ্চ সক্ষৌদ্রসর্পির্হরিতালবর্ণং কুণপং মজ্জপ্রকাশঞ্চ স্রবয়েৎ।"
(মাধব নিদান)

১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। শেষ ৮ সের; এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহার সহিত বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঁট, মুতা, ধাইফল, আতইচ, অভ্রভস্ম ও লৌহভস্ম প্রত্যেকের একপল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই অনুপানসহ।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবনীয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

প্রদরান্তকরস, ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর ও কড়িভস্ম প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধতোলা ও লৌহ তিনতোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগে বিশেষ ফল দর্শে।

প্রদরান্তকলৌহ (ক্লী) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়ি, শুঁট, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, হবুষাফল, কুড়, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বীজতাড়কের বীজ (বৃদ্ধদারক), প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ মধু ও চিনি সংযোগে ঘৃতের সহিত ভাবনা দিয়া বটি প্রস্তুত করিবে। (রসরত্নাকর)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত চূর্ণকগুলি সমভাগে লইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত উহার সেবন বিধি। রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতাদি কঠিন প্রদরে এবং কুক্ষি, কটি ও যোনি প্রভৃতি শূলে ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে। ইহা বল, বর্ণ, আয়ু ও দেহের পুষ্টিকারক।

প্রদর্শ (পুং) প্র-দৃশ-ঘঞ্। ১ দর্শন। ২ আদেশ। "শাস্ত্রপ্রদর্শাভিহিতঃ" (সুশ্রুত)

প্রদর্শক (ত্রি) প্র-দর্শি-ণ্বুল্। ১ প্রদর্শনকারী, যে দেখাইয়া দেয়। ২ যে দর্শন করে। ৩ দ্রষ্টা, গুরু।

প্রদর্শন (ক্লী) প্র-দৃশ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উল্লেখ। ২ দেখান। প্র-দৃশ্-ল্যুট্। দর্শন, অবলোকন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রদর্শনী।

প্রদর্শিন্ (ত্রি) দর্শক, যিনি দেখেন।

প্রদল (পুং) প্রকর্ষেণ দলতি দালয়তীত্যর্থঃ বা প্র-দল-অচ্। বাণ। (জটাধর)

প্রদব (পুং) দুনোতি দু-অচ্ 'দুন্যোরনুপসর্গে' ইতি অনুপসর্গে ইত্যুক্তে ন ণ। ১ প্রকৃষ্টতাপক। ভাবে অপ্। ২ প্রকৃষ্টতাপ।

প্রদব্য (পুং) প্রদবায় হিতং বাহু° যৎ। দাবাগ্নি। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৪।৩২)

প্রদহন (ক্লী) প্র-দহ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে দহন, উত্তমরূপে পোড়ান। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৪।১৭)

প্রদা (স্ত্রী) প্র-দা-ভাবে অঙ্। ১ প্রকৃষ্টদান। (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টদায়ক। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রদাতৃ (ত্রি) প্রদদাতীতি প্র-দা-তৃণ্। প্রকৃষ্টদানকারক, দাতা। "সন্দিষ্টস্যাপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকৃৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।২৩৫)
২ ইন্দ্র। ৩ বিশ্বদেবের অন্তর্গত দেবতাভেদ।

প্রদাতব্য (ত্রি) প্র-দা-তব্য। দানের যোগ্য। প্রকৃষ্টরূপে দানের উপযুক্ত।

প্রদান (ক্লী) প্র-দা-ভাবে ল্যুট্। ১ দান। ২ প্রকৃষ্টদান। "হোমে প্রদানে ভোজ্যে চ যদেভিরভিবীক্ষ্যতে।" (মনু ৩।২৪০)
৩ অঙ্কুশ।

প্রদানক (ক্লী) প্রদান-স্বার্থে কন্। প্রদানশব্দার্থ।

প্রদানরুচি (ত্রি) প্রদানে রুচির্য্যস্য। যাহার দানকার্য্যে রুচি আছে।

প্রদানবৎ (ত্রি) প্রদান-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। দানযুক্ত, দানশীল।

প্রদানশূর (পুং) ১ দানবীর, যিনি অতিশয় দাতা। ২ বোধিসত্বভেদ।

প্রদানিক (ত্রি) প্রদান সম্বন্ধীয়।

প্রদান্ত (পুং) সম্প্রদায়ভেদ।

প্রদাপয়িতৃ (ত্রি) প্র-দা-ণিচ্-তৃচ্। দানকারী। "বায়ুর্বৈ বৃষ্টৈ্য প্রদাপয়িতা" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৭।১।১)

প্রদায়ক (ত্রি) প্রদানকারী।

প্রদায়িন্ (ত্রি) প্র-দা-ণিনি। প্রদানকারী।

প্রদাব (ত্রি) দাবাগ্নি।

প্রদাহ (পুং) প্র-দহ-ঘঞ্। দাহ। ব্যাধিগ্রস্ত জীব-শরীরে জ্বরাধিক্য অথবা দারুণ বেদনার সময় যে উত্তাপ বোধ হয়, তাহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রদাহ (Inflammation) বলে। বাহ্য বা স্থানিক প্রদাহ হইলে, ঐ স্থান লালবর্ণ ও স্ফীত দেখা যায় এবং রোগী সেই স্থানে বেদনা ও উত্তাপ উপলব্ধি করিয়া থাকে। আভ্যন্তরিক হইলে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণদ্বারা ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা যায়।

অনেক চিকিৎসকে বলিয়া থাকেন যে, দেহাভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্র বা বিধান না আহত হইলে প্রদাহ জন্মিতে পারে না; কিন্তু অপরে বলেন যে বিধান বা উহার রক্তনালীসমূহ এককালে বিনষ্ট হইলেও প্রদাহ হইতে পারে না। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উহার বহুবিধ আনুমানিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লিখিত হইল।

ডাঃ সণ্ডারসনের (Dr Burdon Sanderson) মতে ইহার প্রধান কারণ আঘাত। যাহা বিধান কিংবা যন্ত্রমধ্যে কোন না কোন প্রকারে উপস্থিত হইতে পারে। ডাঃ লিষ্টার

(Dr. Lister) বলেন যে, স্নায়ুমণ্ডল বা কোন বিশেষ স্নায়ুতে উত্তেজনাহেতু ভাসোমোটর নামক স্নায়ু অবশ হইয়া প্রদাহ উৎপন্ন করে। ডাঃ ভির্কোর (Dr. Virchow) মতে বিধান সকলের পরিপোষণের ব্যাঘাত ঘটিলে প্রদাহ জন্মে, অপর কেহ কেহ বলেন যে, সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাদির (Germ) দ্বারাই প্রদাহ উৎপন্ন হয়।

প্রদাহের দুই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।— ১ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ২ উদ্দীপক। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বিবিধ—সাধারণ ও স্থানিক।

অতিভোজন দ্বারা রক্তাধিক্য কিংবা অনাহার ও পীড়ার দ্বারা রক্তের হীনতা, বিবিধ মাদকদ্রব্য সেবন জন্য শারীরিক ক্ষীণতা, স্ফোটকযুক্ত জ্বর, বাতরোগ, উপদংশ ও বহু মূত্রাদি ব্যাধিতে রক্ত বিষাক্ত হইলে, অথবা মূত্রযন্ত্র বা চর্ম্মের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত না হইলে, শরীরের মধ্যে অনিষ্টকর পদার্থের উৎপাদন নিবন্ধন এবং শিশু, বৃদ্ধ বা রক্তপ্রধান ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শারীরিক প্রদাহ—সাধারণ কারণ। বিধান বা রক্তনালীর অপকৃষ্টতা বা অপ্রবল রক্তাধিক্য এবং স্পর্শ-শক্তির হীনতা অর্থাৎ উত্তাপ বা উত্তেজক দ্রব্যের সংযোগজ্ঞান না থাকাই স্থানীয় প্রদাহের কারণ।

উদ্দীপক কারণগুলি তিন অংশে বিভক্ত—১ সাধারণ উদ্দীপক কারণ সকল, ২ স্থানিক উদ্দীপক কারণ সমূহ এবং ৩ আনুসঙ্গিক (Secondary) উদ্দীপক কারণ।

সাধারণ উদ্দীপক কারণ।—শরীরের মধ্যে বায়ুদ্বারা বিষাক্ত পদার্থের প্রবেশ, অথবা স্বতঃই বিষের উৎপত্তি। যেমন বাতরোগে বিষ কর্ত্তৃক পেরিকাডাইটীসের উপস্থিতি। ঘর্ম্মাবস্থায় শরীরে শীতল বায়ু লাগিলে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের প্রদাহ জন্মে। ইহাদ্বারা ত্বকস্থ রক্তনালীসমূহের সঙ্কোচন হয়। অধিক রক্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্র মধ্যে প্রবাহিত হইলে অথবা ঘর্ম্মনিবারণ হইলে পর অনিষ্টকর পদার্থসমূহ বহির্গত হইতে না পারায় যন্ত্রমধ্যে প্রদাহ অনুভূত হইয়া থাকে। সহসা প্রাচীন চর্ম্মরোগ আরোগ্যের পর কিংবা কোন পর্য্যায়িক অপস্রাব বন্ধ হওয়াতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

আঘাত অথবা শরীরের মধ্যে কোন কৃমি, ক্ষতাস্থি, অর্ব্বুদ, পাথরী প্রভৃতির অবস্থান, ত্বক্‌সংলগ্নে ক্ষত বা ফোস্কাদির কারণ (অগ্নি অথবা ক্রোটন অএল প্রভৃতির সংস্পর্শ), বিষাল জন্তুর দংশন, আর্সেনিক সেবন অথবা অধিক শীত বা উত্তাপ-সংস্পর্শে অবস্থানই স্থানিক উদ্দীপনার কারণ।

নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রদাহের বিস্তৃতি, যান্ত্রিক ক্রিয়াধিক্য ও স্নায়ুর উত্তেজনাই আনুসঙ্গিক কারণ। ভেক [illegible] বা রাজহংসের ডানা সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে, উত্তেজনার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী গুলি প্রথমে সঙ্কুচিত হইয়া পরে প্রসারিত হইতে থাকে। ধমনী প্রসারণের কিছু পরে শিরা ও কৈশিকাসমূহের প্রসারণ হয়। প্রদাহ হইলে সূক্ষ্ম রক্তনালীসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সময় রক্ত স্রোত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। ক্রমে শোণিত শিথিলভাবে সঞ্চালিত হইয়া অবরুদ্ধতা (Stasis) প্রাপ্ত হয়। প্রদাহিত স্থানের চতুঃপার্শ্বে রক্ত প্রবলরূপে সঞ্চালিত হয়। পীড়িতাঙ্গে তাহার সঞ্চালনক্রিয়া চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। প্রদাহিত স্থানের কোষগুলিতে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কোথাও কোথাও নূতন কোষ উৎপত্তি লাভ করে। মূত্র যন্ত্রের প্রদাহে ইউরিনারি টিউবের মধ্যে মেঘাকৃতি অস্বচ্ছ ইপিথিলিয়মের (Cloudy swelling) ন্যায় অধিকস্থলে উহারা অস্বচ্ছ ও স্ফীত দেখা যায়। প্রদাহ গুরুতর হইলে ঐ নব কোষগুলি গলিত হয়, নতুবা নূতন বিধানে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রদাহিত স্থান হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। কারণ স্থান বিশেষে ঐ নিঃসৃত পদার্থ নানাপ্রকার হয়। তরল হইলে সিরম্ ও গাঢ় হইলে লিম্ফ বলা যায়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহ-জনিত লিম্ফকে মিউসিন্ (Mucin) বলে। উহা আঠাল ও সূত্রবৎ।

প্রদাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহা হইতে তত্তৎ অঙ্গের রূপান্তর হইয়া থাকে। ১ শোষণ, ২ পুয, ৩ ক্ষত, ৪ কোমলতা, ৫ বিগলন ও ৬ দৃঢ়তা প্রভৃতি প্রদাহের পরিণাম। প্রদাহ বহুবিধ :—১ প্রবল বা একিউট্ (Acute) অপ্রবল বা সব একিউট, প্রাচীন বা ক্রণিক, বলবৎ বা স্থেনিক (Sthenic) দুর্ব্বল বা এস্থেনিক (Asthenic), বিস্তৃত বা ডিফিউজ (Diffuse), সীমাবদ্ধ বা সার্কম্পসক্রাইব্‌ড্ (Circumscribed) স্বোৎপন্ন বা প্রাইমারি (Primary) এবং আনুসঙ্গিক বা সেকেণ্ডারি। প্রদাহনিবারণের জন্য ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, বিরেচক ও অবসাদক ঔষধাদি প্রয়োগ আবশ্যক। রোগী দুর্ব্বল হইলে বলকারক আহার ও সুরা দিবে। নিদ্রার জন্য ও বেদনানিবারণার্থ অহিফেন-ঘটিত ঔষধাদি ব্যবহার্য্য। মূত্রযন্ত্র, মস্তিষ্ক ও ফুস্‌ফুসের প্রদাহে সাবধানে অহিফেন ব্যবহার করিবে।

[বিশেষ বিশেষ রোগে বিস্তৃত বিবরণ ও ঔষধাদি দ্রষ্টব্য।]

প্রদি (ত্রি) প্র-দা 'উপসর্গে ঘোঃ কিঃ' ইতি-কি। প্রদানকর্ত্তা, দাতা।

প্রদিগ্ধ (ক্লী) প্র-দিহ-কর্ম্মণি-ক্ত। মাংসব্যঞ্জনভেদ।

"মাংসং বহুঘৃতৈর্ভৃষ্টং সিদ্ধঞ্চোষ্ণাম্বুনা মুহুঃ।
জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তদুচ্যতে॥
তদেব ঘৃততক্রাঢ্যং প্রদিগ্ধং সন্নিজাতকম্॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

অধিক ঘৃতে প্রথমে মাংস উত্তমরূপে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে উষ্ণজলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে হইবে। জীরকাদি সংযুক্ত করিয়া পরে তাহা নাবাইয়া লইবে, তাহাই পরিশুষ্ক এবং ঘৃত, তক্র ও ত্রিজাতক (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) যুক্ত হইলে প্রদিগ্ধ নামে কথিত হয়। ইহার গুণ—বলকর, মাংসকর অগ্নিবর্দ্ধক ও কফপিত্তনাশক। (রাজ° ৩প°) ২ লিপ্ত। মাখান।

"অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাং পাংশুপ্রদিগ্ধামিব হেমরেখাং।"
(রামায়ণ ৫।৫।২৮)

প্রদিব (ত্রি) প্রকর্ষেণ দীব্যতি প্র-দিব্‌ ক্বিপ্‌। ১ প্রকর্ষরূপে দ্যোতমান। (ঋক্‌ ৩।৩৮।৫) (স্ত্রী) ২ প্রকৃষ্টদিন। ৩ পূর্ব্ব-দিন। (ঋক্‌ ৩।৪৭।১) ৪ পুরাতন। (নিঘণ্টু)

প্রদিশ্‌ (স্ত্রী) প্রগতা দিগ্‌ভ্যাঃ। বিদিক্‌, দিকের অন্তরাল দিক্‌, দুইদিকের মধ্যভাগ।

"ততো বিভ্রান্তমনসো জনাঃ ক্ষুদ্‌ভয়পীড়িতাঃ।
গৃহাণি সংপরিত্যজ্য বভ্রমুঃ প্রদিশো দিশঃ॥" (ভার° ১।১৭৪।৩৯)

২ প্রকৃষ্টা দিক্‌। (হরিবংশ ২৬৩।৮)

প্রদীপ (পুং) প্রকর্ষেণ দীপয়তি প্রকাশয়তি প্রদীপ্যতে ইতি বা, প্র-দীপ-ণিচ্‌ বা-ক। দীপ, বর্ত্তিস্থ জলন্ত অগ্নিশিখা। পর্য্যায়—স্নেহাদীপক, কজ্জলধ্বজ, শিখাতরু, গৃহমণি, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দশেন্ধন, দোষাতিলক, দোষাস্য, নয়নোৎসব। (শব্দরত্না°)

"ন কারণাৎ স্যাদ্‌বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।" (রঘু ৫।৩৭)

দেবতা পূজায় দীপদান করিতে হয়। দীপদান বিশেষ পুণ্যজনক।

কালিকাপুরাণে এই প্রদীপের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে*—প্রদীপ সাতপ্রকার,—ঘৃতপ্রদীপ, তিলতৈলযুক্তপ্রদীপ, সার্ষপতৈলযুক্ত প্রদীপ, নির্যাসজাতপ্রদীপ, রাজিকাজাত প্রদীপ, দধিজাত ও অন্নজাত প্রদীপ। প্রদীপ না জালিয়া কোন প্রকার দৈবকার্য্যই করিতে নাই। দৈব বা পৈত্র যে কোন কার্য্যই করিতে হইবে অগ্রে প্রদীপ জালা আবশ্যক। এই সাতপ্রকার প্রদীপে পাঁচপ্রকার বর্ত্তিকা (বাতি, বা সলিতা) ব্যবহার করা যাইতে পারে। পদ্মভব সূত্র, দর্ভগর্ভসূত্র, শণজ, বাদর ও কোষোদ্ভবসূত্র এই ৫ প্রকার সূত্র প্রদীপের বর্ত্তিকার্য্যে প্রশস্ত। তৈজস, দারুময়, লৌহ-নির্ম্মিত, মৃণ্ময় বা নারিকেলজাত এই কয়প্রকার প্রদীপের আধার করা যাইতে পারে এবং এই সকল আধারের উপরই প্রদীপ রাখিয়া দিতে হয়; কদাচ মৃত্তিকাতে রাখিবে না। বসুমতী সমস্তই সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু দুইটী সহ্য করিতে পারেন না, অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ। অতএব যাহাতে পৃথিবীতে তাপ না লাগে, এইরূপ করিয়া প্রদীপ দিতে হয়। পৃথিবী যাহাতে তাপ পান, এইরূপ প্রদীপ দিলে তাম্রতাপ নামক নরকপ্রাপ্তি হয়। শোভন, বৃত্তাকারবর্ত্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য ও সুচ্ছায় প্রদীপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্ব্বক দিবে। দেবতাদিগকে যে দীপ দান করিতে হয়, তাহার তাপ চতুরঙ্গুল দূর হইতে পাওয়া যাইলে তাহাকে পাপ-বহ্নি কহে, এইরূপ প্রদীপদান বিশেষ অনিষ্টজনক। নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভনার্চ্চিযুক্ত, ভূমিতাপবিবর্জ্জিত, সুশিখ, শব্দশূন্য, নির্ধূম, অনতিহ্রস্ব এবং দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্তিযুক্ত, প্রদীপই লক্ষ্মীপ্রদ হইয়া থাকে। প্রদীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং তাহার পাত্র স্নেহদ্বারা পরিপূরিত থাকে এবং বর্ত্তি যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে জ্বলে, তাহা হইলে সেই প্রদীপই সর্ব্বোত্তম এবং সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ। যদি ঐ দীপ বৃক্ষে না থাকে, তাহা হইলে উহা মধ্যম। যদি প্রদীপপাত্র তৈলহীন হয়, তাহা হইলে অধম। সাধক শণসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্‌ কিংবা জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র সলিতা নির্ম্মাণের জন্য গ্রহণ করিবে না। শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা তুলা লইয়া সলিতা প্রস্তুত করিবে। কোষজ বা রোমজ সূত্র সলিতার জন্য গ্রহণ করিতে নাই। ঘৃত ও তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে

---

* "ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ।
সার্ষপঃ ফলনির্যাসজাতো বা রাজিকোদ্ভবঃ॥
দধিজশ্চান্নজশ্চৈব প্রদীপাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।
তস্য পঞ্চপ্রকারা বর্ত্তিকা—
পদ্মসূত্রভবা দর্ভগর্ভসূত্রভবাথ বা।
শণজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ॥
প্রদীপপাত্রাণি—
তৈজসং দারবং লৌহং মার্ত্তিক্যং নারিকেলজম্‌।
তৃণধ্বজোদ্ভবং বাপি দীপপাত্রং প্রশস্যতে॥"
দীপবৃক্ষে দীপস্থাপনং ভূমৌ তন্নিষেধঃ—
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যাশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষে চ দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন॥
সর্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ম্‌।
অকার্য্যপাদঘাতঞ্চ দীপতাপং তথৈব চ॥
তস্মাৎ যথা তু পৃথিবী তাপং নাপ্নোতি বৈ তথা।
দীপং দদ্যান্মহাদেব্যৈ অন্যেভ্যোঽপি চ ভৈরব॥
কুর্ব্বন্তং পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেৎ নরঃ।
স তাম্রতাপং নরকমাপ্নোত্যেব শতং সমাঃ॥' ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ৬৮ অঃ)

না। ঘৃত ও তৈল একত্র মিশাইয়া স্নেহ করিলে তামিস্র নরক হইয়া থাকে। প্রাণীর অঙ্গসমুদ্ভব বসা, মজ্জা এবং অস্থিনির্য্যাস প্রভৃতি স্নেহদ্বারা প্রদীপ জালিবে না। এইরূপে প্রদীপ জালিলে নরকে গতি হয়। অস্থিনির্ম্মিত পাত্রে অথবা পচা দুর্গন্ধাদিযুক্ত পাত্রে প্রদীপস্থাপন করিবে না। দেবতার নিমিত্ত কল্পিত প্রদীপ কদাচ নির্বাপিত করিবে না। জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও প্রদীপ হরণ করিবে না। কারণ দীপহারক অন্ধ এবং নির্ব্বাপক ব্যক্তি বধির হয়। (কালিকাপু° ৬৮ অ°) কার্ত্তিকমাসে আকাশে প্রদীপ দিতে হয়। ইহাতে অক্ষয়ফল লাভ হয়।

"কার্ত্তিকে মাসি যো দদ্যাৎ প্রদীপং সর্পিরাদিনা।
আকাশে মণ্ডলে বাপি স চাক্ষয়ফলং লভেৎ॥" (কর্ম্মলো°)

অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে এই প্রদীপের বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে প্রদীপদান বিধি আছে। [দীপ শব্দ দেখ।]

২ প্রকাশক। ৩ আলোকস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ। যথা—'কুলপ্রদীপ' ইত্যাদি।

প্রদীপক (পুং) প্রদীপয়িতা, প্রদীপনকারী।

প্রদীপন (ক্লী) প্র-দীপ-ল্যুট্। ১ প্রকাশন। ২ উদ্দীপন, উজ্জ্বলীকরণ। (পুং) প্রদীপয়তীতি প্র-দীপ-ণিচ্ ল্যু। ৩ স্থাবর-বিষভেদ।

"কাকোলো গরলঃ ক্ষ্বেড়ো বৎসনাভঃ প্রদীপনঃ।
শৌক্লিকেয়ো ব্রহ্মপুত্রো বিষং স্যাদ্গরলো বিষঃ॥" (রাজনি°)

প্রদীপশরণধ্বজ (পুং) মহোরগরাজভেদ।

প্রদীপসাহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

প্রদীপসিংহ, গঙ্গচিন্তামণি ও চিত্রচূড়ামণিরচয়িতা।

প্রদীপীয় (ত্রি) প্রদীপায় হিতঃ অপূপাদিত্বাৎ ছ। প্রদীপহিত।

প্রদীপ্ত (ত্রি) প্র-দীপ-কর্ত্তরি-ক্ত। উজ্জ্বল।

প্রদীপ্তবর্ম্মা, সিংহপুর-রাজবংশের জনৈক রাজা। ইনি জালন্ধরে রাজত্ব করিতেন।

প্রদীর্ঘ (ত্রি) অতীশয় দীর্ঘ, অতিবিপুল। (বৃহৎস° ৩।১৪)

প্রদুহ্ (ত্রি) প্র-দুহ সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। প্রকর্ষরূপে দোগ্ধা।

প্রদূষক (ত্রি) নষ্টকারী। (সুশ্রুত)

প্রদৃপ্তি (স্ত্রী) প্র-দৃপ-ক্তিচ্। দৃপ্তিযুক্ত, অত্যন্ত অহঙ্কারী।

প্রদূষণ (ত্রি) ১ নষ্ট। ২ নষ্টকারী।

প্রদেয় (ত্রি) প্র-দা-যৎ। ১ দানের উপযুক্ত, বিবাহযোগ্যা কন্যা। (পুং) ২ উপহার, উপঢৌকন। "প্রদানঞ্চ প্রদেয়ানামদেয়ানাঞ্চ সংগ্রহঃ।" (কাম° ১৩।৫২)

প্রদেশ (পুং) প্রদিশ্যতে ইতি-প্র-দিশ্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২৩) ইতি ঘঞ্, (উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং। পা ৬।৩।১২২) ইতি পাক্ষিকো দীর্ঘাভাবঃ। দেশমাত্র। পর্য্যায়—আস্থান, আস্থা, ভূ, অবকাশ, স্থিতি, পদ। (রাজনি°) ২ ভিত্তি, দেয়াল। (মেদিনী)। ৩ সংজ্ঞা। (নিরুক্ত) ৪ তন্ত্রযুক্তিবিশেষ। "প্রকৃতস্যাতি-ক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ" (সুশ্রুত) ৫ প্রদেশ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। ৬ একদেশ। ৭ জেলা-সমষ্টি। ৮ পদ। 'প্রদেশো দেশমাত্রে স্যাৎ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসম্মিতে ভিত্তাবপি প্রদেশঃ স্যাৎ' (বিশ্ব)

প্রদেশকারিন্ (ত্রি) প্রদেশং করোতি কৃ-ণিনি। ১ একদেশ-কারী। ২ যোগীদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

প্রদেশন (ক্লী) প্রদিশ্যতে অনেনেতি প্র-দিশ-করণে ল্যুট্। ১ নৃপাদির উপঢৌকন, চলিত ভেট। পর্য্যায়—প্রাভৃত, উপা-য়ন, উপগ্রাহ্য, উপহার, উপদা। (অমর)

প্রদেশনী (স্ত্রী) প্রদেশন-ঙীষ্। তর্জ্জনী। (ভরত)

প্রদেশবৎ (ত্রি) প্রদেশঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রদেশযুক্ত।

প্রদেশিনী (স্ত্রী) প্রদিশতীতি প্র-দিশ-ণিনি, ঙীপ্। তর্জ্জনী।

"তেহদর্শয়ন্ প্রদেশিন্যা তমেব নৃপসত্তমম্।
শর্ম্মিষ্ঠাং মাতরঞ্চৈব তথা চক্ষুশ্চ দারকাঃ॥" (ভারত ১।৮৩।১৬)

২ শাস্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৮ অ°)

প্রদেষ্টৃ (পুং) ধর্ম্মাধিকরণিক, বিচারক।

প্রদেহ (পুং) প্রদিহ্যতে ইতি প্র-দিহ লেপনে-ঘঞ্। প্রলেপ, ব্রণাদি উপশমনের জন্য দ্রব্যবিশেষের ব্রণাদিতে লেপন।

"ইন্দ্রবজ্রাগ্নিদগ্ধেঽপি জীবতি প্রতিকারয়েৎ।
স্নেহাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রদেহৈশ্চ তথা ভিষক্॥" (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৩ অ°) ২ ব্যঞ্জনবিশেষ। (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অ°)

প্রদোষ (পুং) দোষা রাত্রিঃ, প্রারব্ধো দোষায়া ইতি প্রাদিস°। প্রক্রান্তা দোষা রাত্রিরত্রেতি বা। রজনীমুখ, রাত্রির প্রথমদণ্ড-চতুষ্টয়ের নাম প্রদোষ। "প্রদোষোঽস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে।" 'ঘটিকা দণ্ডদ্বয়ং' (তিথিতত্ত্ব) সূর্য্য অস্তমিত হইলে পর ঘটিকাদ্বয় সময়কে প্রদোষকাল কহে। সূর্য্যাস্তের পর চারি-দণ্ডকালই প্রদোষ। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি প্রদোষকালে করিতে হয়।

রাত্রি প্রথমভাগ অর্থাৎ প্রথম প্রহরকেও প্রদোষ বলা যায়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথির প্রদোষে অধ্যয়ন করিতে নাই। এই সকল প্রদোষের নাম যথাক্রমে সারস্বত, গাণপত, সৌর ও বৈষ্ণবপ্রদোষ। এইস্থলে প্রদোষ শব্দের অর্থ রাত্রিপর। অর্থাৎ ত্রয়োদশী প্রভৃতির রাত্রিতে অধ্যয়ন করিবে না। প্রদোষব্রতস্থলে প্রদোষ শব্দে রাত্রির প্রথম একপ্রহর, এইরূপ অর্থ স্থির করিতে হইবে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি স্থলে

প্রদোষ শব্দে সূর্য্যাস্ত হইতে ৪ দণ্ডকাল বুঝাইবে। স্থানবিশেষে প্রদোষ শব্দে ৪ দণ্ড, একপ্রহর ও সমস্ত রাত্রি বুঝা যাইবে। প্রদোষব্রতের বিষয় হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে,—শাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রদোষকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধান আছে, কিন্তু প্রদোষ শব্দের অর্থ ৪ দণ্ড, একপ্রহর ও সমুদায় রাত্রি—এইরূপ অর্থ হইলে, কোন্ সময়ে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? ইহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, কর্ম্মবিশেষে শাস্ত্রের উক্তি দেখিয়া তাহা স্থির করাই বিধেয়; ফলতঃ প্রায় অধিকাংশ স্থলেই সূর্য্যাস্তের পর প্রথম চারিদণ্ডই প্রদোষ কাল উক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে প্রদোষ শব্দের অর্থ একপ্রহর বা সমস্ত রাত্রি হইলেও তাহা কর্ম্মবিশেষে বিশেষোক্তি দ্বারাই পৃথক্‌রূপে বুঝাইবে। 'প্রদোষো রজনীমুখং' (অমর) রজনীর মুখভাগের নাম প্রদোষ। এই উক্তিদ্বারাও প্রদোষ শব্দে রাত্রির প্রথম চারিদণ্ডকালই সূচিত হইয়াছে। *

"বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥" (কুমার ৫।৪৪) ২ দোষ। (হেম) প্রকৃষ্টো দোষো যস্যেতি (ত্রি) ৩ দুষ্ট।

"যে চাস্থে কালযবনশাল্বরুক্মিক্রমাদয়ঃ।
তমঃস্বভাবাস্তেঽপ্যেনং প্রদোষমনুযায়িনঃ॥" (মাঘ ২।৭৮)

'যে চান্যে কালযবনাদয়ঃ রাজানস্তমঃস্বভাবাঃ অতএব তেঽপি প্রদোষং প্রকৃষ্টদোষং' (মল্লিনাথ)

প্রদোষক (ত্রি) প্রদোষে ভবঃ কালাৎ ঠঞংবধিত্বা পূর্ব্বাহ্নে-ত্যাদিনা বুন্। প্রদোষকালভব। যাহা প্রদোষকালে হয়।

প্রদোহ (পুং) প্র-দুহ-ঘঞ্। দোহন।

---

* "ত্রয়োদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশীতিথেঃ।
প্রদোষেঽধ্যয়নং ধীমান্ ন কুর্ব্বীত যথাক্রমং॥
সারস্বতো গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণবস্তথা॥
প্রদোষশব্দোঽত্র প্রথমপ্রহর ইতি হেমাদ্রিঃ।

রাত্রিপর ইতি নির্ণয়ামৃতকৃৎ। তথা ব্রতভেদে রাত্রিপ্রথমযামপরতা হেমাদ্রৌ ব্রতখণ্ডে—

ত্রয়োদশ্যাং তথা রাত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনং।
ইষ্টেশং প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

ইদং প্রদোষব্রতমিতি হেমাদ্রিঃ। শিবরাত্রিব্রতে তু প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা। প্রদোষোঽস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে। ঘটিকা দণ্ডদ্বয়ং। তথাচ প্রদোষশব্দস্য রাত্রিমাত্রং রাত্রেঃ প্রথমযামঃ প্রথমদণ্ডচতুষ্টয়ং চার্থঃ কর্ম্মভেদে তস্য গ্রাহ্যতা। তত্রানধ্যায়ে শর্ব্বরীমাত্রপরতা প্রদোষব্রতে প্রথমযামপরতা শিবরাত্রিব্রতাদৌ দণ্ডচতুষ্টয়পরতেতি বিবেকঃ। 'প্রদোষো রজনীমুখং' ইত্যমরোক্তেঃ রাত্রেঃ প্রথমপ্রহরপ্রথমদণ্ডচতুষ্টয়-পরত্বাভিপ্রায়েণ রাত্রিমাত্রে ভক্ত্যেতি বোধ্যং" (তিথিতত্ত্ব)

প্রদ্যু (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা দ্যৌঃ স্বর্গো যস্মাৎ তৎ। পুণ্য।

প্রদ্যুম্ন (পুং) প্রকৃষ্টং দ্যুম্নং বলং যস্য। কন্দর্প।

কামদেব, রুক্মিণীগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি ভগবান্ বাসুদেবের চতুর্থাংশ।

'একদেবং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা পুনরচ্যুতঃ।
বিভেদ বাসুদেবোঽসৌ প্রদ্যুম্নো হরিরব্যয়ঃ॥" (কূর্ম্মপু° ৪৮ অ°)

তথা—"অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নঃ কাম এব চ।
বলদেবঃ স্বয়ং শেষঃ কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম ১১৬ অ°)

পুরাণে লিখিত আছে যে, কামদেব হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে, পতিবিয়োগ-বিধুরা রতিদেবী পার্ব্বতীপতির নিকট বহুস্তুতি ও বিলাপ করিয়া স্বামিলাভবর প্রার্থনা করেন। রতির সকরুণশোকে হরের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ঔরসে প্রদ্যুম্নরূপে মদনলাভকথা জ্ঞাপন করিয়া রতিদেবীকে বিদায় দিলেন। কালবশে লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর গর্ভে কন্দর্পরূপধারী প্রদ্যুম্ন জন্মলাভ করিলেন। সপ্তম দিনে নিশাকালে শম্বরাসুর সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ এবিষয় অবগত হইয়াও দানবের নিগ্রহ করিলেন না। দৈত্যপতির মায়াবতী নাম্নী এক মহিষী ছিল। অনেক দিন পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় শম্বর এই শিশুকে স্বীয় আত্মজের ন্যায় পত্নীকে প্রদান করিলেন। মায়াবতীও পুলকিতান্তঃকরণে বালকের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তসমূহ সমুদিত হইতে লাগিল। 'দেবাদি-দেব শূলপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকেই অনঙ্গ করিয়াছিলেন, ইনিই আমার জন্মান্তরের স্বামী।' শিশুকে স্বামী জানিয়া তিনি আর পালনভার গ্রহণ করিলেন না। ধাত্রীহস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন এবং রসায়নপ্রয়োগে তাঁহার অঙ্গপুষ্টি করিতে লাগি-লেন। এইরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তিনি মায়াবতীর নিকট দানবীমায়াসমূহ শিক্ষা করিলেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনে পদা-র্পণ করিলে, মায়াবতী তাঁহাকে হাবভাবাদিদ্বারা স্বীয় অনুরক্তি জানাইলেন। প্রদ্যুম্ন পালয়িত্রীর এতাদৃশ ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। পরে মায়াবতীর বাক্যাভাসে তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্ব-জন্মকথা প্রতিভাত হইল। অনুরাগ ও আসক্তিতে উভয়েই আকৃষ্ট হইলেন। শম্বর কর্ত্তৃক তদীয় অপহরণবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

মায়াবতী-প্রণোদিত প্রদ্যুম্নও শম্বরের ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানারূপ চিন্তার পর তিনি ভল্লাস্ত্রদ্বারা সিংহদ্বারের উপরিস্থ রত্নধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন। এই বার্ত্তা

শ্রবণগোচর হইবামাত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া শম্বর স্বীয় পুত্রগণকে প্রদ্যুম্ননিধনে প্রোৎসাহিত করিলেন। তদনন্তর চিত্রসেনাদি তাঁহার শতপুত্র অস্ত্রশস্ত্রে পরিবৃত হইয়া রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহার শরজালে বিদ্ধ হইয়া একে একে শম্বরপুত্রগণ সমরশায়ী হইলেন। অতঃপর পুনঃসমরাকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত কেশরীর ন্যায় তিনি সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শম্বর পুত্রগণের মৃত্যুতে হতচেতন হইয়াও দৃপ্ত শত্রুর প্রভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বয়ং রণসজ্জা করিলেন এবং রথারূঢ় হইয়া সমরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। শম্বর দৃক্‌পাত না করিয়াও বিপক্ষনিধনে অগ্রসর হইলেন। দুর্দ্ধর, কেতুমালী, শত্রুহন্তা ও প্রমর্দ্দন প্রভৃতি দৈত্যবীরগণ ঘোরতর যুদ্ধের পর নিহত হইলেন। তদ্দর্শনে দৈত্যসেনাগণ সমরাঙ্গণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর দৈত্যরাজ শম্বর ব্যথিতহৃদয়ে প্রদ্যুম্নের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি কিছুতেই অপনোদিত হইল না। পরস্পরে সম্মুখীন হইলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। বাহুযুদ্ধের পর মায়াযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণতনয় পূর্ব্ব হইতেই মায়াবতীর নিকট এতদ্বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। শম্বর কোন উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিয়া পার্ব্বতী-প্রদত্ত হেমমুদ্গর প্রহারে কৃতসংকল্প হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবরাজ নারদকে দিয়া প্রদ্যুম্নের নিকট বৈষ্ণবাস্ত্র ও অভেদ্য কবচ পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কর্ণে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে অনুরোধ করিলেন। নারদও যথানিবেদন করিয়া ইন্দ্রসন্নিধানে প্রত্যাগত হইলেন। শম্বর মহাক্রুদ্ধ হইয়া হেম-মুদ্গর হস্তে লইলেন। প্রদ্যুম্ন তৎসাময়িক উৎপাতাদি দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবীবরে দৈত্যনিক্ষিপ্ত মুদ্গর কন্দর্পের কণ্ঠদেশে পদ্মমালার ন্যায় শোভাধারণ করিল। অতঃপর শরাসনে বৈষ্ণবাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক তিনি শম্বররাজকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যপতি শম্বর নিহত হইলে প্রদ্যুম্ন শ্রীলাভপূর্ব্বক সমরক্লান্তি অপনোদনার্থ অন্তঃপুরে রতিদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর শম্বরনগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পত্নী মায়াবতী সমভিব্যাহারে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহারা দ্বারকাপুরীতে উপনীত হইলেন। অন্তঃপুরচারী কেশবমহিষীগণ ঈদৃশ কন্দর্পবপু অবলোকন করিয়া যুগপৎ বিস্মিত, হৃষ্ট ও ভীত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইতি-পূর্ব্বে নারদের মুখে শম্বরনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সহসা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ মায়া-বতীকে দেখিতে পাইলেন। পরে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইনি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন ও এই সাধুশীলা কামিনীই তোমার তনয়ের ভার্য্যা। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে রুক্মিণীদেবী পুত্র ও পুত্রবধূকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলেন। (হরিবংশ ১৬২-১৬৫ অধ্যায়)

২ বৈষ্ণবদিগের আগমোক্ত চতুর্ব্যূহাত্মক বিষ্ণুর অংশভেদ। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্তব্যূহ। (রামানুজদ°) ৩ সনৎকুমারাংশজাত। (ভারত ১।৬৭ অ°)

৪ নড্বলা গর্ভজাত মনুর অপত্যভেদ।

"মনোরসূত মহিষী বিরজান্ নড্বলা সুতান্।
পুরুং কুৎসং ঋতং দ্যুম্নং সত্যবন্তং ঋতং ব্রতম্॥
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবমুল্মুকং।" (ভাগ° ৪।১৩।১৫)

প্রদ্যুম্ন, একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। ব্রহ্মগুপ্ত স্বরচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক কবি।

৩ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত জনৈক জৈনসূরি, বোধিসাগরের শিষ্য ও দেবচন্দ্রের গুরু।

প্রদ্যুম্নআচার্য্য, ইনি বেদান্ততীর্থ নামেই পরিচিত। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র, চৈতন্যমহাপ্রভুর সহচর জনৈক বৈষ্ণব। বাড়ী শ্রীহট্ট—ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। 'কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি ইহার বিরচিত। গ্রন্থের শেষে এই শ্লোকটী লিখিত—

"তস্যৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য দয়ানিধেঃ।
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী॥"

ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সমকালে তাঁহার আদেশে গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে লেখা আছে—"শ্রীমৎ উপেন্দ্রমিশ্রবংশোদ্ভবপ্রদ্যুম্নমিশ্রেণ বির-চিতম্।" ইহাতে গ্রন্থকারের বংশপরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে—

প্রদ্যুম্নমিশ্রের বংশাবলী।
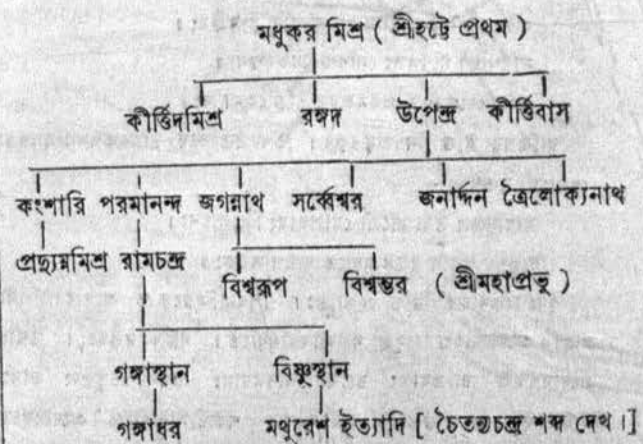
চৈতন্যচরিতামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া যায় যে, প্রদ্যুম্নমিশ্র নামক একব্যক্তি মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে রামানন্দ

রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা জানিতে গিয়াছিলেন। রামানন্দের আচার ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগে নাই, তিনি ফিরিয়া মহাপ্রভুকে তাহা বলিয়াছিলেন। রামানন্দরায় অতি উচ্চপদস্থ লোক, নীলাচলের সকলেই তাঁহাকে চিনিত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহাকে চিনিতেন না, জানা যাইতেছে। অতএব ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উদয়াবলীরচয়িতা ও পঞ্চম পরিচ্ছেদোক্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র এক ব্যক্তি। ভিন্ন দেশীয় বলিয়া তিনি রামানন্দের কথা জানিতেন না। এই সময় শ্রীহট্টবাসী কেহ কেহ নীলাচলে গিয়াছিলেন, চৈতন্যভাগবতে সে কথা আছে। প্রদ্যুম্নমিশ্রও ঐ সঙ্গে গিয়া থাকিবেন।

"সহস্র সহস্র লোক না জানি কোথায়।
জগন্নাথ দেখিবার আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরাবাসী কেহ বাটীগ্রামবাসী।
শ্রীহটিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী॥" (চৈতন্যভাগবত)

প্রদ্যুম্নমিশ্র, নীলাচলবাসী, জগন্নাথের সেবক মধ্যে একজন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম অপরাপর ভক্তগণের সহিত ইহাকেও শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্নপীঠ, কাশ্মীরের শ্রীনগরের অন্তর্গত হরিপর্ব্বতস্থ পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

প্রদ্যুম্নপুর (ক্লী) প্রদ্যুম্নের রাজধানী। চন্দ্রভাগাতীরবর্ত্তী নগরভেদ।

প্রদ্যুম্নসূরি, ১ রাজগচ্ছের অন্তর্গত জনৈক জৈন পণ্ডিত। অভয়দেবের গুরু। তর্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দিগম্বরদিগকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের যশোভাতি খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য চেঙ্কনগর লাভ করেন। তিনি ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। সপাদলক্ষ, ত্রিভুবনগিরি প্রভৃতি জনপদের রাজন্যগণ তাঁহার কবিতা-পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ২ চন্দ্রগচ্ছভুক্ত সর্ব্বদেবের শিষ্য। ৩ আসড়-প্রণীত বিবেকমঞ্জরীর ভাষ্যকার বালচন্দ্রের সহকারী। উক্ত টীকা ১৩২২ সংবতের কার্ত্তিকমাসে সমাপ্ত হয়, ধর্ম্মকুমার সাধুর শালিভদ্রচরিত্ররচনাকালে (১৩৩৪ সম্বতে) তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি কনকপ্রভাস্থরির শিষ্য।

৪ বিচারসারপ্রকরণপ্রণেতা দেবপ্রভার শিষ্য।

৫ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্ভুক্ত একজন জৈনাচার্য্য। যশোদেবের শিষ্য ও মানদেবের গুরু। তপাগচ্ছের পট্টাবলীতে ইহার নাম দ্বাত্রিংশ পর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রদ্যোত (পুং) প্রকৃষ্টো দ্যোতঃ। ১ রশ্মি, আলোক। ২ যক্ষভেদ। ৩ দীপ্তি।

"কশেরকো গণ্ডকণ্ডুঃ প্রদ্যোতশ্চ মহাবলঃ॥" (ভার° ২।১০।১৫)

প্রদ্যোতন (পুং) প্রদ্যোততে ইতি-প্র-দ্যুৎ (অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯) ইতি যুচ্। ১ সূর্য্য। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ২ দ্যুতি, দীপ্তি। ৩ দ্যোতনশীল।

প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য, একজন রাজকবি। বলভদ্রের পুত্র। ইনি বুন্দেলারাজ বীরভদ্রদেবের আদেশে শরদাগমচন্দ্রালোকপ্রকাশ রচনা করেন। প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ ও সময়ালোককাব্য নামে তৎপ্রণীত অপর দুইখানি গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদ্যোতনসূরি, খরতরগচ্ছের অন্তর্গত একজন জৈনসূরি। বৃদ্ধদেবের শিষ্য ও মানদেবের গুরু[১]।

প্রদ্যোতিন্ (ত্রি) প্রদ্যোততে প্র-দ্যুৎ-ণিনি। আলোকযুক্ত।

প্রদ্রব (পুং) প্রকৃষ্টো দ্রবঃ, প্রাদিস°। পলায়ন।

প্রদ্রাণক (ত্রি) প্র-দ্রা-কুৎসিতায়াং গতৌ ক্ত, স্বার্থে কন্। কুৎসিতগতি প্রাপ্ত, অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত। "উষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।" (ছান্দোগ্য° উপ°) 'প্রদ্রাণকঃ কুৎসিতাং গতিং গতঃ অন্ত্যাবস্থাংপ্রাপ্তঃ।' (ভাষ্য)

প্রদ্রাব (পুং) প্র-দ্রু (প্রে দ্রুস্তুস্রুবঃ। পা ৩।৩।২৭) ইতি-ঘঞ্। পলায়ন। (অমর)

প্রদ্রাবিন্ (ত্রি) প্র-দ্রু তাচ্ছিল্যে ণিনি। পলায়নশীল।

প্রদ্বার (ক্লী) প্রগতং দ্বারং প্রাদিস°। দ্বারপ্রান্তভাগ।

প্রদ্বিষ্ (ত্রি) প্র-দ্বিষ্-ক্বিপ্। ঘৃণাযুক্ত।

প্রদ্বেষ (পুং) প্র-দ্বিষ্-ঘঞ্। ১ দ্বেষ। ২ ঘৃণা। ৩ শত্রুতা।

প্রদ্বেষণ (ক্লী) প্র-দ্বিষ্-ল্যুট্। হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ।

প্রদ্বেষী (স্ত্রী) দীর্ঘতমার পত্নীভেদ। (ভারত)

প্রধন (ক্লী) প্রদধ্যতীতি প্র-ধা (কৃপবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উণ্ ২।৮১) ইতি বাহুলকাৎ ক্যুঃ আতো লোপশ্চ। যুদ্ধ।

"নৈবং ভবতি বিত্তার্থং দারার্থং বা পরস্পরম্।
এষণারহিতৌ কস্মাৎ চক্রতুঃ প্রধনং মহৎ॥" (দেবীভা° ৪।৭।৫৩)

প্রকৃষ্টং ধনং যস্য। (ত্রি) ২ প্রভূত ধনবিশিষ্ট।

প্রধন্য (ত্রি) প্রভূতধননিমিত্ত গো। "জুহোতি সুধান্যাং" (ঋক্ ১০।৯৯।৪) 'প্রধন্যাসু প্রকৃষ্টধননিমিত্তাসু গোষু ভূমিষু' (সায়ণ)

প্রধমন (ক্লী) প্র-ধম-ধ্বানে ভাবে ল্যুট্। মুখমারুতব্যাপারভেদ। (সুশ্রুত) ২ নস্যবিশেষ। (ভাঁবপ্র°)

প্রধর্ষ (পুং) প্র-ধৃষ্-ঘঞ্। ধর্ষণ, আক্রমণ।

প্রধর্ষক (ত্রি) প্রধর্ষণকারী।

---

(১) ইঁহা হইতে ৮ম পুরুষে পার্শ্বনাথচরিত্ররচয়িতা মাণিক্যচন্দ্র সূরি (সম্বৎ ১২৭৬) বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইঁহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়।

প্রধর্ষণ (ক্লী) প্র-ধৃষ্-ল্যুট্। আক্রমণ।

প্রধর্ষণীয় (ত্রি) প্র-ধৃষ্-অনীয়র্। প্রধর্ষণের যোগ্য।

প্রধা (স্ত্রী) প্র-ধা-ভাবে-অঙ্। ১ নিধান। ২ দক্ষসুতা কশ্যপের পত্নীভেদ। (ভারত ১।৬৫।১২) প্রধায়া-প্রপত্যং ঢঞ্। প্রাধেয়, তদপত্য।

প্রধান (ক্লী) প্রধত্তে সর্ব্বমাত্মনীতি প্র-ধা-যুচ্। ১ প্রকৃতি।

"সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চসূঃ স নোঽস্তু বিষ্ণুর্গতিভূতিমুক্তিদঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ১।১।২)

প্রকৃতির প্রথম যে পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্বকেই প্রধান বলা যায়। জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে এই প্রধানই মূল। কারণ এই প্রধান হইতে সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যখন জগতের তিরোভাব হইবে, তখন এই প্রধানেই জগৎ লীন হইবে। [প্রকৃতি দেখ।]

২ মহাপাত্র। (মনু ৩।২০২) প্রধত্তেঽনেনাস্মিন্ বা প্র-ধা-ল্যুট্। ৩ পরমাত্মা। ৪ বুদ্ধি। (ত্রি) ৫ প্রশস্ত। পর্য্যায়—প্রমুখ, প্রবেক, অনুত্তম, উত্তম, মুখ্য, বর্য্য, বরেণ্য, প্রবর্হ, অনবরার্দ্ধ্য, পরার্দ্ধ্য, অগ্র, প্রাগ্রহর, প্রগ্র্য, অগ্র্য, অগ্রীয়, অগ্রিম। (অমর)

'প্রধানং স্যাৎ মহাপাত্রে প্রকৃতৌ পরমাত্মনি।
প্রজ্ঞায়াঞ্চ প্রধানং স্যাৎ একত্বে তু সদোত্তমে॥' (বিশ্ব)

৬ সচিব। (পুং) ৭ মহাপাত্র, সেনাধ্যক্ষ। ৮ রাজর্ষিভেদ।

"প্রধানো নাম রাজা চ ব্যক্তং বৈ শ্রোত্রমাগতঃ।
কুলে তস্য সমুৎপন্নাং সুলভাং নাম বিদ্ধি মাং॥"
(ভারত ১২।২৩০।১৮১)

প্রধান, মহারাষ্ট্র রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের উপাধিবিশেষ। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য একটী শাসন-সভা সংগঠিত করেন। আটপ্রকার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য আটটী পদের সৃষ্টি হয়।* তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ৮ জন ব্যক্তি এই পদে নির্ব্বাচিত হইতেন।

শিবাজী রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারিগণের পারসিক নামের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত নামকরণ করিলেন। নিম্নে উক্ত আটজন মন্ত্রীর নাম প্রদত্ত হইল—

নাম	পূর্ব্বোপাধি	সংস্কৃতাভিধান।
মোরোপন্ত পিঙ্গলে	পেশবা	মুখ্যপ্রধান
রামচন্দ্র পন্ত	মজুমদার	পন্ত অমাত্য
অন্নাজী দত্ত	সর্‌নীস্	পন্ত সচিব
দত্তাজী পন্ত	বক্কনীস	মন্ত্রী
হাম্বীররাওমোহিতে	সরনোবৎ	সেনাপতি
জনার্দ্দনপন্ত হনুবন্ত	দবীর	সামন্ত
বালাজী পন্ত	ন্যায়াধীশ	ন্যায়াধীশ
রঘুনাথ পন্ত	ন্যায়শাস্ত্রী	পণ্ডিত রাও

পদগুলি সংস্কৃত নামে পরিবর্ত্তিত হইবার পর উক্ত মন্ত্রিদল 'অষ্টপ্রধান' নামে খ্যাত হন। আটজনেই রাজ্যের সকল বিপদাপদেই রাজার সৎপরামর্শদাতা ছিলেন। কোথাও কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলে তাঁহারা সসৈন্যে রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতেন। পূর্ব্বে যেরূপ পদাতি ও অশ্বারোহী সেনার দুইজন বিভিন্ন নায়ক ছিল, এখন হইতে একজন সেনাপতিই উভয়বিধ কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন মহারাষ্ট্ররাজগণের সময়েও ঐরূপ অষ্টপ্রধানসভা আহূত হইত। প্রধানগণ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। [মহারাষ্ট্র দেখ।]

প্রধানক (ক্লী) প্রধান-স্বার্থে কন্। প্রধান শব্দার্থ, সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব।

প্রধানকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রধানং কর্ম্ম। ১ প্রধান কার্য্য। সুশ্রুতে লিখিত আছে, কর্ম্ম তিনপ্রকার, পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম ও পশ্চাৎ কর্ম্ম। ইহার মধ্যে রোগের উৎপত্তি হইলে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রধান কর্ম্ম কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৫ অ°)

প্রধানতস্ (অব্য) প্রধান-তসিল্। প্রধানরূপে, প্রাধান্যরূপে।

---

* ১ পেশবা— প্রধানমন্ত্রী বা কার্য্যাধ্যক্ষ— মোরেশ্বর পিঙ্গলে।
২ মজুমদার—আয়ব্যয়-পরিদর্শক ও ধনরক্ষক—আবাজী সোনদেব কল্যাণীর সুবাদার।
৩ সর্‌নীস—রাজকীয় কাগজপত্রাদির রক্ষক এবং পত্র ও দানপত্রাদির পরিদর্শক —অন্নাজী দত্ত।
৪ বক্কনীস—গোপনীয় কাগজপত্রাদির রক্ষক এবং পুররক্ষী সেনাদলের ব্যবস্থাপক —দত্তাজীপন্ত।
৫ সরনোবৎ— অশ্বারোহী সৈন্য— প্রতাপরাও গুজর। পদাতিক সৈন্য— যেশজী কঙ্ক।
৬ দবীর (ডবীর)— পররাষ্ট্রসচিব— সোমনাথ পন্ত।
৭ ন্যায়াধীশ—বিচারবিভাগাধ্যক্ষ— নীরাজী রাওজী ও গুমাজী-নায়ক।
৮ ন্যায়শাস্ত্রী—হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবিধি, দণ্ডবিধি ও জ্যোতিষাদি বিজ্ঞানতত্ত্বের সংগ্রহই ইঁহাদের কার্য্য, —শম্ভু উপাধ্যায় ও পরে রঘুনাথ পন্ত।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির উক্ত অষ্টপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ন্যায়াধীশ ও ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত অপর ৬য় জনকেই সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যে সময়াভাব ঘটিত। কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের সকলকেই সহকারীদ্বারা কার্য্যপরিচালনা করিতে হইত। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে প্রদত্ত হইল। ১ কারবারী বা মুতালিক, ২ মজুমদার, ৩ ফড়নবিস, ৪ সব্‌নীস্ বা দফতরদার, ৫ কারখানীস্, ৬ চিট্‌নীস্, ৭ জমাদার ও ৮ পোতনীস্।

প্রধানতা (স্ত্রী) প্রধানস্য-ভাবঃ প্রধান-তল্-টাপ্। প্রধানত্ব।

প্রধানধাতু (পুং) প্রধানং ধাতু কর্ম্মধা°। চরমধাতু, শুক্রবীর্য্য।

প্রধানভাজ্ (ত্রি) প্রধানং ভজতে ভজ্-ণি। প্রধানভাগী, যিনি প্রধান ভাগপ্রাপ্ত হন।

প্রধানাত্মন্ (পুং) বিষ্ণু, পরমাত্মা। প্রধানস্বরূপ।

প্রধারণ (ত্রি) প্র-ধারি-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ধারণ।

প্রধাবন (ক্লী) প্র-ধাব-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টরূপে ধাবন, উত্তমরূপে ধৌতকরণ। (পুং) ২ বায়ু।

প্রধি (পুং) প্রধীয়তেঽনেনেতি প্র-ধা (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। নেমি, চক্রাবয়ব, কাষ্ঠাসঞ্জনস্থান, রথনাভি। (অমর)

"মন্যে পর্য্যায়ধর্ম্মোঽয়ং কালস্যাত্যন্তগামিনঃ।
চক্রে প্রধিরিবাসক্তো নাস্য শক্যং পলায়িতুম্॥" (ভারত ৫।৫।১৫৮)

প্রধী (ত্রি) প্রকৃষ্টা ধীর্য্যস্য। ১ প্রকৃষ্ট-বুদ্ধিযুক্ত। উত্তমবুদ্ধিযুক্ত। (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা-ধীঃ প্রাদিস°। ২ উৎকৃষ্টা বুদ্ধি। প্রকৃষ্টঃ ধ্যায়তি ধ্যৈ কর্ত্তরি কিপ্। (ত্রি) ৩ প্রকৃষ্টধ্যানকারক।

প্রধূপিত (ত্রি) প্র-ধূপ-ক্ত বা প্রকর্ষেণ ধূপিতঃ। ১ প্রকর্ষরূপে সন্তপ্ত, প্রকর্ষরূপে দীপ্ত। ২ সন্তাপিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ ক্লেশিতা। ৪ জোতির্ষোক্তা সূর্য্যগন্তব্যা দিক্। (মেদিনী)

প্রধৃষ্টি (স্ত্রী) প্র-ধৃষ-ক্তিন্। দমন, ধর্ষণ, দলন।
(শাংখ্যা° শ্রৌ° ৮।২৪।১৩)

প্রধৃষ্য (ত্রি) প্র-ধৃষ-ক্যপ্। প্রধর্ষণযোগ্য। সম্যক্ ধর্ষণীয়।

প্রধ্মাত (ত্রি) প্র-ধ্মা-ক্ত। ১ শব্দিত, ধ্বনিত, বায়ুপূরণদ্বারা শব্দিত। ২ সন্ধুক্ষিত।

প্রধ্মাপন (ক্লী) প্র-ধ্মাপি-ল্যুট্। অবরুদ্ধবায়ুনালীর শ্বাসক্রিয়া-সম্পাদনার্থ প্রক্রিয়াভেদ। (সুশ্রুত)

প্রধ্মাপিত (ত্রি) প্র-ধ্মা-স্বার্থে ণিচ্-ক্ত। ধ্বনিত। শব্দিত।

প্রধ্যান (ক্লী) প্র-ধ্যৈ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান, গভীরধ্যান।

প্রধ্বংস (পুং) প্র-ধ্বংস-ভাবে ঘঞ্। ১ নাশ। ২ সাংখ্যমতে অতীতাবস্থা। সাংখ্যকার ধ্বংস স্বীকার করেন না, তিনি বলেন কোন জিনিসই ধ্বংস হয় না। বস্তুর অতীতাবস্থার নাম ধ্বংস।

প্রধ্বংসন (ত্রি) ১ ধ্বংসক, ধ্বংসকারী। (ক্লী) ২ ধ্বংস।

প্রধ্বংসিন্ (ত্রি) প্র-ধ্বংস-ণিনি। প্রধ্বংসশীল। নাশশীল।

প্রধ্বস্ত (ত্রি) প্র-ধ্বংস-ক্ত। ১ নাশপ্রতিযোগী। ২ অতীত। ৩ মন্ত্রভেদ।

"একোনবিংশত্যর্ণো বা যো মন্ত্রস্তারসংযুতঃ।
জ্বলেখাঙ্কুশবীজাঢ্যং প্রধ্বস্তং তং প্রচক্ষতে॥" (তন্ত্রসার)

প্রনপ্তৃ (পুং) প্রগতো নপ্তারং জনকতয়া অত্যা° স°। পৌত্রের পুত্র, প্রপৌত্র।

প্রনর্দ্দক (ত্রি) প্রনর্দ্দ-ণ্বুল্, ণোপদেশত্বাভাবাৎ ন ণত্বং। প্রকর্ষ-রূপে নর্দ্দনকারক।

প্রনষ্ট (ত্রি) প্র-নশ-ক্ত। প্রকর্ষরূপে নাশযুক্ত।

'কশ্চিদজ্ঞানসম্মূঢ়ঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়!।" (গীতা ১৮ অঃ)

'নশের্ন ষত্বে' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে বলিয়া ণত্ব হইল না। যে স্থলে ষত্ব হইবে, তথায় ণত্ব হইবে না।

প্রনায়ক (ত্রি) প্রকৃষ্টো নায়কোঽস্য প্রশব্দস্য নয়তিং প্রতি উপ-সর্গত্বাভাবাৎ ন ণত্বং। প্রকৃষ্টনায়কযুক্ত। প্র-নী-ণ্বুল্, উপ-সর্গত্বাৎ ণত্বং। প্রণায়ক, প্রণয়কারক।

প্রণাশিন্ (ত্রি) প্র-নশ-ণিনি, ততঃ ণত্বং। প্রণাশশীল। প্রণা-শিন্ শব্দ মূৰ্দ্ধণ্য ণকারই হইবে, দন্ত্য নকার হইবে না।

প্রনিংসিত (ত্রি) প্র-ণিংস-ক্ত। চুম্বিত, প্রকৃষ্টরূপে চুম্বিত।

প্রনিঘাতন (ক্লী) প্র-নি-হন-ণিচ্ ভাবে ঘঞ্ বিকল্পে ণত্বাভাবঃ। প্রণিঘাতন। বধ। (হেম)

প্রনিন্দন (ক্লী) প্র-নিন্দ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে নিন্দা।

প্রনীড় (ত্রি) প্রগতো নীড়াৎ। নীড়ত্যাগী, যে পক্ষী নীড় পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রনৃত্য (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য, প্রনৃত্ত।

প্রপক্ব (ত্রি) প্র-পচ-ক্ত। প্রকৃষ্টরূপে পক্ব। (সুশ্রুত)

প্রপক্ষ (পুং) প্রগতঃ পক্ষং অত্যা° স°। পক্ষাগ্র।
(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ২০ অঃ)

প্রপঞ্চ (পুং) প্রপঞ্চ্যতে ইতি প্র-পচি ব্যক্তীকরণে ঘঞ্। ১ বিপর্য্যাস। ২ বিস্তার। অমরটীকাকার লিখিয়াছেন প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ বিপর্য্যাস, বৈপরীত্য, ভ্রম বা মায়া। (ভরত) ৩ সঞ্চয়। ৪ প্রতারণ। (মেদিনী)

'প্রপঞ্চঃ সঞ্চয়েঽপি স্যাৎ বিস্তরে চ প্রতারণে।' (বিশ্ব)

৫ বিপ্রলম্ভন। (হেম) ৬ সংসার।

"পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতম্।
ষড়াম্নায়ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুর্লভম্॥"(গুরুপাদুকাস্তোত্র)

শঙ্করাচার্য্যের মতে—এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

প্রপঞ্চক (ত্রি) প্রপঞ্চ-কন্। ১ বিস্তৃতিকরণ। ২ বিস্তারক।

'ভাষ্যং সূত্রোক্তার্থপ্রপঞ্চকং।' (হেম)

প্রপঞ্চন (ক্লী) বিস্তৃতিকরণ। বাহুল্যকরণ।

"এবমেবৈতৎ কিঞ্চিদানীং বহুপ্রপঞ্চনং নিষ্প্রয়োজনং।" (হিতো°)

প্রপঞ্চিত (ত্রি) প্রপঞ্চ্যতে স্মেতি প্র-পচি-ক্ত। ১ বিস্তৃত। ২ ভ্রমযুক্ত।

"আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎপ্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥"
(ভাগ° ১০।১৪।২৫)

৩ প্রতারিত, ভ্রান্তিজ্ঞানবিষয়তা দ্বারা সম্পাদিত।

প্রপণ (পুং) বিনিময়। বাঁটা। (অথর্ব্ব ৩।১৫।৪)

প্রপতন (ক্লী) প্রপতত্যস্মাৎ প্র-পত-ল্যুট্। ১ পতনাপাদান-বৃক্ষাদি। ভাবে ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে পতন। (ত্রি) তৎপ্রয়োজন-মস্য ছ। প্রপতনীয়, প্রপতনসাধন।

প্রপথ (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ পন্থা যত্র। ১ শিথিল। (ভূরিপ্র°) প্রকৃষ্টঃ পন্থা প্রাদিস°। ২ প্রকৃষ্টমার্গ। (ঋক্ ১০।১৭।৪) (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত।

প্রপথ্য (ত্রি) প্রকৃষ্টং পথ্যং প্রাদিস°। ১ অত্যন্তহিত। ২ বহু-সেবিত মার্গভব। "নমঃ ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ।" (শুক্লযজু° ১৬।৪৩) 'প্রপথ্যায় প্রকৃষ্টঃ পন্থাঃ প্রপন্থো বহুসেবিতো মার্গঃ তত্র ভবঃ প্রপথ্যঃ।' (বেদদীপ) (স্ত্রী) ২ হরীতকী। (রাজনি°)

প্রপদ (ক্লী) প্রারব্ধং প্রগতং বা পদমিতি প্রাদিস°। পাদাগ্র, পাদের অগ্রভাগ। "ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপযন্ন্ পঃ॥" (মনু ৬।২২)

প্রপদন (ক্লী) প্র-পদ-ল্যুট্। প্রবেশ।
"এতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং।"
(ছান্দোগ্য° ৮।৬।৫)

প্রপদীন (ত্রি) প্রপদং ব্যাপ্নোতি খ। পাদাগ্রব্যাপক। (মাঘ৩।১২)

প্রপন্ন (ত্রি) প্রপদ্যতে স্মেতি প্র-পদ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ শরণা-গত, আশ্রিত।
"গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ম্।
কেশবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥"(মার্ক° পু° ৭ অঃ)

প্রপন্নাড় (পুং) প্রপন্নমলতি ভূষয়তীতি প্রপন্ন-অল্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্ ডলয়োরৈক্যং। প্রপুন্নাড়, চক্রমর্দ্দক, চলিত চাকুন্দে গাছ। ২ দদ্রুমর্দ্দন।

প্রপর্ণ (ক্লী) পতিত পত্র।

প্রপলায়ন (ক্লী) প্র-পলায়-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে পলায়ন। উত্তম-রূপে পলায়ন।

প্রপবণ (ক্লী) প্র-পূ-ল্যুট্। ১ পবিত্রীকরণ। ২ পরিস্কৃতকরণ।

প্রপবণীয় (ত্রি) প্র-পূ-অনীয়র্। প্রপবণযোগ্য। প্রপবণের উপযুক্ত।

প্রপা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ পিবন্ত্যস্যামিতি, প্র-পা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইত্যঙ্ ঘঞর্থে কো বা। পানীয়-শালিকা। চলিত জলসত্র। হেমাদ্রির দানখণ্ডে লিখিত আছে— ফাল্গুনমাস অতীত হইলে মাস চতুষ্টয় অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারিমাস 'প্রপা' প্রস্তুত করিয়া আগন্তুক লোকদিগকে জলদান করিবে। যে দিন ইহার আরম্ভ করিবে, সেইদিন ব্রাহ্মণভোজন এবং শেষদিন ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও কুটুম্বাদি ভোজন করাইয়া ইহার উদ্যাপন করিবে। যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাহার অক্ষয়স্বর্গ হইয়া থাকে। [পানীয়শালিকা দেখ।] ২ যজ্ঞশালা।*

প্রপাক (পুং) প্র-পচ্ ঘঞ্। পক্বতাকরণ। স্ফোটকাদি পাকান।

প্রপাঠক (পুং) প্রকৃষ্টঃ পাঠোঽত্র কপ্। ১ বেদের অধ্যায়ের অংশভেদ। ২ শ্রৌতগ্রন্থের অংশভেদ।

প্রপাণি (পুং) প্রকৃষ্টঃ পাণিঃ প্রাদিসমাসঃ। করের অধোদেশ, পাণিতল। (রাজনি)

প্রপাণ্ডু (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ পাণ্ডুঃ। অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ।

প্রপাণ্ডুর (ত্রি) অতিশয় পাণ্ডুর, অতিশয় শ্বেত।

প্রপাত (পুং) প্রপতত্যস্মাদিতি প্র-পত (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। ১ নিরবলম্বন পর্ব্বতাদির পার্শ্ব, পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চস্থান বিশেষ, ভৃগুদেশ। যেস্থান হইতে পতিত হইলে অবস্থান করা যায় না। তাদৃশ স্থান। পর্য্যায়— অতট, ভৃগু। (অমর)
"মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকাৎ ন বিভেতি চ॥" (দেবী ৪।৭।৪৯)
২ নির্ঝর। (মেদিনী) ভাবে ঘঞ্। ৩ অভ্যবস্কন্দ, কূল। (হেম) ৪ উড্ডীনগতিবিশেষ।
"সম্পাতঞ্চ প্রপাতঞ্চ মহাপাতং নিপাতনং।
চক্রং তির্য্যক্ তথা চোর্দ্ধমষ্টমং লঘুসংজ্ঞকম্॥" (হিতোপ°)
৫ প্রপাতন। (চরক চিকি° ৪ অঃ)

প্রপাতন (ক্লী) ফেলিয়া দেওয়া, পাতন।

প্রপাতিন্ (ত্রি) প্রপাতঃ অস্ত্যর্থে ইনি। প্রপাতযুক্ত পর্ব্বত।

প্রপাথ (পুং) পন্থা।

প্রপাদ (পুং) ১ অসময়ে প্রসব। ২ অসময়ে দান।
(তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।২।১।৫)

প্রপাদিক (পুং) ময়ূর। (শব্দার্থচি°)

প্রপাদুক (ত্রি) ১ গমন। ২ প্রত্যাগমন। (তৈত্তি° ৫।৬।৯।১)

প্রপান (ক্লী) জলছত্র, প্রপা, পানীয়শালা।

প্রপানক (ক্লী) প্রকৃষ্টং পানমস্য কপ্। খণ্ডমরিচাদি মিশ্রিত পানীয় দ্রব্যভেদ। চলিত পানা। খণ্ড অর্থাৎ খাঁড়গুড়ে জল ও মরিচাদি মিশ্রিত করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিলে অতি স্বাদু হয়।

প্রপাপূরণ (ক্লী) প্রপায়াঃ পূরণং। জল দ্বারা প্রপা পূর্ণকরণ।

প্রপাপূরণীয় (ত্রি) প্রপাপূরণপ্রয়োজনমস্য, ছ। প্রপাপূরণ-প্রয়োজনক।

---

* "বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দশ্চ ধার্ম্মিকং।
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ॥" (রামা° ১।৭৩।২০)
'প্রপামধ্যে যজ্ঞশালামধ্যে ইতি কতকঃ।' (রামানুজ)

প্রপায়িন্ (ত্রি) প্রপিবতীতি প্র-পা-ণিনি। ১ পানকর্ত্তা। ২ রক্ষণকর্ত্তা। (মুগ্ধবোধব্যা°)

প্রপালন (ক্লী) প্র-পাল-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে পালন। রক্ষাকরণ।

প্রপালিন্ (ত্রি) প্র-পাল-ণিনি। ১ পালক, পালনকারী। ২ বলদেবের নামভেদ। (হেম)

প্রপাবন (ক্লী) প্রপেব কামপূরকং বনং বা প্রকর্ষেণ পাবয়তীতি পূ-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু। ১ বনভেদ। কামারণ্য। (শব্দমালা)

প্রপিতামহ (পুং) প্রকর্ষেণ পিতামহঃ, পিতামহস্যাপি পিতা। ১ ব্রহ্মা। (ত্রিকা°) ২ পরব্রহ্ম। ব্রহ্মা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ব্রহ্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জন্য তিনি প্রপিতামহপদবাচ্য। "ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুস্তারঃ স পিতা প্রপিতামহঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।১১৭) ৩ পিতামহের পিতা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রপিতামহী, প্রপিতামহপত্নী।

"স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ম্।
পিতামহী চ স্বৈনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী॥" (দায়ভাগ)

প্রপিতৃব্য (পুং) প্রপিতামহের ভ্রাতা।

প্রপিত্ব (পুং) ১ প্রক্রম। ২ সংগ্রাম। ৩ সমীপ। ৪ প্রাপ্ত। ৫ সন্নিহিত। (ঋক্ ১।৮৯।৭)

প্রপিত্বে (অব্য) উত্তরায়ণ। (নিঘণ্টু)

প্রপিৎসু (ত্রি) প্র-পদ-সন্, উ। পাইবার নিমিত্ত অভিলাষ।

"কৃতারিষড়্‌বর্গজয়েন মানবীমগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনা।"
(ভারবি ১ সঃ)

প্রপীড়ন (ক্লী) প্র-পীড়-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টরূপে পীড়ন, অতিশয় পীড়ন। ২ ধারক ঔষধ।

প্রপুত্র (পুং) পৌত্র।

প্রপুনাড় (পুং) পুমাংসং নাড়য়তীতি নড়—ভ্রংশে অণ্ প্রকৃষ্টঃ পুন্নাড়ঃ প্রাদিসং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রপুন্নাড়, চক্রমর্দ্দ। প্রপুন্নাড়শাকের গুণ—কফনাশক, রুক্ষ, লঘু, শীত এবং বাত ও পিত্তপ্রকোপক।

"কফাপহং শাকমুক্তং বরুণপ্রপুনাড়য়োঃ।
রুক্ষং লঘু চ শীতঞ্চ বাতপিত্তপ্রকোপণম্॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

প্রপুন্নড় (পুং) প্রপুন্নাড় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রপুন্নাড়।

প্রপুন্নাট (পুং) পুমাংসং নাটয়তি নট-ণিচ্-অণ্। প্রকৃষ্টঃ পুন্নাটঃ প্রাদিস°। চক্রমর্দ্দ। (রাজনি°)

প্রপুন্নাড় (পুং) প্রপুন্নাট, চক্রমর্দ্দ। (অমর)

প্রপুন্নাল (পুং) প্রপুন্নাড়, রস্য লত্বং। প্রপুন্নাড়। (ভরত-দ্বিরূপকোষ)

প্রপুষ্পিত (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে পুষ্পিত, অতিশয় পুষ্পযুক্ত।

প্রপূরক (ত্রি) ১ পূরণকারী। ২ আনন্দদায়ক।

প্রপূরণ (ক্লী) প্র-পূর-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে পূরণ।

প্রপূরিকা (স্ত্রী) প্রপূর্য্যতে কণ্টকৈরিতি প্র-পূর-কর্ম্মণি-ঘঞ্ বা প্রপূরয়তীতি প্র-পূর-ণ্বুল্-টাপ্, কাপি অতইত্বং। কণ্টকারী।

প্রপূরিত (ত্রি) প্র-পূর-ক্ত। যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

প্রপূর্ব্বগ (পুং) প্রকৃষ্টঃ পূর্ব্বগঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাদিস°। সৃষ্টির প্রাগ্বর্ত্তী পরমেশ্বর। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, এইজন্য তিনি প্রপূর্ব্বগ নামে অভিহিত।

প্রপৃথক্ (অব্য) পৃথক্‌রূপে। (অথর্ব্ব ৬।১২২।৫)

প্রপৃষ্ঠ (ত্রি) উন্নতপৃষ্ঠ।

প্রপৌণ্ডরীক (ক্লী) পুণ্ডরীক-স্বার্থে অণ্, প্রকৃষ্টং পৌণ্ডরীকমেব পুষ্পং যস্য। হস্তী ও মনুষ্যদিগের চক্ষুর হিতকর ক্ষুদ্রবিটপ, চলিত পুণ্ডরিয়া। ইহার পত্র শালপর্ণীপত্রের তুল্য। পর্য্যায়—চক্ষুষ্য, শীত, শ্রীপুষ্প, পুণ্ডরী, পুণ্ডরীয়ক, পৌণ্ডরীয়, সুপুষ্প, সানুজ, অনুজ। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, মধুর, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে—মধুর, তিক্ত, কষায়, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পাকে মধুর, কান্তিপ্রদ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক।

প্রপৌত্র (পুং) প্রকর্ষেণ পৌত্রঃ পৌত্রস্যাপি পুত্রত্বাৎ তথাত্বং। পৌত্রের পুত্র। পর্য্যায়—প্রতিনপ্তা।

"পুত্রান্ পৌত্রান্ প্রপৌত্রাংশ্চ তথান্যানিষ্টবান্ধবান্।
পশ্যতো মে মৃতান্ দুঃখং কিমল্পং হি ভবিষ্যতি॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১১০।১৫)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রপৌত্রী—প্রপৌত্রের কন্যা।

প্রপ্যায়ন (ক্লী) প্র-প্যায়-ল্যুট্। বৃদ্ধি, স্থূলতা।

প্রপ্যায়নীয় (ত্রি) প্র-প্যায়-অনীয়র্। বৃদ্ধির যোগ্য।

প্রপ্যায়য়িতৃ (ত্রি) প্র-প্যায়-তৃচ্। বৃদ্ধিযুক্ত, যাহা স্থূল হইয়াছে। (শত° ব্রা° ১।৭।১৩)

প্রপ্রোথ (পুং ক্লী) গুল্মভেদ। ইহা সোমলতার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ৮।৪।১)

প্রপ্লাবন (ক্লী) প্র-প্লু-ণিচ্-ল্যুট্। জলপ্লাবন। ২ জলদ্বারা অগ্ন্যাদি নির্ব্বাপণ। (ঐত° ব্রা° ৭।১২)

প্রফর্বী (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং পর্ব্ব নিতম্বস্থানং যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ প্রশস্তনিতম্বা স্ত্রী। (ঋক্ ১০।৮৫।১২) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগতিযুক্ত। (শুক্ল যজু° ১২।৭৬)

প্রফুল্ত, প্রফুল্ল (ত্রি) ফলতীতি ফলাবিসরণে ক্ত। (আদিশ্চেতি। পা ৭।২।১৬) ইতি ইড়ভাবঃ (তি চ। পা ৭।৪।৮৯) ইতি উৎ (অনুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষিবেতি। পা ৮।২।৫৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য লঃ, ততঃ প্রাদিস°। বা প্রফুল্লতীতি ফুল্লবিকশনে অচ্।

১ বিকাশযুক্ত, প্রস্ফুটিত। পর্য্যায়—উৎফুল্ল, সংফুল্ল, ব্যাকোষ, বিকচ, স্ফুট, ফুল্ল, বিকসিত, পুঙ্গ, জৃম্ভ, স্মিত, উন্মিষিত, দলিত, স্ফুটিত, উচ্ছ্বসিত, বিজৃম্ভিত, স্মের, বিনিদ্র, উন্নিদ্র, বিমুদ্র, হসিত। (হেম)

"স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাং লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্॥"
(রঘু ২।২৯)

রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ প্রফুল্ত ও প্রফুল্ল এই পাঠই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাতকার স্থানে ল না করিয়া প্রফুল্ত এবং ল করিয়া প্রফুল্ল এই দুইই স্থির করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন খ্যাতনামা বঙ্গীয় গ্রন্থকার।

নদীয়া জেলায়, রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত চূর্ণীনদীর তীর-বর্ত্তী নারায়ণপুরগ্রামে ১২৫৬ সালের ১১ই আশ্বিন বিজয়াদশমীর দিনে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম সারদাসুন্দরী দেবী। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

প্রফুল্লচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃদেব নয়বর্ষকাল উত্তরভারতে তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত করেন, এই সময়ে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদরগণ তখনও শৈশবসীমা অতিক্রম করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার পরিচালনের ভার অপরের হস্তে অর্পিত হয়। তাহাতে অল্পদিন মধ্যেই যাহা কিছু ছিল, সমস্তই পরহস্তগত হইল, এমন কি সংসার চালাইবার উপযুক্ত সম্বল রহিল না। এই দুঃসময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেব গৃহে ফিরি-লেন; ইহার একবৎসর পরেই দুঃখরাশি সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। সংসার চলে না, কাজেই তাঁহার পিতৃদেবকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদরকে সামান্য চাকুরী স্বীকার করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে এই বংশে কেহ কখনও চাকুরী স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক তাঁহাদের সামান্যবেতনে অতি ক্লেশে কোনও রকমে সংসার চলিত। প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম হইতেই দারিদ্র্যদুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, অশেষকষ্টভোগ করিয়াই তিনি জীবনের ভাবী উন্নতিমার্গ চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একেত সাংসারিক অবস্থা এই, তাহার উপর গ্রামের নিকট একটীও ইংরাজী বা বাঙ্গলা স্কুল ছিল না। স্থানান্তরে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করা প্রফুল্লচন্দ্রের অবস্থায় কুলায় নাই, কাজেই একাদশবর্ষ পর্য্যন্ত গ্রাম্যপাঠশালায় অতিবাহিত হয়; এই বাল্যকালে প্রফুল্লচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার গুরুমহাশয় ও আত্মীয় স্বজনগণ চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার পিতৃদেবও প্রায়ই বলিতেন, বহুতীর্থসেবার পুণ্যে এই পুত্রের জন্ম, শিক্ষার কোনও সুবিধা না হইলেও কালে এই শিশু বিদ্বান্ ও সৌভাগ্যশালী হইবে। বাস্তবিক প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেবের ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি মামজোয়ানী গ্রামে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। ঐ স্কুলে বিনাবেতনে বালকেরা পড়িতে পাইত। মামজোয়ানী নারায়ণপুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রফুল্লচন্দ্র সৌভাগ্যক্রমে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি প্রত্যহ দেড় ক্রোশ পথ হাটিয়া স্কুলে যাইতেন এবং দেড় ক্রোশ পথ চলিয়া আসিতেন; পায়ে জুতা বা মাথায় ছাতা থাকিত না, গায়ের জামাও পান নাই, ছিন্ন মলিন বসন পরিয়া এইরূপে চারিবৎসরকাল হৃষ্টান্তঃকরণে অম্লানবদনে বিদ্যা উপার্জ্জনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই চারিবৎসর মধ্যেই তিনি আপন চেষ্টা ও যত্নে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষমাত্র, এই সময়ে তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব সংসার আঁধার করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। বালক প্রফুল্লচন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের গুরুভার ন্যস্ত হইল, তিনি চারি দিকে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের আশাপূর্ণ হইল না, তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। সংসারদায়ে এই পঞ্চদশবর্ষীয় বালককে সামান্য পাঁচ সাত টাকা মাহিনায় চাকুরীর জন্য কতই না উমেদারী করিতে হইয়াছিল। পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় কতদিন তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে। এ সময়ে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যদি সামান্য বেতনেও তিনি কোনও গ্রাম্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পাইতে পারেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্কুলের চাকুরী জুটিল না, বালক প্রফুল্লচন্দ্র নিরাশ হৃদয়ে কতই না অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রামের নিকট আড়ংঘাটায় রেলওয়ে ষ্টেসন খুলিল। সুযোগ পাইয়া ষ্টেসনে গিয়া তিনি শিক্ষানবিসী করিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচমাস শিক্ষার পর তাঁহার রামনগর ষ্টেসনে একটী চাকুরী হইল। তাঁহার কাজ হইতেছে টিকিট বিক্রয় করা। তখনও তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়; এমন কি কর্ম্ম-স্থানে যাইবার জন্য তাঁহাকে কর্জ্জ করিয়া কাপড় জুতা কিনিতে হইয়াছিল। তখনও তিনি জামা গায়ে দিতে পারেন নাই, দুই এক মাস চাকুরীর পর তাঁহার জামা কিনিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। চাকুরীস্থলে ৪।৫ মাস বেশ কাটিয়া গেল, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার কুসংসর্গ জুটিল, সেই উদ্যমশীল যুবক প্রথমে স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কুসংসর্গের ফল কি ভয়ানক। কুসংসর্গে উচ্চ হৃদয়কেও কতদূর অবনত করিয়া ফেলে, এই কুসংসর্গপ্রভাবে

প্রফুল্লচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার উন্নতিশীল জীবনের ভাবী সুখশান্তি কতকটা তিমিরাবৃত হইল। এই সময়ে যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, ইহজীবনে অতি যত্নে আর সেই সুখময় স্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

রামনগরে ছয়মাস চাকুরীর পর প্রফুল্লচন্দ্র বদলি হইলেন, কুষ্টিয়া হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে ষ্টীমার চলিত, তাহাতে ৩০৲ টাকা বেতনে কার্য্য পাইলেন, কিন্তু এ চাকুরী তাঁহার ভাল লাগিল না। কার্য্যে মন না বসায় কার্য্যও ভাল করিতে পারিতেন না; তাহাতে ষ্টীমারের কাপ্তেন সাহেব প্রফুল্লচন্দ্রের উপর চটিয়া গেল, কত ভৎর্সনা করিল, অবশেষে একদিন গালি দিতেও ছাড়িল না। উন্নতহৃদয় অভিমানী প্রফুল্লচন্দ্রের তাহা ভাল লাগিল না, তাহার আর দেরি সহিল না, তিনি একটু দূরে গিয়া একটা ঢিল কুড়াইয়া ধা করিয়া সাহেবকে ছুড়িয়া মারিলেন। সাহেব ত মাথায় হাত দিয়া আহাঃ উহঃ করিতে থাকুন, আর প্রফুল্লচন্দ্র সেই অবকাশে ঊর্দ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে বাজারে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। চাকুরী গেল, উদরান্নের জন্য তিনি বড়ই কষ্টে পড়িলেন; লজ্জায় আর বাড়ীতে যাইতে পারিলেন না। আবার চাকুরীর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি ডাকঘরের খবর রাখিতেন, ডাকবিভাগে সামান্য চাকুরী পাইবার আশায় তিনি সকল ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারের নিকট এক এক খানি দরখাস্ত পাঠাইলেন; আসাম ও দারজিলিং লাইনের ডাকবিভাগ হইতে তাহার দরখাস্তের উত্তর আসিল। এখনকারমত তৎকালে দারজিলিং বা আসাম সুগম ছিল না, এই সকল স্থানে সহজেও কেহ যাইতে চাহিত না। এখন বেকার প্রফুল্লচন্দ্র কি করেন, দায়ে পড়িয়া দারজিলিং লাইনেই কার্য্য স্বীকার করিলেন। তিনি তথাকার কারাগোলা ডাকঘরে ২০৲ টাকা বেতনে বুলকৃট্রেণক্লার্ক নিযুক্ত হইলেন, এই কর্ম্ম হইতেই তাঁহার ভাবী সৌভাগ্যের সুত্রপাত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের তখনও বিদ্যাবুদ্ধি যৎসামান্য, তাহার উপরওয়ালা সব্‌পোষ্টমাষ্টার সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যে গলদ বাহির করিতেন, প্রফুল্লচন্দ্রের তাহাতে চমক হইল, এবার তিনি অবসর মত দুই একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কর্ম্ম পাইবার অনতিকালপরে পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ড রোলো সাহেব, কারাগোলায় তদারকে আসিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইবার ভয় দেখাইলেন। এবার প্রফুল্লচন্দ্র মানের দায়ে প্রাণপণে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার হাতের লেখাও বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। যিনি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা কেমন পরিষ্কার ও সুন্দর। তিনমাস পরে সেই রোলোসাহেব আবার কারাগোলায় আসিলেন, এবার তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা ও ইংরাজীতে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বড়ই খুসি হইলেন। ৩ মাসের মধ্যে নিজের যত্নে এক ব্যক্তি যে এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারে, তদ্দর্শনে রোলোসাহেব তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এখন হইতে প্রফুল্লচন্দ্র সাহেবের সুনজরে পড়িলেন, নিজ অধ্যবসায়গুণে ও সাহেবের চেষ্টায় প্রফুল্লচন্দ্র শীঘ্র উন্নতিলাভ করিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সৌভাগ্যদ্বার উন্মুক্ত হইল। তাঁহার পদবৃদ্ধির সহিত বিদ্যানুরাগিতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং আপন প্রতিভাবলে তিনি বহুসংখ্যক ইংরাজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঈশ্বরানুগ্রহে প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপযুক্ত উপদেষ্টার আশ্রয় লইতে হয় নাই, তাঁহার প্রতিভা, মেধা, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতার বিষয় স্মরণ করিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়; কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ, লাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষাব্যতীত তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় লইতে হয় নাই। তিনি একান্ত তন্ময়তা ও অসাধারণ চিন্তাশীলতার গুণে কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয় সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার "গ্রীক ও হিন্দু" নামক গ্রন্থে তাঁহার বহুদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যানুরাগী প্রফুল্লচন্দ্রের আর এই কারাগোলার দুর্গমস্থান বেশীদিন ভাল লাগিল না। তাঁহার মনের কথা তাহার উন্নতির একমাত্র সহায় সেই রোলোসাহেবকে খুলিয়া বলিলেন। রোলোসাহেব তাঁহার আবেদন শুনিলেন। তাঁহাকে ঐ ২০৲ টাকা বেতনে ভাগলপুরের অন্তর্গত কাহালগাঁয়ে বদলি করিয়া দিলেন। এখানে মাস ৬।৭ থাকিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র ৫০৲ টাকা বেতনের হেডক্লার্ক হইয়া দারজিলিঙ্গে আসিলেন। সেখানে দেড়মাস দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিবার পরেই জলপাইগুড়ির অন্তর্গত তেওলিয়াগ্রামে ৬৫৲ টাকা বেতনে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার হইয়া বদলি হইলেন। এ চাকুরীতে তাঁহার সুবিধা হইল না, সে সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের স্বভাবটাও কিছু উদ্ধত ছিল, যথেষ্ট বল থাকায় তিনি কাহাকেও বড় দৃক্‌পাত করিতেন না। এই স্বভাবদোষেই এক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মনোবিবাদ ঘটে, সেই ইংরাজ কর্ম্মচারীর অভিযোগেই প্রফুল্লচন্দ্র দেড়মাস সস্‌-পেণ্ড্‌ হইলেন, ইহার পরেই সেই রোলো সাহেবের অনুগ্রহে পুনরায় তিনি একটী ৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরী পাইলেন। চারিমাসকাল এই চাকুরী করিয়া সৌভাগ্যক্রমে আবার ৭০৲ টাকায় উঠিলেন; কিন্তু ৩ মাস পরেই সে

পদ উঠিয়া গেল, আবার তিনি সেই তেঁওলিয়া গ্রামে ৬৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই তেঁওলিয়া গ্রামেই প্রফুল্লচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনার হাতে খড়ি। প্রথম বয়সে যেমন সকলেরই কবি হইবার সাধ হয়, প্রফুল্লচন্দ্রও সেইরূপ কবি হইবার ইচ্ছায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি দুইখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন; এ দুইখানি বঙ্গসাহিত্যে স্থানলাভ করে নাই। এখন এ দুইখানির অস্তিত্বও পাওয়া যায় না। তৎকালে বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ডাকবিভাগের একজন উচ্চতম কর্ম্মচারী ছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতা ও বিবিধ গ্রন্থপাঠে অদ্ভুত অনুরাগ দর্শনে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তৎপ্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার উন্নতির পথেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। রায় দীনবন্ধু ও রোলো সাহেবের অনুগ্রহে ১৮৬৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি ১০০ শত টাকা বেতনে পূর্ণিয়ার পোষ্টমাষ্টার পদ লাভ করিলেন। ইহার পরবর্ষে জানুয়ারী মাসে প্রফুল্লচন্দ্র চট্টগ্রামের পোষ্টমাষ্টারের পদে বদলি হইলেন। ইহারই অনতিকাল পরে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুসংসর্গদোষে তাঁহার সচ্চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্রকে সেই ঘোর অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী মিলাইয়া দিলেন, এই সহধর্ম্মিণীর গুণে প্রফুল্লচন্দ্র আবার নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। সেই সাধ্বী রমণীর গুণে তিনি বিষম যৌবনজলতরঙ্গে নিমজ্জিত হন নাই। এই রমণীর প্রভাবেই তিনি এই বঙ্গভূমে চরিত্রবান্ পুরুষ বলিয়া সম্ভ্রম ও সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং এতদূর আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার পর প্রফুল্লচন্দ্র সংস্কৃতানুরাগী হইয়া পড়িলেন। তিনি পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ নামক এক জন অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিতে থাকেন। এক বৎসর পরেই তিনি অধ্যাপক মহাশয়কে সসম্মানে বিদায় করেন। তাঁহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম হইতে তিনি বালেশ্বরে বদলি হন, এসময়ে তিনি সর্ব্বদাই নিবিষ্টচিত্তে তত্ত্ববিষয়ক বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তৎকালে তিনি উড়িয়া, তৈলঙ্গ, লাটিন ও গ্রীকভাষা শিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফাদার দাপট নামক একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির নিকট তিনি লাটিন ও গ্রীক পড়িয়াছিলেন।

এই বালেশ্বরে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে। তজ্জন্য তিনি নানা গ্রন্থ হইতে বিবরণী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎকালে জগদীশনাথ রায় মহাশয় বালেশ্বরের পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তিনি একদিন প্রফুল্লবাবুর বাসায় আসিয়া সাহিত্যবিষয়ক নানাকথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শন বাহির করিতেছেন। তুমি ইতিহাস ছাড়িয়া বঙ্গদর্শনের জন্য দুই একটী প্রবন্ধ লেখ দেখি।' প্রসঙ্গকালে তাঁহার হাতের কাছে একখানি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ছিল। জগদীশ বাবু তাহা হাতে করিয়া প্রফুল্লবাবুকে সেই রামায়ণ হইতে তৎকালিক সমাজের অবস্থা লিখিতে অনুরোধ করেন। জগদীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এই জগদীশবাবু হইতেই বঙ্কিমবাবুর সহিত প্রফুল্লবাবুর আলাপ পরিচয় ঘটে। প্রফুল্লবাবুও বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনে রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করেন। এরূপ প্রবন্ধ তৎপূর্ব্বে আর বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই, ইহার পত্রে পত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণা ও প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র এই গ্রন্থ পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে প্রফুল্লবাবু বোম্বায়ের একখানি ইংরাজী পত্রে দুইটী প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন পোষ্টমাষ্টার জেনেরল্ গ্রীবল সাহেব অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবুকে প্রবন্ধলেখকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বঙ্কিমবাবু বলেন যে, লেখক আপনারই অধীনে একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার। গ্রীবল সাহেব শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ প্রতিভাশালী লেখক এখনও একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার, ইহা ডাকবিভাগের পক্ষে নিতান্ত ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। যাহা হউক অতি অল্পদিন মধ্যেই গ্রীবল সাহেবের অনুগ্রহে ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রফুল্লচন্দ্র ডাকবিভাগের উচ্চ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইলেন। এত অল্প বয়সে এরূপ পদোন্নতি বা এই উচ্চপদলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহা তাঁহার পূর্ব্বতন সুকৃতি ও কৃতিত্বের পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফুল্লবাবুর প্রথম গ্রন্থ "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত"। দ্বিতীয় গ্রন্থ "মণিহারী" এখানি সন্দর্ভ।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবার পরেই প্রফুল্লবাবু বঙ্গদর্শনে গ্রীক ও হিন্দু নামে আর একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৮।৯ বৎসরকাল গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ একাগ্রচিত্তে পাঠ করিয়া এই গ্রীক ও হিন্দু লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থেরও দ্বিতীয় সংস্করণ নূতন অবয়বে বহুবিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিপত্রে জটিল ভাষায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, বহুদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বাল্মীকি

ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ, ইহা দ্বিতীয়াংশে সম্পূর্ণ করিবার জন্ম প্রফুল্লবাবু ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপিখানি দৈব দুর্ব্বিপাকে নষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া ষোড়শোপচারে তিনি বঙ্গভাষার পূজা করিয়াগিয়াছেন। আজ ৩ বর্ষ হইল তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অস্থায়ী ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল পদে ৭০০৲ টাকা বেতনে বরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় 'বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব' নামে যে গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বাধীন গবেষণা, মৌলিক আলোচনা ও ভূতত্ত্বে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রফুল্লবাবুর সাহিত্যসেবায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩০৫ সালে তাঁহাকে সহকারী সভাপতিপদে বরণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রফুল্লবাবুর কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের স্থায়ী ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার-জেনারল্‌পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে তিনি ঢাকায় গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তথায় ৭।৮ দিন পরেই তাঁহার পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের উপর একটী ব্রণ দৃষ্ট হয়, অদৃষ্টক্রমে ব্রণটীর মুখ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাহা পৃষ্ঠব্রণরূপে পরিণত হইল। ২১শে তারিখে তিনি নারায়ণপুরে আনীত হইলেন। ৩১শে প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র অনন্তধামে গমন করিলেন।

প্রফুল্লবাবুর জীবন কর্ম্মময় ও উপদেশপূর্ণ। তিনি রাজকীয় গুরুতর কার্য্যের মধ্যেও সর্ব্বদাই দার্শনিক গ্রন্থ সমুদায় অধ্যয়ন করিতেন, দিবসে নানাকার্য্যে পাঠের বিঘ্ন হইত বলিয়া তিনি গভীর নিশীথকালে যোগমগ্ন যোগীর ন্যায় পাঠ-ধ্যানে নিরত থাকিতেন, এই কারণে স্বভাবতঃই তিনি রাত্রি ৮।৯টার মধ্যেই শয়ন করিতেন। আবার দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রাত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কোনও প্রিয় দার্শনিক গ্রন্থ লইয়া পাঠে বসিতেন। এইরূপ পাঠ করিতে করিতে কখন কখন তাঁহার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। এরূপ অসাধারণ অধ্যয়নফলেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যবান্ধব রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সহিত সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ করিতেন। সাহিত্যালাপকালে কোন গ্রন্থবিশেষ হইতে একটী শ্লোক বা কবিতা ধরিয়া দিলে তৎপরবর্ত্তী অধিকাংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। সেক্সপীয়ার, মিল্টন ও কার্‌লাইলের বহু ইংরাজী গ্রন্থ এবং কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, তাহাই পাথরের রেখার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। পাঠে এরূপ মনঃসংযোগ ও স্মৃতিশক্তির এরূপ প্রভাব ইদানীন্তনকালে অল্প লোকেরই দেখা যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতার প্রসঙ্গ উঠিলেই প্রেমাশ্রুতে তাঁহার নয়নযুগল ছলছল করিত। নারায়ণপুর গ্রামে তাঁহার পিতৃদেব শিবচন্দ্রের নামানুসারেই তাঁহার একমাত্র চেষ্টায় 'শিবনারায়ণপুর' ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র আর দুইটী মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১ম বাঙ্গালা ভাষায় স্বাধীন গবেষণায় একখানি সবিস্তার মনোবিজ্ঞান (Mental Philosophy) প্রকাশ এবং ২য়টী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ইতিহাস-সঙ্কলন। বিশ্বকোষ-সম্পাদকপ্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলকাণ্ডে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ প্রফুল্লচন্দ্রের করকমলনিঃসৃত। তিনি যে বাঙ্গালায় মনোবিজ্ঞান লিখিতেছিলেন, তাহা 'অনুভূতি' নামে প্রায় ৩শত পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরল। এই গ্রন্থখানি কোন দার্শনিক গ্রন্থের ছায়া লইয়া রচিত হয় নাই। ইহার প্রতি পত্রে তাঁহার গবেষণা ও চিন্তাশীলতা প্রকটিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ (পুং) প্রবধ্যতে ইতি প্র-বন্ধ-ঘঞ্। সন্দর্ভ। (ত্রিকা°) প্র-বন্ধ-ভাবে-ঘঞ্। ২ কাব্যাদি গ্রথন, পরম্পরান্বিত রচনা।

"প্রবন্ধোঽয়ং বন্ধোরখিলজগতান্তস্ত সরসাম্।" (হংসদূত)

৩ অবিচ্ছেদ। ৪ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি। ৫ প্রকৃষ্টবন্ধন। ৬ পরস্পরান্বিত বাক্যসমূহ।

প্রবন্ধকল্পনা (স্ত্রী) প্রবন্ধস্য কল্পনা রচনা। ১ সন্দর্ভরচনা। ২ বহুনৃতা স্তোকসত্যা কথা, যে প্রবন্ধে বহুতর মিথ্যা এবং অল্প-সত্য থাকে, তাহাকে প্রবন্ধকল্পনা কহে।

"প্রবন্ধকল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা ক্বচিৎ॥"
(কোলাহলাচার্য্য, অমরটীকাভরত)

প্রবর্হ (ত্রি) প্র-বহ স্তুতৌ বৃদ্ধৌ বা অচ্। প্রধান। (অমর)

প্রবল (পুং) প্রকৃষ্টং বলতীতি প্র-বল-প্রাণনে অচ্। ১ পল্লব। (শব্দমা°) (ত্রি) প্রকৃষ্টং বলং যস্য। প্রকৃষ্টবলযুক্ত, অতিশয় বলবান্। "আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ।" (মার্কণ্ডেয় পু° ৮১।৬) প্রকৃষ্টং বলং কর্ম্মধা°। (স্ত্রী) ৩ প্রকৃষ্টবল, অতিশয় বল।

প্রবলা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং বলমস্যাঃ। ১ প্রসারিণী। (রাজনি°)

২ প্রকৃষ্টবলবতী। "সহতাং হতজীবিতং মম প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাং।" (রঘু ৮।৫০)

প্রবলাকিন্ (পুং) সর্প। (বিশ্ব)

প্রবাল (পুং ক্লী) প্রবলতীতি প্র-বল-প্রাণনে (জলিতিকসন্তেভ্যো ণ। পা ৩।১।১৪০) বা প্র-বল ণিচ্-অচ্। রক্তবর্ণ বর্তুলাকার রত্নবিশেষ।

"পুরঃ প্রবালৈরিব পূরিতার্দ্ধয়া
বিভান্তমচ্ছস্ফটিকাক্ষমালয়া" (মাঘ ১ সঃ)

পর্য্যায়—বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তাকার, লতামণি। (Coral)

এই প্রবালের চলিত নাম পলা ও মুঙ্গা। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঙ্গল। জ্যোতিষ মতে, মঙ্গলগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে প্রবাল দান ও প্রবাল ধারণ করিলে শুভ হয়। মঙ্গলগ্রহ বিরুদ্ধ হইয়া শরীরে যদি ব্রণপীড়াদি হয়, তাহা হইলে প্রবাল দান, ধারণ ও ঘষিয়া একটু একটু করিয়া প্রতিদিন ভোজন করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, তাহাই প্রবাল শ্রেণীর প্রথম ও প্রধান। যাহা গুঞ্জা বা কুঁচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর বা দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবাল। যাহা পলাশ বা পাটুলি পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্রুম এবং যে সকল প্রবাল কোকনদের তুল্য বর্ণধারণ করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট[৪]।

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কান্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধ্য, স্নিগ্ধ বা দেখিতে ঘৃততৈলাদি ম্রক্ষিতের ন্যায় এবং সুরাগ অর্থাৎ মনোজ্ঞ বর্ণবিশিষ্ট বিদ্রুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ধারণ করিলে ধনধান্যাদি বৃদ্ধি ও বিষভয় নষ্ট হয়[৫]। অন্যান্য রত্নের ন্যায় প্রবালেরও চারিবর্ণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর প্রবালও ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি ও বিভিন্ন গুণশালী বলিয়া কথিত আছে[৬]। সুরাগ, সুস্নিগ্ধ, সুখবেধ্য, বহুকালস্থায়ী লাবণ্য ও সুন্দর বর্ণই প্রবালের প্রধান গুণ। এইরূপ প্রবালধারণে ধন-ধান্য লাভ হয়। হিমালয় প্রদেশে একপ্রকার রক্তবর্ণ প্রবাল পাওয়া যায়। রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে—বিশুদ্ধ অর্থাৎ শ্যামিকাদি দোষরহিত, দৃঢ়, ঘন, সুগোল, স্নিগ্ধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট, সমান, ওজনে ভারি ও শিরাশূন্য প্রবালধারণে শুভফল প্রদান করে। বিবর্ণ ও খর বা খশখশে এই দুইটী ইহার প্রধান দোষ। এতদ্ভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কএকটী দোষ পরিহার্য্য। রেখাযুক্ত প্রবালধারণে যশ ও লক্ষ্মীভাগ্য হয় না। আবর্ত্ত থাকিলে বংশনাশ করে। পটলদোষ নানা-রোগের উৎপাদক, বিন্দু ধনবিনাশক, ত্রাসদোষ ভয়োৎপাদক এবং নীলিকাদোষ মৃত্যুকারক। রাজনির্ঘণ্টকার আরও বলেন যে, গৌরবর্ণ, রঙ্গ ও জলভাবাপন্ন, বক্র, সূক্ষ্মকোটর অর্থাৎ ছিদ্রপ্রায় চিহ্নযুক্ত, রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, হাল্কা ও শ্বেতবিন্দুযুক্ত প্রবাল অশুভজনক।

শুক্রাচার্য্য বলেন যে, মুক্তা ও প্রবাল এককালে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উৎকৃষ্ট প্রবাল এক সুবর্ণের অর্দ্ধমূল্য[৭]। কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে—"মূল্যং শুদ্ধপ্রবালস্য রৌপ্যাদ্দ্বিগুণমুচ্যতে।"—নির্দ্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুইতোলা শুদ্ধরৌপ্যের যে মূল্য ১ তোলা প্রবালেরও সেই মূল্য।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্যজনপদে প্রবাল-রত্ন অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। থিওফ্রাষ্টাস্ প্রবালের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন গলজাতিও প্রবালের অলঙ্কার ব্যবহার করিত। বর্ত্তমানকালে অলঙ্কারের জন্য যে সমস্ত প্রবাল ব্যবহৃত হয়, ভূমধ্য ও লোহিতসাগরগর্ভ হইতে তৎসমুদায় উত্তোলিত হইয়া থাকে। এই মণিরত্ন সাধারণে অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের অধিবাসি-মাত্রই পলাকাটীর মালা ধারণ করে। এখনও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী ও সাঁওতাল কোল প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে ইহার বিশেষ আদর দেখা যায়। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই রত্ন মঙ্গলগ্রহের অতিপ্রিয়। ধারণ করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় এবং অলক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না। এইজন্য ইহার অপর নাম

---

(৪) "তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞ্জাজবাপুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।
জবাবন্ধুকসিন্দুরদাড়িমীকুসুমপ্রভম্।
পলাশকুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্॥"
'রক্তোৎপলদলাকারম্'—

(৫) "প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিদ্রুমং হি তৎ।
ধনধান্যকরং লোকে বিষাত্তিভয়নাশনম্॥"

(৬) "ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তচ্চতুর্বিধমুচ্যতে।
অরুণং শশরক্তাখ্যং কোমলং স্নিগ্ধমেব চ।
প্রবালং বিপ্রজাতিঃ স্যাৎ সুখবেধ্যং মনোরমম্।
তথা বন্ধুকসিন্দুরদাড়িমীকুসুমপ্রভম্॥
কঠিনং দুর্বেধ্যমস্নিগ্ধং ক্ষত্রজাতিং তদুচ্যতে।
পলাশকুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।
বৈশ্যজাতির্ভবেৎ স্নিগ্ধং কঠিনং ন চিরদ্যুতি।
বিদ্রুমং শূদ্রজাতিঃ স্যাদায়ুবেধ্যং তথৈব চ॥"

(৭) এস্থলে সুবর্ণশব্দে তৎকালপ্রচলিত ৮০ রতি পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা। "প্রবালং তোলকমিতং স্বর্ণার্দ্ধং মূল্যমর্হতি" (শুক্রনীতি)

ভৌমরত্ন হইয়াছে। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে বিদ্রুমের সাধারণ গুণ সারক, কষায়, স্বাদু ও শীতল। রাজনির্ঘণ্টকার বলেন—প্রবাল মধুর, অম্লরসযুক্ত, কফপিত্তাদি দোষনাশক, বলকারী ও কান্তিপ্রদ। স্ত্রীলোকে ধারণ করিলে বিশেষ মঙ্গলদায়ক হয়[১]। ইহাতে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজবল্লভ এ ছাড়া আরও কয়টী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন;—সারক, শীতবীর্য্য, কষায়, স্বাদুপাক, বমিকারক ও চক্ষুর হিতজনক। পাকাকলার মধ্যে পলাখণ্ড পূরিয়া সেবন করিলে রক্তদোষজন্য গাত্রক্ষত (খোসপেচড়া ও স্ফোটকাদি) আরোগ্য হয়। শুক্রনীতিমতে 'নীচে গোমেদবিদ্রুমে' ইহা স্বল্পরত্ন বলিয়া গণ্য।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—প্রবাল সনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানেও প্রবাল জন্মে; কিন্তু সেগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।[২] প্রবালমণির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, শ্বেত-সমুদ্রের মধ্যে বিদ্রুমা নামে একপ্রকার লতা জন্মে, তাহা হইতে বজ্রসদৃশ গুণবিশিষ্ট অতি দুর্লভ বিদ্রুমরত্ন পাওয়া যায়[৩]। রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হওয়া ইহার স্বাভাবিক গুণ নহে, যত্নপূর্ব্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে উহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়, নচেৎ প্রথমাবস্থায় উহা ঘনীভূত মাংসনির্য্যাসের মত দেখায়।[৪] শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, এই বিদ্রুমরত্ন লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা যায়। ইহার বর্ণপরীক্ষা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"সপীতরক্তবাক্‌ভৌমপ্রিয়ং বিদ্রুমমুত্তমং।" অর্থাৎ পীতমিশ্রিত রক্তকান্তি বিদ্রুমই উত্তম এবং তাহাই সকলের প্রিয়। গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবাল পাপ ও অলক্ষ্মীনাশক। (রাজব°) ২ কিশলয়।

"পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ
মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থং।" (কুমার ১।৪৪)

৩ বীণাদণ্ড। (মেদিনী)

প্রবালক (পুং) যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ° ১০ অঃ)

প্রবালকীট, স্বনামপ্রসিদ্ধ সমুদ্রজ ক্ষুদ্রাকার কীটযোনিবিশেষ (Actinozoa)। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে Cœlenterata শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। পুরুভুজ শব্দে যে সকল Polypes নামক কীটজাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা তাহারই অন্যতম। দেহবল্লী নলাকার, নিম্নদেশ চোষক নলের ন্যায়, শীর্ষদেশ চেপ্টা। ঐ চেপ্টা মস্তকভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোলাকার শুঁয়া আছে। মস্তকভাগের মধ্যস্থলে মুখবিবর, হাঁ করিলে উদরভাগ বাহির হইয়া পড়ে। পাকস্থলীর চারিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর, সেগুলি আবার লম্বিতভাবে বা সোজাসুজি বিভক্ত, এইরূপে এই ক্ষুদ্র কীটজাতির শরীর অসংখ্য গর্ত্তসমন্বিত হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগের শারীরিক আচ্ছাদন দুইটী (The ectoderm ও the endoderm)। ঐ সকল গর্ত্ত গহ্বরের মুখে পুষ্পাকৃতি ডিম্বকোষ (ovaria), এই পুষ্পস্থানের উপর্য্যুপরি প্রস্ফুটনে দ্বিতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের এক এক স্থানে কএক জাতীয় প্রবালের অসংখ্যদল জন্মিয়া থাকে। পুরুভুজের ন্যায় ইহারাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া একত্র গ্রথিতবৎ থাকে; কিন্তু এই গ্রথিত জীবসঙ্ঘের প্রত্যেকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। Ctenophora শ্রেণী ব্যতীত অপর Actinozoa জাতির স্নায়ুমণ্ডলী অথবা গর্ভকোষসকল নাই। ইহাদের শরীরের বেষ্টনীদ্বয় মাংসল হইলেও তাহাতে সময়মত খড়িবৎ চূর্ণ পদার্থসমূহ সঞ্চিত হইয়া থাকে। কালে উহাই অস্থির ন্যায় কঠিন হইয়া শম্বূকাদির খোলার ন্যায় অন্তর বা বহির্ভাগের আবরণস্বরূপ হয়। এই খড়ির ন্যায় কঠিন আবরণযুক্ত হওয়ায় প্রবালের ইংরাজী নাম Coral হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রবালকীটকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—১ কঠিন আবরণযুক্ত স্বতন্ত্রকীট, ২ বাহ্যাবরণযুক্ত জীব এবং ৩ অন্তরাবরণযুক্ত জীব। বাণিজ্যার্থ যে সকল প্রবাল সংগৃহীত হয়, তাহা প্রায় শেষোক্ত দুই শ্রেণী হইতে আহৃত। সমুদ্রগর্ভে যে সকল প্রবালমণ্ডিত পর্ব্বত (coral reef) বা দ্বীপমালা (Coral island) উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয়ে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে অভ্যন্তরে আবরণাত্মক কীটের মাংসযুক্ত স্থানে পুনঃ পুনঃ পুষ্পপ্রস্ফুটনে দ্বিতীয় জীবের অবতারণা এবং সেই আবরণাত্মক জীবসঙ্ঘের দৃঢ়তাই এরূপ খড়িবৎ প্রবাল-পর্ব্বতের উৎপত্তির কারণ।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ Actinozoa শ্রেণীকে Zoantharia, Alcyonaria, Rugosa ও Ctenophora প্রভৃতি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পেলিওজইক্ (palæozoic) পর্ব্বতমালার মধ্যে এখনও Rugosa জাতীয় প্রবালের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তরণশীল Ctenophora-গণের শরীরে খড়িবৎ কঠিনাবরণ (calcarious skeleton) জন্মে না। ভারত-

---

(১) "প্রবালো মধুরশ্চাম্লঃ কফপিত্তাদিদোষনুৎ।
বীর্য্যকান্তিকরঃ স্ত্রীণাং ধৃতোমঙ্গলদায়কঃ॥"

(২) "সনীসকং দেবকরোমকঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবঃ সুরাগম্।
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎ প্রধানং মূল্যং ভবেৎ শিল্পিবিশেষযোগাৎ॥"

(৩) "শ্বেতসাগরমধ্যে তু জায়তে বল্লরী তু যা।
বিদ্রুমা নামরত্নাখ্যাদুর্লভা বজ্ররূপিণী॥"

(৪) "পাষাণং প্রভজন্তোষা প্রযত্নাৎ কথিতা সতী।
বিদ্রুমং নাম তত্রত্নমামনন্তি মনীষিণঃ॥"

বর্ষে যে সকল প্রবাল ব্যবহৃত হয়, তাহা Alcyonaria ও Zoantharia হইতে উৎপন্ন। শেষোক্ত জাতিদ্বয়েরই গাত্র মাংসল। Zoantharia শ্রেণীতেও দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে— Z. Sclerodermata ও Z. Sclerobasica। ইহাদের দেহের অন্তর্বেষ্টনী (Endoderm) হইতে কার্বনেট অব্ লাইম নামক একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই জাতীয় জীবের অভ্যন্তরভাগ কঠিন হইলেও বহির্ভাগ মাংস-কোমল হইয়া থাকে। এই মাংস গাত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া কএকটী স্বতন্ত্র কীট মাতৃগাত্রসংযুক্ত হইয়া বহুজীবের একত্র সমাবেশ সংঘটন করে। ইহাদের গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ চূর্ণবৎ পদার্থ নির্গত হয়। পরে তাহা পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভ মধ্যে পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া থাকে। Sclerobasica ও Alcyonaria জাতীয় কীটসঙ্ঘের রূপান্তরপ্রাপ্তিতে অলঙ্কারব্যবহার্য্য রক্তবর্ণ প্রবাল উৎপন্ন হয়। ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল হইতে কএকটী পর্ব্বতশৃঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায়। লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রবালমণ্ডিত। পারস্যোপসাগর ও লোহিত সাগরের সুগভীর তলে প্রবাল পাওয়া যায়। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে মলবার উপকূল ও তিন্নেবেলী প্রদেশে বহু প্রাচীন প্রবালাস্থি আছে। এইগুলি গৃহাদি নির্ম্মাণকালে প্রস্তর বা চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রবালের বিভিন্ন নাম, হিন্দি—মুর্জান, মুঙ্গা; পঞ্জাবে—বেধ-ই-মর্জান, সঙ্গ-ই-মর্জান, দাক্ষিণাত্য—গুল্লি; তামিল—পাবালম্, নূরৈকল্; তেলগু—পাগাড়ম্; বাঙ্গালা—পলা, প্রবাল; আরব—বেসেদ; পারস্য—মুর্জান বা মের্জান; সিঙ্গাপুর—বুবালো; মলয়ালম্—পোয়ালম্, করঙ্গ; ব্রহ্ম—ক্য-অ-বেথত; ওলন্দাজ—Koraalen; ফরাসী—Corail; জর্ম্মণি—কোরালেন, হিব্রু—রামুথ, ইতালী—Corale।

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে স্থিত প্রায় ৯ শত ক্রোশ পরিমিত স্থানকে প্রবালবন্ধ (Coral zone) বলা যায়। মরেসাহেব (Mr. J. Murray) আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল দেখিয়াছেন। এগুলি মসুমবায়ুদ্বারা জলস্রোতে পরিচালিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিতাড়িত হইয়াছে। জলগর্ভস্থ যে উষ্ণতার মধ্যে প্রবাল বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপরিতলের তাপ ৭০° ডিগ্রী ফারেণহিট্। সময়ে সময়ে এখানকার উত্তাপও ১২° ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে প্রবাল হইতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়, তাহা সমুদ্রের গভীরতলে ২০ হইতে ১২০ হাতের মধ্যে জন্মে। সূর্য্যের সামান্য উত্তাপ লাগিলে ইহারা মরিয়া যায়, তাই করুণাময় জগদীশ্বর তাহাদিগকে অন্ধকারতম সাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিভাগ ব্যতীত তাহাদের অসংখ্য শাখা আছে। বাজারে নানাআকারের ও নানাবর্ণের প্রবাল পাওয়া যায়, উহাতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রবাল (*Oculina virginea*), রক্তবর্ণপ্রবাল (*Corallum rubrum*) কৃষ্ণবর্ণ প্রবাল (*G. Antipathes*) লতাকৃতি (*Sea shrub, Gorgonidu*), চোঙ্গাকার (Sea-pens, *Penutula*), যন্ত্রনলাকৃতি (Organ-pipe), ব্রেণষ্টোন (Brain-stone—*Mendrina (certeriformis)* প্রবালের নানা ভেষজগুণ আছে। সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। তিনটী হরিতকীর জলে প্রবাল সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়। মূত্ররোগে ও কাশরোগে (Consumption) ইহার ব্যবহার আছে। ইহা সেবনে দুর্ব্বল শরীরে শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তামিল বৈদ্যগণ রক্তবর্ণ প্রবালভস্ম বহুমূত্র ও রক্তক্ষরণকারী অর্শরোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রবালপদ্ম (ক্লী) রক্তোৎপল। (সুশ্রুত)

প্রবালফল (ক্লী) প্রবালবদ্রক্তং ফলং যস্য। রক্তচন্দন। (ভাবপ্র°)

প্রবালবৎ (ত্রি) প্রবাল-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। প্রবালযুক্ত।

প্রবালাশ্মন্তক (পুং) প্রবাল ইব অশ্মন্তকঃ রক্তত্বাৎ রক্তাশ্মন্তক বৃক্ষ। (সুশ্রুত)

প্রবালিক (পুং) প্রবালোঽস্ত্যস্য বাহুল্যেনেতি প্রবাল (অত-ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। জীবশাক। (রাজনি°)

প্রবাহু (পুং) প্রগতো বাহুমিতি। কূর্পরের অধোভাগ। কফোণির অধোভাগ। বাহুমূল।

"মুখং বাহুপ্রবাহূ চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৫।৫।১৯)

প্রবাহুক (অব্য) প্রকৃষ্টো বাহুরত্র কপ্। ১ সমকাল, সমানকাল। ২ উর্দ্ধার্থ। (মনোরমা)। ইহার পাঠান্তর প্রবাহুক্ ও প্রবাহম্, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রবাহুকৃসতঃ শির এব বিষুবান্।" (ঐত° ব্রা° ৪।২২)

প্রবুদ্ধ (ত্রি) প্র-বুধ-ক্ত। ১ প্রবোধযুক্ত। ২ পণ্ডিত। ৩ প্রফুল্ল, বিকশিত।

"প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥" (রঘু ১০।৯)

৩ জাগরিত, স্বাপরহিত। (ভট্টি ৪।১৪)

৪ ভাগবতধর্ম্মপ্রধান ঋষভদেব-পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।৪।১১)

প্রবুদ্ধতা (স্ত্রী) প্রবুদ্ধস্য ভাবঃ, তল্ টাপ্। প্রকৃষ্টবোধ, প্রকৃষ্টজ্ঞান। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৩৩)

প্রবুধ্ (ত্রি) প্র-বুধ-ক্বিপ্। প্রবুদ্ধ।

প্রবুধ (পুং) প্র-বুধ-ক। বোধ, জ্ঞান।

প্রবোধ (পুং) প্র-বুধ অপগমে ভাবে ঘঞ্। বিনিদ্রত্ব, নিদ্রাপগম, নিদ্রার নাশ।

"প্রবোধশ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্ত হন্তমেতৌ মহাসুরৌ॥" (মার্ক° পু° ৮১।৬৭)

২ প্রকৃষ্টজ্ঞান, যথার্থজ্ঞান, বিকাশ। ৩ সান্ত্বনা।

প্রবোধক (ত্রি) যাহারা জাগরণ করায়, ঘুম ভাঙ্গায়।

প্রবোধন (ক্লী) প্র-বুধ-ল্যুট্। ১ যথার্থজ্ঞান। ২ জাগরণ, নিদ্রাপগম। ৩ জাগরিতকরণ। ৪ জ্ঞাপন। ৫ সান্ত্বনা, বোঝান। ৬ ন্যূনপূর্ব্বগন্ধ চন্দনাদির প্রযত্ন বিশেষদ্বারা পুনর্ব্বার সৌগন্ধোৎপাদন, সুগন্ধি দ্রব্যের পূর্ব্বগন্ধ পুনরুৎপাদন। পর্য্যায়—অনুবোধ। ৭ বিকাশ। "সুগন্ধিনিঃশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং
মনোহরং কামরতিপ্রবোধনম্।" (ঋতুস° ৫।১০)

প্রবোধনী (স্ত্রী) প্রবোধ্যতেঽনয়েতি প্র-বুধ-ণিচ্ ল্যুট্, ঙীপ্। ১ দুরালভা। (রাজনি°) প্রবুধ্যতে হরিরত্রেতি। শ্রীহরির উত্থানৈকাদশী। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী। শ্রীহরি এই একাদশীর দিন প্রবুদ্ধ হন, এইজন্য ইহাকে প্রবোধনী কহে। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীর দিন বিষ্ণুশয়ন করেন এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীর দিন উত্থান করেন, এইজন্য ইহার অপর নাম উত্থান একাদশী।

"বিষ্ণুঃ শেতে সদাষাঢ়ে প্রবুধ্যতে চ কার্ত্তিকে।" (তিথিতত্ত্ব)

এই একাদশী সকলেরই করিতে হয়। একাদশীমাত্রই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ উত্থানএকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

"জন্ম প্রভৃতি যৎপুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎসর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্॥"(হরিভক্তি° ১৬বি°)

জন্মাবধি যে কোন পুণ্যানুষ্ঠান করা হইয়াছে, বোধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করিলে সেই সকল পুণ্য বিফল হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই একাদশী করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে নানা প্রকার উৎসব করিতে হয়। এইদিন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণে পাপক্ষয় ও পুণ্যবর্দ্ধিত এবং অবশেষে মুক্তি হইয়া থাকে। যিনি প্রবোধনী করেন, তাহার কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই দিন বিষ্ণুর উদ্দেশে স্নান, দান, তপঃ ও হোম প্রভৃতি যে কিছুর অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

হরিভক্তিবিলাসের ১৬ বিলাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল না।

যাহারা এই একাদশী করিবেন, তাহারা ইহার পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া পরদিন উপবাস করিবেন। এই একাদশীর দিন জলাশয় সমীপে যাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিষ্ণুর মূর্ত্তিকে জলাশয়ে লইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাহার প্রবোধন করিবেন। প্রবোধনের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

'ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নিকুবেরসূর্য্যসোমাদিভির্বন্দিতপাদপদ্মঃ।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্রপ্রভাবেন সুখেন দেব॥
ইয়ন্ত দ্বাদশী চৈব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতা।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগৎসুপ্তমুত্থিতে চোত্থিতং ভবেৎ॥
গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্ম্মলং নির্ম্মলা দিশঃ।
শারদানি চ পুষ্পাণি গৃহাণ মম কেশব॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রৈরবিতর্ক্যভাবো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়।
প্রাপ্তা তব দ্বাদশী কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্ব জাগৃষ চ লোকনাথ॥
মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃশারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ।'(হরি°১৬)

এই মন্ত্রে প্রবোধন করিতে হয়।*

প্রবোধিতা (স্ত্রী) বৃত্তিভেদ।

---

* "প্রবোধনাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
মুক্তিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিসত্তম॥
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যত্যুর্জ্জিতান্যপি।
একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধনী॥
পৃথিব্যাং যানি দানানি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুতে।
একেনৈবোপবাসেন দদাতি হরিবোধনী॥
জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতং।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল! কৃতা যেন প্রবোধিনী॥
যানি কানি চ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি চ।
তানি তস্য গৃহে সম্যক্ যঃ করোতি প্রবোধনীম্॥
সর্ব্বং কৃত্যং পরিত্যজ্য তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
উপর্য্যোকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী॥
কিং তস্য বহুভিঃ কৃত্যৈঃ পরলোকপ্রদৈর্মুনে!।
সকৃচ্ছোপাসিতা যেন কার্ত্তিকে হরিবোধিনী॥
স জ্ঞানী স হি যোগী চ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বর্গমোক্ষৌ চ তস্যাস্ত্যমুপাস্তে হরিবোধনীম্॥
বিষ্ণোঃ প্রিয়তমা হ্যেষা ধর্ম্মসারস্য দায়িনী।
ইমাং সকৃদুপোষ্যৈব ন গর্ভং বিশতে নরঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ!।
স্নানং দানং তপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনং।
নরৈর্যৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাং তদক্ষয়ম্॥
মহাব্রতমিদং পুত্র! মহাপাপৌঘনাশনম্।
প্রবোধবাসরং বিষ্ণোর্বিধিবৎ সমুপোষয়েৎ॥" ইত্যাদি।
(হরিভক্তিবিলাস ১৬ বি°)

বর্ষে যে সকল প্রবাল ব্যবহৃত হয়, তাহা Alcyonaria ও Zoantharia হইতে উৎপন্ন। শেষোক্ত জাতিদ্বয়েরই গাত্র মাংসল। Zoantharia শ্রেণীতেও দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে—Z. Sclerodermata ও Z. Sclerobasica। ইহাদের দেহের অন্তর্বেষ্টনী (Endoderm) হইতে কার্বনেট অব্ লাইম নামক একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই জাতীয় জীবের অভ্যন্তরভাগ কঠিন হইলেও বহির্ভাগ মাংস-কোমল হইয়া থাকে। এই মাংস গাত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া কএকটা স্বতন্ত্র কীট মাতৃগাত্রসংযুক্ত হইয়া বহুজীবের একত্র সমাবেশ সংঘটন করে। ইহাদের গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ চূর্ণবৎ পদার্থ নির্গত হয়। পরে তাহা পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভ মধ্যে পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া থাকে। Sclerobasica ও Alcyonaria জাতীয় কীটসজ্বের রূপান্তরপ্রাপ্তিতে অলঙ্কারব্যবহার্য্য রক্তবর্ণ প্রবাল উৎপন্ন হয়। ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল হইতে কএকটা পর্ব্বতশৃঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায়। লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রবালমণ্ডিত। পারস্যোপসাগর ও লোহিত সাগরের সুগভীর তলে প্রবাল পাওয়া যায়। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে মলবার উপকূল ও তিন্নেবেলী প্রদেশে বহু প্রাচীন প্রবালাস্থি আছে। এইগুলি গৃহাদি নির্ম্মাণকালে প্রস্তর বা চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রবালের বিভিন্ন নাম, হিন্দি—মুর্জান, মুঙ্গা; পঞ্জাবে—বেথ-ই-মর্জান, সঙ্গ-ই-মর্জান, দাক্ষিণাত্য—গুল্লি; তামিল—পাবালম্, নূরৈকল; তেলগু—পাগাড়ম্; বাঙ্গালা—পলা, প্রবাল; আরব—বেসেদ; পারস্য—মুর্জান বা মের্জান; সিঙ্গাপুর—বুবালো; মলয়ালম্—পোয়ালম্, করঙ্গ; ব্রহ্ম—ক্য-অ-বেথত; ওলন্দাজ—Koraalen; ফরাসী—Corail; জর্ম্মণি—কোরালেন, হিব্র—রামুথ, ইতালী—Corale।

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে স্থিত প্রায় ৯ শত ক্রোশ পরিমিত স্থানকে প্রবালবন্ধ (Coral zone) বলা যায়। মরেসাহেব (Mr. J. Murray) আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল দেখিয়াছেন। এগুলি মসুমবায়ুদ্বারা জলস্রোতে পরিচালিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিতাড়িত হইয়াছে। জলগর্ভস্থ যে উষ্ণতার মধ্যে প্রবাল বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপরিতলের তাপ ৭০° ডিগ্রী ফারেণহিট্। সময়ে সময়ে এখানকার উত্তাপও ১২° ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে প্রবাল হইতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়, তাহা সমুদ্রের গভীরতলে ২০ হইতে ১২০ হাতের মধ্যে জন্মে। সূর্য্যের সামান্য উত্তাপ লাগিলে ইহারা মরিয়া যায়, তাই করুণাময় জগদীশ্বর তাহাদিগকে অন্ধকারতম সাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিভাগ ব্যতীত তাহাদের অসংখ্য শাখা আছে। বাজারে নানাআকারের ও নানাবর্ণের প্রবাল পাওয়া যায়, উহাতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রবাল (*Oculina virginea*), রক্তবর্ণপ্রবাল (*Corallum rubrum*) কৃষ্ণবর্ণ প্রবাল (*G. Antipathes*) লতাকৃতি (*Sea shrub, Gorgonida*), চোঙ্গাকার (Sea-pens, *Penutula*), যন্ত্রনলাকৃতি (Organ-pipe), ব্রেণষ্টোন (Brain-stone—*Mendrina (certeriformis)* প্রবালের নানা ভেষজগুণ আছে। সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। তিনটী হরিতকীর জলে প্রবাল সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়। মূত্ররোগে ও কাশরোগে (Consumption) ইহার ব্যবহার আছে। ইহা সেবনে দুর্ব্বল শরীরে শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তামিল বৈদ্যগণ রক্তবর্ণ প্রবালভস্ম বহুমূত্র ও রক্তক্ষরণকারী অর্শরোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রবালপদ্ম (ক্লী) রক্তোৎপল। (সুশ্রুত)

প্রবালফল (ক্লী) প্রবালবদ্রক্তং ফলং যস্য। রক্তচন্দন। (ভাবপ্র°)

প্রবালবৎ (ত্রি) প্রবাল-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। প্রবালযুক্ত।

প্রবালাশ্মন্তক (পুং) প্রবাল ইব অশ্মন্তকঃ রক্তত্বাৎ রক্তাশ্মন্তক বৃক্ষ। (সুশ্রুত)

প্রবালিক (পুং) প্রবালোঽস্ত্যস্য বাহুল্যেনেতি প্রবাল (অত-ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। জীবশাক। (রাজনি°)

প্রবাহু (পুং) প্রগতো বাহুমিতি। কূর্পরের অধোভাগ। কনুয়ের অধোভাগ। বাহুমূল।

"মুখং বাহুপ্রবাহু চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৫।৫।১৯)

প্রবাহুক (অব্য) প্রকৃষ্টো বাহুরত্র কপ্। ১ সমকাল, সমানকাল। ২ উর্দ্ধার্থ। (মনোরমা)। ইহার পাঠান্তর প্রবাহুক্ ও প্রবাহ্ম্, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রবাহুক্‌সতঃ শির এব বিষুবান্।" (ঐত° ব্রা° ৪।২২)

প্রবুদ্ধ (ত্রি) প্র-বুধ-ক্ত। ১ প্রবোধযুক্ত। ২ পণ্ডিত। ৩ প্রফুল্ল, বিকশিত।

"প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥" (রঘু ১০।৯)

৩ জাগরিত, স্বাপরহিত। (ভট্টি ৪।১৪)

৪ ভাগবতধর্ম্মপ্রধান ঋষভদেব-পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।৪।১১)

প্রবুদ্ধতা (স্ত্রী) প্রবুদ্ধস্য ভাবঃ, তল্ টাপ্। প্রকৃষ্টবোধ, প্রকৃষ্টজ্ঞান। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৩৩)

প্রবুধ্ (ত্রি) প্র-বুধ-ক্বিপ্। প্রবুদ্ধ।

প্রবুধ (পুং) প্র-বুধ-ক। বোধ, জ্ঞান।

প্রবোধ (পুং) প্র-বুধ অপগমে ভাবে ঘঞ্। বিনিদ্রত্ব, নিদ্রাপগম, নিদ্রার নাশ।

"প্রবোধশ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্থ হস্তমেতৌ মহাসুরৌ॥" (মার্ক° পু° ৮১।৬৭)

২ প্রকৃষ্টজ্ঞান, যথার্থজ্ঞান, বিকাশ। ৩ সান্ত্বনা।

প্রবোধক (ত্রি) যাহারা জাগরণ করায়, ঘুম ভাঙ্গায়।

প্রবোধন (ক্লী) প্র-বুধ-ল্যুট্। ১ যথার্থজ্ঞান। ২ জাগরণ, নিদ্রাপগম। ৩ জাগরিতকরণ। ৪ জ্ঞাপন। ৫ সান্ত্বনা, বোঝান। ৬ ন্যূনপূর্ব্বগন্ধ চন্দনাদির প্রযত্ন বিশেষদ্বারা পুনর্ব্বার সৌগন্ধোৎপাদন, সুগন্ধি দ্রব্যের পূর্ব্বগন্ধ পুনরুৎপাদন। পর্য্যায়—অনুরোধ। ৭ বিকাশ। "সুগন্ধিনিঃশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং
মনোহরং কামরতিপ্রবোধনম্।" (ঋতুস° ৫।১০)

প্রবোধনী (স্ত্রী) প্রবোধ্যতেঽনয়েতি প্র-বুধ-ণিচ্ ল্যুট্, ঙীপ্। ১ দুরালভা। (রাজনি°) প্রবুধ্যতে হরিরত্রেতি। শ্রীহরির উত্থানৈকাদশী। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী। শ্রীহরি এই একাদশীর দিন প্রবুদ্ধ হন, এইজন্য ইহাকে প্রবোধনী কহে। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীর দিন বিষ্ণুশয়ন করেন এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীর দিন উত্থান করেন, এইজন্য ইহার অপর নাম উত্থান একাদশী।

"বিষ্ণুঃ শেতে সদাষাঢ়ে প্রবুধ্যতে চ কার্ত্তিকে।" (তিথিতত্ত্ব)

এই একাদশী সকলেরই করিতে হয়। একাদশীমাত্রই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ উত্থানএকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

"জন্ম প্রভৃতি যৎপুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎসর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্॥"(হরিভক্তি° ১৬বি°)

জন্মাবধি যে কোন পুণ্যানুষ্ঠান করা হইয়াছে, বোধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করিলে সেই সকল পুণ্য বিফল হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই একাদশী করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে নানা প্রকার উৎসব করিতে হয়। এইদিন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণে পাপক্ষয় ও পুণ্যবর্দ্ধিত এবং অবশেষে মুক্তি হইয়া থাকে। যিনি প্রবোধনী করেন, তাহার কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই দিন বিষ্ণুর উদ্দেশে স্নান, দান, তপঃ ও হোম প্রভৃতি যে কিছুর অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

হরিভক্তিবিলাসের ১৬ বিলাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল না।

যাহারা এই একাদশী করিবেন, তাহারা ইহার পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া পরদিন উপবাস করিবেন। এই একাদশীর দিন জলাশয় সমীপে যাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিষ্ণুর মূর্ত্তিকে জলাশয়ে লইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাহার প্রবোধন করিবেন। প্রবোধনের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

'ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নিকুবেরসূর্য্যসোমাদিভির্বন্দিতপাদপদ্মঃ।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্রপ্রভাবেন সুখেন দেব॥
ইয়ন্তু দ্বাদশী চৈব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতা।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগৎসুপ্তমুত্থিতে চোত্থিতং ভবেৎ॥
গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্ম্মলং নির্ম্মলা দিশঃ।
শারদানি চ পুষ্পাণি গৃহাণ মম কেশব॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রৈরবিতর্ক্যভাবো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়।
প্রাপ্তা তব দ্বাদশী কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥
মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃশারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ।'(হরি°১৬)

এই মন্ত্রে প্রবোধন করিতে হয়।*

প্রবোধিতা (স্ত্রী) বৃত্তিভেদ।

---

* "প্রবোধন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
মুক্তিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিসত্তম॥
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যত্যুর্জ্জিতানাপি।
একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধনী॥
পৃথিব্যাং যানি দানানি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুতে।
একেনৈবোপবাসেন দদাতি হরিবোধনী॥
জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতং।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল! কৃতা যেন প্রবোধিনী॥
যানি কানি চ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি চ।
তানি তস্য গৃহে সম্যক্ যঃ করোতি প্রবোধনীম্॥
সর্ব্বং কৃত্যং পরিত্যজ্য তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
উপর্য্যেকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী॥
কিং তস্য বহুভিঃ কৃত্যৈঃ পরলোকপ্রদৈর্মুনে!।
সকৃচ্চোপসিতা যেন কার্ত্তিকে হরিবোধিনী॥
স জ্ঞানী স হি যোগী চ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বর্গমোক্ষৌ চ তস্যাস্তামুপাস্তে হরিবোধনীম্॥
বিষ্ণোঃ প্রিয়তমা হ্যেষা ধর্ম্মসারস্য দায়িনী।
ইমাং সকৃদুপোষ্যৈব ন গর্ভং বিশতে নরঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ!।
স্নানং দানং তপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনং।
নরৈর্যৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাং তদক্ষয়ম্॥
মহাব্রতমিদং পুত্র! মহাপাপৌঘনাশনম্।
প্রবোধবাসরং বিষ্ণোর্বিধিবৎ সমুপোষয়েৎ॥" ইত্যাদি।
(হরিভক্তিবিলাস ১৬ বি°)

প্রবোধিন্ (ত্রি) প্রবোধয়তি প্র-বুধ্-ণিচ্ ণিনি। প্রবোধকারক, যিনি জাগান।

প্রবোধিনা (স্ত্রী) প্রবোধয়তি হরিমিতি প্রবোধন-ঙীষ্। উত্থানৈকাদশী। [প্রবোধনী দেখ।]

প্রবোধ্য (ত্রি) প্রবোধযুক্ত।

প্রভঙ্গ (ত্রি) প্র-ভঞ্জ-ঘঞ্। ১ প্রকৃষ্টরূপে ভাঙ্গা। ২ ভঙ্গবিশিষ্ট।

প্রভঙ্গুর (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে ভঙ্গুর, নাশশীল, নিতান্তধ্বংসশীল।

প্রভঞ্জন (পুং) প্রকর্ষেণ ভনক্তি বৃক্ষাদীনিতি প্র-ভন্‌জ-যুচ্। বায়ু।

"ঘটোৎকটসুতঃ শ্রীমান্ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
রুরোধ দ্রৌণিমায়ান্তং প্রভঞ্জনমিবাদ্রিরাট্॥" (ভার° ৭।১৪৪।৭৮)

২ মণিপুরাধিপতিরাজবিশেষ। (ভারত ১।২১৭।১৯)

(ত্রি) ৩ ভঞ্জনকারক। (হরিবং ২৪৫।১৩)

প্রভঞ্জন, জনৈক রাজা। রাজর্ষি সুশর্ম্মার বংশীয় বলিয়া পরিচিত। মহারাজ দেবাঢ্যের পুত্র।

প্রভদ্র (পুং) প্রকৃষ্টং ভদ্রং যস্মাৎ। ১ নিম্ব। (রাজনি°) প্রকৃষ্টো ভদ্র ইতি প্রাদিসং। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ।

প্রভদ্রক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৫টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"ভবতি ন জৌ ভজৌ রস হিতৌ প্রভদ্রকং।" (বৃত্তরত্নাকর)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ও ১২ এই সকল অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন গুরু।

প্রভদ্রা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং ভদ্রং যস্মাৎ, টাপ্। প্রসারিণী লতা। (রাজ°)

প্রভর্ত্তৃ (ত্রি) প্র-ভৃ-তৃচ্। ১ সম্যক্‌রূপে প্রভরণ। ২ নিকটে আনা।

প্রভর্ম্মন্ (পুং) ভৃ-ভাবে কর্ত্তরি বা মণিন্, প্রকৃষ্টং ভর্ম্ম ভরণং, প্রকৃষ্টঃ ভর্ম্মা ভর্ত্তা ঋত্বিক্ বা যস্মিন্। ১ যজ্ঞ। (ঋক্ ৮।৮২।১) প্র-ভৃ-ভাবে মনিন্। (ক্লী) ২ প্রকর্ষরূপে ভরণ, সম্পাদন। (ঋক্ ১।৭৯।৭)

প্রভব (পুং) প্রভবত্যস্মাদিতি প্র-ভূ 'অকর্ত্তরি চ কারকে' ইত্যধিকারাৎ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। জন্মহেতু, উৎপত্তিস্থান। আদ্যোপলব্ধিস্থান, যেরূপ হিমবান্ গঙ্গার প্রভব। "ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ"। (রঘু ১।২১) ২ জলমূল। ৩ মুনিভেদ। ৪ পরাক্রম। ৫ জন্ম। (শব্দরত্না°)

'প্রভবো জলমূলে স্যাৎ জন্মভূমৌ পরাক্রমে।
আদ্যোপলব্ধয়ে স্থানে' (বিশ্ব) ৬ সৃষ্টি। (দেবীভা° ১।১৬।২)
৭ সাধ্যভেদ। (হরিবংশ ১৯৬।৪৪) (ত্রি) ৮ প্রভূত।

"তিষ্ঠতে প্রভবঃ শোকো অগ্নেঃ।" (ঋক্ ২।৩৮।৫)

'প্রভবঃ প্রভূতঃ' (সায়ণ) ৯ জ্যোতিষোক্ত ষষ্টিসংবৎসর মধ্যে সংবৎসরভেদ। যে বৎসর প্রভব নামে সম্বৎসর হয়, সেই বৎসর মেঘ সকল বহুতোয়ান্বিত, পৃথিবী বহুশস্যশালিনী, গাভি সকল অতিশয় দুগ্ধবতী, লোক সকল ব্যাধি ও রোগবর্জ্জিত এবং রাজগণ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

"বহুতোয়াস্তথা মেঘা বহুশস্যা চ মেদিনী।
বহুক্ষীরাস্তথা গাবো ব্যাধিরোগবিবর্জ্জিতাঃ॥
প্রশান্তাঃ পার্থিবাশ্চৈব প্রভবে পরিকীর্ত্তিতা।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—বৃহস্পতি যে সময় ধনিষ্ঠানক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘমাসে উদিত হইবেন, সেই বৎসর প্রভব নামে সংবৎসর হইবে। এই বৎসর প্রাণিগণের হিতপ্রদ। প্রভব নামক বর্ষপ্রবৃত্ত হইলে যদিও কোন স্থানে অনাবৃষ্টি, কোন স্থানে বায়ু বা অগ্নির কোপ, কোন স্থানে ঈতি ভয় প্রভৃতি হয়, তাহা হইলেও এই বৎসরে প্রাণিগণের বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। (বৃহৎস° ৮ অঃ) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

(পুং) ১০ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১) ১১ জৈন স্থবিরভেদ।

প্রভবন (ক্লী) প্র-ভূ-ল্যুট্। ১ উৎপত্তি। ২ আকর। ৩ মূল। ৪ অধিষ্ঠান। (ত্রি) ৫ উৎপন্ন।

প্রভবপ্রভু (পুং) জৈনদিগের ষষ্ঠশ্রুতকেবলী। (হেম)

প্রভবাদি (পুং) প্রভব আদির্যেষাং। প্রভব প্রভৃতি ষষ্টিসংবৎসর। [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

প্রভবিতৃ (ত্রি) প্র-ভূ-তৃচ্। প্রভাবশালী।

প্রভবিষ্ণু (ত্রি) প্রভবিতুং শীলমস্যেতি প্র-ভূ-(ভুবশ্চ। পা৩।২।১৩৮।) ইতি ইষ্ণুচ্। ১ প্রভাবশীল। ২ প্রকর্ষরূপে ভবনশীল। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত অনুশা° ৭১ অঃ) ৩ প্রভু।

"ন ভর্ত্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥" (দায়ভাগ)

প্রভবিষ্ণুতা (স্ত্রী) প্রভবিষ্ণু-ভাবে তল্-টাপ্। প্রভুতা, প্রভবিষ্ণুর ভাব।

"যদ্যসাধ্যানি দুঃখানি ছেত্তুং ন প্রভবিষ্ণুতা।
তন্মহীপাল! মহতাং মহত্ত্বস্য কিমঙ্কনম্॥" (রাজত° ২।৪৬)

প্রভব্য (ত্রি) প্রভূ-যৎ। প্রভবনীয়।

প্রভা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ ভাতীতি প্র-ভা (আতশ্চোপসর্গে। পা। ৩।১০।৬) ইতি অঙ্। কুবেরপুরী। (হেম) ভা-ভাবে অঙ্। ২ দীপ্তি। পর্য্যায়—রোচিস্, দ্যুতি, শোচিস্, ত্বিষা, ওজস্, ভাস্, রুচি, বিভা, আলোক, প্রকাশ, তেজস্, রুচ্। (রাজনি°) ৩ সূর্য্যপত্নীভেদ। (মৎস্যপু° ১১ অঃ) ৪ দুর্গা।

"প্রভা প্রভানশীলত্বাৎ জ্যোৎস্না চন্দ্রার্কমালিনী।" (দেবীপু°)

৫ স্বর্ভানুর কন্যাভেদ, নহুষের মাতা। (হরিবংশ)

৬ গোপীবিশেষ।

"দৃষ্টস্থং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে।
সদ্যো মৎশব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥"(ব্রহ্মবৈ° ৩।১১।৫৩)

৭ সূর্য্যের বিম্ব। ৮ অপ্সরোভেদ। ৯ দ্বাদশাক্ষরপাদক বৃত্তিভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ও একাদশ অক্ষর লঘু, অপরগুলি গুরু। ইহার লক্ষণ—

"বসুযুগ বিরতির্নসৌ স্রৌপ্রভা।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

প্রভা, সূর্য্যের পত্নী। উত্তর প্রশ্চিম প্রদেশবাসী কাঁজর জাতীয়েরা ইহার উপাসনা করে। তাহারা বলে, আলোকময়ী প্রভাদেবীই গোমেষাদি সুস্থ রাখেন। আহীরেরাও ইহার পূজা করে।

প্রভাকর (পুং) প্রভাং করোতীতি ক্ল (দিবাবিভানিশাপ্রভেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র।

"তাবতীত্য রথানীকং বিমুক্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
দদৃশাতে যথা রাহোরাস্যান্মুক্তৌ প্রভাকরৌ ॥" (ভারত৭।৯৯।৫)

'প্রভাকরৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ' (টীকা) ৪ সমুদ্র। (শব্দরত্না°)
৫ অর্কবৃক্ষ। ৬ অষ্টমমন্বন্তরীয় দেবগণভেদ।

"তপস্তপ্তশ্চ শক্রশ্চ দ্যুতির্জ্যোতিঃ প্রভাকরঃ।" (মার্ক° ৮০।৬)

৭ অত্রিবংশীয় মুনিবিশেষ। (হরিবংশ ৩১।১০)

৮ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫।১৫)

৯ মীমাংসকভেদ। দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহার মত 'প্রাভাকর মত' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইনি গুরুরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০ কুশদ্বীপস্থিতবর্ষভেদ।

"মহিষং মহিষস্যাপি পুনশ্চাপি প্রভাকরম্।" (মৎস্যপু° ১২১।২৮)

প্রভাকর, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের জনৈক সামন্ত রাজা। রাজা পৃথিবীমূলের পিতা। [পৃথিবীমূল দেখ।]

প্রভাকর, কএকজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম। ১ তন্ত্রগ্রন্থ-প্রণেতা। ২ কাশীখণ্ডকথাকেলি, কাশীতত্ত্বদীপিকা ও গয়া-পদ্ধতিদীপিকারচয়িতা। ৩ কৃষ্ণবিলাসকাব্যপ্রণয়নকর্ত্তা। ৪ ধর্ম্ম-সারপ্রণেতা। ৫ ভূধরের পুত্র। ইনি ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে গীতরাঘব রচনা করেন। ৬ অলঙ্কাররহস্যপ্রণেতা। মাধবের পুত্র।

৭ মাধবভট্টের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র। ইনি বিশ্বনাথ ও রঘুনাথের ভ্রাতা ও তাঁহাদের ছাত্র। একাবলীপ্রকাশ কুমার-সম্ভবটীকা, চূর্ণিকা নামে বাসবদত্তাটীকা, রাসপ্রদীপ (১৫৮৩), লঘুসপ্তশতিকাস্তব (১৬২৯), বিবাহপটল ও শাস্ত্রদীপিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত দেখা যায়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

প্রভাকরগুরু, বৃহতীমীমাংসাসূত্রভাষ্যরচয়িতা। শালিকনাথের গুরু। বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রভাকরদত্ত, জনৈক সংস্কৃত কবি।

প্রভাকরদেব, একজন সংস্কৃত কবি।

প্রভাকরদেব (পুং) একজন অভিধান-প্রণেতা।

প্রভাকর দৈবজ্ঞ, গোত্রপ্রবর এবং বাক্পুষ্পমালা নামে কেশব-কৃত গোত্রপ্রবরনির্ণয়ের টীকারচয়িতা।

প্রভাকরনন্দন, একজন সংস্কৃত কবি।

প্রভাকর ভট্ট, কএকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ১ পয়োগ্রহসমর্থন-প্রকার রচয়িতা বাসুদেবের পিতা। ২ ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ক্ষেমেন্দ্র-উদ্ধৃত একজন কবি। ৩ ন্যায়বিবেক নামক মীমাংসা-গ্রন্থপ্রণেতা। ৪ প্রভাকরাহ্নিকপ্রণেতা।

প্রভাকরবর্দ্ধন, কনোজের বৈশ্যবংশীয় এক নরপতি। স্থাণ্বী-শ্বরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম আদিত্যবর্দ্ধন এবং মাতার নাম মহাসেনগুপ্তা। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সি-য়াংএর বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে তিনি হর্ষবর্দ্ধনের ও রাজ্যবর্দ্ধনের পিতা। মহারাজ হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠরাজ্যের[১] পুষ্পভূতি (পুষ্যভূতি) নামা জনৈক অধিবাসী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার অপর নাম প্রতাপশীল। গন্ধার, হূণ, সিন্ধু, গুর্জ্জর, লাট ও মালব প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার অঙ্কশায়ী হয়। তিনি যশোমতীকে বিবাহ করেন[২]। ইহারই গর্ভে উক্ত দুইপুত্র ও মহাদেবী (রাজ্যশ্রী) নামে একটী কন্যা জন্মে। ভণ্ডী নামা জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর তিনি বালকদ্বয়ের শিক্ষাভার অর্পণ করেন। মৌখরিরাজ অবন্তি-বর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। আজমগড় জেলার মধুবন গ্রাম হইতে প্রাপ্ত রাজা হর্ষের ২৫শ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রবল পরাক্রম-শালী রাজা প্রভাকর সূর্য্যোপাসক ছিলেন। কিন্তু তদীয় পত্নী যশোমতী সুগতের ভক্ত ও তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মমতের পক্ষপাতিনী ছিলেন। প্রভাকরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসন প্রাপ্ত হন[৩]।

প্রভাকর মিত্র, জনৈক কবি।

প্রভাকরী, বোধিসত্ত্বগণের তৃতীয়াবস্থা। প্রথম প্রমুদিতা, ২য় বিমলা এবং ৩য় প্রভাকরী। এই তৃতীয়াবস্থায় মানবহৃদয়ের বৃত্তিগুলি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া বিশ্বাস বা ভক্তি আনয়ন করে।

প্রভাকীট (পুং) প্রভান্বিতঃ কীটঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। খদ্যোত।

প্রভাগ (পুং) প্র-ভজ-ঘঞ্। ১ বিভাগ। ২ ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ।

---

(১) এই রাজ্যের রাজধানী স্থাণ্বীশ্বর—বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর।

(২) Epi. Indi. Vol. IV. p 204 & (২) Corps. Ins. Indi. Vol. III. p. 232. Indi. Ant. XIII p. 75.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. I p. 67-74.

প্রভাচন্দ্র, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। জৈনেন্দ্রব্যাকরণে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রভাচন্দ্র, জনৈক জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। দিগম্বর পট্টাবলীতে ইনি নেমিচন্দ্রের গুরু ও লোকচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রুত-কেবলি ও সূরিদিগের পরবর্ত্তী সাতজন স্থবির মধ্যে একজন।

২ পৃথিবীচন্দ্রের শিষ্য। ১৩৯০ সম্বতে তিনি হরিভদ্রকৃত জম্বূদ্বীপসংগ্রহিণীর টীকা রচনা করেন। তিনি কৃষ্ণগচ্ছের অন্ত-র্ভুক্ত, ১৩৯১ সম্বতে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

প্রভাচন্দ্রদেব, দিগম্বরপট্টাবলী বর্ণিত রত্নকীর্ত্তির শিষ্য ও পদ্মনন্দির গুরু। তিনি পূজ্যপাদীয় শাস্ত্রের একখানি টীকা রচনা করেন। ১৩১০ সম্বতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

প্রভাচন্দ্র সূরি, প্রভাবকচরিত্ররচয়িতা। ১৩৩৪ সংবতে ইহার লিখিত ধর্ম্মকুমারসাধুর শালিভদ্রচরিত্রের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

প্রভাজ (পুং) প্র-ভজ-ণ্বি। বিভাগকারী।

প্রভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন। (ত্রিকাণ্ড)

প্রভাত (ক্লী) প্রকর্ষেণ ভাতুং প্রবৃত্তমিতি প্র-ভা-আদি কর্ম্মণি ক্ত, বা প্রকৃষ্টং ভাতং দীপ্তিরত্রেতি। প্রাতঃকাল, পর্য্যায়— প্রত্যূষ, অহর্মুখ, কল্য, উষস্, প্রত্যূষস্, দিনাদি, নিশান্ত, ব্যুষ্ট, প্রগে, প্রাহ্ণ, গোল, গোসঙ্গ, উষস্, উষক, উষা, ঊষা, বিভাত।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

শাক্তমতে প্রভাতকালে প্রতিদিন দুর্গা নাম স্মরণ করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আপদ নাশ হইয়া থাকে। প্রভাতকালে আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তিগণ বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ ইহাদিগকে দর্শন করিবেন।

"বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী দৈবজ্ঞোঽথ চতুর্থকঃ।
প্রভাতকালে দ্রষ্টব্যো নিত্যং স্বশ্রিয়মিচ্ছতা॥" (রাজবল্লভ)

[প্রাতঃকৃত্য শব্দ দেখ।]

প্রভাতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ। (শিবপু°)

প্রভান (ক্লী) প্র-ভা-ল্যুট্। জ্যোতিঃ, দীপ্তি।

প্রভানন্দ সূরি, চন্দ্রগচ্ছের জনৈক জৈনগুরু, দেবভদ্রের শিষ্য এবং চন্দ্রসূরি ও বিমলসূরির গুরু।

প্রভানীয় (ত্রি) প্র-ভা-অনীয়র্। দীপ্তি।

প্রভাপন (ক্লী) দীপ্তিসম্পাদন।

প্রভাপনীয় (ত্রি) প্রভাপনযোগ্য।

প্রভাপাল (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

প্রভাপ্ররোহ (পুং) আলোকরশ্মি।

প্রভামণ্ডল (ক্লী) ১ গোলাকার রশ্মি। ২ দীপ্তিপুঞ্জ।

"স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে" (কুমার ১ স°)

প্রভাময় (ত্রি) দীপ্তিময়।

প্রভামিত্র, জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। মধ্য-ভারত ইহার জন্মস্থান। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্যে গমন করেন। ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রভারক (পুং) নাগভেদ।

প্রভাব (পুং) প্র-ভূ-ঘঞ্। ১ কোষদণ্ডজাত তেজঃ। ২ তেজঃ। ৩ সামর্থ্য। ৪ বিক্রম। ৫ শাক্তি। ৬ উদ্ভব। (মেদিনী)

৭ কলাবতীগর্ভে জাত স্বরোচিষ্ মনুর পুত্রভেদ।

"ততশ্চ জজ্ঞিরে তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ।
বিজয়ো মেরুনন্দশ্চ প্রভাবশ্চ মহাবলঃ॥" (মার্ক°পু° ৬৬।৫)

৮ প্রভাগর্ভজাত সূর্য্যপুত্র। (মৎস্যপু° ১১।৩)

প্রভাবক (ত্রি) প্রভাবশালী।

প্রভাবজ (ত্রি) প্রভাবাৎ জায়তে ইতি জন-ড। শক্তিবিশেষ, প্রভুশক্তিভেদ, কোষ ও দণ্ডদ্বারা সাধ্য তেজ।

(ত্রি) ২ প্রভাবজাত।

"রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্মবিশিষ্টং তৎপ্রভাবজং।" (ভাবপ্রকাশ)

প্রভাবতা (স্ত্রী) প্রভাবস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রভাবের ভাব।

প্রভাবৎ (ত্রি) প্রভা অস্ত্যস্যেতি প্রভা-মতুপ্ মস্য ম। প্রভাযুক্ত।

প্রভাবতী (স্ত্রী) প্রভাবৎ-ঙীষ্। ১ প্রভাবিশিষ্টা। ২ মালি নামক উনবিংশ বৃত্তার্হৎমাতা। ৩ গণসমূহের বীণা। (হেম) ৪ সূর্য্যপত্নী। (ভারত ৫।১১৭।৮) ৫ ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"যস্যাং প্রিয়ে প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং
তুর্য্যস্তথা গুরুনবমং দশান্তিমম্।
সান্ত্যং ভবেৎ যতিরপি চেদ্‌গুরুগ্রহৈঃ
সালক্ষ্যতামমৃতরুতে প্রভাবতী॥" (শ্রুতবোধ)

৬ কুমারানুচর মাতৃগণবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।৩) ৭ অঙ্গে-শ্বর চিত্ররথের স্বনামখ্যাত ভার্য্যা। (ভারত ১৩।৪২।৮)

প্রভাবতী, ১ জনপদভেদ। ২ নদীবিশেষ, এই প্রভাবতী ও বাঙ্মতীর সঙ্গমস্থলে জয়তীর্থ। (স্বয়ম্ভূপু°)

প্রভাবতী গুপ্তা, বাকাটকবংশীয়া এক মহারাজ্ঞী। মহারাজাধি-রাজ দেবগুপ্তের কন্যা। ইনি রাজা ২য় রুদ্রসেনকে বিবাহ করেন। ইহার পুত্রের নাম প্রবরসেন।

প্রভাবন (ত্রি) ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী।

প্রভাবনা (স্ত্রী) উদ্ভাবনা, প্রকাশ।

প্রভাব্যূহ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবতাভেদ। (ললিতবি°)

প্রভাষ (পুং) প্রভাষতে যঃ সঃ প্রভাষ-অচ্। বসুভেদ। (জটাধর)

"প্রত্যূষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোঽষ্টাবিতি স্মৃতাঃ।" (ভারত ১।৬৬।১৮) প্র-ভাষ-ভাবে-ঘঞ্। প্রকৃষ্টকথন।

প্রভাষণ (ক্লী) প্র-ভাষ-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টরূপে ভাষণ, উত্তমরূপে কথন।

প্রভাষিন্ (ত্রি) প্র-ভাষ-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে কথনশীল।

প্রভাস (পুং) প্রভাসতে শোভতে ইতি প্র-ভাস-অচ্। ১ সোম-তীর্থ। (ত্রিকা°) এই তীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রভাসং তীর্থমুত্তমং।
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়মেব হুতাশনঃ॥
দেবতানাং মুখং বীর জলনোঽনিলসারথিঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"
(ভারত ৩।৮২।৫৬-৫৭)

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম সোমনাথ। [সোমনাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বসুভেদ। (মৎস্যপু° ৫।২৩) ৩ প্রকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত। ৪ জৈন-গণাধিপভেদ। (হেম) ৫ কুমারানুচর গণভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অঃ) ৬ অষ্টমমন্বন্তরে দেবগণভেদ। (মার্ক°পু° ৮০অঃ

প্রভাসন (ক্লী) দীপ্তি, জ্যোতি।

প্রভাস্বর (ত্রি) দীপ্তিশালী।

প্রভিদ্ (ত্রি) প্র-ভিদ্-ক্বিপ্। প্রকৃষ্টরূপে ভেদকারক।

প্রভিন্ন (পুং) প্র-ভিদ্-ক্ত। মদমত্তহস্তী। পর্য্যায়—গর্জ্জিত, মত্ত, ভ্রান্ত, মদকল। (রাজনি°) "ততো মহামেঘমহীধরাভং প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।" (রামায়ণ ৭।২৭।২০) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্ট ভেদবিশিষ্ট। "প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিত-কন্দলীদলৈঃ।" (ঋতুস° ২।৫)

প্রভু (পুং) প্রভবতীতি প্র-ভূ-ডু। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।২১) ৩ পারদ। (রাজনি°) ৪ শব্দ। (ধরণি) (ত্রি) প্রভাতীতি (বিপ্রসংভোড্ব সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৮০) ইতি ডু। ৫ অধিপতি, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, যিনি নিগ্রহ ও অনু-গ্রহ করিতে সমর্থ, তিনি প্রভুপদবাচ্য। পর্য্যায়—স্বামী, ঈশ্বর, পতি, ঈশিত, অধিভূ, নায়ক, নেতা, পরিবৃঢ়, অধিপ, পালক।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥" (গীতা ৫।১৪)

৬ নিত্য। (ধরণি) ৭ শক্ত। (নানার্থরত্ন°) "আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি॥" (কুমার ৩।৪০) ৮ শ্রেষ্ঠ। "সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।" (মনু ১০।৩) ৯ অষ্টম মন্বন্তরীয় দেবগণভেদ। (মার্ক° পু° ৮০ অঃ) ১০ বোম্বাইপ্রদেশের কায়স্থগণের উপাধি। [কায়স্থ ও পত্তনী-প্রভু দেখ।]

প্রভুতা (স্ত্রী) প্রভোর্ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ প্রভুত্ব। ২ ঐশ্বর্য্য। "উপযন্তুর্হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী॥" (শকুন্তলা ৫ অঃ)

প্রভুত্বাক্ষেপ (পুং) অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—যদি কোন স্বাধীনপতিকা নায়িকা নায়কের বিদেশগমনাদি বিষয়ে কোন বিঘ্নজনক বিশিষ্ট কারণ না দেখাইয়া কেবল স্বীয় প্রভুত্বাভিমানেই নায়ককে রুদ্ধ করিয়া রাখে, অর্থাৎ নায়ককে গমনাভিলাষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। যেমন কোন নায়িকা স্বীয় নায়ককে বলিতেছে—'হে প্রিয়! তুমি বিদেশে গমন করিলে তথায় বহুতর ধনসুখাদি লাভ করিবে এবং গমনকালে পথিমধ্যে তোমার কোনরূপ ক্লেশও হইবে না, এদিকে আমরও কোন-রূপ বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি আমার অনুরোধ—অয়ি জীবিতনাথ! তুমি বিদেশে যাইও না।'

এই স্থলে নায়কের বিদেশ গমনের প্রতি কোনরূপ বিঘ্নজনক হেতু না থাকিলেও তদ্বিষয়ে কেবল নায়িকার প্রভুত্বেই নায়কের গমন প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।*

প্রভুদেব (পুং) যোগশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

প্রভুভক্ত (পুং) প্রভোর্ভক্তঃ। উত্তমঘোটক। "প্রভুভক্তা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ।" (শব্দচ°) ২ স্বাম্যনুরক্ত, প্রভুভক্তিপরায়ণ।

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্‌শুণো শুণাঃ॥" (চাণক্যস°)

৩ কুলীন।

প্রভূত (ত্রি) প্র-ভূ-ক্ত। প্রচুর।

"তত্রাভূদভিভূতপ্রভূতমায়ানিকায়শতধূর্ত্তঃ।
সকলকলানিলয়ানাং ধুর্য্যঃ শ্রীমূলদেবাখ্যঃ॥" (কলাবিলাস ১।৯)

২ উদ্গত। (মেদিনী) ৩ ভূত। ৪ উন্নত। (শব্দরত্না°)

---

* "ধনঞ্চ বহু লভ্যং তে সুখং ক্ষেমঞ্চ বর্ত্মনি।
ন চ মে প্রাণসন্দেহস্তথাপি প্রিয়! মাস্মগাঃ॥
ইত্যাচক্ষণয়া হেতুন্ প্রিয়যাত্রানুবন্ধিনঃ।
প্রভুত্বেনৈব রুদ্ধস্তত্ প্রভুত্বাক্ষেপ উচ্যতে॥"

'হে প্রিয়! তে বিদেশগমনে ইতি অধ্যাহার্য্যং বহুধনং সুখঞ্চ তথা বর্ত্মনি পথি ক্ষেমং কুশলঞ্চ লভ্যং। অত্র চ মে প্রাণসন্দেহঃ ন তব শীঘ্র প্রত্যাগমনস্য বহুধনলাভস্য চ সম্ভবাদিতি ভাবঃ। তথাপি মাস্ম গাঃ মাগচ্ছ, অত্র প্রিয়-যাত্রায়াঃ প্রিয়স্য বিদেশগমনস্য অনুবন্ধিনঃ পোষকান্ হেতূন্ আপেক্ষণয়া কীর্ত্তয়ন্ত্যা কদাচিৎ স্বাধীনপতিকয়েতি শেষঃ প্রভুত্বেন স্বাধীনতয়া এব পতিঃ রুদ্ধঃ বিদেশগমনাৎ নিবর্ত্তিতঃ তস্মাৎ এবং প্রভুত্বাক্ষেপ উচ্যতে।"
(বাচস্পত্যধৃত প্রেমটীকা)

প্রভূতক (ত্রি) প্রভূতঃ বিদ্যতেঽস্য প্রভূত-মত্বর্থে (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫।২।৬২) ইতি বুন্। প্রভূতযুক্ত। প্রচুর বলাদিযুক্ত।

প্রভূতত্ব (ক্লী) প্রভূতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রচুরতা, প্রভূততা, প্রভূত্বের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রভূততীক্ষ্ণদগ্ধা (স্ত্রী) রাজিকা, চলিত সরিষা। (বৈদ্যকনি°)

প্রভূতরত্ন (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। (ত্রি) ২ বহুধনযুক্ত।

প্রভূতি (স্ত্রী) প্রভু-ভাবে ক্তিন্। ১ প্রকর্ষরূপে ভবন। ২ উৎপত্তি। ৩ শক্তি। ৪ প্রচুরতা।

প্রভূবন্ (ত্রি) প্র-ভূ-ক্বনিপ্। সামর্থ্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। 'বনোরচ' নস্য রঃ। প্রভূবরী—সামর্থ্যযুক্তা। "বিশ্বা আশাঃ প্রভূবরীঃ" (শুক্লযজু° ২৩।৩৫) 'প্রভূবরীঃ প্রভবন্তি সর্ব্বভূতানি ধারয়িতুং সমর্থা ভবন্তি' (বেদদীপ)

প্রভূবসু (ত্রি) প্রভূতধনশালী ইন্দ্র। 'যেত্থারভ্য চরামসি প্রভূবসো' (ঋক্ ।৫৭।৪) 'প্রভূবসো প্রভূতধন' (সায়ণ) ২ সোম। (ঋক্ ৯।২৯।৩) ৩ ইন্দ্রের নামান্তর। ৪ অঙ্গিরাবংশোদ্ভব। ৫ ঋগ্বেদোক্ত ৫।৩৫।৩৬ এবং ৯।৩৫।৩৬ মন্ত্রদ্রষ্টা জনৈক ঋষি।

প্রভূষ্ণু (ত্রি) প্রভবতীতি প্র-ভূ-(গ্লাজিস্থশ্চ গ্স্নু। পা ৩।১।১৩৯) ইতি গ্স্নু। ১ ক্ষম। ২ শক্ত। (হেম) ৩ প্রভাশীল।

প্রভৃতি (অব্য°) প্র-ভৃ-ক্তিচ্। তদাদি, ইত্যাদি, আদি, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া। "ততঃ প্রভৃতি পিতরঃ পিতৃসংজ্ঞাস্ত লেভিরে।" (তিথিতত্ত্ব) (স্ত্রী) ২ প্রকৃষ্টায়োজন। (চরক সূত্র° ১৬ অঃ)

প্রভৃথ (ত্রি) প্রভৃ-বাহ° থক্। প্রকৃষ্টভরণ। "সম্বস্ত প্রভৃথেষু বাজং" (ঋক্ ১।১২২।১২) 'প্রভৃথেষু প্রকৃষ্টভরণেষু যাগেষু' (সায়ণ)

প্রভেদ (পুং) প্র-ভিদ্-ঘঞ্। ভেদ, বিভিন্নতা, বৈলক্ষণ্য, পর্য্যায়—প্রকার, বিশেষ, ভিদা, অন্তর। (জটাধর) ২ স্ফোটন।
"বভূব তেনাতিতরাং সুদুঃসহঃ কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ॥"
(রঘু ৩।৩৭)

প্রভেদক (ত্রি) ১ প্রকৃষ্টরূপে ভেদক। ২ বিভাগকারী।

প্রভেদন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে ভেদন। ২ (ত্রি) প্রভেদক।

প্রভেদিকা (স্ত্রী) ১ ভেদকারিণী। ২ বেধন অস্ত্রবিশেষ।

প্রভেদনী (স্ত্রী) যে অস্ত্রদ্বারা ভেদ করা যায়।

প্রভেশ্বর (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ। (শিবপু°)

প্রভ্রংশ (পুং) প্র-ভ্রংশ-অচ্। ভ্রষ্ট হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া।
(শত° ব্রা° ১২।৮।৩।২২)

প্রভ্রংশথু (পুং) সুশ্রুতোক্ত নাসাগত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচনপ্রয়োগ, কটু দ্রব্যের অতিশয় আঘ্রাণ, সূর্য্য নিরীক্ষণ অথবা সূত্রাদির দ্বারা তরুণাস্থি নামক মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলে ক্ষবথু (হাঁচি) হয়। পরে তাহা হইতে মূর্দ্ধি সঞ্চিত, গাঢ়, বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কফ পিত্ততাপিত হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা মূর্দ্ধদেশ হইতে ক্ষরিত হয়। উহাকে ভ্রংশথু প্রভ্রংশথু রোগ কহে।* (সুশ্রুত নিদানস্থান ৩২ অ°)

ভাবপ্রকাশমতে পূর্ব্বসঞ্চিত শিরোগত গাঢ় লবণরসাত্মক ও বিদগ্ধ কফ পিত্ত কর্ত্তৃক তাপিত হইয়া নাসিকারন্ধ্র হইতে বিগলিত হইলে তাহাকে প্রভ্রংশথু বা ভ্রংশথু রোগ কহে।
(ভাবপ্র° নাসারোগাধি°) [নাসারোগ দেখ।]

প্রভ্রংশিন্ (ত্রি) প্রভ্রংশ-অস্ত্যর্থে-ইনি। প্রভ্রংশথু, প্রভ্রংশশীল।

প্রভ্রংশুক (ত্রি) প্রভ্রংশশীল। (শতপথ ব্রা° ১৩।৫।৫।৪)

প্রভ্রষ্ট (ত্রি) প্র-ভ্রন্শ-ক্ত। ভ্রংশযুক্ত। সংজ্ঞায়াং কন্। ২ শিখাবলম্বি মাল্য, যে মাল্য চূড়াদেশ হইতে লম্বমান। (অমর)

প্রমংহিষ্ঠীয় (ক্লী) সামভেদ।

প্রমগন্দ (পুং) বার্দ্ধুষিকপুত্র, যাহারা টাকার সুদে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে বার্দ্ধুষিক কহে। "আনোভর প্রমগন্দস্য বেদো" ঋক্ ৩।৫৩।১৪) 'প্রমগন্দস্য দ্বৈগুণ্যাদিলক্ষণপরিমাণং গতোঽর্থঃ মামেব গমিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা পরেষাং দদাতীতি মগন্দঃ বার্দ্ধুষিকঃ তস্যাপত্যং পুত্রাদিঃ প্রমগন্দঃ' (সায়ণ) ২ রাজভেদ।

প্রমঙ্গন (ক্লী) অগ্রগামী।

প্রমণস্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং মনো যস্য, সংজ্ঞাত্বে ণত্বং অন্যত্র অণত্বং। ১ হর্ষযুক্ত। ২ সুমনস্ক, উত্তমমনোযুক্ত। (অথর্ব্ব ২।২৮।২)

প্রমণ্ডল (পুং ক্লী) চক্রনেমি।

প্রমতক (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ।

প্রমতি (ত্রি) প্রকৃষ্টা মতির্যস্য। ১ প্রকৃষ্টমতিযুক্ত, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন। (পুং) ২ প্রতীচীশ্বর সুনয় নৃপের পুরোহিত কশ্যপবংশীয় ঋষিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮ অঃ) ৩ চ্যবন ঋষির পুত্রভেদ। (ভারত ১৫ অঃ) ৪ গৃৎসমদঋষিবংশীয় বাগিন্দ্রঋষির পুত্র ঋষিভেদ। (ভারত অনুশাসন ৩০ অঃ) ৫ নৃগের পুত্র নৃপভেদ। ৬ তদ্বংশীয় বৎসপ্রীর পুত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২।১৬)

প্রমত্ত (ত্রি) প্রমাদ্যতি স্মেতি প্র-মদ-গত্যর্থেতি ক্ত। তস্য ণত্বাভাবঃ। অনবধানতাযুক্ত, প্রমাদী।
"মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ॥" (ভাগ° ১৭ অঃ)
'মত্তং মদ্যাদিনা প্রমত্তমনবহিতং' (স্বামী) অসাবধান, যাহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যে অকর্ত্তব্য জ্ঞান এবং অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য

* "প্রভ্রংশতে নাসিকয়ৈব যশ্চ সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণো কফশ্চ।
প্রাক্ সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি পিত্ততপ্তঃ প্রভ্রংশথুঃ ব্যাধিমুদাহরন্তি॥"
(সুশ্রুত নাসারোগাধিকার)

জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রমত্ত কহে। ২ সন্ধ্যাদিহীন, যাহারা কুকর্ম্মরত।

"সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৭ অঃ)

প্রমত্তগীত (ক্লী) প্রমত্তেন গীতং। প্রমত্ত কর্ত্তৃক গীত।

প্রমত্তবৎ (ত্রি) প্রমত্ত-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রমাদযুক্ত, মত্ত।

প্রমথ (পুং) প্রমথতীতি প্র-মথ-অচ্। ১ ঘোটক। ২ শিবের পারিষদ। (শব্দরত্না°) ইহাদের সংখ্যা ৩৬ কোটি।

"ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি প্রমথা দ্বিজসত্তমাঃ।
তত্রৈকত্র সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ ॥" ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ২৯ অঃ)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—মহাদেবের মুখনির্গত ফেন হইতে প্রমথগণের উৎপত্তি হইয়াছে। যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎসৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিতে-ছিলেন, তখন চারিভাগে বিভক্ত ষট্‌শতসহস্র সংখ্যক প্রমথগণ আগমন করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট ১৬ হাজার প্রমথ ছিল। ইহারা ভোগবিমুখ, ধ্যানপরায়ণ, যোগী এবং মদমাংসর্য্যাদিরহিত। ইহারা কখন কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিত না এবং স্রকচন্দনাদি উপভোগ্য বিষয়ে তাহাদের অনুরাগ ছিল না। তাহারা স্ত্রীপুত্রাদি সংসারসুখে নিরভিলাষ হইয়া যোগশিক্ষার জন্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া মহাদেবের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত।

এতদ্ভিন্ন অন্য প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহায়। এই সকল প্রমথগণ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, জটাজুট ও অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃষারূঢ়, উমার ন্যায় সুন্দরী কামিনীগণসেবিত, বিচিত্র মাল্যদ্বারা বিভূষিত, এইরূপে নানাপ্রকার মনোহরবেশে উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগমন করিত। এই সকল প্রমথগণ মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া থাকিত। মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত যে কালে সুখে বিলাসাদি করিতেন, সেই সময় ইহারা মহাদেবের দ্বারদেশ রক্ষা করিত। প্রতিদিন যে কালে মহা-দেব আকাশপথে বিচরণ করেন, উক্ত প্রমথগণ সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করে এবং তিনি যে সময়ে ধ্যান করেন, তখন ইহারা তাঁহার পরিচর্য্যা করে। এই প্রমথগণ মায়াবী।

যে সকল প্রমথগণ যুদ্ধস্থানে গমন করিয়া শত্রু বিদলন করে, তাহাদের সংখ্যা ৯ কোটি। গায়ক প্রমথগণ মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতি বাদ্যসংযোগে মধুর স্বরে গান করিয়া মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন। তিন কোটি প্রমথ নানারূপ ধরিয়া মহাদেবের পশ্চাতে গমন করে। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই মায়াবলে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারেন। অধিক কি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী ঐ প্রমথগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে ত্রিভুবন বিচরণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন। রুদ্র নামক অন্য প্রমথগণ জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্ব্বদা স্বর্গে বাস করিতেন। এক কোটি প্রবল-পরাক্রান্ত প্রমথ নিরন্তর মহাদেবের সেবা করিতেন। যে সকল প্রমথ পাপীদিগকে নিজ মহিমায় বিস্ময়ান্বিত করিয়া ধার্ম্মিক-দিগকে পরিপালন এবং তাহাদিগের সকল প্রকার বিস্ময় দূর করিত, তাহারা বরাহগণকে নিধন এবং মহাদেবের সেবা করি-বার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাদেব বরাহগণ, নরসিংহ ও হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তাপূর্ব্বক যে শব্দ করিয়া-ছিলেন, সেই শব্দ কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাহা-দের উৎপত্তি হেতু, ইহারা বহুরূপী হইয়াছিল। মহাবল প্রমথ-গণ যদিও ক্রূরকার্য্য করিত না, তথাপি তাহাদের দর্শনই ক্রূরতা প্রকাশ পাইত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্রূর কার্য্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ পাইত। তাহারা পর্ব্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র এবং মূল প্রভৃতি ভোজন করিত এবং তাহারা ফলপুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত। মহাদেবের যে কিছু ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত। প্রমথগণ চৈত্র মাসের চতুর্দ্দশী ভিন্ন সকল তিথিতেই আমিষ ভোজন করিয়া থাকে। (কালিকাপু° ৩১ অঃ) ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।১২)

প্রমথন (ক্লী) প্র-মথ-ভাবে ল্যুট্। ১ বধ, হত্যা, বিনাশ।

"বালিপ্রমথনশ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্ ॥" (রামা° ১।৩।২৪)

২ ক্লেশন। ৩ বিলোড়ন। ৪ উন্মূলন। ৫ মর্দ্দন। ৬ যন্ত্রণা দেওয়া। ৭ ত্যাগ। ৮ পরিভব। প্রকর্ষেণ মথতীতি প্রমথ-ল্যুট্। (ত্রি) ৯ প্রমাথক।

"স চাশ্বিরূপসদৃশো দেবতুল্যপরাক্রমঃ।
সর্ব্বাসামেব নারীনাং চিত্তপ্রমথনো রহঃ ॥"(ভার° ১।১০২।৬২)

প্রমথা (স্ত্রী) প্রমথতি ত্রিদোষানিতি প্র-মথ-অচ্। ১ হরীতকী। ইহা ত্রিদোষনাশক এই জন্য ইহার নাম প্রমথা। ২ পীড়া।

প্রমথাধিপ (পুং) প্রমথানাং অধিপঃ। মহাদেব।

প্রমথালয় (পুং) নরকভেদ।

প্রমথিত (ক্লী) প্রকর্ষেণ মথিতং। ১ নবনীত। ২ নির্জ্জল তক্র। (ত্রি) ৩ প্রকর্ষরূপে মথিত।

প্রমদ্ (স্ত্রী) ১ জ্যোতিঃ। ২ ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। (শুক্লযজুঃ ৩০।৬)

প্রমদ (পুং) প্র-মদ-(প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। পা ৩।৩।৬৮) ইতি অপ্। হর্ষ। "প্রমদমদনমাদ্যদ্‌যৌবনোদ্দামরামা।" (মাঘ ১১ স°)

"তচ্ছ্রুত্বা মম রাজ্ঞশ্চ বিষাদপ্রমদৌ দ্বয়োঃ।
অভূতাং মেঘমালোক্য হংসচাতকয়োরিব ॥" (কথাস° ৬।১৬২)

প্রমাদ্যত্যনেনেতি প্র-মদ-করণে অপ্। ১ ধুস্তূরফল। (শব্দচ°) ২ দানববিশেষ। (হরিব° ৩।৮৭) ৩ বশিষ্ঠপুত্রদিগের মধ্যে একটী পুত্র। ইনি উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (ভাগ° ৮।১।২৪) প্রমাদ্যতীতি প্র-মদ-কর্ত্তরি অচ্ বা প্রকর্ষেণ মদোঽস্য (ত্রি) ৪ মত্ত, প্রমাদযুক্ত। (মেদিনী)

প্রমদক (পুং) পরলোকাসত্ত্ববাদী নাস্তিকভেদ, যে সকল নাস্তিক পরলোকের সত্তা স্বীকার করে না, ইহাদের মত ইহলোকের অতিরিক্ত আর পরলোক নাই।

"প্রমদকো যোঽয়মেব লোকোঽস্তি ন পরঃ।" (নিরুক্ত ৬।৩২)

প্রমদ-স্বার্থে-কন্। ১ প্রমদ শব্দার্থ।

প্রমদকানন (ক্লী) প্রমদানাং কাননং (ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলম্। পা ৬।৩।৬৩) ইতি হ্রস্বঃ বা প্রমদায় হর্ষায় যৎ কাননং। ১ প্রমদাবন, রাজাদিগের অন্তঃপুরোচিত উদ্যান। আনন্দকানন।

প্রমদবন (ক্লী) প্রমদানাং বনং, ঙ্যাপোরিতি হ্রস্বঃ। প্রমোদকানন। আনন্দকানন।

প্রমদা (স্ত্রী) প্রমদয়তি পুরুষমিতি প্র-মদ-হর্ষে ণিচ্-অচ্ বা প্রমদো হর্ষোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্ টাপ্। উত্তমযোষিৎ, উত্তমাস্ত্রী, সুন্দরী নারী।

"নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা ॥"(কুমার ৪।১২)

২ চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক বৃত্তিবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"নজভজলা গুরুশ্চ ভবতি প্রমদা।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১৩ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রমদাকানন ((ক্লী) প্রমদানাং কাননং। প্রমদবন।

প্রমদাবন (ক্লী) প্রমদানাং বনং। প্রমদবন।

প্রমদিতব্য (ক্লী) প্র-মদ-তব্য। উপেক্ষাযোগ্য।

"দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।" (তৈত্তিরীয়উপ° ১।১১।১)

প্রমদ্বরা (স্ত্রী) শুনক ঋষির মাতা, রুরুর ভার্য্যা। গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু হইতে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। স্থূলকেশমুনি ইহাকে লালনপালন করেন। স্থূলকেশ মুনি প্রমতি মুনির পুত্র রুরুকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। (ভারত ১৫ অঃ)

প্রমনস্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং মনো যস্য। হর্ষযুক্ত।

"ইতি বহুপুরুষং প্রভাষতি প্রমনসি মদ্রপতৌ রিপুস্তবং।"
(ভারত ৮।৩৭।৪১)

প্রমন্থ (পুং) অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ°) কোন কোন পুরাবিদের বিশ্বাস এই শব্দই রূপকভাবে গ্রীকদিগের নিকট Prometheus নামে বর্ণিত হইয়াছে। [অগ্নি দেখ।]

প্রমন্থু (পুং) প্রিয়ব্রতবংশীয় বীরব্রতের এক পুত্র, মন্থুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (ভাগ° ৫।১৫।১৫)

প্রমন্দ (পুং) সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ।

প্রমন্দনী (স্ত্রী) সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব)

প্রমন্যু (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ মন্যুর্যস্য। ১ অতিশয় ক্রোধযুক্ত। (পুং) ২ অতিক্রোধ।

প্রময় (পুং) প্র-মী বধে-ভাবে অচ্। বধ। (হেম)

"দৃষ্টং দৃষ্টং নৃপো দস্তং বদ্ধা প্রময়মীয়ুষাম্।
অর্ব্বাক্ কালভবৈর্বার্ত্তা যৎপ্রবন্ধেষু পূর্য্যতে ॥" (রাজত° ১।৯)

প্রময়ু (ত্রি) প্র-মী-বধে কর্ত্তরি-উন্। হিংসক। (অথ° ৮।১।১৬)

প্রমর (পুং) প্রকৃষ্টরূপে মারয়িতা, যিনি উত্তমরূপে শত্রু মর্দ্দন করেন।

"এতৌ মে গাবৌ প্রমরস্য যুক্তৌ।" (ঋক্ ১০।২৭।২০)

"প্রমরস্য প্রকর্ষেণ শত্রূণাং মারয়িতুঃ।" (সায়ণ)

প্রমরণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে মর্দ্দন।

প্রমর্দ্দক (ত্রি) প্র-মৃদ্-ণ্বুল্। প্রকৃষ্টরূপে মর্দ্দক।

প্রমর্দ্দন (ত্রি) প্রমৃদ্নাতি প্র-মৃদ-ল্যু। ১ প্রকর্ষরূপে মর্দ্দক। (পুং) ২ দৈত্যভেদ। (হরিব° ১৬৪ অঃ) (পুং) ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) প্রলয়কালে ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত জগৎ মর্দ্দন করেন, এই জন্য তাঁহাকে প্রমর্দ্দন কহে।

প্রমর্দ্দিতৃ (ত্রি) প্রমর্দ্দনকর্ত্তা।

প্রমর্দ্দিন্ (ত্রি) প্রকষ্টরূপে মর্দ্দনশীল।

প্রমহস্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং মহঃ তেজঃ যস্য। প্রকৃষ্ট তেজস্বী, অতিশয় তেজস্বী। "সমিদ্ধস্য প্রমহসোঽগ্নে বন্দে।" (ঋক্ ৫।২৮।৪) 'প্রমহসঃ প্রকৃষ্টতেজসঃ' (সায়ণ)

প্রমা (স্ত্রী) প্রমীয়তে ইতি প্র-মাঙ্ মানে (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইতি অঙ্ টাপ্। যথার্থ জ্ঞান, প্রমিতি, প্রমাণ।

"প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধ-বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥"
(প্রবোধচ° ২ অঃ)

নৈয়ায়িকদিগের মতে অর্থবিজ্ঞানের নাম প্রমা। 'যৎ অর্থবিজ্ঞানং সা প্রমা' (বাৎসায়ন) যাহাতে অর্থের বিজ্ঞান অর্থাৎ সম্যক্ বোধ হয়, তাহাকে প্রমা কহে। যাহাতে যাহা আছে, তাহাতে তাহার অনুভবের নাম প্রমা। 'যত্র যদস্তি তত্র তস্যানুভবঃ' 'তদ্বতি তৎপ্রকারকো জ্ঞানং' (বাৎসা°) তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞানের নাম প্রমা। এই সকল বাক্যের স্থূল

তাৎপর্য্য এই যে ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানের নাম প্রমা। যে জ্ঞানে কোন রূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই, তাহাই প্রমাপদবাচ্য। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ দৃষ্ট হইলে অপ্রমা হইবে এবং ভ্রমশূন্য হইলেই প্রমা হইবে।*

যাহার যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তত্তদ্ গুণ ও দোষ-যুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান্ বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া ও অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষ-শালী বলিয়া জান্যকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। [বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ।]

প্রমাণ (ক্লী) প্রমীয়তে বিশ্বমনেনেতি প্র-মা-ল্যুট্। ১ বিষ্ণু। "প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।" (ভারতশান্তিপর্ব্ব) ২ নিত্য। ৩ মর্য্যাদা। ৪ শাস্ত্র। ৫ সত্যবাদী। প্র-মা ভাবে ল্যুট্। ৬ ইয়ত্তা। ৭ হেতু। প্রমিণোতীতি প্র-মা-কর্ত্তরি ল্যু। (পুং) ৮ প্রমাতা। (মেদিনী) ৯ প্রমা। (ক্লী) এই শব্দ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ এবং একবচনান্ত হয়। যথা 'বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণমিত্যাদি'।

নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমার কারণ প্রমাণ। সকল দর্শন-শাস্ত্রেই প্রমাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

সাংখ্যদর্শনে কপিল প্রমাণের এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন, "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎ-সাধকং তত্ত্রিবিধং প্রমাণম্।" বস্তু যতক্ষণ না বুদ্ধ্যারূঢ় হয়, ততক্ষণ তাহা অসন্নিকৃষ্ট বা অসম্বদ্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট বস্তু ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে যে তদ্বস্তর পরি-চ্ছেদ, ইয়ত্তার ধারণ বা স্বরূপনিশ্চয় হয়, সেই পরিচ্ছেদ বা অবধারণ প্রমানামে খ্যাত। প্রমা প্রমাতৃপুরুষের অথবা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যাহা সেই বস্তুনিশ্চয়কারিণী প্রমার সাক্ষাৎকারক অর্থাৎ জনক, তাহাই প্রমাণ নামে খ্যাত।

বস্তু যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা অসন্নিকৃষ্ট থাকে, পরে সেই অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া অথবা পুরুষের নিকট পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহা এতদ্রূপ ও অমুক ইত্যাকারে অবধৃত হয়। সেই অধ্যবসায় বা বুদ্ধির বিকাশ বিশেষ প্রমা নামে কথিত হইয়া থাকে।

উক্ত বিধ প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রমাণ কত প্রকার, এক না বহু? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যখন দেখা যাইতেছে, বস্তু নানাবিধ এবং তাহাদের অবস্থাও অনেক প্রকার—অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা। এই সর্ব্ববিধ বস্তুর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক, তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থপরিপূর্ণ বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটীমাত্র প্রমাণ থাকিবে, ইহা অসম্ভব। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাধক পদার্থ একটা হইলে যে কালে পরীক্ষিতব্য বর্ত্তমান, সে কালে পরীক্ষাসাধক সামগ্রীটী হয় ত নাও থাকিতে পারে এবং যে কালে পরীক্ষা-সাধক প্রমাণ বিদ্যমান, সেকালে পরীক্ষিতব্য বস্তু না থাকিতেও পারে। এইরূপ হইলে পরীক্ষা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষপরিহারের জন্য এমন কোন পদার্থ স্বীকার্য্য, যে তাহা কালত্রয়াবস্থায়ী। প্রমাণ একটা হইলে ত্রৈকালিক পরীক্ষা সিদ্ধ হয় না; সুতরাং বর্ত্তমান পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন সর্ব্বসম্মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি অতীত ও অনাগত পরীক্ষার জন্য প্রমাণান্তর থাকা আবশ্যক। পরীক্ষা কার্য্যটাকে জগদন্তঃ-পাতী স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে জগতের অসম্পূর্ণতার আপত্তি হয়, সেই কারণে বলা উচিত বা স্বীকার করা উচিত যে, জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি তদ্গ্রাহক প্রমাণও নানা।

প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মতভেদ আছে, কেহ এক, কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ চার, কেহ পাঁচ, কেহ বা ছয় প্রমাণ স্বীকার করেন। বেদান্তকারিকায় এই প্রমাণের মতভেদবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ॥" (বেদান্তকা°)

ন্যায়দর্শনে প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম স্বপ্রণীত গৌতমসূত্রে যে ষোড়শ পদার্থের স্বীকার

* "দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ॥
প্রত্যক্ষে তু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা সমম্।
সন্নিকর্ষো গুণস্তু স্যাদথ ত্বনুমিতৌ গুণঃ॥
পক্ষে সাধ্যবিশিষ্টে চ পরামর্শো গুণো ভবেৎ।
শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিস্তু ভবেদুপমিতৌ গুণঃ।
শাব্দবোধে যোগ্যতায়াস্তাৎপর্য্যস্যাথ বা প্রমা॥
গুণঃ স্যাদ্ভ্রমভিন্নন্তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা।
অথবা তৎপ্রকারং যৎ জ্ঞানং তদ্বদ্বিশেষ্যকম্॥" (ভাষাপরি° ১৩১-১৩৫)

করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই প্রমাণ শব্দে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ প্রমাণ দ্বারা সকল পদার্থ স্থিরীকৃত হয়। এই জন্য তিনি প্রথমে প্রমাণ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি গৌতম চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" (গৌতমসূ° ১।১।৩) প্রমাণ এই শব্দটী প্র+মা+ল্যুট্, প্র-উপসর্গ, মা-ধাতু ও ল্যুট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্র-উপসর্গের সহিত মাধাতুর অর্থ যথার্থজ্ঞান এবং ল্যুট্ প্রত্যয়ের অর্থ করণ। তিনটী মিলিত হইয়া প্রমিতির কারণকে বোধ করায়, এই জন্য উহাকে প্রমাণ কহে।

কার্য্যমাত্রেই কর্ত্তা ও করণকে অপেক্ষা করে। কর্ত্তা ও করণ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না ও হইতেও পারেনা। বস্ত্রাদি কার্য্যের কর্ত্তা তন্তুবায় প্রভৃতি এবং করণ তুরী মাকু আদি। এইরূপ জ্ঞানও একটী কার্য্য বলিয়া তাহার কর্ত্তা ও করণ অবশ্যই আছে। যাহার যত্নে কার্য্য জন্মে, তাহাকে কর্ত্তা কহে। যাহার ব্যাপারের অন্তরই কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম করণ। আত্মার যত্নে জ্ঞান জন্মাইতেছে, এজন্য জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা। ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি প্রভৃতির ব্যাপারের অনন্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এজন্য ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি জ্ঞানের করণ। ঐ জ্ঞানের করণই প্রমাণ। এই প্রমাণ চারি প্রকার— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ শব্দ জ্ঞানবিশেষকে এবং জ্ঞানবিশেষের করণকেও বুঝায়। [প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় প্রত্যক্ষ শব্দে দেখ।]

অনুমান শব্দটী অনুমিতি-করণের বোধক। এজন্য অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ। অনু পশ্চাৎ, মান অর্থাৎ জ্ঞান, পশ্চাদ্ জ্ঞানই অনুমান। ব্যাপ্য পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনান্তর ব্যাপক পদার্থের (বহ্নি প্রভৃতির) নিশ্চয়কে অনুমিতি কহে। যেরূপ কোন গৃহাদিতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে ঐ গৃহে বহ্নি আছে, এইরূপ সকলেরই নিশ্চয় হইয়া থাকে। নদীতে জলবৃদ্ধি বা বেগের আধিক্য দেখিলে কোন দেশে বৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ নির্ণয় অবশ্যই হয়। এ স্থলে উক্ত বহ্নির নিশ্চয় ও বৃষ্টি হইয়াছে, এই নির্ণয় বাহ্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্মে না, কিন্তু ব্যাপ্য ধূমাদি বা নদীবৃদ্ধি ও বেগদর্শনান্তর জন্মাইতেছে, এজন্য উক্ত নিশ্চয়কে অনুমান বলা যায়। এই স্থলে ধূমটী বহ্নির ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক। নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য এবং বৃষ্টি নদীবৃদ্ধি ও বেগের ব্যাপক। যে পদার্থ না থাকিলে যে বস্তুর অভাব থাকে, উক্ত পদার্থের ব্যাপ্য উক্ত বস্তু হয়। যথা বহ্নি না থাকিলে ধূম কখন থাকিতে পারেনা, অতএব ধূম বহ্নি পদার্থের ব্যাপ্য এবং ধূমের ব্যাপক। বৃষ্টি না হইলে নদী বৃদ্ধি বা জলের বেগ কখনই হইতে পারেনা, সুতরাং নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য ও বৃষ্টি উহার ব্যাপক।

যে জ্ঞানটী যে পদার্থের অনন্তর নিয়ত উৎপন্ন হয়, অথচ মধ্যে ব্যাপার থাকে, সেই পদার্থটী সেই জ্ঞানের করণ হয়। উপরোক্ত স্থলে বহ্নি আছে, এই জ্ঞানটী ধূমদর্শনের অনন্তর উৎপন্ন হইতেছে এবং নদীবৃদ্ধিদর্শনের অনন্তর বৃষ্টি হইয়াছে, এই নিশ্চয়টী নিয়ত হয় ও মধ্যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে। অতএব ঐ ধূমদর্শনাদি বহ্ন্যাদির অনুমিতির করণ হইয়াছে। এইরূপ উপমিতির করণ উপমান এবং শব্দবোধের করণ শব্দপ্রমাণ স্থির করিতে হইবে।

গৌতমসূত্রে অনুমানের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ" (গৌতমসূ° ১।১।৫)

কোন ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অন্য কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়, তাহা অনুমিতি। অনুমিতিস্থলে প্রথমে লিঙ্গ দর্শন, তৎপরে লিঙ্গলিঙ্গীর অর্থাৎ হেতুসাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরিশেষে অপ্রত্যক্ষ অর্থের (সাধ্যের) জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অনুমিতি। ব্যাপ্তিজ্ঞান বা লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শনই করণ, পরামর্শ অর্থাৎ সাধ্যব্যাপ্তিযুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই ব্যাপার। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ বলিয়া তাহাই অনুমান। কেন না প্রথমে লিঙ্গদর্শন, তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান বা স্মরণ হইয়া থাকে। অনু পশ্চাৎ অর্থাৎ লিঙ্গদর্শনের পর মান অর্থাৎ লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ-জ্ঞান হওয়ার নামই অনুমান। এই অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, কেন না লিঙ্গের প্রত্যক্ষ না হইলে লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ স্মরণ হইতে পারে না। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধও পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কেন না অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মহানসে বহ্নি ও সহচার অর্থাৎ সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইলে তাহার পক্ষেই বহ্নিধূমের সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে পারে। যে ব্যক্তি বহ্নি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য কখনও অনুভব করেন নাই, তাহার পক্ষে বহ্নিধূমের ব্যাপ্তি স্মরণ অসম্ভব। ফলে অব্যবহিত ভাবেই হউক বা ব্যবহিত ভাবেই হউক অনুমানের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অন্য কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়, তাহাই অনুমিতি। কোন পদার্থ দেখিলেই অন্যের নিশ্চয় হয়, এইরূপ নহে। তাহা হইলে গো দেখিলে ঘোটকের নিশ্চয় হইত ও ঘট দেখিলে পটের নিশ্চয় হইত, এই জন্য ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাপকের নিশ্চয় হয়,

ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। যথা—ধূম দর্শন করিয়া পর্ব্বত ও গৃহাদিতে অগ্নির এবং নদীবৃদ্ধি দেখিলে বৃষ্টির, পত্রদর্শন দ্বারা লেখকের নির্ণয় হইয়া থাকে। এইস্থলে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়াই তাহার নাম ব্যাপ্য। সাধ্যশূন্যদেশে অর্থাৎ সাধ্যটী যে স্থানে থাকে, সেই দেশে না থাকা তাহাকে সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। সাধ্য শব্দটী যাহার অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। এস্থলে বহ্নিবৃষ্টি প্রভৃতির অনুমিতি হইতেছে, এজন্য বহ্নি ও বৃষ্ট্যাদি সাধ্য। বহ্নিশূন্য দেশে কখন ধূম থাকে না অর্থাৎ বহ্নি যে দেশে নাই, সে স্থলে ধূমের অসম্ভাব আছে, একারণে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। বৃষ্টি না হইলে কোনরূপেই নদী বৃদ্ধি হয় না। যে স্থানে অধিক বৃষ্টি হয়, সেই স্থানেই নদীর বৃদ্ধি হয়। একারণ বৃষ্টির ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধিকে বলিতে হইবে। পর্ব্বতাদিতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমাদির দর্শন হইয়া তৎপরে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি এবং বৃষ্টি-ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদি নিশ্চয় হয়, তদনন্তর বহ্নিমান্ পর্ব্বতাদি এবং নদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদিরূপ অনুমিতি জন্মে। এই প্রকারে যে বহ্নি প্রভৃতির অনুমান হয়, তাহার কারণ যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হইয়া হয় না। এস্থলে পর্ব্বতাদিতে যে বহ্নির নির্ণয় কিংবা দেশাদিতে বৃষ্টির নির্ণয় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই এবং কোন বাক্যদ্বারাও ঐ জ্ঞানটী জন্মাইতেছে না, এই জন্য উহা শব্দ-প্রমাণও বলা যাইতে পারে না। এই জন্য সাধ্যব্যাপ্য হেতু-বিশিষ্ট পক্ষ পর্ব্বতাদিরূপ জ্ঞান হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অনুমিতি।

এই অনুমান তিনপ্রকার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে কারণহেতুক অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। যথা—মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া শীঘ্র বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান এবং রোগ বিশেষ দেখিয়া অচিরে মৃত্যু হইবে এইরূপ অনুমান। এস্থলে বৃষ্টির কারণ মেঘের উন্নতি এবং মৃত্যুর কারণ রোগ বিশেষ। ইহারা হেতুজ্ঞাপক হওয়ায় ঐ অনুমিতি সকল কারণলিঙ্গক অনুমান হইয়াছে।

কার্য্যহেতুক অনুমান অর্থাৎ কার্য্যকে হেতু করিয়া কারণের যে অনুমিতি হয়, তাহার কারণকে শেষবৎ অনুমান কহে। যথা—ধূমাদি দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতির অনুমিতি এবং নদীর বেগা-ধিক্য দেখিয়া অতীতবৃষ্টি অনুমিতি।

যে স্থলে কার্য্য ও কারণ-ভিন্নহেতুক যে অনুমান হয়, তাহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা—জন্তু দেখিয়া বিনাশিত্বের অনুমিতি ইত্যাদি।

নব্য নৈয়ায়িকগণ, কেবলান্বয়ি অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ অনুমান, কেবলব্যতিরেকী অনুমানের নাম শেষবৎ ও অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যে স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান না থাকিয়া কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিয়া যে অনুমিতি জন্মে, সেই অনুমিতির কারণকে কেবলান্বয়ী কহে। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের অজন্য হইয়া ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে অনুমিতি, তাহার কারণ কেবল-ব্যতিরেকী। উভয় ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে অনুমিতি, তাহার কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী। ব্যাপ্তি দুই প্রকার। অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সকল বিষয় লইয়া এত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহা ঐ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী না হইতে পারিলে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিবার সাধ্য নাই। বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় ঐ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রকটন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্ববৎ অনুমান—কারণ ও কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্বে কারণের সত্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তদ্দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এইজন্য পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ এবং শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। অতএব যেখানে কারণ দ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়, তাহারই নাম পূর্ব্ববৎ। যথা মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। পূর্ব্ববৎ শব্দ মত্বর্থপ্রত্যয় ও বতিপ্রত্যয় এই উভয় প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে। মত্বর্থপ্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইলে পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বযুক্ত। পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ। কারণযুক্ত অনুমানের উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ শব্দ বতিপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইলে ইহার অর্থ পূর্ব্বতুল্য। তদনুসারে প্রকারা-ন্তরে অনুমানের ত্রৈবিধ্যই ব্যাখ্যাত হইতেছে। যেস্থলে সম্বন্ধ-গ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গলিঙ্গীর বা সাধ্য-সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট সাধন দ্বারা তথাবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সে স্থলে পূর্ব্বদৃষ্টের তুল্যরূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া উহারও নাম পূর্ব্ববৎ। মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট ধূমের তুল্য ধূম দেখিয়া পর্ব্বতাদিতে তথাবিধ বহ্নির অনুমান হয়। যে স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধন উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধন দ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান হইলে পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়া থাকে। এই অনুমান স্থলে প্রত্যক্ষ সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদৃষ্ট নিয়ত সম্বন্ধ পদার্থদ্বয়ের একটী পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থের অনুমান হয়। ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান।

শেষবৎ অনুমান—কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমানের নাম

অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া যে স্থলে কারণ অনুমিত হয়, তথায় শেষবৎ অনুমান। নদীর পরিপূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতা-বিশেষ দর্শনে যে অতীতবৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ অনুমান। কারণ নদীর পূর্ণত্ব এবং স্রোতের প্রখরত্ববিশেষ বৃষ্টির কার্য্য। বৃষ্টির জলই উহা সম্পাদন করিয়াছে, সুতরাং এস্থলে কার্য্য-দর্শনে কারণের অনুমান হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য দেখিয়া যে যে স্থলে কারণের অনুমিতি হইবে, তথায় এই অনুমান হইবে। ইহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে,—শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং শব্দ সামান্য বা বিশেষাদি হইতেই পারে না। কেন না সামান্যাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থ অনিত্য। শব্দও অনিত্য, অতএব শব্দ দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্মপদার্থের অন্তর্ভূত, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে যদি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, শব্দ দ্রব্য পদার্থ হইতে পারে না। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি। কোন উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে থাকে না। অনেক দ্রব্যেই থাকে। কপাল ও কপালিকা দ্রব্যদ্বয় ঘটের অধিকরণ। যে সকল তন্তু-দ্বারা পাট বা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ সমস্ত তন্তু পটের অধিকরণ। অবয়ব-দ্রব্য সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। অতএব অবয়বদ্রব্য অবয়বিদ্রব্যের আশ্রয় বা অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য অনেক, সুতরাং অবয়বিদ্রব্যও অনেকাশ্রিত বা অনেকবৃত্তি। উহা এক দ্রব্যবৃত্তি হইতেই পারে না। শব্দ কিন্তু একদ্রব্যবৃত্তি। আকাশ শব্দের অধিকরণ। আকাশ একমাত্র, অনেক নহে। জন্যদ্রব্য মাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি, শব্দ জন্য, অথচ একদ্রব্যবৃত্তি। এই কারণে শব্দ দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে না। শব্দকে কর্ম্মপদার্থ বলিয়া স্থির করাও সঙ্গত নহে, তাহার কারণ এই যে, কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের জনক হয় না। শব্দ কিন্তু শব্দান্তরের জনক হইয়া থাকে। অভিঘাত দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, দূরস্থিত ব্যক্তি ঐ শব্দ শুনিতে পায় না। ঐ প্রথমোৎপন্ন শব্দ শব্দান্তরের উৎপত্তি করে, শব্দান্তর অপর শব্দের, অপর শব্দ অন্য শব্দের উৎপত্তি করে। এইরূপে বীচীতরঙ্গের ন্যায় শব্দপরম্পরায় উৎপত্তি হইতে হইতে দূরস্থ শ্রোতার কর্ণপ্রদেশে সেই শব্দের উৎপত্তি হয়; দূরস্থ শ্রোতা সেই শব্দই শুনিতে পায়। নিকটস্থ ব্যক্তি তীব্র, দূরস্থ ব্যক্তি মন্দ, দূরতরস্থ ব্যক্তি মন্দতর শব্দ শুনিয়া থাকে। সকলে এক শব্দ শ্রবণ করিলে তাহার তীব্রমন্দভাব হইতে পারে না। অতএব স্থির হইতেছে যে, উক্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শ্রবণ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দ পর পর শব্দের জনক, অতএব শব্দ কর্ম্ম নহে। কেন না কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের জনক হয় না। উক্ত প্রকারে শব্দের দ্রব্যত্ব এবং কর্ম্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল। শব্দে সামান্যত্বাদির প্রসক্তি বা সম্ভাবনাই নাই। কেন না শব্দ অনিত্য, সামান্যাদি নিত্য। সুতরাং সম্ভাবিতের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট রহিল, শব্দ সেই পদার্থ। এইরূপে শব্দের গুণত্ব স্থির হইতেছে। ইহাই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান—পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান ভিন্ন সমস্ত অনুমানের নাম সামান্যতোদৃষ্ট। দেশান্তরদৃষ্ট বস্তুর দেশান্তরে দর্শন, ঐ বস্তু গতিপূর্ব্বক দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে দৃষ্ট ব্যক্তির রথ্যাতে দর্শন, তাহার গতিপূর্ব্বক সন্দেহ নাই। আদিত্যও দেশান্তরে দৃষ্ট হইয়া দেশান্তরে দৃষ্ট হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও আদিত্যের গতি অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট। কেন না, সামান্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, অন্যত্র দৃষ্টের অন্যত্র দর্শন গতিপূর্ব্বক। তদনুসারে আদিত্যের গতির অনুমান করা যাইতেছে।

যে লিঙ্গী বা সাধ্য কোনও কালে প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ সাধ্য ও সাধন অনুসারে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে অনুমিত হয়, তাদৃশ নিত্য-পরোক্ষ-সাধ্যের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। কেন না, সামান্যতঃ কোন বিষয় দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ের অনুমান হইতেছে। রূপাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। ছিদাদি ক্রিয়া পরশু প্রভৃতি করণসাধ্য অর্থাৎ পরশুকরণ দ্বারা ছেদক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ পাকাদিক্রিয়া কাষ্ঠাদিরূপ করণসাধ্য, এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ বিশেষ করণসাধ্য দেখিয়া ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য, এইরূপ সামান্যাকারে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়। অতএব রূপাদির উপলব্ধি ও ক্রিয়াও করণসাধ্য। এইরূপে রূপাদি উপলব্ধির কারণ অনুমিত হয়। যাহা রূপাদির উপলব্ধির কারণরূপে অনুমিত, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয়, উহা কোনকালেও প্রত্যক্ষ হয় না। সচরাচর লোকে যে সকল সংস্থানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে, উহা বস্তুতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা স্থান মাত্র। প্রকারান্তরে ইহা দুইপ্রকার, স্বার্থ ও পরার্থ। নিজে বুঝিবার জন্য যে অনুমান করা যায়, লিঙ্গদর্শনে ও ব্যাপ্তিস্মরণেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পরার্থ অনুমান অর্থাৎ অন্যকে বুঝাইবার যে অনুমান হয়, তাহা ন্যায়সাধ্য। পঞ্চ অবয়বযুক্ত বাক্যবিশেষের নাম ন্যায়। [এই পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায়ের বিষয় ন্যায়দর্শন দেখ।]

প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রায় বর্ত্তমান বিষয়গ্রহণেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অনুমান সেরূপ নহে, অনুমানের কার্য্যক্ষেত্র

বর্ত্তমানের ন্যায় অতীত ও অনাগতবিষয়গ্রহণেও সমর্থ। ধূম দর্শনে বর্ত্তমান অগ্নির, নদীবৃদ্ধিদর্শনে অতীত বৃষ্টির এবং মেঘোন্নতিদর্শনে অনাগত বা ভবিষ্যদ্বৃষ্টির অনুমান হয়।

অনুমানের লক্ষণ বলা হইল। এক্ষণে উপমান-প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহর্ষি গৌতম উপমানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং" (গৌতমসূ° ১।১।৬)

'প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ প্রজ্ঞাপনীয়স্য প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি'(বাৎসা°)

যে পুরুষ গবয় কখন দেখে নাই এবং তাহার স্বরূপ কিছুই অবগত নহে, ঐ ব্যক্তি গোসদৃশ পশু গবয় এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া অরণ্যাদিতে গমন করিলে পরে গবয় দর্শন করিয়া এই পশু গোসদৃশ এইরূপ মনে করে। তৎপরে সে গোসদৃশ পশু গবয়-পদবাচ্য, এই পূর্ব্ববাক্যার্থের স্মরণ করিয়া এই পশু গবয় পদ-বাচ্য এইরূপ স্থির করে। এইপ্রকার স্থির করার নাম উপমিতি। গোসদৃশ গবয় এই বাক্যার্থের যে স্মরণ তাহাই ব্যাপার। পরে এই পশু গোসদৃশ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম উপমান। সূত্রস্থিত প্রসিদ্ধ শব্দটী প্রসিদ্ধ গবাদির বোধক, তাহার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ গবাদির সাদৃশ্যজ্ঞান, এইরূপ সাধ্যসাধনই উপমান শব্দার্থ। নৈয়ায়িকগণ বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানকেও উপমান কহিয়া থাকেন। যথা—অতিদীর্ঘ গলবিশিষ্ট ও কঠিন কণ্টকভক্ষণ-কারী, অতিচঞ্চল অধর ও ওষ্ঠশালী যে পশু তাহা করভপদ-বাচ্য। এইরূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া কোন পুরুষ উষ্ট্র দেখিলে নিশ্চয় করে যে, এই পশুটার গলদেশ অতি লম্বা ও ইহার অধর ওষ্ঠ অতি চঞ্চল এবং কঠিন কণ্টকভোজী। এই সকল দেখিয়া এই জন্তই করভপদের বাচ্য, এইরূপ নিশ্চয়ই উপমিতি। এস্থলে এই পশুতে বর্ত্তমান যে অতি দীর্ঘ গলদেশাদি, তাহা অন্যপশুর বৈধর্ম্ম্য, অর্থাৎ অন্য পশুতে এই সকল ধর্ম্ম নাই। এই পশু তদ্বিশিষ্ট এই জ্ঞানই উপমান এবং ঐরূপ দীর্ঘ গলাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পশুই করভপদবাচ্য, ইত্যাদি উপদেশ বাক্যার্থের যে জ্ঞান, তাহাকে ব্যাপার বলে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যদ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা জ্ঞানের নাম উপমান। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ এই পদার্থের এই নাম, বা এই বস্তু এই শব্দের অর্থ, এতাদৃশ উপমানের ফল—গোসদৃশগবয়, পূর্ব্বে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। একটু বিশদ করিয়া বলিলেই এই উপমান প্রমাণের বিষয় সহজবোধ্য হইবে। গবয় নামে এক প্রকার আরণ্য পশু আছে। গবয় কিরূপ পশু, তাহা নগরবাসীর অপরিজ্ঞাত। কথাপ্রসঙ্গে নগরবাসীর প্রশ্নানুসারে আরণ্যক বলিল যে, গবয় পশু দেখিতে গো পশুর মত। কালে ঐ নগর-বাসী মৃগয়াদি প্রয়োজনে অরণ্যে গমন করিলে তথায় দৈবাৎ একটী গবয় পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নগরবাসী ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে গোপশুর সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আরণ্যকের পূর্ব্ববাক্যানুসারে বুঝিতে পারিল যে, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুর নাম গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ। এ স্থলে প্রসিদ্ধ গোপশুর সাদৃশ্য দ্বারা অপ্রসিদ্ধ গবয় পশুর সাধন বা প্রজ্ঞাপন হইয়াছে। কেননা অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে গো পশুর সাদৃশ্য দর্শন করিয়াই ইহার নাম গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ, দ্রষ্টা ঈদৃশ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে অদৃষ্টপূর্ব্ব আরণ্য পশুতে গোসাদৃশ্যদর্শন করণ। আরণ্যকের বাক্য বা তদর্থের স্মরণ ব্যাপার। এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ এই জ্ঞানফল। এইরূপে উপমিতি হইয়া থাকে।

মহর্ষি গৌতম শব্দপ্রমাণের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আপ্তোপদেশঃ শব্দ ইতি। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ।"

(গৌতমসূ° ১।১।৭-৮)

আপ্তোপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থবিষয়ে যিনি অভ্রান্ত, যাঁহার প্রতারণাদিরূপ দূষিত অভিসন্ধি নাই, নিজে যাহা যথার্থ বলিয়া জানিয়াছেন, তাহা অন্যকে বুঝানই যাহার উদ্দেশ্য, তিনি তদ্বিষয়ে আপ্ত। তাঁহার উপদেশ শব্দরূপপ্রমাণ।

আপ্তোপদেশ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানশালী ও প্রতারণাদিশূন্য বক্তা, তাহার উপদেশ, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্যযুক্ত বাক্যই প্রমাণ হইবে। যথা 'পুত্র তুমি বিদ্যাভ্যাস কর এবং তুমি সত্যবাক্য কহিবে। যে বিদ্বান্ না হয় ও মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে কেহ সম্মান করে না', এইরূপ পিতা প্রভৃতির বাক্য। বালুকাময় ভূমিতে সূর্য্যের কিরণপাত হওয়ায় ঐ ভূমি দর্শনে যাহার জলভ্রম হইয়াছে, ঐ পুরুষ ভ্রমবশে এই স্থানে জল আছে, এইরূপ বাক্য কহিলে ঐ বাক্যটী বস্তুতঃ জলের বোধক হয় না, এ জন্য উহা প্রমাণ নহে। খল ও বণিক্‌গণ প্রতারক, এ জন্য তাহাদের বাক্যও প্রামাণিক নহে। ঐ সকল বাক্যে অতিব্যাপ্তিকরণ জন্য সূত্রে আপ্ত এইরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আপ্তবাক্য ভ্রমপ্রমাদাদি দোষশূন্য, যাহাতে কিছুমাত্র দোষভ্রম নাই।

যে বাক্যের পদ সকল কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ প্রভৃতির বোধক স্বর কিংবা হলবর্ণরূপ চিহ্নযুক্ত হয়, তাহাকে সাকাঙ্ক্ষ বাক্য কহে এবং যে বাক্য ঐ সকল চিহ্নরহিত হয়, তাহার নাম নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য। যথা শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ স্থলে শিষ্য-পদোত্তর কর্ত্তৃবোধক 'অ' এবং গুরুপদোত্তর কর্ম্মবোধক 'কে' এই বর্ণদ্বয় থাকায় শিষ্য গুরুকে কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য করিতেছে, এইরূপ অর্থবোধক হইতেছে। এ স্থলে যদি শিষ্যপদোত্তর 'অ'

না থাকিয়া 'এ' থাকিত এবং গুরুপদোত্তর 'কে' না থাকিয়া 'র' থাকিত, তাহা হইলে শিষ্যে গুরুর জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই বাক্যদ্বারা কদাচ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এইরূপ অর্থ বোধ হইত না। এ জন্য এই বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ। ফলে যে যেরূপে বাক্যের পদগুলিকে প্রয়োগ করিলে স্বীয় স্বীয় অর্থের বোধজনক হয়, সেই সেইরূপ যুক্ত পদঘটিত বাক্যই সাকাঙ্ক্ষ বাক্য। যথা চন্দ্র দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে, এ স্থলে 'চন্দ্র' শব্দের পর 'দেখিয়া' এই পদটী থাকায় চন্দ্রদর্শনান্তর আহ্লাদিত হইতেছে, এইরূপ বোধ জন্মে। অতএব চন্দ্র দেখিয়া ইত্যাদি পদঘটিত ঐ বাক্য সাকাঙ্ক্ষ। যদি 'চন্দ্রের দেখিয়া' বা 'চন্দ্র দেখা আনন্দিত' এই প্রকার বাক্য কহিলে কদাচ উক্ত বোধ জন্মে না। এ কারণে চন্দ্রের দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে ও চন্দ্র দেখা আনন্দিত হইতেছে এই দুইটী বাক্যই নিরাকাঙ্ক্ষ। এইরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যও প্রমাণ হইবে না। যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকে, ঐ পদার্থের বোধজনক বাক্যের নাম অযোগ্য বাক্য। যথা বহ্নিশীতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, এ স্থলে বহ্নি ও শৈত্যগুণের এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকায় ঐ সকল বাক্যকে অযোগ্য বাক্য বলিতে হইবে। যে পদ দুইটী পরস্পর অর্থবোধক হইবে, তাহার মধ্যে অন্য পদ ব্যবধান না থাকিলে, তাহাকে আসত্তি কহে। যথা সূর্য্য উদিত হইতেছেন, এ স্থলে সূর্য্যপদ ও উদিতপদের মধ্যে অন্যপদ ব্যবধান না থাকায় উহাকে আসক্তিযুক্ত পদ বলিতে হইবে। 'গো সকল আসিতেছে, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন বৎসের সহিত' এ স্থলে গো সকল ও বৎসের সহিত পদ, এ উভয়ের মধ্যে সূর্য্য প্রভৃতি পদের ব্যবধান থাকায় ঐ উভয় পদ আসক্তিরহিত হইয়াছে। উহা দ্বারা বৎসের সহিত গো সকল আসিতেছে, এরূপ অর্থবোধ হইবে না। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান হইয়া অর্থের স্মরণ হইলে শব্দবোধ জন্মে। ঐ সম্বন্ধের নাম শক্তি ও লক্ষণা; তন্মধ্যে পদ ও পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের নাম শক্তি, তাদৃশ সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থ সেই শক্য। ঐ শক্যের যে সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণা। শব্দপ্রমাণের প্রতি তাৎপর্য্যজ্ঞানও কারণ। এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোধ হউক, এইরূপ বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য পদার্থ।

এই শব্দপ্রমাণ আবার দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। ইহলোকে প্রসিদ্ধ যে পদার্থ তাহার বোধজনক বাক্যের নাম দৃষ্টার্থক। যথা পুত্রকামনা করিয়া পুত্রেষ্টি নামক যাগ করিবে এবং শরীরের পুষ্টি ইচ্ছুক হইলে ঘৃতভোজন করিবে ইত্যাদি বাক্যপ্রসিদ্ধ পুত্র ও যাগ এবং শরীরপুষ্টি প্রভৃতির বোধ করাইতেছে, এইজন্য এই সকল বাক্য দৃষ্টার্থক। পরলোকপ্রসিদ্ধ পদার্থের বোধক যে বাক্য তাহার নাম অদৃষ্টার্থক। যথা 'স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' স্বর্গকামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে ও ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা করিয়া অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্য সকল পরলোক মাত্র প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি তাহার বোধক। এই কারণে ইহা অদৃষ্টার্থক।

নৈয়ায়িকোক্ত প্রমাণের বিষয় এক প্রকার বলা হইল। মীমাংসক প্রভৃতি উক্ত চারি প্রকার প্রমাণ ভিন্ন ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামে আরও চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। গৌতম বলেন, এই সকল প্রমাণ প্রমাণপদবাচ্য নহে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। ঐতিহ্য প্রমাণ—যাহার প্রথম প্রবর্ত্তক কে তাহার স্থিরতা নাই, অথচ বহুকাল হইতে প্রবাদ মাত্র চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ কহে। 'ইতেহোচুর্বৃদ্ধাঃ ইত্যৈতিহ্যং ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি' বৃদ্ধেরা এই প্রকার বলেন যথা এই বৃক্ষে যক্ষবাস করে, এইরূপ প্রমাণ। ইহাই ঐতিহ্য প্রমাণ॥

২। অর্থাপত্তিপ্রমাণ—অর্থাধীন আপত্তি অর্থাপত্তি। যাদৃশ স্থলে কোন একটী পদার্থ সংস্থাপন করিতে হইলে অপর কোন পদার্থের অর্থায়ত্ত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। যেমন মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এইটী সিদ্ধ করিতে হইলে মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থাধীন সিদ্ধ হইয়া যায়; অতএব অর্থাপত্তিও স্বতন্ত্র একটী প্রমাণ।

৩। সম্ভব প্রমাণ—যাহা দ্বারা ব্যাপক কোন পদার্থের সত্তাগ্রহণাধীন ব্যাপ্য কোন পদার্থের সত্তা গ্রহণ করা যায়, তাহাকে সম্ভবপ্রমাণ কহে। যেমন ব্যাপক সহস্রজ্ঞানাধীন ব্যাপ্য শতের জ্ঞান হয়; অর্থাৎ সহস্র বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে হইলে শতবস্তুর জ্ঞান হইয়া পরে সহস্র বস্তুর জ্ঞান হয়।

৪। অভাবপ্রমাণ—যাহা দ্বারা বিরোধী কোন বস্তুর অভাব দর্শনে তদ্বিরোধী পদার্থের কল্পনা করা যায়, তাহাকে অভাবপ্রমাণ কহে। যেমন নকুলাভাব দর্শনে তদ্বিরোধী সর্পকল্পনা করিতে পারা যায়, এজন্য নকুলাভাব, একটী অভাব নামক প্রমাণ।

গৌতম এই চারিটী প্রমাণ সম্বন্ধে তর্ক ও যুক্তি দেখাইয়া ভিন্ন প্রমাণ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

"শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদনুমানে ঽর্থাপত্তিসম্ভবাভাবানার্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ।" (গৌতমসূ° ২।২।২) উক্ত ঐতিহ্য নামক প্রমাণ অতিরিক্ত নহে, উহা শব্দপ্রমাণান্তর্ভূত। যেরূপ শব্দ প্রমাণ স্থলে প্রমাণযোগ্য শব্দাধীন অর্থবোধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঐতিহ্য স্থলেও তাদৃশ শব্দাধীন অর্থগ্রহ হইয়া থাকে,

সুতরাং উহাকে শব্দপ্রমাণান্তর্ভূত স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কিন্তু ইহা অনুমানপ্রমাণের অন্তর্ভূত। কারণ প্রত্যক্ষীভূত পদার্থদর্শন জন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের জ্ঞানকরণকে অনুমান কহে। যেমন প্রত্যক্ষীভূত ধূমদর্শন অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নিজ্ঞানকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতেছে। তাহার ন্যায় অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব স্থলেও প্রত্যক্ষীভূত বস্তু জ্ঞানাধীন যখন অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে অনুমানের অন্তর্ভূত স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক পক্ষে অর্থাপত্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। কারণ উপপাদ্যজ্ঞান দ্বারা উপপাদক কল্পনাকে অর্থাপত্তি কহে। যেমন আমরা যদি সবল সুস্থ অথচ স্থূলকায় এবং দিবায় অভোজী কোন ব্যক্তিকে দেখিলে, তখন আমাদের অবশ্যই জ্ঞান হইয়া থাকে, যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় রাত্রিতে ভোজন করিয়া থাকে; কারণ দিবায় অভোজী ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন না করিলে উহার স্থূলত্ব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব রাত্রিতে ইনি ভোজন করিয়া থাকেন, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে। যদ্ব্যতিরেকে যে বস্তু অনুপপন্ন হয়, সেই বস্তু উপপাদ্য। প্রকৃতস্থলে রাত্রিভোজন ব্যতীত দিবায় অভুক্ত ব্যক্তির স্থূলত্ব অনুপপন্ন, এই হেতু স্থূলত্ব উপপাদ্য এবং যাহার অভাব হইলে যাহার অনুপপত্তি হয়, তাহাকে উপপাদক কহে। যেমন রাত্রিভোজনের অভাব হইলে স্থূলত্বের অনুপপত্তি হয়, এজন্য রাত্রিভোজন উপপাদক। অতএব এ স্থলে স্থূলত্বের দ্বারা উপপাদক রাত্রিভোজন কল্পিত হইয়াছে বলিয়া অর্থাপত্তি হইল। এই অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণই হইতে পারেনা।

কারণ, দেখিতে হইবে, যে কোন বস্তুর উপপাদক যে কোন বস্তু হইতে পারে কিনা? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তুর উপপাদক যে কোন বস্তু নহে। কারণ ঘটের উৎপাদক পট হইতে পারে না; কিন্তু স্থূলত্বের উপপাদক ভোজন। অতএব বলিতে হইবে যে, উপপাদক ও উপপাদ্যের পরস্পর ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্য উপপাদ্যের দ্বারা ব্যাপক উপপাদক কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অব্যাপক কখনই আপাদ্য এবং অব্যাপ্য আপাদক হইতে পারে না। সুতরাং আপাদ্য ও আপাদকের পরস্পর ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব যেরূপ ব্যাপ্যধূমদ্বারা ব্যাপক বহ্নিজ্ঞানকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতে হইবে, তাহার ন্যায় প্রকৃত স্থলেও উক্ত জ্ঞানকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করা বিধেয়।

মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না। ইহা দ্বারা মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়, এই প্রকার অর্থাধীন আপত্তিই অর্থাপত্তি। ঐ অর্থাপত্তি কখনই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ মেঘ হইলেও কদাচিৎ যখন বৃষ্টি হয় না, তখন অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহাদ্বারা মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় এইরূপ অর্থাপত্তি নহে; কিন্তু মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই বৃষ্টি হইতে হইলে মেঘের আবশ্যকতা। যে স্থলে কার্য্যসত্ত্বাদ্বারা কারণসত্ত্বা অর্থাধীন সিদ্ধ হয়, সেই স্থানে অর্থাপত্তির উদাহরণ জানিতে হইবে। ইত্যাদি প্রকারে অর্থাপত্তির প্রমাণ নহে, ইহা অনুমান প্রমাণের মধ্যেই নিবিষ্ট এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

অভাব প্রমাণ কিনা? ইহার উত্তরে ব্যক্তব্য এই অভাব নামে কোন প্রমাণ নাই, কারণ তাহা প্রমেয় নহে। যাহা প্রমাজ্ঞানের (যথার্থ জ্ঞানের) বিষয় নহে, তাহার অস্তিত্ব নাই। অভাব প্রমাজ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং অলীকের প্রমাণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে অভাববাদী বলেন, অভাব পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ অভাব জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, যাহার জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। নীলঘট লইয়া আইস, এই প্রকার কাহাকে আদেশ করিলে আদিষ্ট ব্যক্তির নীলত্ব জ্ঞান থাকায় সাধারণ ঘটের মধ্যে নীলঘটটী লইয়া আইসে। তদ্রূপ অনীলঘট লইয়া আইস, এই প্রকার আদেশ করিলেও সাধারণ ঘট হইতে নীলাভাববিশিষ্ট ঘটটী পৃথক্ করিয়া লইয়া আইসে। অভাব জ্ঞান না হইলে কখনই তাদৃশ ব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব প্রতিপত্তিসাধক অভাব পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, অনীলঘট আনয়ন কর, এই বাক্যদ্বারা নীলাভাব জ্ঞান হইয়া অনীলঘটের জ্ঞান জন্মাইতেছে। কিন্তু এইপ্রকার নীলাভাব জ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি উক্ত ঘটে নীলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে নীলাভাব নাই এবং যদি তাহাতে নীলগুণ না থাকে, তবে অভাব জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ অভাব জ্ঞান প্রতিযোগী জ্ঞানসাপেক্ষ, যে বস্তু নাই, তাহার অভাববিষয়ক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সুতরাং নীলগুণ ঘটে না থাকিলে নীলাভাব জ্ঞান কিরূপে হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় বলা যায় যে, প্রতিযোগ্যধিকরণীভূত দেশান্তরে প্রতিযোগিসত্তারূপ লক্ষণদ্বারা অভাবের উপপত্তি হইতে পারে; কিন্তু অভাবাধিকরণে প্রতিযোগিসত্তা অপেক্ষিত নহে। যে কোন দেশে প্রতিযোগিসত্তা দ্বারা অনধিকরণ দেশে অভাবের সিদ্ধি হইতে পারে।

ইত্যাদিরূপে উহার বাদ প্রতিবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। ফল—স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অভাবাদির প্রামাণ্য কিছুই স্বীকার করা যায় না। (ন্যায়দ°) প্রমাণের বিষয় এক প্রকার বলা হইল।

কোন কোন দর্শনে কয়টী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। চার্ব্বাকদর্শনে একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ইহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্যপ্রমাণ স্বীকার করেন না।

২। বৌদ্ধদার্শনিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ।

৩। রামানুজ মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ।

৪। পূর্ণপ্রজ্ঞ মতে তিন প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

৫। বৈশেষিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ।

৬। ন্যায় মতে, চারিটী প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

৭। সাংখ্য মতে, তিন প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

৮। পাতঞ্জল মতে, তিন প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাকার বলেন, চক্ষু যেমন স্বতঃ-প্রমাণ, প্রমাণনিচয়ের মধ্যে (আগম) আপ্তবাক্য সেইরূপ স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষু প্রমাণ কিনা, চক্ষু ঠিক দেখিল কিনা সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহা যেমন পরীক্ষা করিবে না, সেইরূপ আপ্তবাক্যপ্রসূতজ্ঞানও পরীক্ষা করিবে না। বাক্যপ্রমাণ পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের প্রামাণ্য আপনা আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

সেই জন্য মীমাংসা-পরিশোধিত বা বিচারিত বেদার্থবিজ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। বিচারিত বেদবাক্য যে জ্ঞান প্রসব করে, সে জ্ঞান অভ্রান্ত, অর্থাৎ যথার্থ লৌকিক বাক্যেও বিচারযোগ আবশ্যক। বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য ঐহিক পদার্থ প্রতিপাদন করে। আর বৈদিক বাক্য ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ পদার্থ প্রতিপাদন করে।

বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়া শব্দ রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে বিচিত্র অর্থপ্রত্যায়ক সামর্থ্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নাম ব্যুৎপত্তি। ব্যুৎপত্তিমান্ পুরুষই বিচারের অধিকারী। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষরহিত ব্যুৎপন্ন পুরুষ বিচারপূর্ব্বক যাহা বলেন, তাহা সত্য। সাংখ্যমতে বিচারিত বেদবাক্য এবং যোগী পুরুষের বাক্য উভয়ই সত্যজ্ঞান প্রসব করে ও তাদৃশ বাক্যই আপ্ত বাক্য। তদ্বিধ আপ্ত বাক্য-সমুত্থ উপদেশিক জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তির উপায়। ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় প্রভৃতি কোনপ্রকার দোষ নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা বৈদান্তিকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সমস্তই আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভর দেখিয়া ঋষিরা বিচারিত বেদবাক্যকে চক্ষু অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ মনে করেন। এই জন্যই ঋষিদিগের নিকট বেদের অত সম্মান। যোগীদিগের ও ঋষিদিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। এই জন্য তাহাদের বাক্যও প্রমাণ। ইহাই সাংখ্য ও বেদান্তোক্ত আগম প্রমাণ।

প্রমাণক (ত্রি) প্রমাণ-স্বার্থে কন্। ১ প্রমাণশব্দার্থ। ২ বেড়।

প্রমাণতা (স্ত্রী) প্রমাণস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। প্রামাণ্য, প্রমাণের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রমাণত্ব।

"প্রমাণমপ্রমাণং বৈ যঃ কুর্য্যাদবুধো জনঃ।
ন স প্রমাণতা মর্হো বিষাদজনতোহি সঃ॥" (ভারত ১৩।৭৫৫৭)

প্রমাণলক্ষণ (ক্লী) প্রমাণস্য লক্ষণং ৬-তৎ। প্রমাণের লক্ষণ, যে লক্ষণ দ্বারা প্রমাণ বর্ণিত হয়।

প্রমাণবৎ (ত্রি) প্রমাণং বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্, মস্য ব। প্রমাণ-যুক্ত, প্রামাণ্য বাক্য।

প্রমাণবাক্য (ক্লী) প্রমাণং প্রামাণ্যরূপং যৎ বাক্যং। প্রামাণ্য-স্বরূপ বাক্য, বেদবাক্য, আপ্তবাক্য, ইহা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়, এই জন্য ইহা প্রমাণবাক্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ হইলেও তাহা যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রমাণবাক্য হইবে না।

প্রমাণবাধিতার্থক (পুং) প্রমাণেন বাধিতঃ অর্থো যস্য, ততঃ কপ্। তর্কবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, ব্যাপ্তিগ্রাহক ও বিশেষ পরিশোধক। 'স দ্বিবিধঃ, ব্যাপ্তিগ্রাহক-বিষয়পরিশোধকশ্চ তত্রাদ্যো ধূমো যদি বহ্নিচারী স্যাত্তদা বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ। দ্বিতীয়স্তু পর্ব্বতো যদি নির্বহ্নিস্যাত্তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ" (তর্কজাগদীশী) ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে প্রমাণ জন্য হইতে পারে না। ইহাই ব্যাপ্তিগ্রাহক। পর্ব্বত যদি নির্বহ্নি হয়, তাহা হইলে নির্ধূম হইবে। ইহাই বিষয়পরিশোধক।

প্রমাণান্তরতা (স্ত্রী) অন্যৎ প্রমাণং, তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। অন্য প্রমাণের উপায়।

প্রমাণিক (ত্রি) প্রমাণং সিদ্ধিহেতুতয়াহস্ত্যস্য ঠন্। ১ প্রমাণ-সিদ্ধ। ২ পরিমাণভেদযুক্ত, মধ্যমাঙ্গুল ও কূর্পরান্তরমিত পরিমাণযুক্ত হস্ত।

প্রমাণিকা (স্ত্রী) প্রমাণ-স্ত্রিয়াং টাপ্। অষ্টাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে আটটী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—"প্রমাণিকা জরৌ লগৌ" (বৃত্তরত্না°) ইহার ১, ৩, ৫ ও ৭ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রমাণীকৃত (ত্রি) অপ্রমাণং প্রমাণং কৃতং প্রমাণ অভূততদ্ভাবে চ্বি, ততঃ কৃ-ক্ত। প্রমাণরূপে নিশ্চিত, যাহা পূর্ব্বে প্রমাণ ছিল না, তাহা প্রমাণরূপে স্বীকৃত।

"তরুভিরপি দেবস্ত শাসনং প্রমাণীকৃতম্" (শকু°)

প্রমাতব্য (ত্রি) প্রমথনযোগ্য, হনন করাইবার যোগ্য।

প্রমাতামহ (পুং) প্রকৃষ্টো মাতামহস্তস্থাপি জনকত্বাদিতি প্রাদিস°। মাতামহের পিতা।

'পিতামহপিতৃপিতা তৎপিতা প্রপিতামহঃ।

মাতুর্মাতামহাদ্যেবং সপিণ্ডাস্ত সনাভয়ঃ॥' (অমর)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রমাতামহী। প্রমাতামহের পত্নী।

প্রমাতৃ (ত্রি) প্রমিনোতি প্র-মি-তৃচ্। প্রমাজ্ঞানকর্ত্তা। প্রমা জ্ঞানের কর্ত্তা, যাহার প্রমাজ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে আত্মা। সাংখ্যমতে শুদ্ধচেতন পুরুষ, ইনি বুদ্ধিসাক্ষী। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত বা তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা।

"মোহাতীতো বিশুদ্ধো মুনিভিরভিহিতো মোহসংক্রান্তমূর্ত্তিঃ। সাক্ষী সংবিৎপ্রমা তৎপ্রতিফলিতবপুর্গীয়তেহসৌ প্রমাতা।" (বেদান্ত)

প্রমাত্র (পুং স্ত্রী) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা।

প্রমাত্ব (ক্লী) প্রমায়াঃ ভাবঃ ত্ব। প্রমার ধর্ম্ম বা ভাব।

প্রমাথ (পুং) প্র-মথ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রমথন। ২ বলপূর্ব্বক হরণ। ৩ নিপাতন করিয়া ভূমিতে পেষণ।

"কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সুশঙ্কটৈঃ।

সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মাথনৈস্তথা॥" (ভারত ৪।১২।২৭)

'নিপাত্য পেষণং ভূমৌ প্রমাথ ইতি কথ্যতে।' (নীলকণ্ঠ)

৪ মর্দ্দন। ৫ পীড়ন। ৬ বধ। ৭ কুমারানুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।২৯) ৮ শিবপারিষদ্ প্রমথগণ।

"তে প্রদীপ্তপ্রহরণা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ।

প্রমাথগণমুখ্যাশ্চ প্রাযুধ্যন্ কৃষ্ণমব্যয়ম্॥" (হরিবংশ ১৭৮।৫৩)

প্রমাথিন্ (ত্রি) প্র-মথ-ণিনি। ১ পীড়নকর্ত্তা। ২ মারণকর্ত্তা। ৩ প্রমথশীল, দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভক।

"ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।" (গীতা)

৪ পীড়াদায়ক, ক্লেশকর। (পুং) ৫ রাক্ষসবিশেষ।

(ভারত বনপর্ব্ব ২৮৪ অঃ)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৬ অপ্সরোভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব ১২৪ অঃ)

প্রমাদ (পুং) প্র-মদ-ঘঞ্। ১ অনবধানতা, অসাবধানতা। ২ ভ্রম। ৩ অন্তঃকরণের দৌর্ব্বল্য।

"লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতে ত্রিভিঃ।

তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো ন ন বিশ্বসেৎ॥"

(গরুড়পু° ১১৫ অঃ)

প্রমাদ তমোগুণের ধর্ম্ম, তমোগুণের আধিক্য হইলে সর্ব্বদাই প্রমাদ হয়।

প্রমাদবৎ (ত্রি) প্রমাদোহস্ত্যস্তেতি প্রমাদ-মতুপ্, মস্ত বঃ। প্রমাদ-যুক্ত, প্রমত্ত, পর্য্যায়—জন্ম, অসমীক্ষ্যকারী, খট্বারূঢ়। (জটাধর)

"নিদ্রালুঃ ক্রূরকৃল্লুব্ধো নাস্তিকো যাচকস্তথা।

প্রমাণবান্ ভিন্নবৃত্তো ভবেত্তির্য্যক্ষু তামসঃ॥"(যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।১৩৯)

প্রমাদিকা (স্ত্রী) প্রমাণোহনবধানতাহস্ত্যস্যা ইতি, প্রমাদ-ঠন্, টাপ্। দূষিতা কন্যা। পর্য্যায়—সংবেদা, দূষিতা, ধর্ষকারিণী।

প্রমাদিন্ (ত্রি) প্রমাদোহস্ত্যস্তেতি প্রমাদ-ইনি। প্রমাদবিশিষ্ট, অনবধানতাযুক্ত।

"কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

(শ্রীধরধৃত বাক্য)

প্রমাপণ (ক্লী) প্র-মী-হিংসায়াং স্বার্থে ণিচ্, ভাবে-ল্যুট্। ১ মারণ। "অস্থিমতাস্ত সত্ত্বানাং সহস্রস্ত প্রমাপণে।

পূর্ণে চানস্থ্যনস্থ্নাস্ত শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ॥" (মনু ১১।১৪)

প্রমাপয়িতৃ (ত্রি) ১ প্রমথনযোগ্য। ২ অনিষ্টকর। ৩ ঘাতক।

প্রমায়ু (ত্রি) বিনাশযোগ্য, ধ্বংসযোগ্য, নাশশীল।

প্রমায়ুক (ত্রি) প্র-মী-তাচ্ছীল্যে উকঞ্। মরণশীল।

"ন চাস্ত প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" (বৃহদা° উপ°)

'প্রমায়ুকং মরণশীলং।' (ভাষ্য)

প্রমার (পুং) ১ প্রকৃষ্টরূপে মৃত্যু। ২ রাজপুত শ্রেণীভেদ।

প্রমার্জ্জক (ত্রি) ১ প্রমার্জ্জনকারক। ২ পরিষ্কারক।

প্রমার্জ্জন (ক্লী) প্রোঞ্ছন, বালাঙ্গুলিবস্ত্র দ্বারা অক্ষিরজঃশল্যাদিতে প্রোঞ্ছন। (সুশ্রুত সূ° ৭ অঃ)

প্রমিত (ত্রি) প্র-মি-ক্ত, বা প্র-মা-ক্ত (দ্যতিস্যতিমাস্থেতি। পা ৭।৪।৪০) ইতীত্বং। ১ জ্ঞাত, বিদিত, অবগত। ২ নিশ্চিত। ৩ পরিমিত। ৪ প্রথমাবধারিত। ৫ অল্পতম।

"প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম্।"(নিদান অর্শরোগা°)

৬ অন্যূনাতিরিক্ত। (বৈদ্যকনি°)

প্রমিতাক্ষরা (স্ত্রী) প্রমিতানি পরিমিতানি অক্ষরাণি যস্যাং। ১ সিদ্ধান্তশিরোমণিব্যাখ্যানরূপা টীকা। ২ মুহূর্ত্তচিন্তামণি-টীকাভেদ। ৩ দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"প্রমিতাক্ষরা সজসসৈঃ কথিতা।" (ছন্দোম°)

এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০° ও একাদশ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু। উদাহরণ—

"অমৃতস্য শীকরমিবোদ্গিরতীরদমৌক্তিকাংশলহরী ছুরিতা ?

প্রমিতাক্ষরা মুররিপোর্ভণিতি ব্রজসুভ্রুবামভিজহার মনঃ॥"

(শ্রুতবোধ)

প্রমিতি (স্ত্রী) প্র-মা-ক্তিন্, বা মি-ক্তিন্। প্রমা, প্রমাণ।

প্রমিতাশন (ক্লী) প্রমিতমশনং। অত্যল্পমাত্র ভোজন।

(চরক শারীরস্থা° ৮ অঃ)

প্রমীঢ় (ত্রি) প্র-মিহ সেচনে-ক্ত। ১ ঘন। ২ মূত্রিত।

"ত্বগ্‌দোষিণাং প্রমীঢ়ানাং স্নিগ্ধাভিস্যন্দিবৃংহিণাং।

শিশিরে লঙ্ঘনং শস্তমপি বাতবিকারিণাং॥"(চরক সূত্রস্থা° ২২অঃ)

প্রমীত (ত্রি) প্রী-মী হিংসায়াং-ক্ত। ১ মৃত। ২ যজ্ঞার্থ হত পশু। (অমর)

প্রমীতি (স্ত্রী) হনন, নিধন, মৃত্যু।

প্রমীলন (ক্লী) প্র-মীল-লুট্। ১ নিমীলন, মুদ্রণ।

প্রমীলা (স্ত্রী) প্রমীলনমিতি প্র-মীল-সংমীলনে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ, ততষ্টাপ্। ১ তন্দ্রী। ২ তন্দ্রা, ঝিমান। ৩ অবসাদ। ৪ মুদ্রণ। ৫ ইন্দ্রজিতের পত্নী।

প্রমীলিন্ (পুং) মুদ্রণকারী।

প্রমুক্তি (স্ত্রী) প্র-মুচ্-ক্তি। মোক্ষ, প্রকৃষ্টরূপে মোচন।

প্রমুখ (ক্লী) প্রকৃষ্টং মুখমারম্ভঃ। ১ তদাত্ব, তৎকাল। (ত্রি) ২ সম্মুখ। "যানেব হত্বা ন জিজীবিষাবস্তেঽবস্থিতা প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।" (গীতা ২ অঃ) (পুং) প্রকৃষ্টং মুখং অগ্রভাগো যস্য। ৩ পুন্নাগ বৃক্ষ। (শব্দচ°) ৪ সমূহ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) প্রকৃষ্টং মুখমাদ্যং যস্য। ৫ প্রধান।

"জলস্নিশিখাশ্চৈনং বাসুকিপ্রমুখানিশি।

স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে॥" (কুমার ২।৩৮)

৫ শ্রেষ্ঠ। ৬ প্রথম। ৭ মান্য। (শব্দরত্না°) ৮ আরম্ভ।

প্রমুখতস্ (অব্য) প্রমুখ-তসিল্। প্রমুখে।

"ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥" (গীতা ১।২৫)

প্রমুচ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত শান্তিপ° ২০৮ অঃ) (ত্রি) প্রমুঞ্চতি প্র-মুচ-ক। ২ প্রকর্ষরূপে মোক্তা, মোচনকারী।

প্রমুচু (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ১৮০ অঃ)

প্রমুদ্ (ত্রি) প্রকৃষ্টা মুৎপ্রীতির্যস্য। ১ হৃষ্ট, আনন্দিত। (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা মুৎ কর্ম্মধা°। ২ প্রকৃষ্ট আনন্দ।

"শ্রুত্বা তু পার্থিবস্তৈতৎ সম্বর্ত্তঃ প্রমুদং গতঃ।" (ভারত ১৪।৭।৬)

প্রমুদিত (ত্রি) প্র-মুদ্-ক্ত (উহুপধাদিতি। পা ১।২।২১) ইতি কিৎ। হৃষ্ট, আনন্দিত।

"বাহুত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং

পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।" (দেবীভাগ° ১।১২।৪৭)

প্রমুদিতবদনা (স্ত্রী) দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"প্রমুদিতবদনা ভবেন্নৌচরৌ।" (বৃত্তরত্না°)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও একাদশ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রমুষিত (ত্রি) চোরিত, অপহৃত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রমৃগ (অব্য°) প্রকৃষ্টা মৃগা যত্র, তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। বহুমৃগযুক্তস্থান।

প্রমৃগ্য (ত্রি) প্রমৃগ-যৎ। প্রকৃষ্টরূপে অন্বেষণীয়।

"সম্পন্নশস্যং বিষয়ং পরস্য যায়াৎ প্রমৃগ্যাং বিজয়ায় রাজা।" (কাম° ১৫।৪)

প্রমৃণ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে হিংসক। "সেনাঃ প্রমৃণো যুধা।" (ঋক্ ১০।১০৩।৪) 'প্রমৃণঃ প্রকর্ষেণ হিংসন, মৃণহিংসায়াং ইগুপধলক্ষণঃ কঃ' (সায়ণ)

প্রমৃত (ক্লী) প্রকৃষ্টং মৃতং প্রাণিহিংসিতং যত্র। মনুক্ত কর্ষণরূপ জীবনোপায়ভেদ।

"মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং।" (মনু)

'কর্ষণঞ্চ ভূমিগতপ্রচুরপ্রাণিমরণনিমিত্তত্বাৎ বহুদুঃখফলকং প্রকর্ষেণ মৃতমিব প্রমৃতং' (কুল্লূক) হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিলে, হলকর্ষণ সময়ে অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, এইজন্য উহাকে প্রমৃত কহে।

প্রমৃতক (ত্রি) প্রমৃত স্বার্থে কন্। মৃতশব্দার্থ।

প্রমৃশ (ত্রি) প্রমৃশতি মৃশ-ইগুপধেতি-ক। পণ্ডিত। "নমো-ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩৬) 'প্রমিশতি বিচারয়তি প্রমৃশঃ পণ্ডিতঃ' (বেদদীপ)

প্রমৃষ্ট (ত্রি) প্র-মৃজ্-ক্ত। ১ নিরস্ত। ২ মার্জ্জিত।

প্রমৃষ্য (ত্রি) প্রমর্ষণযোগ্য।

প্রমেয় (ত্রি) প্র-মা-কর্ম্মণি যৎ। প্রমাজ্ঞানবিষয় পদার্থ। ন্যায়দর্শনে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, "আত্মশরীরে-ন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্" (গৌতমসূ° ১।১।৯)

প্রমেয় শব্দের অর্থ প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। সূত্রে আত্মাশরীর ইত্যাদি শব্দদ্বারা কেবল লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, সুখ, অপবর্গ, এই দ্বাদশটী এবং তু শব্দবোধ্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী লক্ষ্য, সর্ব্বসমেত এই উনবিংশতিটী প্রমেয়ের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করাতে পদার্থ মাত্রেই প্রমেয়পদবাচ্য। তাহার মধ্যে আত্মাশরীর প্রভৃতি দ্বাদশটী জানিলে দুঃখময় সংসারে বিরাগ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়া শীঘ্র মোক্ষলাভ হয়। এই জন্য ঐ দ্বাদশটী বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান ও পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী বলিয়া তু শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রে মহর্ষি গৌতম আত্মাদি অপবর্গান্ত দ্বাদশটী প্রমেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কণাদোক্ত আত্মা

আংশিকভাবে ভূতপঞ্চক, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, দ্বেষ এইগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সত্য ; কিন্তু কাল ও দিক্‌ নামক দ্রব্য, সংযোগাদি গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং কণাদোক্ত পদার্থ সমূহ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। এই আপত্তি আপাত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় বটে ; কিন্তু ভাষ্যকারের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত আপত্তি সহজে নিরাকৃত হইতে পারে। উক্ত সূত্রে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ং। অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যা জ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণ।' (ভাষ্য)

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এবং তাহাদের অবান্তরভেদে অপরিসংখ্যেয় অন্য প্রমেয়ও আছে ; কিন্তু আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন এবং তাহাদের মিথ্যাজ্ঞান সংসারের হেতু, এই জন্য আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যটীকাকার বলেন—"যেষাং তত্ত্বজ্ঞানাতত্ত্বজ্ঞানাভ্যামপবর্গসংসারৌ ভবতস্তএব ন ন্যূনা নাধিকাঃ" (তাৎপর্য্যটীকা) যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ এবং যাহাদের অতত্ত্বজ্ঞানে সংসার হয়, তাদৃশ প্রমেয় এই কয়টী অর্থাৎ আত্মাদি অপবর্গান্ত দ্বাদশটী। ইহা অপেক্ষা ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। ইহাতে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন,—"অন্যদপি প্রমেয়মস্তি যস্য তু তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং তদিদং প্রমেয়মিতি তু শব্দেন জ্ঞাপয়তি।" (ন্যায়বার্ত্তিক) অন্যও প্রমেয় আছে, কিন্তু যাহার তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়, তাদৃশ প্রমেয় এই কয়টী।

মহর্ষি গৌতম স্বকৃতসূত্রে 'তু' শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় মোক্ষোপযোগিরূপে মুমুক্ষুর প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্দ্বারা অন্য প্রমেয়ের নিরাকরণ হয় নাই। সুতরাং কণাদোক্ত পদার্থসমূহও গৌতমের প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সূত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিবার আরও কারণ আছে—

"প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ" (গৌতমসূ°) এই সূত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা আরও বিশদ হইয়া পড়ে।

যে দ্রব্যদ্বারা দ্রব্যান্তরের গুরুত্বের ইয়ত্তাপরিজ্ঞান হয়, তাহার নাম তুলা। এই তুলা দ্রব্যপ্রমাণ, সুবর্ণাদি গুরুদ্রব্য প্রমেয় ; কিন্তু তুলা দ্রব্য যেরূপ প্রমাণ হয়, সেইরূপ প্রমেয়ও হইতে পারে। যখন তুলা দ্রব্যের পরিমাণ পরিজ্ঞানের জন্য সুবর্ণাদি দ্রব্যদ্বারা তুলাদ্রব্যের ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ করা হয়, তখন পরিচ্ছেদক সুবর্ণাদি দ্রব্যপ্রমাণ এবং পরিচ্ছেদ্য তুলা দ্রব্য প্রমেয় হইবে। ইহাতে বার্ত্তিককার বলেন—

"গুরুত্বপরিজ্ঞানসাধনং তুলাদ্রব্যং সমাহারগুরুত্বস্যেয়ত্তাপরিচ্ছেদনিমিত্তত্বাৎ প্রমাণং সুবর্ণাদিনা চ পরিচ্ছিদ্যমানে যস্যৈষা তুলেতি পরিচ্ছেদবিষয়ত্বেন ব্যবতিষ্ঠমানা প্রমেয়ং" (ন্যায়বার্ত্তিক)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুলাদ্রব্য যৎকালে অপর দ্রব্যের ইয়ত্তায় পরিচ্ছেদের হেতু হয়, তৎকালে তাহা প্রমাণ। যৎকালে দ্রব্যান্তর দ্বারা তুলাদ্রব্যের ইয়ত্তার পরিচ্ছেদ করা যায়, তৎকালে ঐ পরিচ্ছেদক দ্রব্যের প্রমাণ এবং পরিচ্ছেদ্যমান তুলাদ্রব্য প্রমেয় হইবে। বাস্তবিক নিমিত্তভেদে এক পদার্থে অনেক পদের প্রয়োগ পরিহার্য্য। যে অবস্থায় কোন বস্তু প্রমার সাধন হয়, সে অবস্থায় তাহা প্রমাণ। আর যে অবস্থায় ঐ বস্তু প্রমার বিষয় হয়, সে অবস্থায় তাহা প্রমেয়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সূত্রোক্ত দ্বাদশটীমাত্র প্রমেয় হইলে 'তুলাপ্রমেয়' সূত্রকারের এই উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। কেন না, সূত্রনির্দ্দিষ্ট দ্বাদশটী পদার্থের মধ্যে তুলা পঠিত হয় নাই। অথচ তুলাকে প্রমেয় বলা হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান অপবর্গের এবং অতত্ত্বজ্ঞান সংসারের হেতু, তথাবিধ প্রমেয়ই প্রমেয়সূত্রে অভিহিত হইয়াছে। অন্যবিধ প্রমেয়ও সূত্রকারের সম্মত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি হইতে পারে না। অতএব কণাদোক্ত পদার্থগুলি গৌতমের প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমেয় পদার্থে সমস্ত পদার্থের অন্তর্ভাব হইলে এক প্রমেয় পদার্থ বলিলেই হইত। গৌতম ষোড়শ পদার্থ এবং দ্বাদশ প্রমেয় ইহা স্বীকার করিলেন কেন ? ভাষ্যকার ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রস্থান ভেদরক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থ কথিত হইয়াছে। তাহা না হইলে আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

ইহাতে বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, এইরূপ স্বীকার না করিলে আন্বীক্ষিকীও ত্রয়ীর অন্তর্গত হইয়া পড়িত। ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী পৃথক্‌ প্রস্থান এই চারিটী বিদ্যা প্রাণীদিগের উপকারের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়ীর প্রস্থান অগ্নিহোত্রহবনাদি, বার্ত্তার প্রস্থান হলশকটাদি, দণ্ডনীতির প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি এবং আন্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি। প্রস্থান শব্দের অর্থ অসাধারণ প্রতিপাদ্য-বিষয়। প্রস্থানভেদেই বিদ্যাভেদ হইয়া থাকে। ফলে ন্যায়ের সহিত যে সকল পদার্থের সংস্রব আছে, গৌতম সেই সকল পদার্থ বলিয়াছেন, সুতরাং সংশয়াদির কীর্ত্তন নিরর্থক ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহারা সাক্ষাৎ প্রমেয় পদার্থে পঠিত হইয়াছে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান এবং সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান, ইহা বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ের অন্তর্গত। শব্দরূপ প্রমাণ অর্থরূপ প্রমেয়ের অন্তর্গত; কিন্তু চক্ষুরাদি পদার্থ প্রমার সাধন অবস্থায় প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রমার বিষয় অবস্থায় তাহাই আবার প্রমেয়পদবাচ্য হয়। উল্লিখিত কারণে প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত হইলেও পৃথক্‌ভাবে কথিত হইয়াছে। (ন্যায়দর্শন) [আত্মাদি দ্বাদশটী প্রমেয়ের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বেদান্ত মতে শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মই একমাত্র প্রমেয়। ২ পরিচ্ছেদ। ৩ অবধার্য্য।

প্রমেয়ত্ব (ক্লী) প্রমেয়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রমেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রমেহ (পুং) প্রকর্ষেণ মেহতি ক্ষরতি বীর্য্যাদিরনেনেতি প্র-মিহ ক্ষরণে করণে ঘঞ্। স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ। মেহরোগবিশেষ। (A urinary affection, a gleet, gonnorrhœa) পর্য্যায়—মেহ, মূত্রদোষ। (রাজনি°) বহুমূত্রতা। (হেম) এই রোগের লক্ষণ—

"আস্যা সুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রাম্যোদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥"
(মাধবনি°)

সর্ব্বদা উপবেশন বা শয়ন, দধি, গ্রাম্যমাংস, ঔদকমাংস ও আনূপমাংস, দুগ্ধ, ও নূতন তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ, নূতন জল, চিনি ও সন্দেশ প্রভৃতি অতিশয় মিষ্টভোজন এবং কফজনক দ্রব্য সকল ভোজন করিলে প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়।

সুশ্রুতে লিখিত আছে—দিবাস্বপ্ন, অপরিশ্রমী ও আলস্যপ্রসক্ত হইলে এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর দ্রব অন্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই প্রমেহ হয়। এইরূপ অহিতাচারী পুরুষের বাতপিত্তশ্লেষ্মা পরিপাক না হইয়াই মেদধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে। তথায় বস্তিমুখ আশ্রয় করিয়া ভেদকরণের ন্যায় যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। এই সকল লক্ষণ হইলে প্রমেহ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। করতল ও পদতলে দাহ, দেহ স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও ভার, মূত্র শুক্লবর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দন্তে মলের উৎপত্তি, কেশের জটিলভাব এবং নখবৃদ্ধি প্রমেহরোগের পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে হইবে। সকল প্রকার প্রমেহেই মূত্র আবিল ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। প্রমেহরোগে দোষসম্ভূত পীড়কা সকল উৎপন্ন হয়। এই রোগে জননেন্দ্রিয়ের উপর যে ব্রণ হয়, তাহাকে পীড়কা কহে। প্রমেহরোগ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ ও লালামেহ এই দশ প্রকার কফজ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ছয় প্রকার পিত্তজ; বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিপ্রকার বাতজ।

এই সকল প্রমেহরোগ হইবার পূর্ব্বে দন্ত, চক্ষু ও কর্ণাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত ও পদাদি জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। অধিক পরিমাণ মূত্র ও মূত্রের আবিলতা এই দুইটী সাধারণ লক্ষণ। উদকপ্রমেহে মূত্র আবিল, কখন বা স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, পরিমাণে অধিক শ্বেতবর্ণ, জলবৎ ও গন্ধহীন হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্টাস্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিলে ঘন হইয়া যায়। সুরামেহে সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নভাগে ঘন মূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত এবং পিটুলীগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও বহুপরিমাণে প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রতুল্য বা শুক্রমিশ্রিত হয়। সিকতামেহে মূত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন পদার্থ নির্গত হয়। শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুস্বাদ ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। শনৈর্ম্মেহে অতি মন্দবেগে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে লালাযুক্ত তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। ক্ষারমেহে মূত্র ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়। নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কালবর্ণের মূত্র নিঃসৃত হয়। হরিদ্রামেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসযুক্ত এবং মূত্রত্যাগকালে লিঙ্গনালে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। মাঞ্জিষ্ঠমেহে মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও আঁসটে গন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। রক্তমেহে মূত্র আঁসটে গন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও লবণাস্বাদ হয়। বসামেহে বসাতুল্য অথবা বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বসামেহকে সর্পির্ম্মেহ নামেও অভিহিত করেন। মজ্জমেহে মূত্র মজ্জতুল্য বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে। হস্তিমেহে রোগী সর্ব্বদা মত্তহস্তীর ন্যায় অধিক মূত্র ত্যাগ করে ও মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে কোনরূপ বেগ উপস্থিত হয় না। কখন কখন বা মূত্ররোধ হইতে দেখা যায়।

প্রমেহরোগের উপদ্রব—দশ প্রকার কফজমেহে অজীর্ণ, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, কাসের সহিত কফনিষ্ঠীবন ও পীনস; ছয় প্রকার পিত্তজমেহে বস্তি ও লিঙ্গনালে সূচীবেধবৎ বেদনা, লিঙ্গনাল মধ্যে পাক, অণ্ডকোষ ফাটাফাটা হওয়া, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এবং চারিপ্রকার বাতজমেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল,

অনিদ্রা, শোষ, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। উপদ্রবযুক্ত সকল প্রকার প্রমেহই প্রায় কষ্টসাধ্য।

পিত্তজ প্রমেহে বৃষণদ্বয়ের অবদারণ (লম্বিত হওয়া), বস্তিভেদ, মেঢ্রতোদ (উপস্থের টনটনানি), হৃদিশূল, অম্লিকাজ্বর, অতিসার, অরুচি, বমন, গাত্রের উত্তাপ, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, নিদ্রানাশ, পাণ্ডুরোগ, বিষ্ঠা ও মূত্রের পীতবর্ণতা এই সকল উপদ্রব হয়।

এই সকল প্রমেহ উপস্থিত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে অসাধ্য হয়। শরীরে বসা ও মেদ অধিক থাকিলে এবং সমস্ত ধাতু ত্রিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে প্রমেহরোগীর শরীরে দশ প্রকার পীড়কা জন্মে। এই সকল পীড়কার নাম শরাবিকা, সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মসূরিকা, অলজী, বিদারিকা ও বিদ্রধিকা। ইহাদের লক্ষণ—শরাবের ন্যায় পরিমাণ ও তাহার মধ্যস্থল নিম্ন হইলে শরাবিকা; শ্বেতসর্ষপ তুল্য পরিমাণ ও তাহার ন্যায় শরীরে স্থিত হইলে সর্ষপী; দাহযুক্ত ও কূর্ম্মের ন্যায় সংস্থিত হইলে কচ্ছপিকা; তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালে আবৃত হইলে জালিনী, পীড়কা নীলবর্ণ ও উন্নত হইলে বিনতা, ইহা সঙ্কুচিত ও উন্নত হইলে পুত্রিণী, মসূরের ন্যায় সংস্থিত হইলে মসূরিকা, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ কঠিন স্ফোটযুক্ত হইলে অলজী, ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন হইলে বিদারিকা এবং বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও বিদ্রধিকা এই সকল নামে অভিহিত হয়। যদি রোগীর দুর্ব্বল অবস্থায় মলদ্বারে, হৃদয়ে, মস্তকে, অংসদেশে, পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থানে উপদ্রববিশিষ্ট পীড়কা হয়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য এবং সমস্ত শরীর নিষ্পীড়ন করিয়া যদি মেদ, মজ্জা ও বসাযুক্ত আস্রাব বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে নিঃসৃত হয়, তবে তাহা বায়ু জন্য এবং ইহাও অসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। প্রমেহের পূর্ব্ব লক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলে ও মূত্র অধিক পরিমাণে হইলেই প্রমেহ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। পীড়কাতে অতিশয় পীড়িত ও উপদ্রববিশিষ্ট হইলে মধুমেহ হয়, এই মধুমেহ দুঃসাধ্য।

সকল প্রকার প্রমেহ রোগ অচিকিৎস্যভাবে অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে মধুমেহরূপে পরিণত হয়। তাহাতে মূত্র মধুর ন্যায় ঘন, পিচ্ছিল, পিঙ্গলবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে। মধুমেহ অবস্থায় যে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই সেই দোষজাত প্রমেহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত নিদান° ৬ অঃ)

প্রমেহরোগ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য। এ জন্য এই রোগ হইবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করা আবশ্যক। সুশ্রুতের মতে— প্রমেহরোগ দুই প্রকার সহজ ও কুপথ্য জন্য। পিতামাতার বীজদোষ জন্য হইলে এই রোগ সহজ এবং কুপথ্য দ্বারা জন্মিলে কুপথ্যজন্য কহে। উভয় প্রকার প্রমেহেরই প্রথম উপদ্রব শরীরের কৃশতা, রুক্ষতা, অল্প আহার, পিপাসা ও বেগে পরিসরণ। উত্তর কালের উপদ্রব—দেহের স্থূলতা, স্নিগ্ধতা, অধিক আহার, শয্যাপ্রিয়তা, আসনপ্রিয়তা বা নিদ্রাশীলতা। এই সকল লক্ষণই প্রায় ঘটিয়া থাকে। কৃশ হইলে অন্নপানের নিয়ম দ্বারা ও স্থূল হইলে উপবাসাদি কার্শকর ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা বিধেয়।

প্রমেহরোগীর পক্ষে সৌবীরক (কাঁজী), তুষোদক, শুক্ত, সুরা, আসব, দুগ্ধ, জল, তৈল, ঘৃত, ইক্ষুবিকার, দধি, পিষ্টান্ন, অম্লপানক, গ্রাম্য বা অনূপদেশজাত পশুর মাংস এই সকল বিশেষ নিষিদ্ধ।

শালি, ষষ্টি, যব, গোধূম, কোদ্রব, ও উদ্দালক এই সকল পুরাতন হইলে প্রমেহরোগী ভক্ষণ করিতে পারে। চণক, আঢ়কী, কুলত্থ, মুদ্গ বা নিকুম্ভাদি তৈলে পাক করা, তিক্ত বা কষায় রসবিশিষ্ট শাক, মূত্ররোধকারী জাঙ্গলমাংস ও অপর যে সকল দ্রব্যে মেদ শুষ্ক হয়, সেই সকল দ্রব্য ঘৃত ভিন্ন পাক করিয়া প্রমেহরোগী ভোজন করিতে পারে। অম্লভোজন নিষিদ্ধ। স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক। প্রমেহের আধিক্য অবস্থায় স্নান না করিলেই ভাল।

প্রমেহরোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার তৈলের দ্বারা বা প্রিয়ঙ্গু আদি সিদ্ধ ঘৃতদ্বারা নিঃশেষে বমন ও বিরেচন করাইতে হইবে। বিরেচনের পর সুরসাদিকষায়দ্বারা আস্থাপন করিবে। শরীরে দাহ থাকিলে স্নেহবর্জ্জিত ন্যগ্রোধাদির কষায়ে শুণ্ঠী, ভদ্রদারু ও মুস্তা প্রক্ষেপপূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধবযোগে পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাদ্বারা দেহবিশুদ্ধ হইলে হরিদ্রা, আমলকীর রস, মধুযোগে পান অথবা ত্রিফলা, রাজগুমুক, দেবদারু ও মুস্ত ইহাদের একযোগে কষায় বা শাল কম্পিল্ল ও মুষ্কক একযোগে অক্ষপরিমিত কল্ক অথবা হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর রস মধুসংযোগে পান করিবে। কুটজ, কপিত্থ, রোহিত, বিভীতক ও সপ্তপর্ণপুষ্প একযোগে কল্ক অথবা নিম্ব, আরগ্বধ, সপ্তপর্ণ, মূর্ব্বা, কুটজ, সোমবৃক্ষ বা পলাশ এই সকল বৃক্ষের ত্বক্, পত্র, মূল, ফল ও পুষ্প একযোগে কষায় প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

উদকমেহে পারিজাতকষায়, ইক্ষুমেহে জয়ন্তীকষায়, সুরামেহে লিঙ্গকষায়, সিকতামেহে চিত্রককষায়, শনৈর্মেহে খদির-কষায়, লবণপ্রমেহে পাঠা ও অগুরু একযোগে কষায়, পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একযোগে কষায়, সান্দ্রমেহে সপ্তপর্ণকষায়, শুক্রমেহে দূর্ব্বা, শৈবাল, প্লব, হঠ, করঞ্জ ও কসেরুক একযোগে কষায়, অথবা ককুভ ও রক্তচন্দন একযোগে কষায়, ফেনমেহে ত্রিফলা, আরগ্বধ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের একযোগে কষায় মধুযোগে পান করিবে। কফজ প্রমেহে

শেষোক্ত দুই প্রকার অধিক পরিমাণে মধুসংযোগে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পিত্তজ নীলপ্রমেহে শালসারাদি কষায়, বা অশ্বত্থকষায়, হরিদ্রামেহে রাজবৃক্ষকষায়, অম্লমেহে মধু-মিশ্রিত ন্যগ্রোধাদি কষায়, ক্ষারমেহে ত্রিফলাকষায়, মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা ও চন্দন একত্র করিয়া কষায়, শোণিতমেহে গুড়ূচি, তিন্দুকাস্থি, খর্জ্জূর ও গাম্ভারী একত্র করিয়া কষায় ও মধু-সংযোগে পান বিশেষ উপকারজনক।

যে সকল প্রমেহ অসাধ্য বলা হইয়াছে, ঐ সকল প্রমেহ-রোগ চিকিৎসিত হইলে যাপ্য হইয়া থাকে। এই জন্য অসাধ্য প্রমেহেরও চিকিৎসা বিধেয়। অসাধ্যপ্রমেহ মধ্যে সর্পিমেহে কুষ্ঠ, কুটজ, পাঠা, হিঙ্গু, ও কটুকী ইহাদের কল্ক, গুড়ূচি ও চিত্রকের কষায় সহযোগে পান; বসামেহে অগ্নিমন্থ বা শিংশপার কষায়, ক্ষৌদ্রমেহে খদির বা গুবাককষায়, হস্তিমেহে তিন্দুক, কপিত্থ, শিরীষ, পলাশ, পাঠা, মূর্ব্বা ও দুরালভা, একযোগে কষায় মধুসংযোগে সেবনে ঐ সকল অসাধ্য প্রমেহ যাপ্য থাকে। এই সকল প্রমেহে হস্তী, অশ্ব, শূকর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহাদিগের অস্থির ক্ষার সেবনেও প্রশমিত হয়। প্রমেহে জ্বালা থাকিলে জলীয় কন্দ ও দুগ্ধ সহ যবাগু প্রস্তুত করিয়া মধুসংযোগে সেবন করিলে উপকার হয়।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তা, যূথিকা, পদ্মা, লোহিতিকা, অম্বষ্ঠা, দাড়িম-ত্বক্‌, শালপর্ণী, পুন্নাগ, নাগকেশর, ধাতুকী, ধাতকী, ধকুল, শাল্মলী ও মোচরস ইহাদের একযোগে অরিষ্ট, অবলেহ বা আসব প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহরোগ নিরাময় হয়। শৃঙ্গাটক, গিলোড্যবিষ, মৃণাল, কশেরুক, যষ্টিমধু, আম্র, জম্বু, অসন, অর্জ্জুন, শোনালী, রোধ্র, ভল্লাতক, চর্ম্মবৃক্ষ, গিরিকর্ণিকা, শৈলজ, নিচুল, দাড়িম, অজকর্ণ, হরিবৃক্ষ, রাজাদন, গোপঘণ্টা ও বিকঙ্কত, এই সকল একযোগে অরিষ্ট, অবলেহ বা আসব প্রস্তুত করিয়া সেবনে প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়।

প্রমেহরোগ বৃদ্ধি হইলে ব্যায়াম, যুদ্ধ, ক্রীড়া, গজ, তুরঙ্গ ও রথাদিতে ভ্রমণ এবং অস্ত্রসঞ্চালন করিলে উপকার হয়। রোগী নির্ধন ও নিঃসহায় হইলে পাদুকা ও ছত্র পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাহার ও সংযতচিত্ত হইয়া শত যোজনের অধিক ভ্রমণ করিবে। শ্যামাক, নীবার, আমলক, কপিত্থ, তিন্দুক ও অশ্মন্তক ফল আহার করিয়া বনে বনে ভ্রমণ, সর্ব্বদা গো ও ব্রাহ্মণের অনুগামী হইয়া গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ করিবে। ইহাতে প্রমেহরোগের শান্তি হয়। প্রমেহরোগের পীড়কা হইলে তাহারও চিকিৎসা বিধেয়। প্রমেহরোগীর মূত্র পিচ্ছিলতা ও আবিলতাশূন্য, নির্ম্মল, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট হইলে রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যাইবে। (সুশ্রুত চিকি° ১২-১৩অ°)

প্রমেহরোগের কতকগুলি মুষ্টিযোগ—প্রমেহরোগ স্বভা-বতঃই কষ্টসাধ্য। এই রোগ হইবামাত্রই বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস ও কচি শিমুলের রস প্রমেহরোগের উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। ত্রিফলা, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ, মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর রসও ঐরূপ উপকারী। শুক্রমেহে দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস, অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাচাদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া এবং জল অর্দ্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পলাশফুল একতোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা একত্র করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়। বঙ্গভস্ম প্রমেহরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিমুলফুলের রস, মধু ও হরিদ্রাচূর্ণের সহিত ২ রতি পরিমাণে বঙ্গভস্ম সেবন করিলে প্রমেহরোগ আশু প্রশমিত হয়।

প্রমেহরোগে মূত্ররোধ হইলে কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিবে। কুশাবলেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পাতরকুচি পাতার রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে মূত্ররোধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

এলাদিচূর্ণ, মেহকুলান্তরস, মেহমুদ্গরবটিকা, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, বৃহৎহরিশঙ্কররস, চন্দনাসব ও দাড়িমাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রমেহমিহির প্রভৃতি তৈল রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার প্রমেহরোগেই প্রয়োগ করা যায়।

প্রমেহ জন্য পীড়কা হইলে তাহাতে যজ্ঞডুমুরের আটা লাগাইবে, অথবা সোমরাজী বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর-বীজ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবনে প্রমেহপীড়কা প্রশমিত হয়। শারিবাদিলৌহ, শারিবাদি আসব ও মকরধ্বজরস এই অবস্থায় উপযুক্ত ঔষধ। প্রমেহরোগের অন্যান্য ঔষধও ইহাতে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্লদ্রব্য, কলাইয়ের দাইল, দধি, গুড়, লাউ, তালশাঁস ও অন্যান্য কফবর্দ্ধক দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মূত্রের বেগধারণ ও অধিক ধূমপান প্রভৃতি প্রমেহ রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহরোগ হয় না।

"রজঃ প্রবর্ত্ততে যস্মাৎ মাসি মাসি বিশোধয়েৎ।
সর্ব্বান্ শরীরদোষাংশ্চ ন প্রমেহন্ত্যতঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

নারীগণের প্রতিমাসে রজোরক্ত স্রাব হইয়া শারীরিক সমস্ত দোষ বিশোধিত হয়, একারণ স্ত্রীগণ প্রমেহরোগাক্রান্ত হয় না। কিন্তু কোন কোন অনার্ত্তবা স্ত্রীলোকের এ রোগ হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগী, কেহ বা বলবান্, কৃশ বা দুর্ব্বল থাকে। তন্মধ্যে কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বল ও মাংসবৃদ্ধিকর ঔষধ এবং অধিক দোষ ও বলসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বিরেচনাদি দিলে উপকার হয়, বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল উর্দ্ধাধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে প্রমেহরোগীকে সংশোধন সেবন করান নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধ উপযুক্ত। বিষ্কির (হংস, ময়ুর, ও কুক্কুটাদি), প্রতুদ (কপোতাদি) পক্ষী এবং ছাগাদি জাঙ্গল পশুর মাংসের যুষ, অল্প পরিমাণে কষায় রস, চূর্ণ, অবলেহ, মসুর ও মুদ্গ প্রভৃতি লঘু আহার প্রমেহরোগে হিতকর। শ্যামাক, কামিনীধান্য, গোধূম, ছোলা, অড়হর, ও কুলথ কলাই, এই সকল দ্রব্য বৎসরাতীত হইলে তাহা সেবনে হিতকর। মধু ও হরিদ্রাসংযুক্ত আমলকীর রস, ত্রিফলা, দেবদারু ও মুথার ক্বাথ, এবং মধুসংযুক্ত ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথার ক্বাথ পান করিলে প্রমেহ প্রশমিত হয়। ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে বা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি চূর্ণ নারিকেলের মধ্যভাগে নিহিত করিয়া ঐ ফল একরাত্রি পঙ্ক মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিবে, প্রাতঃকালে তাহা তুলিয়া লইয়া ঐ চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে বহুদিনের প্রমেহ নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কুশাবলেহ, শিলাজতু, সালসারাদিলেহ, দাড়িমাদ্যঘ্বত, বৃহদ্ দাড়িমাদ্যঘ্বত, মহাদাড়িমাদ্য ঘ্বত, বিড়ঙ্গাদি লৌহ, পঞ্চাননরস, মেহকুলান্তকরস, মেহানলরস, চন্দ্রকলা, তারকেশ্বর, সোমেশ্বররস, সর্ব্বেশ্বররস, বেদবিদ্যাবটী, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, বঙ্গাষ্টক, বসন্তকুসুমাকররস, চন্দ্রপ্রভাদি বটিকা, মেহমিহির-তৈল, প্রমেহমিহিরতৈল, ইন্দ্রবটী, মেহমুদ্গরবটিকা, সোমনাথরস ও দেবদার্ব্বরিষ্ট এই সকল ঘ্বত ও তৈল সেবনে প্রমেহরোগ আশু প্রশমিত হয়। চিকিৎসক রোগীর ধাতু এবং বলাবল বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগা°)

ভাবপ্রকাশ, চরক, চক্রদত্ত প্রভৃতিতে এই রোগের বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে, তাহা লিখিত হইল না।

এই রোগ মহাপাতকজ। অতএব এই রোগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। [মেহরোগ দেখ।]

প্রমেহমিহিরতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তত প্রণালী তিল তৈল ৪ সের, ক্বাথার্থ লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বামুনহাটি, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা, প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহ, পিপাসা ও মুখশোষাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার প্রমেহ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগা°)

প্রমেহিন্ (পুং) প্র-মিহ-ণিনি। প্রমেহরোগী। প্রমেহরোগযুক্ত। "কিঞ্চিচ্চাপ্যধিকং মূত্রং তং প্রমেহিনমাদিশেৎ।"(সুশ্রুত নি° ৬অঃ)

প্রমোক্তব্য (ত্রি) প্র-মুচ্-তব্য। মুক্তির যোগ্য।

প্রমোক্ষ (পুং) ১ বিমুক্তি। ২ নির্ব্বাণ। ৩ ত্যাগ, ফেলা।

প্রমোক্ষণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে মুক্তি।

প্রমোচন (ত্রি) প্রকর্ষেণ মুচ্যতেঽনেন প্র-মুচ-ল্যুট্। প্রকৃষ্ট মোচনকর্ত্তা, যিনি উত্তমরূপে মোচন করেন।

"মহাশ্রমে বসেদ্রাত্রিং সর্ব্বপাপপ্রমোচনে।" (ভারত ৩।৮৪।৫০)

২ প্রমোচনসাধন। (ক্লী) ৩ প্রকৃষ্টরূপে মোচন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রমোচনী। ৪ গবাক্ষী। ৫ গোতুম্বা। (জটাধর)

প্রমোদ (পুং) প্র-মুদ-হর্ষে-ভাবে ঘঞ্। ১ হর্ষ, প্রিয়লাভ নিমিত্ত প্রকৃষ্ট হর্ষ। "উৎপাদ্য পুত্রজননপ্রভবং প্রমোদং
দত্ত্বা পুনর্বিরহজং কিল দুঃখভারম্।" (দেবীভাগ° ৪।২৪।৫৫)

২ আমোদ, গন্ধবিশেষ। প্রকৃষ্টো মোদো যস্য। (ত্রি) ৩ প্রমোদযুক্ত, হর্ষযুক্ত। (পুং) ৪ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭ অ°) ৫ কুমারানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অ°) ৬ মুখ্য সিদ্ধিভেদ।

"তিস্রশ্চ মুখ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রমোদমুদিতমোদমানাঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

তিন প্রকার মুখ্যসিদ্ধি—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। সর্ব্বোৎকর্ষে যখন আধ্যাত্মিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তখন এই সিদ্ধি হয়।

প্রমোদক (পুং) ১ ষষ্টিকধান্য। ২ শালিধান্য বিশেষ।
(চরক-সূ° ২৭ অ°)

প্রমোদন (ত্রি) প্রমোদয়তি প্র-মুদ-ণিচ্-ল্যু। ১ হর্ষকারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৯) ণিচ্-ল্যুট্। (ক্লী) ৩ হর্ষসম্পাদন। আনন্দ জন্মান।

প্রমোদমান (ক্লী) সাংখ্যবর্ণিত অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটী।

প্রমোদসট্টক (ক্লী) কৃতান্নভেদ। ইহার লক্ষণ—

"সান্দ্রে দধ্নি মরীচং পিপ্পলী শুণ্ঠী লবঙ্গকর্পূরম্।
এষাং চূর্ণং শাকং শর্করয়া মর্দ্দ্য শুদ্ধবস্ত্রেণ॥
গালয়িত্বা ক্ষিপেত্তস্মিন্ পক্বদাড়িমবীজকম্।
প্রমোদসট্টকং হ্যেতদ্বর্দ্ধমানগুণৈঃ সমম্॥" (বৈদ্যকনি°)

ঘন দধিতে মরীচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, লবঙ্গ ও কর্পূর ইহাদের চূর্ণ চিনির সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রে ছাকিয়া ফেলিতে হইবে, তৎপরে ইহাতে পক্বদাড়িমবীজ নিক্ষেপ করিলে তাহাকে প্রমোদসট্টক বলা যায়। ইহার গুণ শুক্র, দীপ্তি ও রুচিকর, বলবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, শ্রম, গ্লানি ও তৃষ্ণানাশক।

প্রমোদিত (ত্রি) প্র-মুদ-হর্ষে-ক্ত (উদুপধাদিতি। পা ১।২।২১) ইতি কিদ্ভাবঃ। প্রমোদোঽস্য জাত ইতি তারকাদিত্বাদিতচ্ বা। ১ প্রমোদযুক্ত, আনন্দিত। (পুং) ২ কুবের।

প্রমোদিন্ (ত্রি) প্রমোদয়তীতি প্র-মুদ-ণিচ্-ণিনি। ১ প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্ত। ২ প্রহর্ষজনক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রমোদিনী, জিঙ্গিনী বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৪ প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্তা।

প্রমোহ (পুং) প্র-মুহ-ঘঞ্। প্রকৃষ্টরূপমোহ, মূর্চ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব। স্বার্থে-কন্। প্রমোহক, মূর্চ্ছা।

প্রমোহন (ক্লী) প্রমুহ্যতে হনেন প্র-মুহ-করণে-ল্যুট্, প্রমোহয়তি প্র-মুহ-ণিচ্-ল্যু বা। প্রমোহসাধন, প্রমোহকারক অস্ত্রভেদ। যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে বিপক্ষদিগের মোহের উৎপত্তি হয়, তাহাকে প্রমোহনাস্ত্র কহে। (ভারত ভীষ্মপ° ৭৭ অ°) (ত্রি) ২ প্রমোহকারক মাত্র।

প্রমোহিন্ (ত্রি) প্রমোহয়তীতি প্র-মুহ-ণিনি। মোহজনক।

প্রম্লোচন্তী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (শুক্লযজু° ১৫।১৭)

প্রম্লোচা (স্ত্রী) প্রম্লোচতি তাপসাদীন্ প্রতিগচ্ছতীতি প্রম্লুচ-গতৌ অচ্-টাপ্। অপ্সরোবিশেষ।

"তত্র তস্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরমা।
প্রম্লোচা নাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে বরাপ্সরাঃ॥" (গরুড়পু° ৯০ অ°)

প্রযক্ষ (পুং) প্র-যক্ষ-পূজায়াং অচ্। পূজ্য। "তদু-প্রযক্ষতমমস্য কর্ম্ম" (ঋক্ ১।৬২।৬) 'প্রযক্ষতমং অতিশয়েন পূজ্যং' (সায়ণ)

প্রযজ্ (স্ত্রী) বলি, উৎসর্গ।

প্রযজ্যু (ত্রি) প্র-যজ 'যজিমনিশুন্ধিদসিদনিভ্যো যুচ্' ইতি যুচ্, নিরনুনাসিকত্বাৎ অনাদেশো ন। অধ্বর্য্যু। "অসামিহি প্রযজ্যবঃ" (ঋক্ ১।৩৯।৯) 'প্রযজ্যবঃ প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ' (সায়ণ)

প্রযত (ত্রি) প্র-যম-ক্ত বা প্রযতে ধর্ম্মাদ্যর্থমিতি প্র-যত-অচ্। পবিত্র, সংযত।

"ব্রহ্মচার্য্যা হরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽম্বহম্।" (মনু ২।১৮৩) ২ নম্র। প্র-যত-অচ্। ৩ প্রযত্নবিশিষ্ট। প্র-যম-ক্ত। ৪ দত্ত।

প্রযতি (স্ত্রী) প্র-যম-ক্তিন্। প্রথম সংযম।

প্রযতিতব্য (ত্রি) প্র-যত-তব্য। প্রযত্নের যোগ্য।

প্রযত্তব্য (ত্রি) প্রযত্নযোগ্য।

প্রযতাত্মন্ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৭) প্রযতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য। ২ প্রযতস্বভাব।

প্রযত্ন (পুং) প্র-যত যত্নে (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। প্রকৃষ্টযত্ন, প্রয়াস, অধ্যবসায়। চেষ্টা।

"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্।
চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা॥
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ।
নিবৃত্তিস্তু ভবেদ্দ্বেষা দ্বিষ্টসাধনতা ধিয়ঃ॥
যত্নো জীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।
শরীরে প্রাণসঞ্চারে কারণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রযত্ন তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান, চিকীর্ষা (ইহা আমার কর্ত্তব্য এইরূপ ইচ্ছা), কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান ও উপাদানপ্রত্যক্ষ এইগুলি প্রবৃত্তির কারণ। যাহা করিবার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিবার জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি বিবেচনা হয় যে, এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ না হইলে সে কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটশরাবাদির নির্ম্মাণে ও তণ্ডুলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে কেহ প্রবৃত্ত হয় না এবং হইতেও পারে না। শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যে প্রযত্নপ্রভাবে হয়, তাহার নাম জীবনযোনি-প্রযত্ন। ২ ফলার্থীদিগের প্রারব্ধ কর্ম্মের অবস্থাপঞ্চকের অন্তর্গত অবস্থাভেদ।

"প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্ত্যৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।" (সাহিত্যদ°)

ফলের অপ্রাপ্তিতে অতিত্বরান্বিত যে ব্যাপার তাহাকে প্রযত্ন কহে।

প্রযত্নবৎ (ত্রি) প্রযত্নোঽস্যাস্তি প্রযত্ন-মতুপ্ মস্য ব। প্রযত্নযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রযত্নশৈথিল্য (ক্লী) স্বাভাবিক প্রযত্নের উপরমপূর্ব্বক প্রযত্নভেদ। ইহা যোগাঙ্গ আসনসিদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে—"প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাং" (পাতঞ্জলদ° ২।৪৭) 'চলত্বাৎ স্থৈর্য্যবিঘাতকস্য স্বাভাবিক-

প্রযত্নস্য শৈথিল্যং উপরমঃ' (ভোজবৃত্তি) আসন জয় করিতে হইলে শাস্ত্রবিহিত প্রযত্নের আবশ্যক। আসন জয় করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রযত্ন করিতে নাই, অর্থাৎ অযোগী মনুষ্য সর্ব্বদা যেরূপ প্রযত্নে উপবেশন করে, সেইরূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন শিক্ষা করিয়া সেই প্রযত্ন প্রয়োগ-পূর্ব্বক আসন জয় করিতে হয়। স্বাভাবিক প্রযত্নের উপরম হইলে যোগশাস্ত্রোক্ত যে প্রযত্নবিশেষ, তাহাই প্রযত্নশৈথিল্য-নামে অভিহিত হয়।

প্রযন্তৃ (ত্রি) প্র-যম-তৃচ্। ১ প্রকর্ষরূপে যন্তা। ২ দাতা। (ঋক্ ১৷৫১৷১৪)

প্রযস্ (ক্লী) প্রযস্যতেঽত্র প্র-যস-আধারে ক্বিপ্। অন্ন। (নিঘণ্টু)

প্রযস্ত (ত্রি) প্র-যস-প্রযত্নে-ক্ত। ১ প্রয়াসদ্বারা কৃত। ২ সুসংস্কৃত। (ত্রি) ৩ ঘৃতচতুর্জ্জাতকাদি দ্বারা প্রযত্নসংস্কৃত ব্যঞ্জন।

প্রযস্বৎ (ত্রি) হবির্লক্ষণান্নযুক্ত। "ত্বা বয়ং প্রযস্বন্তঃ সুতে সচা" (ঋক্ ১৷১৩০৷১) 'প্রযস্বন্তঃ হবির্লক্ষণান্নবন্তঃ' (সায়ণ)

প্রযা (স্ত্রী) প্রকর্ষরূপে শত্রুর প্রতি অভিযায়ী বল। "অমিত্রাযুধো মরুতামিব প্রযাঃ" (ঋক্ ৩৷২৯৷১৫) 'প্রযাঃ প্রকর্ষেণ শত্রূনভিযান্তীতি প্রযা বলানি।' (সায়ণ)

প্রয়াগ (পুং) প্রকৃষ্টো যাগো যাগফলং যস্য যস্মাৎ বা। ১ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমজাত তীর্থ।

প্রয়াগ তীর্থের বিষয় প্রায় সকল পুরাণেই লিখিত আছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার মাহাত্ম্যের বিষয় লিখিত হইল। প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে প্রধান। এ সম্বন্ধে একটী চলিত প্রবাদ আছে, তাহা এই—

'প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মরগে পাপী যথা তথা'

পাপী সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি প্রয়াগতীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর পাপের ভীতি থাকে না। মৎস্যপুরাণে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যের বিষয় ১০২ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

"এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ন শক্যং কথিতুং রাজন্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥" ইত্যাদি।
(মৎস্যপু° ১০২ অ°)

প্রয়াগতীর্থ প্রজাপতির ক্ষেত্র এবং ত্রিলোকবিখ্যাত। ইহার মাহাত্ম্য শতবর্ষ ধরিয়া বলিলেও শেষ করা যায় না। এই তীর্থে স্রোতস্বতী গঙ্গা ও যমুনা বিদ্যমান আছেন। ষষ্টি সহস্র বীরপুরুষ গঙ্গাকে এবং স্বয়ং সূর্য্যদেব যমুনাকে সতত রক্ষা করেন। এখানে একটী বট আছে, স্বয়ং শূলপাণি তাহার রক্ষক। দেবতা সকল মিলিত হইয়া এই সকল পাপনাশক স্থানকে রক্ষা করেন। ইহার এমনই মাহাত্ম্য যে, নাম মাত্র স্মরণে পাপের ক্ষয় এবং এই তীর্থের দর্শনে সকল পাপ দূর হয়। এই তীর্থে পাঁচটী কুণ্ড আছে, তাহার মধ্যে জাহ্নবী দেবী অবস্থিত আছেন। প্রয়াগতীর্থে প্রবেশ করিবামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে পাপ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মনে মনে যে সকল কামনা করা যায়, তাহা সকলই সিদ্ধ হয়। এই তীর্থে স্নানদানাদি এবং পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যদি দেহাবসান হয়, তাহা হইলে দীপ্তকাঞ্চনসদৃশ ও সূর্য্যতুল্য তেজস্ক বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গতি হইয়া থাকে* এবং স্বর্গলোকে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মধ্যে বাস হইয়া থাকে। দেশ, বিদেশ, গৃহ বা অরণ্য যে কোন স্থলে মৃত্যুকালে প্রয়াগ নাম স্মরণপূর্ব্বক মৃত্যু হইলে তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। যখন তাহাদের পুণ্যক্ষয় হয়, তখন তাহারা স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

প্রয়াগতীর্থে যদি একটীমাত্র পয়স্বিনী গাভী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, তাহা হইলে তাহার পঞ্চকোটিগুণ অধিক ফললাভ হয়। এই তীর্থে যানদ্বারা গমন করিতে নাই। যদি কেহ ধনগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া যানযোগে এই তীর্থে গমন করে, তাহার পক্ষে এই তীর্থ নিষ্ফল হয়। অতএব তীর্থফলকামী কেহই যানারোহণে এই তীর্থে গমন করিবে না।

"ঐশ্বর্য্যলোভমোহাদ্বা গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ।
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাৎ যানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (মৎস্যপু°)

* "সংক্ষেপেণ তু বক্ষ্যামি তস্য তীর্থস্য যৎফলম্।
ষষ্টিবীরসহস্রাণি যত্র রক্ষন্তি জাহ্নবীম্॥
যমুনাং রক্ষতি সদা সবিতা সপ্তবাহনঃ।
তং বটং রক্ষতি শিবঃ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ॥
স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
প্রয়াগং স্মরমাণস্য যান্তি পাপানি সংক্ষয়ম্॥
দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র! তেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী।
প্রয়াগস্য প্রবেশাদ্বৈ পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥
মনসা চিন্তিতান্ কামান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ততো গত্বা প্রয়াগন্তু সর্ব্বদেবাভিরক্ষিতং।
ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ॥
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সমাগতা মহাভাগ! যমুনা যত্র নির্ম্মলা।
তত্রোপবিশ্য রাজেন্দ্র! স্বর্গলোকমুপাশ্নুতে॥
গঙ্গাযামুনমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দীপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সূর্য্যবর্চ্চসৈঃ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ॥" (মৎস্যপু° ১০২ অ°)

এই তীর্থে আসিয়া যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুযায়ী দান করিবেন। কথন বিত্তের শঠতা করিবেন না। এই তীর্থে অক্ষয়বট আছেন, তাহার মূলে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহা-হইলে তাহার রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়।

"বটমূলং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥" (মৎস্যপু°)

এই তীর্থ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল, এইজন্য এই স্থলে সকল দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষি সকল সতত বিদ্যমান আছেন। মাঘমাসে এই তীর্থে সকলতীর্থের সমাগম হয়, এইজন্য মাঘ-মাসে এই তীর্থ করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হয়।

"মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমং।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্‌দত্তস্য যৎফলং।
প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলম্॥" (মৎস্যপু°)

বিধিপূর্ব্বক সহস্রসংখ্যক গাভী দান করিলে যে ফল হয়, মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে তিন দিন স্নান করিলে তাদৃশ ফল হয়। মাঘমাসে প্রয়াগস্নানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে যিনি নিজ দেহ অগ্নিতে সমর্পণ করেন, তাহার শরীরের রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে গতি হয়।

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে যোহগ্নৌ স্বাঙ্গং পরিত্যজেৎ।
অহীনাঙ্গোহপ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ॥
যাবন্তি রোমকূপানি তস্যাঙ্গেষু চ ধীমতঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (মৎস্যপু°)

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে যিনি অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন, তিনি তাহার শরীরস্থিত রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে বাস করেন। প্রয়াগ তীর্থে সমগ্র মস্তক মুণ্ডন করিলে তাহার কেশপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে গতি হয়। এইস্থলে কেশমুণ্ড-নেরই প্রাশস্ত্য অভিহিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কেশচ্ছেদ-স্থলে কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমিত কেশ ছেদন করিতে হয়। ইহাই স্ত্রীদিগের কেশচ্ছেদের সাধারণ বিধি, কিন্তু প্রয়াগে স্ত্রীদিগের সমস্ত কেশই মুণ্ডন করিতে হইবে। কেশমূল আশ্রয় করিয়া দেহীদিগের পাপ অবস্থিত থাকে, এই জন্য কেশ ছেদন করিতে হয়। যদি কেহ কেশচ্ছেদন না করে, তাহা হইলে কোটিকুলের সহিত কল্প পর্য্যন্ত তাহার রৌরব নরকে বাস হয়। এইজন্য প্রয়াগে কেশ ছেদন অবশ্যকর্ত্তব্য।*

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে এবং কূর্ম্মপুরাণে ৩৩ অধ্যায়ে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যাদির বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থে প্রয়াগযাত্রাবিধি দ্রষ্টব্য। [আলাহাবাদ শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

প্রয়াগদত্ত, বিজ্ঞানন্দকরী নামে বৈদ্যজীবনটীকা-রচয়িতা।

প্রয়াগদাস, পদ্মকোশ নামক অভিধান-প্রণেতা।

প্রয়াগভয় (পুং) প্রকৃষ্ট যাগকারিজনাৎ বিভেতি স্বপদ-পরিগ্রহশঙ্কয়েতি ভী-অচ্। ইন্দ্র। (শব্দমা°)

প্রযাচক (ত্রি) প্রার্থনাকারী, যাচ্ঞাকারী।

প্রযাচন (ক্লী) যাচ্ঞা, প্রার্থনা।

প্রযাজ (পুং) প্র-যজ-ঘঞ্ যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ ন কুত্বং। দর্শপৌর্ণ-মাসাদ্যঙ্গযাগভেদ। "পঞ্চ প্রযাজান্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৩৷২৷১৷১৭) প্রযাজ যজ্ঞ পাঁচ প্রকার।

প্রযাজবৎ (পুং) প্রযাজ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রযাজরূপ কর্ম্মভেদপঞ্চকযুক্ত প্রধান যাগ দর্শাদি।

প্রয়াণ (ক্লী) প্র-যা-ল্যুট্, ণত্বং। গমন।

"উদ্‌ঘাটিতনবদ্বারে পঞ্জরে বিহগোহনিলঃ।
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময়ঃ কুতঃ॥" (উদ্ভট)

পর্য্যায়—প্রস্থান, গমন, ইজ্যা, অভিনির্যাণ, প্রয়াণক। (হেম) ২ যুদ্ধযাত্রা। রাজাদিগের যুদ্ধাদি প্রয়াণে এই সকল বর্ণনীয়। যথা—ভেরীনিস্বন, ভূকম্প, বলধূলি, করভ, বৃষ, ধ্বজ, ছত্র, বণিক, শকট ও রথ। (কবিকল্পলতা)

প্রয়াণক (ক্লী) প্রয়াণ-স্বার্থে কন্। প্রয়াণ শব্দার্থ।

প্রয়াণভঙ্গ (পুং) যাত্রাভঙ্গ।

প্রয়াণপুরী, দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীর উত্তরস্থিত একটী প্রাচীন তীর্থ। এখানে বহু প্রাচীন একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। [স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রয়াণপুরী-মাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রযাণীয় (ত্রি) প্র-যা-অনীয়র্, ণত্বং। গম্য, অগ্রসরযোগ্য।

প্রযাত (পুং) প্রকর্ষেণ যাতঃ বা প্র-যা-কর্ত্তরি-ক্ত। ১ ভৃগু, উচ্চদেশ। ২ সৌপ্তিক। (হেম) (ত্রি) ৩ প্রকর্ষরূপে

---

* তত্র মুণ্ডনবিধি যথা—

"গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্গুরৌ মৃতে।
আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতম্॥" ইতি স্মৃতি-সমুচ্চয়-লিখিতবচনং প্রয়াগাবচ্ছিন্নগঙ্গায়াং বিধায়কং। ভাস্করক্ষেত্রং প্রয়াগঃ। অপিচ প্রয়াগমধিকৃত্য—কেশানাং যাবতী সংখ্যা ছিন্নানাং জাহ্নবীজলে। তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
প্রয়াগে স্ত্রীণামপি মুণ্ডনং নতু কেশানাং দ্ব্যঙ্গুলচ্ছেদনমাত্রং—
কেশমূলমুপাশ্রিত্য সর্ব্বপাপানি দেহিনাং।
তিষ্ঠন্তি তীর্থস্নানেন তস্মাত্তান্যত্র বাপয়েৎ॥
গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মুণ্ডনং যো ন কারয়েৎ।
স কোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

গন্তা। ৪ গত। কর্ম্মণি-ক্ত। ৫ প্রযাণদ্বারা প্রাপ্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৬ গমন, প্রস্থান।

"ময়া ক্লেশিতঃ কালিয়ে ত্বং কুরুত্বং।
ভুজঙ্গপ্রয়াতং দ্রুতং সাগরায়॥" (ছন্দোম°)

প্রযাত্ (ত্রি) প্র-যা-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে গন্তা, অগ্রগামী।
"বিহগে লক্ষং যোজনানাং প্রযাতরি" (কথাস° ১২১।৪)

প্রযাতব্য (ত্রি) প্র-যা-তব্য। ১ প্রগন্তব্য, অগ্রেগত। ২ আক্রম্য।

প্রযাপণ (ক্লী) ১ অগ্রগমন। ২ বিতাড়ন।

প্রযাপণীয় (ত্রি) ১ অগ্রগামী। ২ প্রেরণীয়।

প্রযাম (পুং) প্র-যম-ঘঞ্। ১ দুষ্প্রাপ্যতা, মূল্যের আধিক্যবশতঃ যাহা দুষ্প্রাপ্য হয়, যাহা সহজে পাওয়া যায় না। ২ মাহাত্ম্যহেতু ধান্যাদিতে জনসমূহের আদরাতিশয়। ৩ ক্রয়দেয়। ৪ মূল্যাধিক্য পরিচ্ছেদন। (ভরত) ৫ দৈর্ঘ্য। ৬ সংযম।

প্রযামন্ (ত্রি) প্রয়াণ, গমন। "প্রত্যস্য প্রযামন্যধায়ি" (ঋক্ ১।১১১।২) 'প্রযামনি প্রয়াণে প্রগমণে সতি যা-প্রাপণে আতো মন্নিতি কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ ভাবে মণিন্, দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং' (সায়ণ)

প্রযায়িন্ (ত্রি) প্র-যা-ণিনি, আদন্তাৎ যুক্‌চ। গন্তা, গমনকারী।

প্রযাস (পুং) প্র-যস-প্রযত্নে-ঘঞ্। ১ প্রযত্ন, পর্য্যায় শ্রম, ক্লম, ক্লেশ, পরিশ্রম, আয়াস, ব্যায়াম। (হেম)
"প্রত্যাহারঃ প্রযাসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্যোগো বিনশ্যতি॥" (হটদী° ১।১৫)
প্রযস্যতেঽনেন করণে ঘঞ্। ২ ক্লেশদায়ক অবিদ্যাদি পঞ্চ। ৩ ইচ্ছা।

প্রযিয়ু (ত্রি) প্র যা বাহুলকাৎ কু, দ্বিত্বে অভ্যাসস্য অত ইত্বং। প্রযাণযুক্ত। (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

প্রযুক্ত (ত্রি) প্র-যুজ-ক্ত। প্রকর্ষরূপে যুক্ত।
"গুণপ্রযুক্তাঃ পরমর্ম্মভেদিনঃ শরা ইবাবংশভবা ভবন্তি হি।
তথাবিধা যে তু বিশুদ্ধবংশজা ব্রজন্তি চাপা ইব তেঽতি নম্রতাং॥" (উদ্ভট)
২ প্রকৃষ্ট সমাধিযুক্ত। ৩ প্রকৃষ্ট সংযোগবিশিষ্ট। ৪ প্রকৃষ্ট নিন্দাযুক্ত। ৫ প্রকৃষ্ট সংযমবিশিষ্ট। ৬ প্রেরিত। ৭ প্রযোজ্য।

প্রযুক্তি (স্ত্রী) প্র-যুজ-ভাবে-ক্তিন্। প্রয়োজন। শব্দোচ্চারণভেদ।
"তরুণ্যো বৃষলীভার্য্যা প্রবীরং পুত্রকাম্যতি।
ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গা ইতি নস্যুঃ প্রযুক্তয়ঃ।" (ব্যাকরণকৌ°)
২ প্রয়োগ। "ঋতা বানামনসো ন প্রযুক্তিষু" (ঋক্ ১।১৫১।৮) 'প্রযুক্তিষু প্রয়োগেষু' (সায়ণ) ৩ প্রেরণ। ৪ প্রকৃষ্টা যুক্তি।

প্রযুগ (ক্লী) প্রউগ। [প্রউগ দেখ।]

প্রযুজ (ত্রি) প্র-যুজ-সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা-ক্বিপ্। প্রযুক্ত। "প্রযুজো জনানাং রথে বহন্ত" (ঋক্ ১০।৯৬।১২) 'প্রযুক্তাঃ'(সায়ণ)

প্রযুজ, চাতুর্ম্মাস্তের অন্তর্গত ক্রিয়াভেদ। [চাতুর্ম্মাস্ত দেখ।]

প্রযুজ্যমান (ত্রি) প্র-যুজ-শানচ্। যাহাকে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রযুঞ্জান (ত্রি) প্র-যুজ-শানচ্। প্রয়োগকারী।

প্রযুত (ক্লী) প্রকর্ষেণ যুতং। ১ নিয়ত। ২ দশলক্ষ সংখ্যা, দশলক্ষে এক প্রযুত হয়। "একদশশতসহস্রাযুতলক্ষপ্রযুত কোটয়ঃ ক্রমশঃ" (লীলাবতী) ৩ সংযুত।

প্রযুতি (স্ত্রী) প্র-যু-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রকর্ষরূপে যোগ। ২ প্রয়োগ। (ঋক্ ১০।৩৭।১২)

প্রযুতেশ্বর (ক্লী) স্কন্দপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

প্রযুৎসু (পুং) ১ যোদ্ধা। ২ মেষ। ৩ সন্ন্যাসী। ৪ বায়ু। ৫ ইন্দ্র।

প্রযুদ্ধ (ক্লী) প্রকৃষ্টং যুদ্ধং প্রাদিস°। অত্যন্ত যুদ্ধ।

প্রযুদ্ধার্থ (পুং) প্রযুদ্ধঃ অর্থো যস্য সঃ। প্রত্যুৎক্রম।

প্রযুধ্ (ত্রি) প্র-যুধ-ক্বিপ্। প্রকৃষ্ট যোদ্ধা, অতিশয় যোদ্ধা। "শূরা ইব প্রযুধঃ প্রোত যুযুধুঃ" (ঋক্ ৫।৫৯।৫) 'প্রযুধঃ প্রযোদ্ধারঃ' (সায়ণ)

প্রযোক্তৃ (ত্রি) প্রযুঙ্‌ক্তীতি প্র-যুজ-তৃচ্। ১ প্রয়োগকর্ত্তা।
"সংমোহনং নাম সখে মমাস্ত্রং প্রয়োগসংহারবিভক্তমন্ত্রং।
গান্ধর্ব্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্নচারিহিংসা বিজয়শ্চ হস্তে॥" (রঘু ৫।৫৭)
২ অনুষ্ঠাতা। (রঘু ৬।৭৮) ৩ নিয়োগকর্ত্তা। (ভারত ১৩।২৩।৬২) ৪ প্রয়োজক মাত্র। (পুং) ৫ উত্তমর্ণ, ঋণাদি প্রয়োগকারী, যিনি ঋণ দেন।
'উত্তমর্ণাধমর্ণৌ দ্বৌ প্রযোক্তৃগ্রাহকৌ ক্রমাৎ।' (অমর)

প্রযোক্তব্য (ত্রি) প্র-যুজ-তব্য। ১ প্রয়োগযোগ্য। উচ্চারণযোগ্য।

প্রয়োগ (পুং) প্র-যুজ-ভাবকর্ম্মাদৌ যথাযথং ঘঞ্, ততোকুত্বং। ১ অনুষ্ঠান। ২ শব্দাদির উচ্চারণভেদ। ৩ বশীকরণাদ্যুপায়-কারণ কর্ম্ম। ৪ প্রযুক্তি।
"প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষুপ্রয়োগে তৎপূর্ব্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্নঃ।" (রঘু ২।৪২)
৫ নিদর্শন। "স্বয়মাস্বেতি পর্য্যায়স্তেন লোকে তয়োঃ সহ। প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মত্বকান্তবারকম্॥" (পঞ্চদশী ৬।৪৩)
৬ ঘোটক। (শব্দমালা) ৭ সামাদ্যুপায়ানুষ্ঠান। (মাঘ ১১।৬)
৮ অভিনয়। (রঘু ১৯।৩৬) ৯ বৃদ্ধির জন্য ঋণদান, সুদ বন্দোবস্ত করিয়া ঋণ দেওয়া। ইহা ধনবৃদ্ধির একটী উপায়।
"সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ॥" (মনু ১০।১১৫)
১০ অনুমানাঙ্গ পঞ্চাবয়ব বাক্যোচ্চারণ। ১১ ভূতপ্রেতা-

দির উচ্চারণাদিসাধন মন্ত্রোচ্চারণভেদ। (তন্ত্র) ১২ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের ইতিকর্ত্তব্যতাবোধক সমুচ্চয়প্রতিপাদক পদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি, ইহাতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিধান লিখিত আছে। ১২ শস্ত্রাদিমোচন। ১৩ নায়ক ও নায়িকার মিলনরূপ ক্রিয়াভেদ।

প্রয়োগবস্তি (পুং) রসায়ন ও বাজীকরণে প্রযোজ্য বস্তি। এই বস্তি ৮ প্রকার। ইহার প্রথমে এক স্নেহবস্তি, পরে তিন নিরূহবস্তি ও তদনন্তর ৪ স্নেহবস্তি। এই ৮ প্রকার বস্তি প্রয়োগবস্তি। (চরক সিদ্ধিস্থা° ১ অ°)

প্রয়োগবিধি (পুং) প্রয়োগজ্ঞাপকো বিধিঃ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°। প্রয়োগের অবিলম্বজ্ঞাপক বিধি। "প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ" (লৌগাক্ষি°)

প্রয়োগাতিশয় (পুং) সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকাঙ্গপ্রস্তাবনা-ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
তেন পাত্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা ॥" (সাহিত্যদ° ৬ অ°)

যদি একটী প্রয়োগে অন্য প্রয়োগ প্রযুক্ত হয় এবং তাহা উপলক্ষ্য করিয়া পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা হয়। কুন্দমালা ও উত্তররামচরিত প্রভৃতি নাটকে প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়।*

প্রয়োগার্থ (পুং) প্রযোগস্যায়ং 'অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ বিভক্ত্যলোপশ্চ' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা প্রয়োগোঽর্থপ্রয়োজন-মস্য বা। প্রধানপ্রয়োগানুষ্ঠানানুকূলব্যাপারভেদ, প্রত্যুৎক্রম, প্রধান প্রয়োগানুকূল প্রয়োজনানুষ্ঠান।

প্রয়োগিন্ (ত্রি) প্রয়োগোঽস্ত্যস্যেতি প্রয়োগ। (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। প্রয়োগযুক্ত। প্রয়োগকর্ত্তা। 'সমূহঃ পরিচায্যোপচায্যাবগ্নৌ প্রয়োগিণঃ।' (অমর)

প্রয়োগীয় (ত্রি) (ঔষধে যাহা) ব্যবস্থেয়।

প্রযোগ্য (ত্রি) প্রযুজ্যতে প্র-যুজ-কর্ম্মণি ণ্যৎ, কুত্বং। প্রযোজ্য অশ্ব। "যথা প্রযোগ্য আচরণে নিযুক্তঃ" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।১২।৩)

প্রযোজক (ত্রি) প্রযুনক্তি প্রেরয়তি কার্য্যাদৌ ভৃত্যাদীনিতি, প্র-যুজ্-ণ্বুল্। ১ প্রয়োগকর্ত্তা, নিয়োগকর্ত্তা। ২ প্রেরক। 'স্বতন্ত্র তৎপ্রযোজকৌ কর্ত্তা' (সুপদ্মব্যা°) স্বতন্ত্র এবং তৎপ্রযোজক-কর্ত্তা। যিনি কার্য্যাদিতে প্রয়োগ করেন, তিনিই প্রযোজক। ভৃত্যাদির প্রেরক ও ব্যাকরণোক্ত হেতুসংজ্ঞ কর্ত্তা। 'তৎ-প্রযোজকহেতুশ্চ।' (পাণিনি)

যিনি কার্য্যে প্রেরণ করেন, তদ্বিষয়ে তাহার প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব আছে। 'নরান্তরব্যাপারব্যবধানেন বধনিষ্পাদকঃ কর্ত্তা, যঃ কর্ত্তারং কারয়তি স প্রযোজকঃ। সোঽপি দ্বিবিধঃ একঃ স্বতোঽপ্রবৃত্তং পদাতিং বেতনাদিনা বধার্থং প্রবর্ত্তয়তি অপরঃ স্বতঃ প্রবৃত্তমেব মন্ত্রোপায়োপদেশাদিনা প্রোৎসাহয়তি' (প্রা°বি°) যিনি কর্ত্তাকে করান, তিনিই প্রযোজক কর্ত্তা। নরান্তর ব্যবধান থাকিলেও তাহার কর্ত্তৃত্ব আছে জানিতে হইবে। ২ নিয়ন্তা। "শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।৫)

প্রয়োজন (ক্লী) প্রযুজ্যতে ইতি প্র-যুজ-ল্যুট্। ১ কার্য্য। প্রযুজ্যতেঽনেনেতি করণে ল্যুট্। ২ হেতু। ৩ উদ্দেশ।

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ কেন প্রযুজ্যতে ॥" (প্রাঞ্চ)

যিনি যে বিষয় বলিবেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রয়োজন বলা আবশ্যক। কারণ বিনা প্রয়োজনে কাহারও কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না এবং হইতেও পারে না। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ মুখ্য এবং গৌণ।

যদুদ্দেশে যাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকে যে কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ পরিহার তাহার চরম লক্ষ্য। অতএব সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সমস্তই গৌণ প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত।

গৌতম যে ষোড়শ পদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, প্রয়োজন তন্মধ্যে চতুর্থ। ইহার লক্ষণ—"যমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎপ্রয়োজনং" (গৌতমসূ° ১।১।২৪) 'যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বাঽধ্যবসায়ঃ তদাপ্তহানোপায়মনুতিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যং' (বাৎসা°)

যে বস্তুকে অভিলাষ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই বস্তুই প্রয়োজন পদার্থ। সুখ কিংবা পরিশ্রমাদি জন্য দুঃখনিবৃত্তিকে ইচ্ছা করিয়া ভোজন ও শয়নাদি করিয়া থাকে, এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি ইহার প্রয়োজন। ভোজনাদিকে ইচ্ছা করিয়া পাক প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন হয়, এজন্য ভোজ-নাদিও প্রয়োজন। পাকাদি উদ্দেশ করিয়া কাষ্ঠ ও অগ্নির

---

* যথা কুন্দমালায়াং—নেপথ্যে ইত ইতোঽবতরত্বার্য্যা সূত্রঃ—কোঽয়ং খলু আর্য্যাহ্বানেন সহায়কং মে সম্পাদয়তি বিলোক্য কষ্ট-মতিকরুণো বর্ত্ততে—

'লঙ্কেশ্বরস্য ভবনে সুচিরিং স্থিতেতি
রামেণ লোকপরিবাদভয়াকুলেন।
নির্ব্বাসিতাং জনপদাদপি গর্ভগুর্ব্বীং
সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্মণোঽয়ং ॥'

অত্র নৃত্যপ্রয়োগার্থং স্বভার্য্যাহ্বানমিচ্ছতা সূত্রধারেণ 'সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্মণোঽয়ং' ইতি সীতালক্ষ্মণয়োঃ প্রবেশং গময়িত্বা নিষ্ক্রান্তেন স্বপ্রয়োগমতিশয়ান এব প্রয়োগঃ প্রয়োজিতঃ' (সাহিত্য ৬ পরি)

আহরণ করিলে পাকাদিও প্রয়োজন নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, কার্য্যমাত্রই কোন কার্য্যের প্রয়োজন। ইহাতে ইচ্ছাবিষয়ত্বই প্রয়োজন সামান্যের লক্ষণ হইল; কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়াই ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইবে না, যদি এইরূপ নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে কখন ভোজনাদি করিতে কেহই ইচ্ছা করে না, এ জন্য ভোজনাদি বিষয়ে ইচ্ছাটী সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তিবিষয়ক ইচ্ছার অধীন, একারণে ভোজনাদি গৌণ প্রয়োজন। সুখদুঃখনিবৃত্তিবিষয়ে ইচ্ছা স্বভাবতঃই হয়, অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইলে অন্য ফল হইবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তিবিষয়ক ইচ্ছা জন্মে না। এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি মুখ্য প্রয়োজন। ভোজন ও পাক প্রভৃতি গৌণ প্রয়োজন। কেহ সুখসাক্ষাৎকারকেও মুখ্য প্রয়োজন কহেন। তন্মতে সুখ, দুঃখাভাব এবং সুখসাক্ষাৎকার এই তিনই মুখ্যপ্রয়োজন।

মনীষিগণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই একমাত্র মুখ্যপ্রয়োজন বলিয়া গিয়াছেন। মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনের দুইটী লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—'অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং মুখ্যপ্রয়োজনত্বং' 'অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং গৌণপ্রয়োজনত্বং' (মুক্তিবাদে গদাধর।) যেস্থলে অন্যের ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছাবিষয়ত্ব হইবে, তথায় মুখ্যপ্রয়োজন এবং যেস্থলে অন্যেচ্ছার অধীন ইচ্ছাবিষয়ত্ব হইবে, তথায় গৌণ প্রয়োজন, অন্যেচ্ছার অধীন এবং অনধীন ইহাই গৌণ মুখ্যের প্রভেদ। (ন্যায়দর্শন)

প্রয়োজনবৎ (ত্রি) প্রয়োজনং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রয়োজনযুক্ত। "প্রয়োজনবতীং প্রীতিং লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।" (রামা° ৬।৮২।৪৫)

প্রযোজ্য (ত্রি) প্র-যুজ-ণ্যৎ। (প্রযোজ্যনিযোজ্যৌ শক্যার্থে। পা ৭।৩।৬৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। প্রয়োগের যোগ্য। যাহাকে প্রয়োগ করা যায়। "বাক্‌চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রয়োজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা।" (মনু ২।১৫৯) ২ কর্ত্তব্য। ৩ প্রেষ্যভৃত্য। (ক্লী) ৪ মূলধন। ৫ ণিজন্তধাতুর প্রকৃত্যর্থ কর্ত্তা। 'প্রযোজ্যস্যাস্ত কর্ত্তৃত্বং গত্যাদের্বিধিতোচিতা।' (ব্যাক°) তস্য ভাবঃ ত্ব। (ক্লী) ৬ প্রযোজ্যত্বস্বরূপ সম্বন্ধভেদ।

প্রযোতৃ (ত্রি) প্র-যু-তৃচ্। প্রকর্ষরূপে মিশ্রয়িতা। "স্বপ্নশ্চ নেদনৃতস্য প্রযোতা" (ঋক্ ৭।৮৬।৬) 'প্রযোতা প্রকর্ষেণ মিশ্রয়িতা' (সায়ণ)

প্রয্যমেধ, প্রৈয্যমেধ (পুং) প্রিয়মেধের পুং অপত্য।

প্ররক্ষ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে রক্ষাকারী, রক্ষক।

প্ররক্ষণ (ক্লী) সংরক্ষণ, প্রকৃষ্টরূপে রক্ষাকরা।

প্ররথ (অব্য) প্রগতো রথো যত্র তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। প্রগতরথযুক্তদেশ।

প্ররাধস্ (পুং) অঙ্গিরসবংশীয় ঋষিভেদ।

প্ররাধ্য (ত্রি) প্র-রাধ-যৎ। প্রকৃষ্টরূপে স্তুত্য। 'দিৎসু প্ররাধ্যং মনঃ' (ঋক্ ৫।৩।৩৯।৩) 'প্ররাধ্যং প্রকর্ষেণ স্তুত্যং' (সায়ণ)

প্ররিক্বন্ (ত্রি) প্র-রিচ-ড্বনিপ্। প্রকৃষ্টরূপে বিরেচনকর্ত্তা। "স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা" (ঋক্ ১।১০০।১৫) 'প্ররিক্বা প্রকর্ষেণ রেচকো ভবতি' (সায়ণ)

প্ররুজ (ত্রি) প্র-রুজ-ক। ১ প্রকৃষ্টরোগকারক। (পুং) ২ দেবসৈন্যাধিপভেদ। (ভারত ১।৩২ অ°) ৩ রাক্ষসভেদ। (ভারত বনপ° ২৮৪ অ°)

প্ররুহ (ত্রি) প্র-রুহ-ক। প্ররোহণকারী অঙ্কুরাদি।

প্ররূঢ় (ত্রি) প্র-রুহ-ক্ত। ১ প্ররোহণকর্ত্তা। ২ সঞ্জাত বৃক্ষাদি। ৩ বদ্ধমূল। (মেদিনী) 'প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে।' (ভাগ° ৪।১৩।১) ৪ জাত। (রঘু ১৩।১) ৫ প্রবৃদ্ধ। (শব্দরত্না°) প্ররোহত্যত্রেতি প্র-রুহ-ক্ত। (পুং) ৬ জঠর। কোন কোন স্থলে 'জরঠ' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 'প্ররূঢ়ো জরঠে বদ্ধমূলে' (মেদিনী)

প্ররূঢ়ি (স্ত্রী) প্র-রুহ-ক্তিন্। বৃদ্ধি, উন্নতি, বাড়া। "মূঢ়াং প্ররূঢ়িং নোজ্ঝন্তি দ্রোহে শ্রীলোভমোহিতাঃ।" (রাজতর° ৬।১৪৬)

প্ররেক (পুং) প্ররেচন, দান। "দেষ্ণস্য ধীমহি প্ররেকে" (ঋক্ ৩।৩০।১৯) 'প্ররেকে প্ররেচনে দানে' (সায়ণ)

প্ররেচন (ক্লী) প্র-রিচির্ বিরেচনে ভাবে ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে অধিক ধন। "ধীমহি স্যাহুত প্ররেচনং" (ঋক্ ১।১৭।৬) 'প্ররেচনং ভুক্তাৎ নিহতাচ্চ প্রকর্ষেণ অধিকং ধনং' (সায়ণ)

প্ররোচন (ক্লী) প্র-রুচ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ রুচিসম্পাদন, যথার্থবাদাদির বিধ্যর্থ অনুষ্ঠান।

প্ররোচনা (স্ত্রী) প্র-রুচ্-ণিচ্-যুচ্ টাপ্। ১ উত্তেজনা, চলিত উস্‌কে দেওয়া। ২ রুচিসম্পাদন। ৩ প্রস্তাবনার অঙ্গভেদ।

"তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনা সখে।
অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা॥" (সাহিত্যদ°)

৩ নাটকাঙ্গ বিমর্ষাঙ্গভেদ। 'প্ররোচনা বিমর্ষে স্যাৎ' ইত্যুপক্রমে "প্ররোচনা তু বিজ্ঞেয়া সংহারার্থপ্রদর্শিনী।" (সাহিত্যদ°)

প্ররোধন (ক্লী) প্র-রুধ-ল্যুট্। আরোহণ, উঠন।

প্ররোহ (পুং) প্ররোহতীতি প্র-রুহ-অচ্। ১ অঙ্কুর।

"ক্রমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং ফলং তপঃ সাক্ষিষু দৃষ্টমেষপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখোঽপি দৃশ্যতে মনোরথোঽস্যাঃ শশিমৌলিসংশ্রয়ঃ॥"
(কুমার ৫।৬০)

২ নন্দীবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৩ আরোহ। (হেম) ভাবে-ঘঞ্। ৪ উৎপত্তি।

প্ররোহণ (ক্লী) প্র-রুহ-ভাবে-ল্যুট্। ১ উৎপত্তি। ২ বীজাদি অঙ্কুরিত হওন।

প্রলপন (ক্লী) প্র-লপ-ভাবে-ল্যুট্। ১ প্রলাপ। ২ অনর্থক বাক্য।

প্রলপিত (ত্রি) প্র-লপ-ক্ত। কথিত।

"জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া।
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলপিতম্॥" (কাব্যপ্রকা°)

২ বৃথা উক্ত, অনর্থক কথিত। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ৩ প্রলাপ।

প্রলব্ধব্য (ত্রি) প্র-লভ-তব্য। ১ প্রকৃষ্টরূপে লব্ধব্য, লাভের যোগ্য। ২ প্রবঞ্চনার্হ।

প্রলম্ব (পুং) প্রলম্বতে ইতি প্র-লম্ব-অচ্। অতিদীর্ঘত্বাদেব তথাত্বং। ১ দৈত্যভেদ। এই দৈত্য দনুর পুত্র এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক নিহত হয়।* (অগ্নিপু°)

২ ভাগবতোক্ত একজন দানব। বলরাম ইহাকে বিনাশ করেন। ভাগবতে লিখিত আছে—একদা গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণ, বলরাম এবং গোপবালকগণ বৃন্দাবনে খেলা করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্বাসুর গোপবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিয়া গোপদিগের সহিত কৃত্রিম মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যিনি এই যুদ্ধে পরাজিত হইবেন, তিনি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেন। পরস্পর এই নিয়ম হইল। গোপবেশধারী প্রলম্ব পরাজিত হইয়া বলরামকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। প্রলম্বের উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, তাহাকে দূরে লইয়া যাইয়া বধ করিবে; কিন্তু বলরাম তাহার স্কন্ধে উঠিয়া এরূপ ভয়ানক ভার হইলেন যে, প্রলম্ব আর কিছুতেই তখন তাহাকে বহন করিতে সমর্থ হইল না। তখন প্রলম্ব স্বীয়মূর্ত্তি ধারণ এবং বলরামের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। বলরাম কর্ত্তৃক প্রলম্ব নিহত হইলে দেবগণ পরমনির্বৃত্তি লাভ করিলেন। (ভাগ° ১০।১৮ অ°) ২ ত্রপুষ। ৩ পয়োধর। ৪ লতাঙ্কুর। ৫ শাখা। ৬ হারভেদ। ভাবে ঘঞ্। ৭ প্রলম্বন।

"প্রলম্বো দৈত্যভেদে স্যাৎ ত্রপুষেঽপি পয়োধরে।
লতাঙ্কুরেঽপি শাখায়াং হারভেদে প্রলম্বনে॥" (মেদিনী)

৮ রামায়ণোক্ত জনপদবিশেষ।

"স্তম্ভেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি।
নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীমধ্যেন মালিনীম্॥" (রামায়ণ ২।৬৮।১২)

(ভারত ১।১৯৫।১০) ১০ অঙ্কুর। ১১ বঙ্গ। (বৈদ্যকনি°) ১২ তালাঙ্কুর। (রসে° চি° ৯ অঃ) ১৩ তালরও, তালের শোঁটা। (চক্রদত্ত) ১৪ ত্রপুষবীজ, শশার বীজ। (ত্রি) ৯ লম্বমান।

প্রলম্বক (পুং) সুগন্ধতৃণ, গন্ধখড়। (বৈদ্যকনি°) প্রলম্ব-স্বার্থে-কন্। প্রলম্বশব্দার্থ।

প্রলম্বঘ্ন (পুং) প্রলম্বং হন্তীতি হন-ক। বলরাম।

প্রলম্বন (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে লম্বন, ঝুলাইয়া দেওয়া। অবলম্বন।

প্রলম্বভিদ্ (পুং) প্রলম্বং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। বলরাম।

প্রলম্বাণ্ড (পুং) প্রলম্বো লম্বমানঃ অণ্ডো যস্য। দীর্ঘাণ্ডকোষ-বিশিষ্ট, লম্বমানকোষ। (হেম)

প্রলম্বিন্ (ত্রি) প্রলম্ব-অস্ত্যর্থে-ইনি। ১ প্রলম্বযুক্ত। ২ আশ্রয়ী।

প্রলম্বিত (ত্রি) প্র-লম্ব-ক্ত। প্রকর্ষরূপে লম্বিত মাল্যাদি।

প্রলম্ভ (পুং) প্র-লভ-ঘঞ্, মুমাগমঃ। প্রকর্ষরূপে লাভ।

প্রলম্ভন (ক্লী) প্র-লভ-ভাবে ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে লাভ।

"ন স্থানচ্যবনাৎ মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ।" (ভাগ° ৮।২০।১৫)

প্রলয় (পুং) প্রলীয়তেঽস্মিন্নিতি প্র-লী-আধারে অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) নিখিল ভূতাদির লয়াধার কালভেদ। পর্য্যায়—সংবর্ত্ত, কল্প, ক্ষয়, কল্পান্ত, লয়, সংক্ষয়, বিলয়, প্রতিসর্গ, প্রতিসঞ্চর। এই প্রলয় নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিকভেদে চতুর্বিধ। যথা—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা।
নিত্যং সংকীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥"(কূর্ম্মপু° ৪২ অঃ)

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত লোকে যে ক্ষয় দেখা যায়, তাহাই নিত্য প্রলয় নামে অভিহিত। কল্পাবসানে এই ত্রিলোকের যে ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাই নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয় নামে কথিত। যে সময় মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়, তাহাই প্রাকৃত প্রলয় এবং জ্ঞানবশতঃ যোগিগণের পরমাত্মায় যে লয় হইয়া থাকে, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয়।*

---

* "একাক্ষ ঋষভোঽরিষ্টঃ প্রলম্বনরকৌ তথা।
ইন্দ্রবাধনকেশী চ পুরঃ শম্বোঽথ ধেনুকঃ॥
গবেষ্টিকো গবাক্ষশ্চ তালকেতুশ্চ বীর্য্যবান্।
এতে মনুষ্যবধ্যাস্তু দনোঃ পুত্রাস্বয়াঃ স্মৃতাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

* "যোঽয়ং সংদৃশ্যতে নূনং নিত্যং লোকে ক্ষয়ং দ্বিহ।
নিত্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তে যো ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যস্যাস্য কথিতঃ প্রতিসর্গো মনীষিভিঃ॥
মহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ং॥
প্রাকৃতং প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ॥
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি।
প্রলয়ঃ প্রতিসর্গোঽয়ং কালচিন্তাপরৈর্দ্বিজৈঃ॥" (কূর্ম্মপু°)

নৈমিত্তিক প্রলয় সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—চতুর্যুগসহস্রান্তে যে প্রলয় উপস্থিত হয়, ঐ প্রলয়ে ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাগণকে আত্মসংস্থ করিতে মনন করিলে এই সমগ্র ভূতলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দারুণ অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। ক্রমে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হওয়ায় লোক সকল ক্ষয় পাইতে থাকে। শস্য সকল অসার হইয়া মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, সপ্তরশ্মি দিবাকর গগনে উত্থিত হইয়া উত্তপ্ত কিরণজাল দ্বারা মহার্ণবের জলরাশি পান করিতে থাকেন। ক্রমে জলপানে প্রদীপ্ত রশ্মিসকল সপ্তসূর্য্যরূপে চতুর্দ্দিকে উদিত হইয়া অগ্নির ন্যায় এই লোক সকল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরে ঐ অগ্নিতুল্য কিরণরাশি ঊর্দ্ধ এবং অধোলোক পর্য্যন্তও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। জলপ্রদীপ্ত বহুসহস্র শিখাসমাকুল সপ্তসূর্য্য এইরূপে সমস্ত বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করেন, ক্রমে দহ্যমান বসুন্ধরার উপরিস্থিত যাবতীয় নদী, নদ, দ্বীপ ও পর্ব্বত প্রভৃতি সূর্য্যতাপে শুষ্ক হইয়া একেবারে স্নেহহীন হইয়া পড়ে। ঐ সময় জালামালাসমাকুল প্রদীপ্ত পাবকও স্বীয় তেজ দ্বারা এই লোকচতুষ্টয় দগ্ধ করিতে থাকেন। অতঃপর স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ বিলীন হইলে পৃথিবীর কোথাও তরুলতাদি কিছুই থাকে না। একমাত্র ভূমি কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থান করে। নভোমণ্ডল অগ্নিশিখায় জাজ্জ্বল্যমান হয়, সমুদ্র বা পাতালগত যে সকল তীর্থ আছে, তৎকালে তাহাও সেই সেই স্থানে বিলীন হইয়া ভূমিরূপে পরিণত হয়। সপ্তধা বিভিন্ন হব্যবাহন এইরূপে দ্বীপ, পর্ব্বত, বর্ষ ও মহোদধি সকল ভস্মসাৎ করিয়া নদী প্রভৃতি হইতে জলপানে প্রদীপ্ত হন ও একমাত্র পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া জ্বলিতে থাকেন। অনন্তর ঘোর বাড়বানল উত্থিত হইয়া পর্ব্বত সকল দগ্ধ করে, পরে পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে রসাতল পর্য্যন্ত শোষণ করিতে থাকে। এইরূপে বিশ্বাত্মা কাল অগ্নিরূপে চরাচর নিখিল জগৎ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার শিখা সকল বহুসহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। কালাগ্নিপ্রভাবে গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস সকল এবং এতদ্ভিন্ন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক পর্য্যন্ত অশেষ প্রকারে দগ্ধ হইতে থাকে।

এদিকে আবার নীল, পীত, হরিত, ধূম্র প্রভৃতি নানাবর্ণের ভয়ঙ্কর জলদজাল গগনতলে সমুত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত সকল সমাচ্ছন্ন করে ও তাহারা শ্রবণকঠোর অতি ভৈরব নিনাদে নভস্থল পূর্ণ করিয়া অজস্র ধারে নিরন্তর বর্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে বহুকাল বর্ষণ হওয়ায় সেই সপ্তধা-বিভিন্ন বিশ্বগ্রাসী বিভাবসু শান্ত হইয়া যায় এবং সর্ব্বত্র জলপূর্ণ হওয়ায় হীনতেজা অগ্নিও জল মধ্যেই প্রবেশ করে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে মহা জলপ্রবাহে দ্বীপশৈল-সমন্বিতা বসুন্ধরা ও সপ্তসাগর পূর্ণ হইয়া যায়। সাগর সকল স্বীয় বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক বর্ষাজলমিলিত জলপ্রবাহ দ্বারা সমগ্র বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতাদি যাহা কিছু পদার্থ তৎসমস্তই জলপ্রবাহে বিলীন হইয়া যায়। সেই একার্ণবীভূত জলপ্রবাহে একমাত্র প্রজাপতি যোগনিদ্রা অবলম্বনে শয়ন করিয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—দ্বিপরার্দ্ধকাল অতীত হইলে লোকসংহারক কালাগ্নি এই নিখিল জগৎ ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়া আত্মাকে আত্মায় সমাবেশপূর্ব্বক মহেশ্বররূপে সুর, অসুর ও মানুষসহ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে থাকেন। ভগবান্ মহাদেবও অগ্নিরূপে অতি ভয়ঙ্করভাবে লোকদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করেন এবং সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যরূপেও দগ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপে তিনি সমগ্র প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মশিরা নামে একটী মহামন্ত্র দেবতাদিগের শরীরে নিক্ষেপ করেন। সেই মন্ত্রপ্রভাবে দেবতাদিগের দেহ সকলও ভস্মীভূত হইয়া গেলে একমাত্র হিমশৈলনন্দিনী ভগবতীই সেই সাক্ষিরূপী ভগবান্ শম্ভুর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান করেন। তৎকালে শম্ভু চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থসমূহে গগনমণ্ডল পূরিত করিয়া দেবতাদিগের মস্তক ও কপাল সকল দ্বারা মাল্যরচনা করিয়া স্বশরীর ভূষিত করেন। তাঁহার সহস্র নয়ন, সহস্র দেহ, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ ও শরীরে সহস্র প্রভা বিদ্যমান, তিনি ভয়ঙ্কর বদন মণ্ডল ও প্রদীপ্ত নয়ন সকল ধারণ করেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি তৎকালে ঐশ্বরিক যোগ অবলম্বন করিয়া পরমানন্দপ্রচুর আত্মামৃত পান করিতে থাকেন ও দেবী গিরিজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাণ্ডব আরম্ভ করেন। পরে মঙ্গলময়ী ভবানীও ভর্ত্তার তাণ্ডবামৃত পান করিয়া যোগাবলম্বনে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করেন। ভগবান্ পিনাকপাণি তাণ্ডবরস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল দগ্ধ করিয়া স্বীয় ইচ্ছায় আবার প্রকৃতিস্থ হন। ক্রমে সমস্ত পৃথিবী জলে বিলীন হইয়া যায়। অগ্নি সেই জলতত্ত্ব গ্রাস করেন। এইরূপে সগুণ তেজ বায়ুতে, সগুণ বায়ু আকাশে, সগুণ আকাশ ভূতাদিতে এবং ইন্দ্রিয় সকল তৈজসে বিলীন হয়। বৈকারিক অবস্থায় দেবগণেরও লয় হইতে থাকে। বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তে বিলীন হয়, মহৎও অহঙ্কারত্রয়ের সহিত সংহারপ্রাপ্ত হয়।

মহেশ্বর এইরূপে যাবতীয় ভূত ও তত্ত্ব সকল সংহার করিয়া প্রধান ও পরম পুরুষকেও পরস্পর সংহার করিতে নিয়োগ করেন। প্রধান এবং পুরুষ ইহারা জন্মমরণহীন। তাঁহা-

দিগের কখন বিলয় হয় না। কিন্তু এ সময় মহেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহাদিগেরও সংহার হইয়া থাকে। প্রধান হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত সকলকেই রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহারই সংহারিণী শক্তি নিত্য। যাঁহাদিগের মন সর্ব্বদা পরম জ্ঞানে নিবিষ্ট রহিয়াছে, শঙ্কর সেই যোগিদিগেরও আত্যন্তিক লয় বিধান করিয়া থাকেন। (কূর্ম্মপু°)

বিষ্ণুপুরাণে প্রলয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে প্রলয় তিন প্রকার। কল্পান্ত কালে যে ব্রাহ্ম প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে। মোক্ষরূপ প্রলয়ের নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরার্দ্ধিক যে প্রলয় তাহাই প্রাকৃত প্রলয় নামে অভিহিত।

ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয় অতি ভয়ানক। চতুর্যুগ সহস্রের পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে একশতবৎসর অনাবৃষ্টি হয়। ইহাতে অল্পসার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপে প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহ বিলীন করিয়া সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় জলসমূহ পান করেন এবং জলজ জীব ও ভূমিগত জলসমূহ নিঃশেষরূপে শোষণ করিয়া শৈল, প্রস্রবণ ও পাতাল প্রভৃতি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত জল আছে, তৎসমস্তই শোষণ করেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে জলপান দ্বারা পুষ্ট হইলে সূর্য্যের যে ৭টী রশ্মি অবলম্বন করিয়া জলশোষণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল সূর্য্যরশ্মি তখন সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। প্রদীপ্ত এই সপ্ত ভাস্কর ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থিত সমুদয় ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করেন। এইরূপে ত্রিভুবন সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া উঠে। এই সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশুষ্ক হওয়ায় একমাত্র বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হয়। তৎপরে ভগবান্ রুদ্ররূপী বিষ্ণু অনন্তদেবের নিঃশ্বাসসম্ভূত কালাগ্নিস্বরূপে পাতালসমূহকে ভস্ম করেন। তৎপরে সেই কালানল সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া পৃথিবীতল, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোককেও ভস্মসাৎ করে। প্রখর কালানলতেজে বিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি ভর্জ্জনকটাহের ন্যায় অনুমিত হয়, এই সময়ে লোকদ্বয়নিবাসী লোকসমূহ প্রচণ্ড অনলতাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোক আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু তথায়ও সুস্থ না হইয়া জনলোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ নিঃশ্বাসদ্বারা নানাবর্ণের মেঘসমূহের সৃষ্টি হয়। তাহারা আকাশতল ব্যাপ্ত হইয়া শতবর্ষ ধরিয়া মুষলধারে বর্ষণ করিতে থাকে, ইহাতে প্রচণ্ড অনল প্রশমিত হয়। তৎপরে মেঘ সকল জগৎকে বৃষ্টিদ্বারা প্লাবিত করিয়া ক্রমে ভুবর্লোক ও স্বর্গলোককে প্লাবিত করিয়া থাকে। এই সময় লোকসমূহ অন্ধকারময় এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া কেবল সেই মেঘ সকল শতবৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ষণ করিতে থাকে। যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্তও জলমগ্ন হইয়া যায়, তখন অখিল ব্রহ্মাণ্ড একটী মহাসমুদ্রের ন্যায় বোধ হয়। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতে প্রবল বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বায়ু শত বৎসর ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইলে তাহাতে মেঘ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে ভগবান্ বিষ্ণু সেই বায়ুকে ধ্বংস করিয়া অনন্তসমুদ্রে শেষশয্যায় শয়ন করেন।

এই সময় কেবল শনকাদি ঋষি ভগবানের নিরন্তর স্তব করিতে থাকেন। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল অনন্ত জলরাশি বিদ্যমান থাকে। ৩৬০ দিনে মনুষ্যদিগের এক বৎসর, এই এক বৎসরই দেবগণের এক দিবারাত্র। এইরূপে ৩৬০ দিনে দেবগণের এক বৎসর। এইরূপ ১২ হাজার বৎসরে মনুষ্যদিগের চারিযুগ। ঐরূপ চারিযুগ সহস্র বৎসর পরিমিত কাল ব্রহ্মার একদিন এবং তৎপরিমিত কালই এক রাত্রি। এই রাত্রিকালেই প্রলয় হইয়া থাকে। আবার যখন উক্ত পরিমিত কাল গত হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাভাগ আসিবে, তখন এই জগতের পুনরায় সৃষ্টি হইবে। ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়।

প্রাকৃতিক প্রলয়—পূর্ব্বোক্তরূপে অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোক নিঃস্নেহ হইলে মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রথমে জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধগুণকে গ্রাস করিয়া থাকে, যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন এই পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হয়। গন্ধ তন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রস হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং জলও রসাত্মক। এই সময় জলসমূহ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে অগ্নি কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া রসতন্মাত্র অগ্নিতে বিলীন হয়, তখন সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সেই তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়, সেই অগ্নি সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করিয়া নিরন্তর তাপ প্রদান করে। ঊর্দ্ধাধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নিদ্বারা

দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে। তেজ সকল বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হৃতরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়। তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয় এবং তেজসমূহ বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া উঠে। তৎপরে সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হয়। ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ আকাশ তাহাকে গ্রাস করে, তখন বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই সমস্তই মূর্ত্তিহীন আকাশে বিলীন হয়। তখন একমাত্র শব্দই অবস্থিত থাকে। পরে অহঙ্কার-তত্ত্ব এই শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। তখন আর শব্দাদি কিছুই থাকে না। এই অহঙ্কারতত্ত্বও স্বীয় প্রকৃতি মহতত্ত্বে লীন হয়। তৎপরে মহত্তত্ত্বও প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রকৃতিতে লীন হওয়ায়, কেবল প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। ইনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়স্বরূপিণী। এতদ্ব্যতিরিক্ত সকলের অধিষ্ঠাতা-রূপে এক পুরুষ আছেন, তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ। তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মার অংশ। পরে এই ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশস্বরূপ যে পুরুষ ইহারা উভয়েই পরমাত্মাতে লীন হইবেন। তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই তখন ব্রহ্মময় হইবে। ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। যদিও সেই নিত্য পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই, তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য পূর্ব্বোক্তপরিমিত কালই তাঁহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে।

আত্যন্তিক প্রলয়।—জীবের মোক্ষরূপ যে প্রলয় তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপ-ত্রয়কে জানিয়া জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আত্যন্তিক লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমে দেখেন, এই জগৎ দুঃখময়, এখানে কিছুমাত্র সুখ নাই, সর্ব্বদা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জীবগণকে নিপীড়িত করিতেছে, অতএব এই ত্রিবিধ তাপের যাহাতে আত্যন্তিক লয় হয়, তাহার উপায়ানুষ্ঠান বিধেয়। মনীষিগণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা মোক্ষ-লাভ করেন। মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে তখন তাহাদের আত্যন্তিক লয় হইবে। পূর্ব্বে আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের কথা বলা হইয়াছে, ঐ আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ, শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মানিবন্ধন নানাপ্রকার ব্যাধি শারীর এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুজনিত মানস দুঃখ। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ-প্রভৃতি দ্বারা আধিভৌতিক এবং শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। এই সকল দুঃখ এবং বারংবার জন্মমৃত্যুতে ক্লেশের আর অবধি থাকেনা। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মানবের যত পরিমাণে ক্লেশ হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সংসার দুঃখময়, মুক্তিব্যতীত আর কোথাও সুখ নাই। এজন্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন। কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু। জ্ঞান দুই প্রকার আগম ও বিবেকজ। শব্দব্রহ্ম আগমদ্বারা এবং বিবেকদ্বারা পরমব্রহ্মকে জানা যায়। প্রদীপ যেরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করে, সেইরূপ আগমদ্বারা শব্দব্রহ্মকে জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারাই একমাত্র পরব্রহ্মকে জানা যায়। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার একেবারে তিরো-হিত হয়, তখন তিনি বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের হাত হইতে নিবৃত্তি হন, অর্থাৎ তখন তিনি মুক্ত হন। যাহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের আত্যন্তিক প্রলয় হইয়াছে। ইহাতে জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপে আত্যন্তিকরূপে লয় হয়, এই জন্য ইহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। (বিষ্ণুপু° ৬।১।৭ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রাকৃত প্রলয়ই মহাপ্রলয়।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—যখন কল্পের অবসান হয়, তখন দৈনন্দিন প্রলয় হইয়া থাকে। এই সকল প্রলয়কে মন্বন্তর বলা যাইতে পারে। মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকারকাল। এক একজন মনু যতদিন প্রজাশাসন করেন, ততদিন তাঁহার নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। এই কল্পই বিধাতার দিন। ব্রহ্মার দিবাবসানে জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে, মহামায়া যোগনিদ্রা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্ত্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে বায়ু ও বহ্নির সাহায্যে সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করিয়া থাকেন। ত্রৈলোক্যদাহকালে কৃশানুতাপপীড়িত মহর্লোকবাসিগণ তাপার্ত্ত হইয়া জনলোকে গমন করেন। অনন্তর রুদ্র নানাবর্ণ মেঘসমূহ দ্বারা বৃষ্টি করা-ইয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্তব্যাপী জলরাশি দ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন। তখন পরমেশ্বর ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। এই সময় ব্রহ্মা তাঁহার নাভি-

কমলে এবং লক্ষ্মী তাঁহার সমীপে অবস্থান করেন। যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্ত্তী হন, তখন অনন্ত পৃথিবী ছাড়িয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। অনন্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কূর্ম্মপৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। তখন কূর্ম্ম পদনিকর দ্বারা জলোপরি ভাসমানা পৃথিবীকে ধারণ করেন। পৃথিবী চঞ্চল জলরাশিসংসর্গে ছলিতে থাকিলে কূর্ম্ম নিজ পৃষ্ঠকে বহুতর ব্রহ্মাণ্ডধারণক্ষম করিয়া বিস্তার করেন। ক্ষীরোদসমুদ্রে যে স্থলে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী, অনন্ত তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্যগ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণাদ্বারা ধারণ করেন। তাহার পূর্ব্বফণা পদ্মাকারে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত এবং দক্ষিণফণা উপাধান ও উত্তরফণা পাদোপাধান হইয়া থাকে। অনন্তের পশ্চিমফণা তালবৃন্তের কাজ করে। বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অনন্তের আগ্নেয় ফণায় রক্ষিত হয়। অনন্ত এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর উপর অধোদেহ স্থাপন করিয়া লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন। তৎকালে নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা ও জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে। নারায়ণ ব্রহ্মার দিবসের সমপরিমিতকাল এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন।

এই প্রলয় ব্রহ্মার প্রতিদিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবিদ্গণ ইহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিয়া থাকেন। রজনী অতীত হইলে পুনরায় আবার সৃষ্টি হয়। এইরূপে ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্টি ও রাত্রিকালে প্রলয় হইয়া থাকে। (কালিকাপু° ২৭ অ°)

নৈয়ায়িকগণ প্রলয় দুই প্রকার স্থির করিয়াছেন, খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়; কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে খণ্ড ও মহাপ্রলয়ের লক্ষণ এইরূপ—"জন্যদ্রব্যানধিকরণকালত্বং খণ্ডপ্রলয়ত্বং
জন্যভাবানধিকরণকালত্বং মহাপ্রলয়ত্বং।"

জন্যদ্রব্যের অনধিকরণকালত্বই খণ্ডপ্রলয়ত্ব অর্থাৎ যখন জন্য দ্রব্যের অধিকরণ মাত্রেরই অভাব হইবে, তখন খণ্ডপ্রলয় এবং জন্যভাবের অনধিকরণকালেই মহাপ্রলয়। নব্য নৈয়ায়িকগণ বহুপ্রকার তর্ক ও যুক্তিদ্বারা মহাপ্রলয়ের অপ্রামাণ্যতা স্থির করিয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ মহাপ্রলয় দেখ।]

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হয়। প্রকৃতির সর্ব্বদাই পরিমাণ হইতেছে। এই পরিণাম দুইপ্রকার, স্বরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম। যখন স্বরূপপরিণাম হয়, তখনই প্রলয় হইয়া থাকে। আবার বিরূপপরিণামে জগতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা। এই প্রকৃতির সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে যখন পরিণাম হয়, তখনই প্রলয় হয়। প্রকৃতির কখন স্বরূপপরিণাম এবং আবার কখন বিরূপপরিণাম হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। যেমন পৌরাণিকদিগের মতে ব্রহ্মার রাত্রিকালে প্রলয় হয়, তদ্রূপ ইহার কোন সময়ের স্থিরতা নাই। পরিণাম হইতে হইতে যখন স্বরূপ পরিণাম হইবে, তখনই প্রলয় এবং এই স্বরূপপরিণাম হইতে হইতেই আবার বিরূপ পরিণামের আরম্ভ হইলে জগৎসৃষ্টি হয়। যখন প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম হইতে আরম্ভ হয়, তখন এইরূপে হইয়া থাকে, প্রথমে মহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হইবে, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে লীন হইবে। এই অহংতত্ত্ব স্বীয়কারণ মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। তখন একমাত্র কেবল প্রকৃতিই থাকিবে। আর কিছুই থাকিবে না, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রলয়। [ইহার বিষয় সাংখ্যদর্শন ও প্রকৃতি ও পৃথিবী দেখ।]

২ বৈষ্ণবদিগের মতে নায়িকাদিগের আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে অষ্টম সাত্ত্বিকভাব। প্রলয় সাত্ত্বিকভাব সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অনুভূত হয়। ভূমিপতন আদি ইহার অনুভব। ৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত সাত্ত্বিকভাবভেদ।

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখানাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।" (সাহিত্যদ°)

৪ মূর্চ্ছা। "অবধানপরে চকার সা
প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে" (কুমার ৪।২)

প্রলয়তা (স্ত্রী) প্রলয়স্য ভাবঃ, তল্, টাপ্। প্রলয়ত্ব, প্রলয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রলয়ন (ক্লী) উৎপত্তিস্থান। "অসিতং তে প্রলয়নমাস্থানমসিতং তব" (অথর্ব্ব ১।২৩।৩) 'প্রলয়নং প্রকর্ষেণ লীয়তে সংশ্লিষ্যতে অত্রেতি প্রলয়নং উৎপত্তিস্থানং' (সায়ণ)

প্রললাট (ত্রি) প্রকৃষ্টো ললাটোঽস্য (উপসর্গাৎ স্বাঙ্গং ধ্রুবমপর্শ্ব। পা ৬।২।১৭৭) ইতি অন্তোদাত্তত্বং। প্রকৃষ্টললাটযুক্ত, প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট।

প্রলব (পুং) প্র-লূ-ভাবে-অপ্। ১ প্রকর্ষরূপে ছেদন। প্রলূয়তে কর্ম্মণি অপ্। ২ খণ্ডভেদ। ৩ লেশ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।১।১০)

প্রলবন (ক্লী) প্র-লূ-ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে ছেদন।

প্রলম্ব (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে লম্বযুক্ত। একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

প্রলবিতৃ (ত্রি) প্র-লূ-তৃণ্। প্রকর্ষরূপে ছেদনকারী।

প্রলবিত্র (ক্লী) প্রলূয়তে অনেন প্র-লূ-করণে ইত্র। ছেদনসাধন অস্ত্রাদি।

প্রলাপ (পুং) প্রলপনমিতি, প্র-লাপ-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রলাপন।

২ অনর্থক বাক্য। ৩ নিষ্প্রয়োজন উন্মত্তাদি বচন। ৪ আলাপ। ৫ রোগের উপসর্গভেদ। জ্বরাদি রোগের বেগাধিক্য হইলে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। ইহার লক্ষণ—

"স্বদেহকুপিতাদ্বাতাদসম্বদ্ধং নিরর্থকং।
বচনং যন্নরো ব্রূতে স প্রলাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

নরগণ স্বদেহে কুপিত বায়ু দ্বারা নিরর্থক যে সকল বাক্য বলে, তাহাকে প্রলাপ কহে। বায়ুকুপিত হইলেই প্রলাপ, এই প্রলাপ হইলে, যে রোগজন্য প্রলাপ হইয়াছে, সেই রোগের শান্তি করিলে প্রলাপের শান্তি হয়।

প্রলাপক (পুং) এতন্নামক সন্নিপাতজ্বরভেদ, ইহার নাম প্রলাপী। ইহার লক্ষণ—যে সন্নিপাত জ্বরে ঘর্ম্ম, ভ্রম, গাত্রবেদনা, কম্প, সন্তাপ, বমি, কণ্ঠবেদনা এবং শরীর অত্যন্ত গুরু হয়, তাহাকে প্রলাপক বা প্রলাপি-সন্নিপাত কহে। ইহার চিকিৎসা—তগরপাদুকা, ক্ষেতপাপড়া, সোঁদাল, মুথা, কটুকী, লামজ্জক অভাবে বেণার মূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, চন্দন, দশমূল এবং শঙ্খপুষ্পী সমভাগে মিশাইয়া এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে প্রলাপক সন্নিপাত আশু প্রশমিত হয়। সান্ত্বনাবাক্য, অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য এবং তিমির সেবন দ্বারা মন প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাতেও প্রলাপের শান্তি হয়। (ভাবপ্র°)

প্রলাপন (ক্লী) প্র-লপ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ আলাপন। ২ প্রলাপ বকা।

প্রলাপবৎ (ত্রি) প্রলাপঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য ব। প্রলাপযুক্ত, যাহারা প্রলাপ বলে।

প্রলাপহন্ (পুং) প্রলাপং হন্তীতি হন্-ক্বিপ্। কুলথাঞ্জন।

প্রলাপিতা (স্ত্রী) প্রলাপিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রলাপিত্ব, প্রলাপীর ভাব বা ধর্ম্ম। ২ প্রেমালাপ।

প্রলাপিন্ (ত্রি) প্র-লপ (প্রেলপসৃদ্রুমথবদবসঃ। পা ৩।২।১৪৫) ইতি তাচ্ছীল্যে ঘিনুন্। ১ প্রলপনশীল। যাহাদের স্বভাব প্রলাপ বলা। ২ সন্নিপাত জ্বরভেদ। [প্রলাপক দেখ।]

প্রলীন (ত্রি) প্র-লী-কর্ত্তরি ক্ত। ১ প্রলয়প্রাপ্ত। ২ চেষ্টাশূন্য।

প্রলীনতা (স্ত্রী) প্রলীনস্য নিশ্চেষ্টস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রলয়, পর্য্যায়—ইন্দ্রিয়স্বাপ, চেষ্টানাশ। (রাজনি°)

প্রলূন (পুং) ১ কীটভেদ। (ত্রি) প্র-লূ-ক্ত। ২ ছিন্ন।

প্রলেপ (পুং) প্র-লিপ্-ভাবে-ঘঞ্। ব্রণাদি শোষণার্থ দ্রব্যবিশেষ দ্বারা লেপনবিশেষ। প্রলেপদ্বারা সময়বিশেষে ব্রণাদির বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে চলিত পুল্টিস কহে। সুশ্রুতে লিখিত আছে—সকল প্রকার শোফের (ফুলার) উপক্রমে প্রথমে প্রলেপই বিধেয়। প্রথমতঃ প্রলেপ দুইপ্রকার, সামান্য ও বিশেষ। আবার ইহাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। যে রোগে বা যে অবস্থায় যে প্রকার প্রলেপ বিধেয়, তাহা সেই সকল রোগপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রলেপ শুষ্ক হইলে শরীরে রাখিতে নাই। শুষ্ক প্রলেপ কোন কার্য্যকারী হয় না, অথচ শরীরের পীড়াকর হয়। এই তিন প্রকার প্রলেপের মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল এবং অল্প হইলেই প্রলেপ বলা যায়। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক বা অল্প এইরূপ হইলে প্রদেহ এবং এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে আলেপ কহে। রক্তপিত্তজ রোগে আলেপ বিধেয়। বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ হইলে অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে বা ব্রণের শোধন এবং পূরণ করিতে হইলে প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত উভয় স্থলেই প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কল্ক অথবা নিরুদ্ধালেপন কহে। ইহা দ্বারা ব্রণের স্রাব (অর্থাৎ রসরক্তাদি নির্গত হওয়া) রুদ্ধ এবং ব্রণ কোমল হয়।

যে শোফ ক্ষারদ্বারা দগ্ধ হয় না, তাহার পক্ষে আলেপন হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ দোষের শান্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরের ত্বক্স্থিত সেই দোষের শান্তি হয়। শরীরের মর্ম্মস্থানে অথবা গুহ্যস্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়। আলেপন প্রস্তুত করিতে হইলে পিত্ত জন্য রোগে সকল আলেপন মিলিয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শভাগের ৬ ভাগ স্নেহদ্রব্য অর্থাৎ ঘৃত, তৈল ও বসা প্রভৃতির কোন একটী তাহাতে সংযোগ করিবে। বায়ুজন্য রোগে চারিভাগে এবং শ্লেষ্মজরোগে অর্দ্ধেক পরিমাণ স্নেহদ্রব্য মিশাইতে হইবে। ইহা অতিশয় পুরু করিয়া দিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে উষ্ণতা নির্গত হয়, ততক্ষণ তাহাতে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে না, উষ্ণ করিয়া দিতে হইবে।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন করাই বিধেয়। বিশেষতঃ পিত্ত জন্য ও রক্তজ অভিঘাত অর্থাৎ শরীরে কোন আঘাত জন্য, অথবা বিষ জন্য হইলে দিবাভাগেই লেপন করা কর্ত্তব্য। যে প্রলেপ পূর্ব্বদিনে প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কখন প্রয়োগ করিবে না। কারণ সে প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিতে নাই; অথবা যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা হয়, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ প্রলেপ শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অনেক স্থলে প্রলেপ দিয়া তাহা বাঁধিয়া রাখিতে হয়, কারণ উহা বাঁধিয়া না রাখিলে প্রলেপ খসিয়া যায়, এইজন্য বন্ধন করা

আবশ্যক। এই বন্ধন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—প্রলেপ বন্ধন করিতে হইলে বৃক্ষের ত্বক্‌নির্ম্মিত বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কম্বল, পট্টবস্ত্র, চর্ম্ম, বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থিত ছাল, অলাবুখণ্ড ও তূলফল এই সকল দ্রব্য প্রলেপের উপর দিয়া তাহার পর বন্ধন করিয়া রাখিবে, রোগ এবং কাল বিবেচনা করিয়া ভিষক্ বন্ধন দ্রব্য স্থির করিবেন। বন্ধন করিতে হইলে প্রথমতঃ ঘন প্রলেপ দিবে। তাহার উপরিভাগে সরল এবং অসঙ্কুচিতভাবে কোমল পট্টবস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণের উপরিভাগে যদি দৃঢ় গ্রন্থি দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রলেপের ঔষধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বিপরীতভাবে বন্ধন হইলে অর্থাৎ যে স্থলে যেরূপে বন্ধন করা উচিত, তাহার বিপরীত হইলে ব্রণের মুখ ঘৃষ্ট হয়। ব্রণের আয়তনানুসারে এই বন্ধন তিন প্রকার হইয়া থাকে—দৃঢ়, সম এবং শিথিল। বন্ধনে কষ্টবোধ হইলে দৃঢ়-বন্ধ, বন্ধনের মধ্যে বায়ু গমনাগমন করিতে পারিলে শিথিলবন্ধ এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে সমবন্ধ কহে। নিতম্ব, উদর, বগল, কুঁচকী, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক এই সকল স্থানে দৃঢ়বন্ধন করিতে হয়। হস্ত, পদ, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র, মুষ্ক, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব এবং উদর এই সকল স্থানে সমবন্ধন করিবে। চক্ষুর সন্ধিস্থানে কেবল শিথিল বন্ধন করিতে হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৮ অঃ)

প্রলেপ দ্বারা দুঃসাধ্য ব্রণাদি আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। চরক ও সুশ্রুতাদি বৈদ্যকগ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না।

প্রলেপক (ত্রি) প্র-লিপ্‌-ণ্বুল্। ১ প্রলেপকর্ত্তা। যে লেপন করে। (পুং) ২ জীর্ণ জ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ—জ্বরমুক্ত, কৃশ ও মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট দোষ বায়ু কর্ত্তৃক বৃদ্ধি পাইয়া কফের দোষ অনুসারে জ্বর উৎপাদন করে। দিবা ও রাত্রির মধ্যে দোষ সকল দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকাশ পায়। এই প্রলেপক জ্বর ধাতুশোষণকারী। যাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, তাহার পক্ষে এই রোগ প্রাণনাশক। ইহার চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য। প্রলেপক জ্বর বাতশ্লেষ্মা জন্য, তাহার মধ্যে শ্লেষ্মারই প্রাধান্য থাকে। (সুশ্রুত চিকি° ৩৯ অঃ)

"প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ।
মন্দজ্বরবিলেপী চ সুশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

[বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দে দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্, কাপি অত ইত্বং। প্রলেপিকা তস্যা ধর্ম্মাং মহিষ্যাদিত্বাদণ্। ৩ প্রলেপিকার ধর্ম্ম।

প্রলেপ্য (ত্রি) ১ প্রলেপযোগ্য, লেপনীয়। (পুং) ২ কুঞ্চিত কেশদাম।

প্রলেহ (পুং) প্রলিহ্যতে ইতি প্র-লিহ্-ঘঞ্। ব্যঞ্জনবিশেষ। ইহাকে চলিত কোর্ম্মা কহে। পাকরাজেশ্বরে ইহার প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রথমে স্থূল মাংসখণ্ড উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া ঘৃত বা তৈল উত্তপ্ত হইলে তাহাতে ঐ মাংস দিবে, পরে তাহা হাতা দিয়া উত্তমরূপে সঞ্চালন করিবে, মাংস ভাজাভাজা হইলে উহাতে তপ্ত লবণযুক্ত জল দিবে, ও মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিলে, যখন পটপট শব্দ হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাক করিবে, পরে ইহাতে দাড়িমীনীর প্রক্ষেপ দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, এইরূপভাবে পাক করিয়া তাহাতে শুণ্ঠী ও জীরক দিতে হইবে। তৎপরে মাংস নামাইয়া ও প্রলেহ হইতে আলাহিদা করিবে। এই প্রলেহ উত্তম বস্ত্রপূত করিয়া হিঙ্গু ও ঘৃতযুক্ত ধূপ দ্বারা ধূপিত করিয়া অন্য একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে। এইরূপে প্রলেহ প্রস্তুত হয়।

গৌড়দেশীয় প্রলেহ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাংস পাক করিয়া হিঙ্গু, আর্দ্রক, বীজপুর, এলাচি ও লবণ মিশ্রিত করিয়া লইলে গৌড়দেশীয় প্রলেহ হয়। ইহার গুণ রুচিকর, বল্য, কফ ও বায়ুরোগনাশক, গ্রাহক, পিত্তবর্দ্ধক ও আধ্মাননাশক।

পূর্ণপ্রলেহ—মাংসপূরণের যোগানুসারে কোষ্ঠাকার করিয়া ঘৃতে মাংস ভাজিয়া লইয়া প্রলেহের বিধি অনুসারে পাক করিলে পূর্ণপ্রলেহ হয়। ইহার গুণ বাতনাশক, শ্লেষ্মা ও মুখবৈরস্য-নাশক এবং গুরু।*

* "স্থূলানি মাংসখণ্ডানি ক্ষালিতানি চ বারিণা।
তপ্তস্নেহে বিনিঃক্ষিপ্য দর্ব্ব্যা সঞ্চালয়ন্ পচেৎ॥
তপ্তং তত্র বিনিঃক্ষিপ্য লাবণং জলমল্পকং।
পচেৎ পটপটাশব্দং তস্মিন্ মাংসে প্রকুর্ব্বতি॥
প্রক্ষিপেৎ দাড়িমীনীরং বহুলেন পচেৎ পুনঃ।
মাংসপিণ্ডেষু সিদ্ধেষু দেয়া শুণ্ঠী সজীরকা॥
ততশ্চোত্তার্য্য তন্মাংসং পৃথক্ কুর্য্যাৎ প্রলেহতঃ।
প্রলেহং বাসসা পূতং স্থাপয়েদন্যভাজনে॥
হিঙ্গুনা ঘৃতযুক্তেন ধূপেন তঞ্চ ধূপয়েৎ।
গৌড়দেশীয়-প্রলেহস্তু—
হিঙ্গ্বার্দ্রবীজপুরৈলালবণৈঃ সম্ভৃতেন তু।
কুট্টিতামিষপিষ্টেন তত্র দাড়ীমবীজতঃ॥
দোষণাবেসবারশ্চ প্রলেহো গৌড়দেশজঃ।
প্রলেহো রুচিদো বল্যঃ কফানিলরুজাপহঃ।
সংগ্রাহী পিত্তকৃৎ কিঞ্চিৎ শিলাধ্মানগদান্ জয়েৎ॥
পূর্ণপ্রলেহস্তু—
মাংসপূরণযোগেন কোষ্ঠাকারং বিধায় তু।
খিন্নং কৃত্বা ঘৃতে ভৃষ্টং প্রলেহবিধিনা পচেৎ॥
পূরণস্তু প্রলেহোঽয়ং বিজ্ঞেয়ো বাতনাশনঃ।
শ্লেষ্মাস্যকারকশ্চৈব মুখবৈরস্যহৃদ্‌গুরুঃ॥" (পাকরাজেশ্বর)

শুক্লবর্ণ প্রলেহ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাংস পাক করিয়া বেসর, ধনে, হিঙ্গু, দধি ও ঘৃতে অর্দ্ধ পক্কাবস্থায় স্বিন্ন মাংস নিঃক্ষেপ করিয়া নাবাইয়া লইলে শুক্লবর্ণ প্রলেহ হয়।

পীতবর্ণ প্রলেহ—শুক্লবর্ণ প্রলেহের মত মাংস পাক করিয়া হরিদ্রা বা কুঙ্কুমমিশ্রিত করিলে এই প্রলেহ হয়। এতদ্ভিন্ন রক্তবর্ণ প্রলেহ, হরিদ্বর্ণ প্রলেহ, এবং বটকপ্রলেহ প্রভৃতি নানাবিধ প্রলেহের প্রস্তুত বিবরণ লিখিত আছে। মাংসের মতন মৎস্যেরও প্রলেহ প্রস্তুত করা যায়।

মৎস্যপ্রলেহ—মৎস্যের প্রলেহও মাংসের মত করিয়া পাক করিতে হইবে। কেবল ইহা প্রথমে তৈলে ভাজিয়া লইবে, আর সমস্তই মাংসের মতন হইবে।

"মাংসং প্রলেহবৎ কার্য্যং প্রলেহো মৎস্যসম্ভবঃ।
আদৌ তৈলে পরং পক্বং সর্ব্বমন্যত্ পূর্ব্ববৎ॥
বর্ণস্য করণে দেয়ং পূর্ব্বোক্তং দ্রব্যকং হি যৎ।
উদ্ধূলনং সুগন্ধায় দাতব্যং পূর্ব্বসম্ভবম্॥" (পাকরাজেশ্বর)

প্রলেহন (ক্লী) প্র-লিহ-ল্যুট্। চাটা।

প্রলোপ (পুং) প্র-লুপ-ঘঞ্। প্রকৃষ্টরূপে লোপ, ধ্বংস।

প্রলোভ (পুং) প্র-লুভ-ঘঞ্, বা প্রকৃষ্টঃ লোভঃ। প্রকৃষ্ট লোভ, অতিশয় লালসা।

প্রলোভক (পুং) প্রলোভনকারী।

প্রলোভন (ত্রি) ১ প্রবঞ্চক, লোভনকারী। (ক্লী) ২ লোভ দেখান, আকর্ষণ।

প্রলোভিন্ (ত্রি) প্র-লুভ-গিনি। প্রলোভযুক্ত, লুব্ধ।

"ইতি পিত্রা সুতস্নেহাৎ প্রলোভি মধুরাক্ষরম্।"(মার্কপু° ১০।১৪)

প্রলোভ্য (ত্রি) ১ প্রলোভনযোগ্য। ২ আকর্ষণীয়। ৩ অভিলাষযোগ্য।

প্রলোলুপ (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ লোলুপঃ প্রাদিস°। অতিশয় লোলুপ। (পুং) গরুড়বংশীয় কুন্তিপুত্র পক্ষিভেদ।

প্রব (ত্রি) গতি, গমন।

"তিস্রঃ পৃথিবীরুপরিপ্রবা দিবো" (ঋক্ ১।২৪।৮)
'প্রবা প্রবন্তো গচ্ছন্তো যুবাং প্রুঙ্ গতৌ পচাদ্যচ্' (সায়ণ)

প্রবক (ত্রি) প্র-গতৌ সাধুকারিত্বে দ্যোত্যে বুন্। ১ ভূয়োগতিযুক্ত, ২ তাহাতে সাধুকারী।

প্রবক্তৃ (ত্রি) প্রকর্ষেণ বক্তি যঃ, প্র-বচ-তৃচ্। ১ বেদাদিবাচক, প্রকর্ষরূপে বক্তা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক বেদাদি বাচক। ২ বেদার্থোপদেশক।

"জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্নতু শূদ্রঃ কদাচন॥" (মনু ৭ অঃ)

৩ সদ্বক্তা, উত্তমকথক।

প্রবক্তব্য (ত্রি) প্র-বচ-তব্য। প্রকৃষ্টরূপে বচনীয়, উত্তমরূপে বলিবার যোগ্য।

"শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যক্ নান্যেন কেন চিৎ।" (মনু ১।১০৬)

প্রবক্তৃত্ব (ক্লী) প্রবক্তুর্ভাবঃ প্রবক্তৃ-ত্ব। প্রবক্তার ভাব বা ধর্ম্ম, সদ্বক্তার কার্য্য।

প্রবগ (পুং-স্ত্রী) প্লবগ-লস্য রঃ। খগ পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (অমরটীকা)

প্রবঙ্গ (পুং-স্ত্রী) প্লবঙ্গ লস্য-রঃ। প্লবঙ্গ, পক্ষী। প্রবঙ্গম প্রভৃতিও ল স্থানে র করিয়া হইয়াছে।

প্রবচন (ক্লী) প্রকর্ষেণ উচ্যতে ইতি প্র-বচ-ল্যুট্। অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কথন।

'অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গেঽধীতী গুরোস্তু যঃ।
লব্ধানুজ্ঞঃ সমাবৃত্তঃ সুত্বা স্তভিষবে কৃতে॥' (অমর ২।৭।১০)

২ বেদাঙ্গ। "অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।"(মনু ৩।১৮৪)

'প্রকর্ষেণৈব উচ্যতে বেদার্থ এভিরিতি প্রবচনান্যঙ্গানি তেষু অগ্র্যাঃ ষড়ঙ্গবিদঃ।' (কুল্লূক)

৩ প্রকৃষ্টবাক্য। ৪ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কথন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।"
(মুণ্ডকোপনি° ৩।২।৩)

প্রবচনীয় (ত্রি) প্র-বক্তীতি প্র-বচ (ভব্যগেয়প্রবচনীয়েতি। পা ৩।৪।৬৮) ইতি কর্ত্তরি অনীয়র্। ১ প্রবক্তা। প্রোচ্যতে ইতি প্র-বচ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ২ প্রবাচ্য।

প্রবট (পুং) প্র-অট-স্বার্থে অণ্। গম। গোধূম। (জটাধর)

প্রবণ (ত্রি) প্রবতেঽত্রেতি প্রু অধিকরণে ল্যুট্। ১ ক্রমনিম্নভূমি।

"দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।" (মনু ৩।২০৬)

২ উদর। ৩ প্রহ্ব। ৪ আয়ত্ত। ৫ প্রগুণ। ৬ ক্ষণ। (বিশ্ব) ৭ প্লুত। ৮ স্নিগ্ধ। (শব্দরত্না°) ৯ আসক্ত। ১০ ক্ষীণ। (ধরণি) (পুং) প্রবন্তে গচ্ছন্তি জনা অনেনেতি প্রু গতৌ করণে ল্যুট্। ১১ চতুষ্পথ। (অমর) ১২ নত। ১৩ রত। ১৪ নম্র। ১৫ অনুকূল। ১৬ নিপুণ। ১৭ বিনীত। ১৮ আহুতি। ১৯ উন্মুখ, উৎকৃষ্ট, উদার, প্রবন্ধ।

প্রবণতা (স্ত্রী) প্রবণস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। প্রবণের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রবণবৎ (ত্রি) প্রবণ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রবণযুক্ত।

প্রবৎ (স্ত্রী) প্রবণে বাতি বা ডতি। ১ প্রবণ দেশে অর্থাৎ নিম্ন স্থানে গন্তা। (ঋক্ ৭।৫০।৪) ২ পর্ব্বতের ঢালুদেশ।

প্রবত্বৎ (ত্রি) প্রবৎ অস্ত্যর্থে মতুপ্-মস্য ব। তান্তত্বাৎ ন পদত্বঃ। অত্যন্ত বিস্তারযুক্ত।

"আবাং রথোঽবনির্নপ্রবত্বান্" (ঋক্ ১।১৮১।৩)
'প্রবত্বান্ ভূমিরিব অত্যন্তবিস্তারবান্' (সায়ণ)

প্রবৎস্যৎপতিকা (স্ত্রী) প্রবৎস্যন্ প্রবাসং গমিষ্যন্ পতির্যস্যাঃ। নায়িকাভেদ, যে নায়িকার পতি কিছু পূর্ব্বে বিদেশ গমন করিবে, তাদৃশী নায়িকা। এই নায়িকার চেষ্টা—কাকুবচন, কাতর প্রেক্ষণ, গমনবিঘ্নোপদর্শন, নির্ব্বেদ, সন্তাপ, সম্মোহ, নিঃশ্বাস ও বাষ্পাদি। রসমঞ্জরীতে মুগ্ধা প্রবৎস্যৎপতিকা, মধ্যাপ্রবৎস্যৎপতিকা, প্রৌঢ়াপ্রবৎস্যৎপতিকা, পরকীয়া প্রবৎস্যৎপতিকা ও সামান্য প্রবৎস্যৎপতিকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে। রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—প্রবৎস্যৎপতিকা—

"প্রাণেশ্বরে কিমপি জল্পতি নির্গমায়
ক্ষামোদরী বদন মানময়াঙ্ককার।
আলীপুনর্নিভৃতমেত্য লতানিকুঞ্জ-
মুন্মত্তকোকিলকলধ্বনিমাততান॥

মধ্যাপ্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
গন্তং প্রিয়ে বদতি নিঃশ্বসিতং ন দীর্ঘ-
মাসীন্নবা নয়নয়োর্জ্জলমাবিরাসীৎ।
আয়ুর্লিপিং পঠিতুমেণদৃশঃ পরন্ত
ভালস্থলীং কিমুকরঃ সমুপাজগাম॥

প্রৌঢ়া প্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
নায়ং মুঞ্চতি সুভ্রুবামপি তনুত্যাগে বিয়োগজ্বর-
স্তেনাহং বিহিতাঞ্জলির্যদুপতে পৃচ্ছামি সত্যং বদ।
তাম্বূলং কুসুমং পটীসমুদকং যদ্বন্ধুভির্দীয়তে
তৎ স্যাদত্র পরত্র বা কিমু বিষজ্বালাবলী দুঃসহম্॥

পরকীয়া প্রবৎস্যৎপতিকা যথা—
ন্যস্তং পন্নগমূর্দ্ধ্নি পাদযুগলং ভক্তির্বিমুক্তা গুরৌ
ত্যক্তা নীতিরকারি কিং ন ভবতো হেতোর্ময়া দুষ্কৃতং।
অঙ্গানাং শতযাতনা নয়নয়োঃ কোপক্রমো রৌরবঃ
কুম্ভীপাকপরাভবশ্চ মনসোযুক্তং ত্বয়ি প্রস্থিতে॥

সামান্য প্রবৎস্যৎপতিকা—
"মুদ্রাং প্রদেহি বলয়ায় ভবদ্বিয়োগ-
মাসাদ্য বাঞ্ছতি বহিঃ সহসা যদেতৎ।
ইত্থং নিগদ্য বিগলন্নয়নাম্বুধারা
বারাঙ্গনা প্রিয়তমং করয়োর্বভার" (রসমঞ্জরী)

প্রবদ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপ বাদ্য। (অথর্ব্ব ৫।২০।৯)

প্রবদন (ক্লী) ঘোষণা।

প্রবদিতৃ (ত্রি) প্র-বদ-তৃচ্। ঘোষক, ঘোষণাকারী।

প্রবদ্যামন্ (ত্রি) যা-ভাবে বাহুলকাৎ মনিন্। প্রবৎ প্রকৃষ্টগতিযুক্তঃ যামা গতির্যস্য। প্রকৃষ্টগমনকারী, শীঘ্রগামী। "প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন" (ঋক্ ১।১১৮।৩) 'প্রবদ্যামনা প্রকৃষ্টগমনেন শীঘ্রগামিনা' (সায়ণ)

প্রবপ (ত্রি) অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত মেদোযুক্ত।

প্রবপন (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে বপন। ২ গোঁপ দাড়ি কামান।

প্রবয়ন (ক্লী) প্রবীয়তেঽনেনেতি প্র-অজ-গতৌ ক্ষেপণে চ ল্যুট্ (বাযৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি বী, কৃত্যচঃ। পা ৮।৪।২৯ ইতি ণত্বং। ১ প্রতোদ। (হেম) প্র-বয়-গতৌ ভাবে ল্যুট্। ২ প্রকর্ষরূপে গমন।

প্রবয়নীয় (ত্রি) প্র-অজ-অনীয়র, অজে-র্বী। প্রবয়নযোগ্য।

প্রবয়স্ (ত্রি) প্রগতং বয়ো যস্য। ১ বৃদ্ধ। ২ পুরাণ।

প্রবয্যা (স্ত্রী) প্র-বি-যৎ 'ভয্যপ্রবয্যে ছন্দসি' ইতি নিপাতনাৎ সিদ্ধং। প্রকর্ষরূপে গতিযুক্তা, স্ত্রী।

প্রবর (ক্লী) প্র-ব্রিয়তে ইতি প্র-বৃ-অপ্। ১ অগুরুচন্দন। (ভাবপ্র°) ২ গোত্র। (ত্রি) ৩ শ্রেষ্ঠ। (মেদিনী) (পুং) ৪ সন্ততি। ৫ গোত্রব্যাবর্ত্তক মুনিগণ।

যজ্ঞকালে যে গোত্র যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি প্রবর। অথবা প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ পরিচয়ার্থ সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক ঋষিকে লইয়া প্রবর হয়।

[বিশেষবিবরণ গোত্রশব্দে দেখ।]

প্রবরগিরি, একটী প্রাচীন পর্ব্বত। বর্ত্তমান নাম বরাবর। গয়া হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

প্রবরণ (ক্লী) ১ দেবতাদিগের আবাহন। আরাধন। ২ বর্ষাঋতুর শেষে বৌদ্ধদিগের উৎসবভেদ।

প্রবরদাস, চৈতন্যপ্রকরণপ্রণেতা। ইহার উপাধি ব্রহ্মবিদ্।

প্রবরধাতু (পুং) মূল্যবান্ ধাতুবিশেষ। (বৃহৎস° ৯৪।২১)

প্রবরপুর, ১ কাশ্মীরস্থ নগরভেদ। রাজা প্রবরসেন এই নগর স্থাপন করেন। ২ মধ্যপ্রদেশস্থ প্রবরসেনপ্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন গ্রাম।

প্রবরভূপতি (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৪।৩১৫) [প্রবরসেন দেখ।]

প্রবরললিত (ক্লী) ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬টী অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—"যমৌ নঃ সো রোগঃ প্রবরললিতং নাম বোধ্যং।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা) এই ছন্দের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও চতুর্দ্দশ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন গুরু।

প্রবরবাহন (পুং) প্রবরং বাহনং যয়োঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (হেমচ°) এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

প্রবরসেন, (১ম) গোনন্দবংশীয় জনৈক কাশ্মীররাজ। (২য়) সেতুবন্ধকাব্যপ্রণেতা কাশ্মীররাজ। ইহার কবিত্বশক্তি উল্লেখ করিয়া ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় তৎকৃত একএকটী শ্লোক উদ্ধৃত এবং বাণভট্ট কবি শ্রীহর্ষচরিতের অনুক্রমণিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাকৃতভাষায় রচিত কাব্য মধ্যে 'সেতুবন্ধ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। [কাশ্মীর দেখ।]

প্রবরসেন (১ম) বাকাটকবংশীয় মহারাজ। ইনি ২য় প্রবরসেনের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও রাজা ১ম রুদ্রসেনের পিতামহ। ইনি বিষ্ণুবৃদ্ধগোত্রীয় ছিলেন। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি অগ্নিষ্টোম, অপ্তোর্যাম, উকৃথ্য, ষোড়শিন্, অতিরাত্র, বাজপেয়, বৃহস্পতিসব ও চারিটী অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার উপাধি 'বরাহদেব' ছিল।

অজণ্টার গুহামন্দিরস্থ শিলালিপিতে তাঁহার 'প্রবরসেন বরাহদেব' নাম পাওয়া যায়।

প্রবরসেন (২য়) বাকাটকবংশীয় জনৈক মহারাজ। প্রবরপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা ২য় রুদ্রসেনের ঔরসে ও প্রভাবতী গুপ্তার গর্ব্ভে তাঁহার জন্ম হয়। শিলালিপিতে তাঁহার দানশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবরা, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। প্রাচীন নাম পয়োধরা। সহ্যাদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়া ৬ ক্রোশের পর রাণোড়ের নিকট ইহার একটী প্রপাত আছে। মূলা, মহালুঙ্গী ও অডুলা নামক শাখাদ্বয় ইহাতে আসিয়া মিলিয়াছে। প্রায় ১২০ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া তোকনগরের নিকট গোদাবরী নদীতে পড়িয়াছে। রাজুর, অকোল, সঙ্গমের, রাহুরি, নেবাস, তোক ও প্রবরাসঙ্গম নামক নগর সকল ইহার তীরে অবস্থিত। ইহার জল স্বাস্থ্যকর।

প্রবরাসঙ্গম, আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রবরা নদীর দক্ষিণকূলে গোদাবরীসঙ্গমতটে অবস্থিত। ইহার অপর তীরে তোকনগর। দুইটী নগরই ব্রাহ্মণপ্রসিদ্ধ। এখানে অনেকগুলি হিন্দুমন্দির ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথযুদ্ধের পর নিজাম আলী এখানকার কতকগুলি মন্দির ধ্বংস করেন। এই স্থান সাধারণের নিকট পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানকার সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। প্রতি বৎসর মহাশিবরাত্রিব্রতোপলক্ষে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

প্রবরেশ্বর (পুং) প্রবরসেন রাজা। (রাজতর° ৩৯৯)

প্রবর্গ (পুং) প্রবৃজ্যতে নিঃক্ষিপ্যতে হবিরাদিকমস্মিন্নিতি প্র-বৃজ-অধিকরণে ঘঞ্। হোমাগ্নি।

"দক্ষিণাহ্বনয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্।
উপকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গাবর্ত্তভূষণঃ॥" (হরিব° ৪১।৩৪)

প্রবৃজ্যতেঽসৌ ঘঞ্। ২ প্রবর্গযজ্ঞে অনুষ্ঠেয় হোম।

প্রবর্গ্য (পুং) প্র-বৃজ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ, কুত্বং। প্রবর্গযজ্ঞে অনুষ্ঠেয় হোম। (কাত্য° শ্রৌ° ৬ অঃ)

প্রবর্গ্যবৎ (ত্রি) প্রবর্গ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। ১ প্রবর্গ্যযুক্ত। (পুং) ২ যজ্ঞভেদ। (শত° ব্রা° ৩।৪।৪।১)

প্রবর্দ্ধন (ক্লী) প্রবর্গ্যযজ্ঞে উত্তপ্ত পাত্রে বা ঘৃতে দুগ্ধ নিঃক্ষেপ। (শত° ব্রা° ৭।১।২।৯) ২ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধন।

প্রবর্ত্ত (পুং) ১ কার্য্যারম্ভ। ২ গোলাকার অলঙ্কারভেদ। (অথর্ব্ব ১৫।২।১)

প্রবর্ত্তক (ত্রি) প্রবর্ত্তয়তীতি প্র-বৃত-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ প্রবর্ত্তনকারী। ২ প্রবৃত্তিজনক।

"প্রবর্ত্তকং বাক্যমুবাচ চোদনাং নিবর্ত্তকং নৈবমুবাচ ভাষ্যকৃৎ।
ততশ্চ বিধ্যো নহি চোদনাস্তি সা প্রবর্ত্তিকা যা ন ভবেদিতি স্থিতিঃ॥

বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী ইষ্টসাধনত্ববিষয়ে কৃতিসাধ্যতাবিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ এই কার্য্য করিলে আমার অভিষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইবে এবং অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই ও ইহা আমার কৃতিসাধ্যত্ব অর্থাৎ করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ জ্ঞান। "বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনত্বে সতি কৃতিসাধ্যতাবিষয়কং জ্ঞানং ইষ্টসাধনতাবিষয়কং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানং বা প্রবর্ত্তকং" (ইতি জরন্নৈয়ায়িকাঃ) চোদনা, ক্রিয়া অর্থাৎ নিয়োগের প্রবর্ত্তক বচন। "চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনং" (চোদনাসূত্রে শবরভাষ্য)

২ প্রবৃত্তিদায়ক। ৩ প্রদর্শক। ৪ অনিবর্ত্তক, অবিচ্ছেদকারী। ৫ প্রণেতা।

প্রবর্ত্তন (ক্লী) প্র-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। প্রবৃত্তি।

"তেঽন্যৈর্বান্তং সমশ্নন্তি পরোৎসর্গশ্চ ভুঞ্জতে।
ইতরার্থগ্রহে যেষাং কবীনাং স্যাৎ প্রবর্ত্তনম্॥" (কাব্যপ্র°)

২ আরম্ভ। (মিতাক্ষরা)

প্রবর্ত্তনা (স্ত্রী) প্র-বৃত্ ণিচ্-যুচ্, টাপ্। প্রবৃত্তিদান।

"অথবা ভবতঃ প্রবর্ত্তনা ন কথঃ পিষ্টমিয়ং পিনষ্টি ন।"(নৈষধ ২।৬১)

২ আরম্ভ। ৩ উত্তেজনা। ৪ প্রেরণা। ৫ নিয়োজন।

প্রবর্ত্তনীয় (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। প্রবর্ত্তনযোগ্য।

প্রবর্ত্তমান (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-শানচ্। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

প্রবর্ত্তমানক (ত্রি) প্রবর্ত্তমান স্বার্থে-কন্। প্রবর্ত্তমান।

"গিরেঃ প্রবর্ত্তমানকঃ" (ঋক্ ১।১৯১।৬) 'প্রবর্ত্তমানকঃ প্রবর্ত্তমানঃ অতিশীঘ্রমভিগচ্ছন্' (সায়ণ)

প্রবর্ত্তয়িতৃ (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-তৃণ্। ১ প্রবর্ত্তক। ২ অনিবর্ত্তক, অবিচ্ছেদকারী। ৩ সংস্থাপক।

প্রবর্ত্তিত (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-ক্ত। ১ চালিত। ২ যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়। ৩ উৎপাদিত, জাত।

"ন কারণাৎ স্বাৎ বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥" (রঘু ৫।৩৭)

৪ আরব্ধ। ৫ প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান। ৬ উত্তেজিত, প্রেরিত।

প্রবর্ত্তিতৃ (ত্রি) প্র-বৃত-তৃণ্। প্রবর্ত্তনকারী।

প্রবর্ত্তিতব্য (ত্রি) প্র-বৃত-ণিচ্-তব্য। ১ প্রবর্ত্তনযোগ্য। ২ অনুষ্ঠেয়।

প্রবর্ত্তিন্ (ত্রি) প্র-বৃত-ণিনি। ১ প্রবর্ত্তযুক্ত, প্রবর্ত্তক। ২ অগ্রগামী। ৩ প্রবাহশীল। ৪ উৎপত্তিশীল।

প্রবর্ত্ত্য (ত্রি) কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা উত্তেজনযোগ্য।

প্রবর্দ্ধক (ত্রি) প্র-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রবর্দ্ধনকারী।

প্রবর্দ্ধন (ক্লী) প্র-বৃধ-ভাবে-ল্যুট্। ১ বিবর্দ্ধন। বাড়ান। (ত্রি) ২ বৃদ্ধিকারক।

"বাতপিত্তোপশমনং শুক্রশুক্রপ্রবর্দ্ধনম্॥" (সুশ্রুত ১৪৬ অ°)

প্রবর্ষ (পুং) ১ প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ, অতিবৃষ্টি। ২ বৃষ্টি।

প্রবর্ষণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ।

প্রবর্ষিন্ (ত্রি) অতিশয় বর্ষণশীল।

প্রবর্হ (ত্রি) প্রবর্হতি প্রবর্দ্ধতে প্র-বৃহ্-অচ্। প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

প্রবলাকিন্ (পুং) ১ ভুজঙ্গ। ২ চিত্রমেখলক। (বিশ্ব)

প্রবল্হ (পুং) প্রহেলিকা।

প্রবল্হিকা (স্ত্রী) প্রহেলিকা।

প্রবসথ (ক্লী) ১ প্রস্থান। ২ প্রবাস।

প্রবসন (ক্লী) ১ প্রবাসযাত্রা। বিদেশগমন। ২ বহির্গমন।

প্রবসু (পুং) ইলিনুপপুত্র দুষ্মন্তভ্রাতা নৃপভেদ। (ভা° ১১৯৪ অঃ)

প্রবস্তব্য (ত্রি) প্র-বস-তব্য। প্রস্থানযোগ্য, নির্গমনযোগ্য। (তৈত্তি° স° ৬।২।৫।৫)

প্রবহ (পুং) প্র-বহ-ভাবে-অচ্। ১ গৃহনগরাদি হইতে বহির্গমন। প্রবহতীতি। প্র-বহ-অচ্। ২ বায়ু, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত দ্বিতীয় বায়ু। এই বায়ু আবহ বায়ুর উপরিদেশে অবস্থিত।

"যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ।"
(বিষ্ণুপু° ২ অঃ ১২ অঃ)

প্রবাহ বায়ু আশ্রয় করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল আকাশতলে অবস্থিত আছে। ৩ মেঘবিশেষ।

"আবহঃ প্রবহশ্চৈব উদহাসো মহাংস্তথা।
পরীবহঃ পঞ্চমশ্চ নিবহশ্চ পরাবহঃ॥" (স্কন্দপু° সহ্যাদ্রিস° ৫।৬)

৪ গ্রাহ।

প্রবহন (ক্লী) প্রোহ্যতেঽনেনেতি প্র-বহ-করণে ল্যুট্। ১ কর্ণীরথ। স্ত্রীপ্রভৃতির বহনার্থ উপরিদেশে বস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যবাহ্য যানবিশেষ। চলিত ডুলি, ইহার উপরিভাগে কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করা থাকে। ২ যান। ৩ পোত।

"প্রবিশ্য সপ্রবহনশ্চেটঃ" (মৃচ্ছকটিক ৪ অঃ)

প্রবহ্লি (স্ত্রী) প্রবহ্লতে আচ্ছাদয়তীতি প্র-বহ্ল-ইন্। প্রবহ্লিকা, পক্ষে ঙীষ্ প্রবহ্লী।

প্রবহ্লিকা (স্ত্রী) প্র-বহ্ল-ণ্বুল্-টাপ্, অত ইত্বং। প্রহেলিকা।

প্রবা (পুং) প্রকর্ষেণ বাতি গচ্ছতি বা ক্বিপ্। ১ অন্ন। "প্রবয়াহ্লাহর্জিম্ব" (শুক্লযজু° ১৫।৬) 'প্রবয়া প্রকর্ষেণ বাতি দেহং গচ্ছতীতি প্রবা অন্নং' (বেদদীপ)

প্রবাল (পুং) ১ ঘোষণা। ২ ঘোষক, ঘোষণাকারী।

প্রবাচ (ত্রি) প্রকৃষ্টা বাগ্ যস্য। যুক্তিযুক্ত বাক্যবক্তা, যিনি উপযুক্ত বাক্য বলেন। যুক্তিপটু।

'বাচো যুক্তিপটুর্বাগ্মী বচোজ্ঞঃ প্রবচাঃ প্রবাক্।' (জটাধর)

(স্ত্রী) প্রকৃষ্টা বাগিতি প্রাদিস°। ২ প্রকৃষ্টবাক্য, প্রকৃষ্ট বচন।

প্রবাচক (ত্রি) প্রকৃষ্টং বক্তীতি প্র-বচ-ণ্বুল্। প্রকৃষ্টবক্তা, উত্তম বক্তা।

প্রবাচন (ক্লী) প্র-বচ-ণিচ্-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে কথন।

"তদৃতস্য প্রবাচনং দেবানাং" (ঋক্ ১০।৩৫।৮)

'প্রবাচনং প্রকর্ষেণ গুণানাং কথনং' (সায়ণ)

প্রবাচ্য (ত্রি) প্র-বচ-ণ্যৎ (যজযাজরুচপ্রবর্চ্চশ্চ। পা ৭।৩।৬৬) ইতি কুত্বাভাবঃ। ১ সম্যক্ বক্তব্য, প্রকর্ষরূপে বক্তব্য। "তে ভুবনেষু প্রবাচ্যা" (ঋক্ ১।৫১।১৩) 'প্রবাচ্যা প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি' (সায়ণ) ২ নিন্দ্য, নিন্দনীয়।

প্রবাড় (পুং) প্রবাল লস্য ড়ত্বং। প্রবাল।

প্রবাড়সাগর (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

প্রবাণ (ক্লী) কাপড়ের পাড় বাধা।

"আবিকানি লোহিতপ্রবাণানি বসনানি" (লাট্যা° ৮।৬।২০)

প্রবাণি (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ উয়তেঽনয়েতি প্র-বে করণে-ল্যুট্, ঙীপ্ নিপাতনাৎ ঙীপো হ্রস্বঃ। তন্ত্রশলাকা, মাকু। (ভরত)

প্রবাণী (স্ত্রী) প্র-বে-ল্যুট্-ঙীপ্। তন্ত্রশলাকা, তুরী মাকু।

প্রবাত (ত্রি) প্রকর্ষেণ বাতি প্র-বা-শতৃ। ১ প্রকৃষ্ট গতিযুক্ত। (পুং) ২ প্রাণ। "প্রাণো বৈ প্রবান্" (শত° ব্রা° ১।৪।৩।৩)

প্রবাত (ত্রি) প্রকৃষ্টো বাতো যত্র। ১ সুখসেব্য বাতযুক্ত দেশাদি। প্রকৃষ্টো বাতঃ প্রাদিস°। ২ প্রকৃষ্টবাত, প্রবল বায়ু। প্র-বা-ক্ত। ৩ নিম্ন, প্রবণ।

প্রবাতসার (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবিস্তর)

প্রবাতেজ (ত্রি) প্রবাতে জায়তে জন-ড, অলুক্‌স°। নিম্ন প্রদেশে জাত। "মাদয়ন্তি প্রবাতেজাঃ ইরিণে" (ঋক্ ১০।৩৪।১) 'প্রবাতেজাঃ প্রবণে দেশে জাতাঃ' (সায়ণ)

প্রবাদ (পুং) প্রকৃষ্টো বাদঃ প্র-বদ-ঘঞ্ বা। ১ পরস্পর বাক্য। ২ জনরব, জনশ্রুতি।

"প্রেয়াংস্তেঽহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদস্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।

ত্বং মে তেঽস্যামহমপি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে!
ব্যাহারে নৌ নহি সমুচিতে যুষ্মদস্মৎপ্রয়োগঃ॥".
(অলঙ্কারকৌস্তভ)

৩ অপবাদ। "ব্যাঘ্রো মানুষং খাদতীতি লোকপ্রবাদো ছুর্নিবারঃ" (হিতোপদেশ) ৪ জনসমাজে প্রসিদ্ধ বাক্য। ৫ পরস্পর কথোপকথন।

প্রবাদক (ত্রি) প্রকৃষ্টো বাদকঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্টরূপে বাদক, বাদ্যকারী।

প্রবাদিন্ (ত্রি) প্র-বদ-তাচ্ছীল্যে ণিনি। পরস্পর কথনকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রবাদ্য (ত্রি) প্র-বদ-ণ্যৎ। ১ কথনযোগ্য। ২ ঘোষণার্হ।

প্রবাপয়িতৃ (ত্রি) প্র-বপ-ণিচ্-তৃণ্। রোপয়িতা। রোপণকারী।

প্রবাপিন্ (ত্রি) প্র-বপ-ণিনি। বপনকারী, যিনি বপন করেন।
"তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্।" (মনু ৯।৫১)

প্রবায্য (ক্লী) ক্ষিপ্রতা। (অথর্ব্ব° ৬।১০৫।১)

প্রবার (পুং) প্র-বৃণোত্যনেনেতি প্র-বৃ-করণে ঘঞ্। ১ প্রবর। ২ বস্ত্র। ৩ উত্তরীয় বস্ত্র, আচ্ছাদন বস্ত্র।

প্রবারণ (ক্লী) প্র-বৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ কাম্যদান। স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে দান করা যায়। প্রকর্ষেণ বারণমিতি, ২ নিষেধ। (মেদিনী) ৩ বর্ষা ঋতুর শেষে বৌদ্ধদিগের অনুষ্ঠেয় উৎসব বিশেষ।

প্রবার্য্য (ত্রি) প্র-বৃ-ণ্যৎ। ১ সন্তোষযোগ্য, তৃপ্তিযোগ্য।

প্রবাস (পুং) প্রবসন্ত্যস্মিন্নিতি প্র-বস (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্। ১ বিদেশ। ২ বিদেশস্থিতি, বিদেশে থাকা, গৃহ হইতে প্রস্থিত ব্যক্তির ভিন্নদেশে বাস।* যদি কোন ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষকাল বিদেশে থাকে, এবং তাহার যদি কোন সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে হয়। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি কোনরূপ প্রমাণজনক সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ হইবে না। প্রবাসের দিন হইতে দ্বাদশ বর্ষের পর ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারব্ধ দিনে প্রবাসীর প্রেতাবধারণ বিধেয়। যে মাসে যে দিনে গিয়াছিল, সেই মাস ও সেই দিনই প্রেত-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ মৃত্যু হইলে করিতে হয়, সেইরূপই শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ এই যে, তাহার কুশপুত্তলিকা করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে, তৎপরে ঐ কুশপুত্ত-লিকার দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। বিদেশগত ব্যক্তির প্রথম গমনদিন যদি স্থির না থাকে, তাহা হইলে সেই মাসের কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যার দিন প্রেতকার্য্য করিতে হইবে। দিন ও মাস অজ্ঞাত হইলে আষাঢ় মাসের অমাবস্থার দিন প্রেতকৃত্য করা যাইতে পারে। মদনরত্নে লিখিত আছে, পিতৃবিষয়ে পঞ্চদশবর্ষ প্রবাসের পর প্রেতাবধারণ হইবে। দ্বাদশ বৎসর অপরের সম্বন্ধে, অর্থাৎ পিতৃ ভিন্ন আর সকলেরই ১২ বৎসরের পর প্রেতাবধারণ হয়।

গৃহ্যকারিকায় লিখিত আছে,—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যদি প্রবাসী হয়, আর তাহার ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ বিধেয়। এইরূপ মধ্যম বয়স্কব্যক্তির পঞ্চদশ বৎসর এবং বৃদ্ধব্যক্তির দ্বাদশবৎসরের পর হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রবাসী ব্যক্তি প্রবাস হইতে আসিয়া গুরুলোকদিগের পাদ বন্দনা করিবে। (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৩ অঃ)

প্রবাসন (ক্লী) প্র-বাস-ছেদে ল্যুট্। ১ বধ। (অমর) প্র-বস-ণিচ্-ল্যুট্। ২ বিদেশবাসন, নির্বাসন। পুর হইতে বহির্যাপন।
"সীতাপ্রবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে।" (উত্তরচরিত)

প্রবাসিত (ত্রি) প্র-বস-ণিচ্-ক্ত। ১ নির্ব্বাসিত, যাহাকে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। ২ হত।

প্রবাসিন্ (ত্রি) প্রবসিতুং শীলমস্যেতি প্র-বস (প্রেলপস্রুদ্রুমথবদবসঃ। পা ৩।২।১৪৫) ইতি ঘিণুন্। ১ প্রোষিত, বিদেশস্থ।

---

* "গতস্তু ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশবার্ষিকী।
প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ॥
যন্মাসি যদহর্যাতস্তন্মাসি তদহঃ ক্রিয়া।
দিনাজ্ঞানে কুহূস্তস্য আষাঢ়স্যাথ বা কুহূঃ॥
নির্ণয়সিন্ধুধৃতবৃদ্ধমনুঃ—
প্রোষিতস্য তথা কালো মতশ্চেদ্দ্বাদশাব্দিকঃ।
প্রাপ্তে ত্রয়োদশে বর্ষে প্রেতকার্য্যাণি কারয়েৎ॥
বৃহস্পতিঃ—
যস্ত ন শ্রূয়তে বার্ত্তা যাবদ্ দ্বাদশবৎসরান্।
কুশপুত্রকদাহেন তস্য স্যাদবধারণা॥
ভবিষ্যে—
পিতরি প্রোষিতে যস্ত ন বার্ত্তা নৈব চাগমঃ।
ঊর্দ্ধং পঞ্চদশাদ্বর্ষাৎ কৃত্বা তৎ প্রতিরূপকম্॥
কুর্য্যাত্তস্য তু সংস্কারং যথোক্তবিধিনা ততঃ।
তদাদীন্যেব সর্ব্বাণি প্রেতকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
দ্বাদশাব্দপ্রতীক্ষা পিতৃভিন্নবিষয়েতি মদনরত্নে উক্তং, গৃহ্যকারিকায়াস্তু—
তস্য পূর্ণবয়স্কস্য বিংশত্যাব্দোর্দ্ধতঃ ক্রিয়া।
দ্বাদশাব্দৎসরাদূর্দ্ধমুত্তরে বয়সি স্থিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

'অধ্বনীনোঽধ্বগোঽধ্বন্যঃ পান্থঃ পথিকদেশিনৌ।
প্রবাসী তদ্গণোহারিঃ পাথেয়ং সম্বলং সমে॥' (হেম)

প্রবাস্য (ত্রি) প্র-বস্-ণ্যৎ। প্রবাসনযোগ্য, যাহাকে নির্ব্বাসন করা যাইতে পারে।

"ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু ষন্নিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ॥" (মনু ৮।২৮৪)

অস্থিভেদকারীর প্রবাসদণ্ড বিধেয়।

প্রবাহ (পুং) প্র-বহ-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রবৃত্তি। ২ জলস্রোত। (মেদিনী) ৩ ব্যবহার। (বিশ্ব) ৪ প্রকৃষ্টাশ্ব। (নানার্থরত্নমা°) ৫ পুরীষাদির নির্গম।

"প্রবাহেন গুদভ্রংশে মূত্রাঘাতে কটিগ্রহে।"(সুশ্রুত উত্ত°৪০ অ) ৬ প্রসার, বিস্তার। ৭ অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ।

প্রবাহক (পুং) প্রবহতীতি প্র-বহ-ণ্বুল্। ১ রাক্ষস। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টবহনকর্ত্তা।

প্রবাহণ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৯।১।১) তস্য অপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্ পূর্ব্বপদস্য বৃদ্ধিঃ। প্রাবাহণেয় তাহার অপত্য। (ত্রি) প্রবাহয়তি প্র-বহ-ণিচ্ ল্যু। ২ প্রবা-হয়িতা, প্রবহণকারী।

প্রবাহণ জৈবলি, পঞ্চালপ্রদেশের জনৈক রাজা। (ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনি°)

প্রবাহিকা (স্ত্রী) প্রবহতি মুহুর্মুহুঃ প্রবর্ত্ততে ইতি প্র-বহ-ণ্বুল্, টাপ্, অত ইত্বং। ১ গ্রহণী রোগ। (রাজনি°)

২ অতীসার ভেদ, আমাশয়রোগ। ইহার লক্ষণ—মন্দ-ভোজী ব্যক্তির বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া সঞ্চিত মল অল্প অল্প করিয়া প্রবাহরূপে বহুবার নির্গত হইলে প্রবাহিকা রোগ হয়। ইহা বাতকৃত হইলে অতিশয় শূল (পেটকামড়ানি), পিত্তকৃত হইলে পেটজ্বালা এবং কফজ হইলে কফের সহিত নির্গত হয়। অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা অতীসার ও গ্রহণীরোগের ন্যায় করিতে হইবে। [বিশেষ বিবরণ গ্রহণী ও অতীসার দেখ।]*

বাভট চিকিৎসিত স্থানে এইরূপ লিখিত আছে,

"ক্ষতে রক্তে পুরীষে চ বায়ুনা বিট্‌বিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহিকেতি বিখ্যাতং যৎফেণাভং প্রবর্ত্ততে॥"

অতীসার রোগে বায়ু কর্ত্তৃক রক্ত এবং পুরীষ ক্ষত হইলে যখন ফেণার আভাযুক্ত মল নির্গত হয়, তখন তাহা প্রবাহিকা নামে কথিত হয়।

প্রবাহিন্ (ত্রি) প্র-বহ-ণিনি। ১ প্রবাহযুত। প্রবাহ-পুষ্করা-দিত্বাৎ দেশার্থে ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রবাহিণী, প্রবাহযুক্তদেশ।

প্রবাহী (স্ত্রী) প্রোহ্যতে ইতি প্র-বহ-ঘঞ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বালুকা। (রাজনি°)

প্রবাহ্য (ত্রি) প্রবাহে ভবঃ যৎ। প্রবাহভব, স্রোতোভব।

"নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ নমঃ।" (শুক্লযজুঃ° ১৬।৪৩)

'প্রবাহে স্রোতসি ভবঃ প্রবাহ্যঃ' (বেদদীপ।)

প্রবিখ্যাতি (স্ত্রী) প্র-বি-খ্যা-ক্তিন্। অতি প্রসিদ্ধি। পর্য্যায়—বিশ্রাব।

প্রবিগ্রহ (ত্রি) সন্ধিভঙ্গ।

প্রবিচয় (পুং) ১ অনুসন্ধান। ২ পরীক্ষা।

প্রবিচার (পুং) উত্তমরূপে বিচার, সুবিচার।

প্রবিচিন্তক (ত্রি) ভবিষ্যৎদর্শী, যিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কর্ম্ম করেন।

প্রবিচেতন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে চেতন, জ্ঞান।

প্রবিজয় (পুং) ১ জনপদ ভেদ। ২ তজ্জনপদবাসী লোক। (মার্ক° পু° ৫।৭৪৩)

প্রবিদ্ (স্ত্রী) প্র-বিদ-ক্বিপ্। প্রবেদন।

"উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানু ঘোষং।" (ঋক্ ৩।৭।৬)

'প্রবিদা প্রবেদনেন' (সায়ণ।)

প্রবিদার (পুং) প্র-বি-দৃ-ঘঞ্। অবদারণ, বিদীর্ণ হওয়া।

প্রবিদারণ (ক্লী) প্রবিদারয়ন্ত্যত্রেতি প্র-বি-দৃ-ণিচ্, আধারে ল্যুট্। ১ যুদ্ধ। প্র-বি-দৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ অবদারণ। (মেদিনী) ৩ আকীর্ণ। (শব্দরত্না°) প্র-বি-দৃ-ণিচ্-কর্ত্তরি ল্যুট্ (ত্রি) ৪ প্রবিদারক, বিদারণকারী।

প্রবিপল (পুং) কালপরিমাণভেদ, বিপলের ৬০ ভাগের একভাগ।

প্রবিভাগ (পুং) প্র-বি-ভজ-ঘঞ্। ১প্রকৃষ্টরূপে বিভাগ। ২অংশ।

প্রবির (পুং) পীতকাষ্ঠ, চন্দনভেদ। (শব্দচ°)

প্রবিরল (ত্রি) ১ অত্যল্প, অতিসামান্য। ২ অতিদুষ্প্রাপ্য।

প্রবিলম্বিন্ (ত্রি) প্র-বি-লম্ব-ণিনি। বিলম্বযুক্ত।

প্রবিলয় (পুং) প্র-বি-লী-ঘঞ্। ১ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। ২ সম্পূর্ণ রূপে গলিয়া যাওয়া।

প্রবিলসেন (পুং) পুরাণোক্ত অন্ধ্রবংশীয় নরপতিভেদ।

প্রবিলাপিন্ (ত্রি) প্র-বি-লপ-ণিনি। ১ বিলাপকারী। ২ দুঃখ।

প্রবিবাদ (পুং) প্রকৃষ্টো বিবাদঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্টরূপে বিবাদ। তর্কবিতর্ক হওয়া।

প্রবিবিক্ষু (ত্রি) প্র-বিশ-সন্-উ। প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।

প্রবিশ্লেষ (পুং) প্রকৃষ্টো বিশ্লেষো যস্য। প্রকৃষ্ট বিশ্লেষ, পর্য্যায়—বিধুর। 'বৈক্লব্যেঽপি প্রবিশ্লেষে বিধুরং বিকলে ত্রিষু।' (ভরত)

প্রবিষা (স্ত্রী) প্রগতং বিষমনয়া। অতিবিষা। [অতিবিষা দেখ।]

---

* "বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য। প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা পিত্তাৎ সদাহা সকফাকফাচ্চ। সশোণিতা শোণিতসম্ভবা চতাঃ স্নেহরুক্ষ প্রভবা মতাস্ত॥" (মাধবনি°)

প্রবিষ্ট (ত্রি) প্র-বিশ-কর্ত্তরি ক্ত। প্রবেশবিশিষ্ট।

"স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভির্ভটৈরনেকৈরবলোক্য মাধবঃ।"

(ভাগবত ১০।৬১।৩১ অঃ)

কৃতপ্রবেশ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পৈপ্পলাদিকৌশিকের মাতা।

(হরিব° ১৯১ অঃ)

প্রবিষ্টক (ক্লী) ১ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। ২ গৃহে প্রবেশকারী।

প্রবিস্তর (পুং) প্র-বি-স্তৃ-অচ্। বিস্তার, বিস্তৃতি, বেড়।

প্রবিস্তার (পুং) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃতি।

প্রবীণ (ত্রি) প্রকৃষ্টা সংসাধিতা বীণাহস্থ, বা প্রবীণয়তি বীণয়া গায়কস্থ নৈপুণ্যসিদ্ধেস্তত্তুল্যনৈপুণ্যাৎ তথাত্বং। প্রকৃষ্টরূপে যিনি বলেন। পর্য্যায়—নিপুণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, নিষ্ণাত, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, কৃতমুখ, কৃতী, কুশল।

'বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বানমধ্বান্তবিকারলঙ্ঘ্যস্ততার তারাধিপখণ্ডধারী॥"

(কুমার ১।৪৮)

(পুং) ২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

প্রবীর (পুং) প্রকৃষ্টঃ বীরঃ। সুভট। উত্তমযোদ্ধা।

"ইতি তস্যাঃ বচঃ শ্রুত্বা স প্রবীরোঽপ্যুবাচ তাম্।"

(কথাসরিৎ° ২৫।১৪৫)

২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭।৮৮ অঃ) ইহার পাঠান্তর 'প্রবীণ'। ৩ পুরুবংশীয় প্রচিন্বতের পুত্র। (হরিবংশ ৩১।৫) ৪ উপদানবীগর্ত্তজাত ধর্ম্মনেত্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩২।৭-৮) ৫ চণ্ডাল পুরুষবিশেষ। (মার্ক° পু° ৮।৮৬) (ত্রি) ৬ উত্তম। "কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং।"(দেবীভাগ°২।৫।২০)

৭ মাহিষ্মতী পুররাজ নীলধ্বজের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ বীর-রমণী জ্বালার গর্ভজাত। মহাভারতে এই প্রবীর অথবা জ্বালার নামগন্ধ নাই। জৈমিনিভারতে জ্বালা ও প্রবীরের গল্প আছে। মুদ্রিত কাশীদাসী ভারতে জ্বালা 'জনা' নামে বর্ণিত।

জৈমিনীয় আশ্বমেধিকে লিখিত আছে, 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-কালে তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব মাহিষ্মতীপুরে আসিয়া পড়িল। নীলধ্বজ-রাজকুমার প্রবীর তখন রমণীয় প্রমোদকাননে সহস্র সহস্র রমণীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। সে সঙ্গে তাঁহার প্রেয়সী মদনমঞ্জরীও ছিল। সুন্দর অশ্বটীকে দেখিয়া মদনমঞ্জরী বলিল, নাথ! ঐ বিচিত্র ঘোড়াটী আমায় ধরিয়া দাও, আর উহার ললাটে পত্রবদ্ধ রহিয়াছে, ওখানি পাঠ করিয়া শোনাও। প্রবীর ঘোড়া ধরিলেন ও পত্রখানি খুলিয়া প্রিয়তমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, 'রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের জন্য ঘোড়া ছাড়িয়াছেন, অর্জ্জুন ইহার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন। যাহার সাধ্য থাকে; সে এই ঘোড়া ধরুক।' প্রবীর অর্জ্জুনকে তৃণজ্ঞান করিয়া ঘোড়া ধরিয়া রাখিলেন ও যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন।

এদিকে অর্জ্জুন বৃষকেতু, অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন ও যৌবনাশ্বসহ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বৃষকেতুর সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধে বৃষকেতু হারিলেন। কিন্তু অনুশাল্বের নিকট প্রবীর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।

তখন মহাবীর নীলধ্বজ আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কন্যা স্বাহার সহিত সূর্য্যের বিবাহ হইয়াছিল। সূর্য্য এতদিন ঘরজামাই ছিলেন। শ্বশুরের মনস্তুষ্টির জন্য তিনিও অর্জ্জুনের বহু সৈন্য পোড়াইয়া দিলেন। শেষে কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে ধিক্কার জন্মিল। তাঁহার পরামর্শে নীলধ্বজ অর্জ্জুনকে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বীররমণী জ্বালা পতির আচরণে ব্যথিত হইলেন। তিনি পতিকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি বীর, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কেন অশ্ব ফিরাইয়া দিবে।' তিনি আপনার পুত্রকেও রণস্থলে পাঠাইয়া দেন। পত্নীর উত্তেজনায় নীলধ্বজ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই রণশয্যায় শয়ন করিল। তিনিও রণস্থলে একদিন সংজ্ঞা হারাইলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে নীলধ্বজ জ্বালাকে কতই তিরস্কার করিলেন ও অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইলেন।

পুত্র রণে প্রাণ দিয়াছে, পতি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তবু বীররমণীর হৃদয় শান্ত হয় নাই। তিনি পটচ্চরদেশে পিত্রালয়ে আসিলেন, ভ্রাতা উল্মুককে কতই উত্তেজিত করিলেন, কিন্তু উল্মুক সে পাত্র নহেন। ভগিনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বরং তাঁহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

জ্বালা ভ্রাতৃগৃহ ছাড়িলেন। নৌকায় চড়িয়া পার হইবার সময় তাঁহার পায়ে গঙ্গাজল লাগিল, জ্বালা আপনাকে পাপগ্রস্ত মনে করিলেন। গঙ্গা সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্বালা বলেন, 'রে অপুত্রে! তোকে আর অধিক কি বলব, তুই সাতপুত্র ডুবাইয়া মারিয়াছিস্। তোর যে একপুত্র ছিল, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকেও মারিয়া ফেলিয়াছে। তুই পুত্রহীনা হইয়াছিস্, তোর জলস্পর্শেও তাই পাপ আছে'। গঙ্গা তখন রাগিয়া এই বলিয়া অর্জ্জুনকে শাপ দিলেন, 'আজ হইতে ছয় মাস মধ্যে তাহার মাথা ভূমিশায়ী হইবে।' গঙ্গার কথা শুনিয়া জ্বালা আশ্বস্তা হইলেন। তিনি আগুণে ঝাঁপ দিলেন ও অর্জ্জুনের সংহারবাসনায় ভয়ঙ্কর-বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণী আশ্রয় করিলেন।' (জৈমিনিভারত)

প্রবীরবাহু (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামা° ৬।৩৫।৮)

প্রবীরবর (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৯)
প্রবৃজ্য (ত্রি) প্রবর্গ্য। (তৈত্তিরীয় আর° ৫।৬।২)
প্রবৃঞ্জন (ক্লী) প্রবর্জ্জন।
প্রবৃঞ্জনীয় (ত্রি) প্র-বৃঞ্জ-কর্ম্মণি-অনীয়র্। ১ প্রবর্গ্য। প্রবর্গ যাগের ব্যবহারের যোগ্য। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।৭।১৪।৪১)
প্রবৃৎ (ক্লী) প্রবৃণোতি ভূতানি প্র-বৃ-ক্বিপ্। ১ অন্ন। "প্রবৃদসি প্রবৃতেত্বা" (শুক্লযজু° ১৫।৯) 'প্রবৃণোতি ভূতানীতি প্রবৃদন্নং' (বেদদীপ)
প্রবৃৎহোম (পুং) হোমভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৯।৮।১৬)
প্রবৃতাহুতি (স্ত্রী) ঋত্বিক্ নিয়োগকালে অনুষ্ঠেয় হোমভেদ। (শাংখ্যা° ব্রা° ১০।৬)
প্রবৃত্ত (ত্রি) প্রবর্ত্ততে স্মেতি প্র-বৃৎ-ক্ত। প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।
"প্রবৃত্ত এব স্বয়মুজ্ঝিতশ্রমঃ ক্রমেণ পেষ্টুং ভুবনদ্বিষামসি।
তথাপি বাচালতয়া যুনক্তি মাং মিথস্বদাভাষণলোলুপং মনঃ॥"
(শিশুপালবধ ১।৪০)
২ আরব্ধ। ৩ প্রকৃষ্টবর্ত্তনবিশিষ্ট। ৪ রত। ৫ উৎপন্ন। ৬ চলিত। ৭ নিযুক্ত। ৮ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মবিশেষ। (ক্লী) ৯ প্রবৃত্তি।
প্রবৃত্তক (ক্লী) বৈতালীয় প্রবরণীয় মাত্রাবৃত্তভেদ। ইহার লক্ষণ—
"যদা সমাহেবাজযুগ্মকৌ পূর্ব্বয়োর্ভবতি তৎপ্রবৃত্তকম্।" (বৃত্তরত্না°)
প্রবৃত্তচক্র (পুং) প্রবৃত্তং স্বাজ্ঞানুসারেণ চক্রং রাষ্ট্রাদি যস্য। রাষ্ট্রাদিতে অপ্রতিহতাজ্ঞ। "প্রবৃত্তচক্রতাং চৈব বাণিজ্যং প্রভূতাং তথা॥" (মিতাক্ষরা)
প্রবৃত্তি (স্ত্রী) প্রবর্ত্ততে ইতি প্র-বৃত-ক্তিন্। ১ প্রবাহ। ২ বার্ত্তা, উদন্ত। "প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্॥" (মেঘদূত ৪)
প্রবর্ত্তনমিতি প্র-বৃত-ক্তিন্। ৩ প্রবর্ত্তন। প্রবর্ত্ততে ব্যাপ্নোতি প্রসিদ্ধত্বেন প্র-বৃৎ ক্তিচ্। ৪ যজ্ঞাদিব্যাপার।
"অসচ্চ সদসচ্চৈব যস্মাদ্বিশ্বং প্রবর্ত্ততে।
সন্ততিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ জন্মমৃত্যুপুনর্ভবাঃ॥" (ভারত ১।১।২৫৫)
'প্রবৃত্তির্যজ্ঞাদি' (নীলকণ্ঠ) ৫ অবন্তি প্রভৃতি দেশ। (মেদিনী) ৬ হস্তিমদ। (হেম°) ৭ নৈয়ায়িকদিগের মতে যত্নবিশেষ। ইহার কারণ চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, উপাদানপ্রত্যক্ষ।
"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্॥
চিকীর্ষাকৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা।
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ॥" (ভাষাপরি°)
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। ইহা একটু বিষদভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। পরিশ্রম করিলে কষ্ট বা দুঃখ হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুঃখ স্বভাবতঃই দ্বিষ্ট অর্থাৎ দ্বেষের বিষয়। কেহই দুঃখকে ভাল বাসে না এবং সকলেই দ্বেষ করিয়া থাকেন। সুতরাং দুঃখ দ্বিষ্ট। পরিশ্রম দুঃখজনক, অতএব দ্বিষ্টসাধন, ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানই নিবৃত্তির কারণ। অতএব পরিশ্রমে প্রবৃত্তি না হইয়া নিবৃত্তিই হইতে পারে। ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানও যেরূপ নিবৃত্তির কারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও সেইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। ইষ্ট—ইচ্ছার বিষয়, যাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, তাহার সাধন, অর্থাৎ যদ্দ্বারা অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকে ইষ্টসাধন কহে। পরিশ্রমদ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায়, সুতরাং পরিশ্রম ইষ্টসাধন। কেননা সুখ ও দুঃখাভাবই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। পরিশ্রম দ্বারা সুখ ও দুঃখাভাব সম্পন্ন হয়, অতএব পরিশ্রমের দ্বিষ্টসাধনতা আছে বলিয়া যেমন তদ্বিষয়ে নিবৃত্তি হইতে পারে, ইষ্টসাধনতা আছে বলিয়া সেইরূপ প্রবৃত্তিও হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। একবিষয়ে এককালে এক পুরুষের পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হওয়া একান্ত অসম্ভব। কেবল ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বিষয় দুর্লভ হইয়া পড়ে। কারণ এমন বিষয় নাই, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সম্পাদন করে। সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর সুখ-দুঃখের সাধন। সুখসম্পাদনে প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক। অভিলষিত শব্দাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিমত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরিচালনাসাপেক্ষ। অনেক স্থলে অভিমত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধসম্পাদন চেষ্টাসাপেক্ষ। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক সুখসাধনের সহিত অন্ততঃ কিয়ন্মাত্র দুঃখ অপরিহার্য্য রহিয়াছে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া কখনই বিষয় গ্রহণ করা যায় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুলির পরিচালনা আবশ্যক। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র নিবৃত্তির কারণ হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য আচার্য্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বটে; কিন্তু বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় দ্বেষ হয়, তাহার নাম বলবদ্দ্বিষ্ট। মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন বিষয়ে কাহারই প্রবৃত্তি হয় না। মধুমিশ্রিত অন্ন সুস্বাদু। তাহার

ভোজন ইষ্টসাধন হইলেও বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধন। কেননা বিষমিশ্রিত অন্নভোজনে মৃত্যু হইতে পারে, মৃত্যু বলবদ্‌দ্বিষ্ট। এইজন্য মধুমিশ্রিত অন্নভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইলে মধুবিষমিশ্রিত অন্নভোজনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হয় না বলিয়াই বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক রূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ হইলেও বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় অভিলাষ জন্মে, তাহাকে বলবদ্দিষ্ট কহে। বলবদ্দিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতিবন্ধক না হইলে পাকাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বরং নিবৃত্তি হওয়াই সঙ্গত। কারণ পাক করিতে কষ্ট হয়, সুতরাং পাকের দ্বিষ্টসাধনতা আছে; কিন্তু পাকে বলবদিষ্টসাধনতা আছে, এইজন্য পাকবিষয়ে নিবৃত্তি হয় না, বরং প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। কেননা পাক করিয়া ভোজন করিলে যে তৃপ্তি বা সুখ হয়, তাহাই বলবদিষ্ট। ইষ্ট ও দ্বিষ্টগত বলবত্ব স্বভাবতঃ ব্যবস্থিত নহে। অবস্থাভেদে ও রুচিভেদে ইহা বিবেচিত হইয়া থাকে। এক অবস্থায় যাহা বলবদ্দিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, অবস্থান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইল যে, বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ের প্রবৃত্তি হয় না। এই বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান রুচি ও অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে, হয়ত একজনের যাহা অভিলষিত, অপরের তাহা অভিলষিত নহে। এইজন্য রুচি ও অবস্থাভেদে ভিন্ন বলা হইয়াছে। ফল ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান হইলে কার্য্যে প্রবৃত্তি এবং বলবদ্দিষ্টসাধনতাজ্ঞান হইলে নিবৃত্তি হইবে।

মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তির লক্ষণ ও বিভাগ করিতে যাইয়া এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ ইতি" (গৌতমসূ° ১।১।১৭) 'প্রবৃত্তিহেতুত্বং প্রবর্ত্তনাজ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা' (বাৎস্যা°) জগতে প্রাণিমাত্রকেই তিনপ্রকার কার্য্য করিতে হয়। যখন অন্য ব্যক্তিকে কোন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা হয়, তখন বাক্যপ্রয়োগ করিতে হয়, ঐ বাক্য একটী কার্য্য এবং যৎকালে এই কার্য্য কর্ত্তব্য ও এই কার্য্য অকর্ত্তব্য ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হয়, তৎকালে মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদিও আবশ্যক হয়, এজন্য মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদিও কার্য্য এবং কোন বস্তুকে যখন উৎপাদন বা গ্রহণ রক্ষণ প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তখন শরীরের ব্যাপার অপেক্ষা করে। শরীরের চালনা না হইলে বস্তুর উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এজন্য শরীরের ব্যাপারটীও একটী কার্য্য। যখন ঐ তিন কার্য্যের মধ্যে যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, সেকালে আত্মাতে একটী প্রবৃত্তি (যত্ন) উৎপন্ন হয়, ঐ প্রবৃত্তি বা যত্ন হইলেই কার্য্য সকল হইতে থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রবৃত্তি না জন্মে, সেইকাল পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলে প্রথমে আত্মাতে যত্ন হয়, পরে ঐ যত্নদ্বারা কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানের চালনা হয়, অনন্তর বাক্যটী উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদি কার্য্য যখন জন্মে, তৎকালে যে যে বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি কর্ত্তব্য হয়, সেই সেই বিষয়ে মনের অভিনিবেশ ও আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইয়া থাকে। ঐ অভিনিবেশ কি মনের সংযোগ আত্মাতে না হইলে কদাচ দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারে না। এ কারণে মানসিক চিন্তা প্রভৃতিও প্রবৃত্তিসাধ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, আত্মাতে যত্ন না হইলে জন্মাইতে পারে না। ঐ যত্নের নাম প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও যত্ন একই পদার্থ। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তিকে জানাইবার জন্য ঐ তিনকার্য্যের অনুকূলি অর্থাৎ জনকরূপে পরিচয় দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বিভাগ করিয়াছেন। সূত্রস্থ বাক্‌শব্দটী বাক্যের নাম এবং বুদ্ধি শব্দটী মানসিকচিন্তার বোধক ও আরম্ভ শব্দটী অনুকূলকে বুঝায় অর্থাৎ বাক্যানুকূল ও চিন্তা প্রভৃতির অনুকূল এবং চেষ্টানুকূল এই তিন প্রকার প্রবৃত্তি ইহাই সূত্রের অর্থ। আবার সকল প্রবৃত্তিই দুই প্রকার, শুভরূপা ও অশুভরূপা। হিতকর কার্য্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তি শুভরূপা এবং অহিত কার্য্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা অশুভরূপা। (ন্যায়দর্শন) শব্দের অর্থবোধনশক্তিভেদ। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চতুর্ব্বিধ শব্দ প্রবৃত্তি। ৯ ব্যাপার। ১০ উৎপত্তি।

প্রবৃত্তিজ্ঞ (পুং) প্রবৃত্তিং বৃত্তান্তং জানাতীতি জ্ঞা-ক। চারভেদ, চরবিশেষ, পর্য্যায়—বার্ত্তিক, বার্ত্তায়ন। (ত্রিকাণ্ড)

প্রবৃত্তিনিমিত্ত (ক্লী) অভিধেয়, বাচ্যার্থ, শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, শব্দের বোধনাশক্তিনিমিত্ত শক্যতাবচ্ছেদক, যথা—গোত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি।

প্রবৃদ্ধ (ত্রি) প্রবর্দ্ধতে স্মেতি প্র-বৃধ-ক্ত। ১ বুদ্ধিযুক্ত, পর্য্যায়—এধিত, প্রৌঢ়। ২ প্রসারিত, পর্য্যায়—প্রসৃত। (অমর)

"সত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাস্ত্রদর্শনাৎ।
বৈরাগ্যং তৎফলং জাতং তামসার্থেষু নারদ॥"(দেবীভা° ৩৮।২৯)

প্রবৃদ্ধাদি (ক্লী) উত্তরপদের অন্তোদাত্ততা-নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। যথা—প্রবৃদ্ধ, প্রযুত, অবহিত, অনবহিত, খট্বারূঢ়, কবিশস্ত। (পাণিনি)

প্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) অতিশয় বৃদ্ধি, বাড়া। ২ বৃদ্ধি। ৩ প্লব। ৪ উন্নতি।

প্রবেক (ত্রি) প্রবিচ্যতে পৃথক্ ক্রিয়তে ইতি প্র-বিচ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ উত্তম। ২ প্রধান। (ভাগ° ২।৯।১১)

প্রবেগ (পুং) প্রকৃষ্টো বেগঃ প্রাদিস°। প্রবলবেগ, অতিশয় বেগ। (ত্রি) ২ বেগবিশিষ্ট।

প্রবেগিত (ত্রি) প্রবেগ-ইতচ্। প্রবেগযুক্ত, ত্বরান্বিত।

প্রবেণি (স্ত্রী) ব্যাপ্নোতীতি প্র-বেণ-গতৌ ইন্। ১ কুথ। ২ বেণী।

প্রবেণী (স্ত্রী) প্রবেণি-কৃদিকারাদিতি পাক্ষিকো-ঙীষ্। বেণী, কেশবিন্যাস।

"হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে॥" (রঘু ১৫।৩০)

২ গজপৃষ্ঠস্থিত বিচিত্র কম্বল, হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল। ৩ নদীবিশেষ।

"প্রবেণ্যুত্তরমার্গেতু পুণ্যে কণ্বাশ্রমে তথা। (ভারত ৩।৮৮।১১)

প্রবেতৃ (পুং) প্র-অজ-তৃন্, অজে-র্বী। সারথি। (হেম)

প্রবেদ (পুং) প্র-বিদ-ঘঞ্, বা প্রকৃষ্টো বেদঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্ট-জ্ঞান।

প্রবেদকৃৎ (ত্রি) প্রবেদ-কৃ-ক্বিপ্। জ্ঞাপক, যিনি জানান।

প্রবেদন (ক্লী) প্র-বিদ-ণিচ্-ল্যুট্। জ্ঞাপন, ঘোষণ।

প্রবেদ্য (ত্রি) প্র-বিদ-ণিচ্-যৎ। প্রবেদনযোগ্য।

প্রবেপ (পুং) প্র-বেপ্-ঘঞ্। অতিশয় কম্প, প্রকম্প।

প্রবেপক (পুং) প্র-বেপ-ণ্বুল্। ১ কম্পক, যাহার কাঁপনি হয়। স্বার্থে কন্। ২ কম্পন।

প্রবেপথু (পুং) প্র-বেপ-অথুচ্। কম্পন।

প্রবেপন (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (ক্লী) ২ কম্পন। ৩ আন্দোলন।

প্রবেপনিন্ (ত্রি) যিনি শত্রুকে কাঁপান (ইন্দ্র)। (ঋক্ ৫।৩৪।৮)

প্রবেপনীয় (ত্রি) প্র-বেপ-অনীয়র্। কম্পনার্হ।

প্রবেপিন্ (ত্রি) প্র-বেপ-ইনি। কম্পনশীল।

প্রবেরিত (ত্রি) ইতস্ততঃ পাতিত। (ভারত ১৮।১।৪৭)

প্রবেল (পুং) প্র-বেল-অচ্। পীতমুদ্গ, চলিত সোণামুগ। (হেম)

প্রবেশ (পুং) প্র-বিশ্-(হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ভাবে ঘঞ্। অন্তর্বিগাহন, অন্তর্নিবেশ, ভিতরে যাওয়া।

"নির্গমে চ প্রবেশে চ রাজমার্গং সমন্ততঃ।

প্রোৎসারিতং জনং গচ্ছেৎ সম্যগাবিষ্কৃতোন্নতি॥"(কামন্দক৭।৩৯)

প্রবেশক (ত্রি) প্রবিশতি প্র-বিশ-ণ্বুল্। ১ মধ্যে গন্তা, যিনি ভিতরে গমন করেন। ২ সাহিত্যদর্পণোক্ত অর্থাক্ষেপক মুখাঙ্ক-ভেদ। "অর্থোপক্ষেপকাঃ পঞ্চ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।' ইত্যুপক্রমে

"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।

অঙ্কদ্বয়াস্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা॥" (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

প্রবেশন (ক্লী) প্রবিশ্যতেঽনেনেতি প্র-বিশ-করণে ল্যুট্। ১ সিংহদ্বার। (হেম) প্র-বিশ-ভাবে ল্যুট্। ২ প্রবেশ।

"তব যোগপ্রভাবেন শক্যং তত্র প্রবেশনম্।"(হরিব°১৭৪।১১২) প্র-বিশ-ণিচ্-ল্যুট্। ৩ প্রবেশ-সম্পাদন। ৪ প্রবেশকরণ, প্রবেশসাধন।

প্রবেশনীয় (ত্রি) প্রবেশনং প্রয়োজন যস্য অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ ছ। (পা ৫।১।১১১) প্রবেশসাধন।

প্রবেশয়িতব্য (ত্রি) প্রবেশ করাইবার যোগ্য।

প্রবেশিকা (স্ত্রী) ১ যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ২ প্রবেশার্থ দেয় অর্থ।

প্রবেশিত (ত্রি) প্র-বিশ্-ণিচ্-ক্ত। যাহাকে প্রবেশ করান হইয়াছে।

প্রবেশিন্ (ত্রি) প্র-বিশ-ইনি। ১ প্রবেশকারী। ২ প্রবেশযুক্ত। ৩ প্রবেশ।

প্রবেশ্য (ত্রি) প্র-বিশ্-ণ্যৎ। প্রবেশার্হ, প্রবেশযোগ্য।

প্রবেষ্ট (পুং) প্রবেষ্টতে ইতি বেষ্ট বেষ্টনে-অচ্। ১ বাহু। ২ বাহুনীচভাগ। (শব্দচ°) ৩ হস্তিদন্তমাংস। ৪ গজপৃষ্ঠাস্তরণ। (ত্রিকা°)

প্রবেষ্টক (পুং) প্রবেষ্ট-স্বার্থে প্রাশস্ত্যে-ক। দক্ষিণ বাহু।

"প্রবেষ্টকেন নিমিত্তং সুচয়িত্বা" (শকু°)

প্রবেষ্টব্য (ত্রি) প্র-বিষ-ণিচ্-তব্য। প্রবেশার্হ, প্রবেশের যোগ্য।

প্রবেষ্টৃ (ত্রি) প্র-বিশ-তৃণ্। প্রবেশকারী, যিনি প্রবেশ করেন।

প্রবোঢ়ৃ (ত্রি) প্র-বহ-তৃচ্, প্রবর্ণস্যোকারঃ। ১ প্রবহনকারী। ২ বহন করা।

প্রবোধ, ১ জ্ঞান। ২ মহাবুদ্ধের অবস্থাভেদ।

প্রবোধানন্দসরস্বতী, প্রবোধানন্দের পূর্ব্বনাম প্রকাশানন্দ। ইঁহার নিবাস কাবেরীনদীর তীরবর্ত্তী রঙ্গক্ষেত্রস্থ বেনকুণ্ডনামক গ্রাম। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামক বেঙ্কটভট্ট এবং মধ্যমভ্রাতার নাম ত্রিমল্লভট্ট, কনিষ্ঠেরই সন্ন্যাসাবস্থার প্রথম নাম প্রকাশানন্দ। গোপালভট্ট গোস্বামী ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য ছিলেন।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ ভারতের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিদ্যাগৌরবে একজন শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য টীকাকার আনন্দি ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীপাদপরিব্রাজরাজো বেদান্ত-সাংখ্যবৈশেষিকপাতঞ্জল-মীমাংসাগমনিগমমহাপুরাণসেতিহাসপঞ্চরাত্রালঙ্কারকাব্যনাটকাদি-রহস্যসিদ্ধান্তানর্গলবক্তৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসংখ্য" ইত্যাদি অর্থাৎ প্রকাশানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়ে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

ভক্তমালে ইঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।

জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥

বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিকভাষ্য মতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে ছুই নাশ যাতে ॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন ॥"

চরিতামৃতে লিখিত আছে—

"প্রকাশানন্দ নাম ইহ সন্ন্যাসীপ্রধান।"

প্রকাশানন্দ পৃথক্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা অবতার স্বীকার করিতেন না। ভক্তি বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহা তাঁহার বোধ ছিল না। ভক্তমাল বলেন—

"ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কাঁদে কি কারণে ?"

এই প্রকাশানন্দের সময়েই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন; কাজেই প্রকাশানন্দের তৎসহ বিবাদ উপস্থিত হইল। কেবল ইহাই নহে, প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, এই সন্ন্যাসী তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে যাইয়া তাঁহার অতি স্নেহের শিষ্য গোপালকে ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে চৈতন্যদেবের উপরে প্রকাশানন্দ কাজেই বিরূপ হইলেন। কিন্তু ছুইজন ছুই পৃথক্ স্থানে থাকেন। প্রকাশানন্দের ইচ্ছা, কাছে পাইলে একবার দেখিবেন—সে কেমন লোক। দেখিবেন যে, তাহার ভক্তিধর্ম্ম তখন কোথায় থাকে। কিন্তু আপাততঃ তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা গেল না। ক্রমে প্রকাশানন্দ—যিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ছিলেন, তিনিও অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন এবং একটী যাত্রীর সহিত নিম্নের শ্লোকটী লিখিয়া চৈতন্যের কাছে পাঠাইলেন। যথা—

"যত্রাস্তে মণিকর্ণিকামলসরঃ স্বর্দ্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা,
রত্নস্তারকমোক্ষদং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে,
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি ॥"

অর্থাৎ প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকারান্তরে "মূঢ়" বলিয়া গালি দিলেন। যাহা হোক, গৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার্থ নিম্নের শ্লোকটী তদুত্তরে পাঠাইলেন,—

"ধর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বুভাগীরথী,
কাশীনাং পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদনির্ব্বাণদং ॥"

যে প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসিগণের রাজা, তাঁহাকে উপদেশ ? এবার প্রকাশানন্দ স্পষ্টরূপে গালাগালি করিয়া আর একটী শ্লোক পাঠাইলেন; তাহা এই,—

"বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়োবাতাম্বুপর্ণাশনা
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যান্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরং ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিতেন না এবং ভক্তগণের আগ্রহে কখন কখন উত্তম বস্তুও গ্রহণ করিতেন, ইহা উল্লেখ করিয়াই প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠাইলেন।

মহাপ্রভু ইহার উত্তর আর কি দিবেন ? কিন্তু তিনি না দিলেও একজন ভক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে ইহার উত্তর দান করেন। সে শ্লোকটীও উদ্ধৃত হইল—

"সিংহো বলী দ্বিরদশূকরমাংসভোজী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবতঃ খলু শিথাকণমাত্রভোজী,
কামী ভবেদনুদিনং বদকোঽত্র হেতুঃ ॥"

অতঃপর প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন যে, নীলাচলের বাসু-দেব সার্ব্বভৌম ঐ চৈতন্যের ফাঁদে পড়িয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। সার্ব্বভৌমও প্রকাশানন্দের ন্যায় ক্ষমতাশালী ভারতপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এই সার্ব্বভৌমের সংবাদ শ্রবণে চৈতন্যের প্রতি প্রকাশানন্দের ভক্তি হইল না, কিন্তু রাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ভাবিলেন, চৈতন্য অবশ্যই ঐন্দ্রজালিক হইবে।

ঐ সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করেন; পথে কাশী, প্রভু কাশীতে গেলেন; কিন্তু প্রকাশানন্দের সহ তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রকাশানন্দ সমাজে বড় লোক, নিমাইর তাঁহার কাছে যাওয়া উচিত, কিন্তু তিনি গেলেন না, কাজেই দেখা হইল না। ইহাতে প্রকাশানন্দ আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আপন দশ সহস্র শিষ্যকে একত্র করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য ঐন্দ্রজালিক। যে তাঁহার কাছে যায়, মোহিনীবশে তাহাকেই সে মুগ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা কেহ সে প্রতারকের নিকট যাইও না। এই কাশীপুরে তাহার ভাবকালি বিকাইবে না। সে ভয়েই আমার সহিত সম্মিলিত হইতেছে না।"

গৌরাঙ্গ কাশী হইতে বৃন্দাবন গেলেন, তৎপর ফিরে আসি-বার কালে পুনর্ব্বার কাশীতে আসিলেন। এবার প্রায় ছুইমাস তাঁহাকে কাশীতে থাকিতে হইয়াছিল।

এবারও প্রকাশানন্দ চৈতন্যের নিন্দা প্রচার করিতে লাগি-লেন, তাঁহার ইচ্ছা, গৌরাঙ্গকে লোকের কাছে ধূর্ত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কাশীতে প্রভুর ভক্ত মোটে তিনজন ছিলেন, ইহারা যথা তথা প্রভুর নিন্দা শুনিতে পাইয়া বড়ই ছুঃখিত হইলেন। ভক্তছুঃখকাতর চৈতন্যদেব একদিন কোন ভক্তের কথার উত্তরে বলিলেন, 'যখন বোঝা লইয়া আসিয়াছি,

এবং গ্রাহক একান্তই না মিলে, তখন বিনামূল্যে বিলাইয়া দিয়া যাইব।"

ইহার পর একটী মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র কাশীবাসী সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশিতেন না, আজ বিপ্রের আগ্রহে কিন্তু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। আজ তাঁহাকে প্রকাশানন্দের সহ মিলিতে হইবে।

প্রকাশানন্দ নির্ভীক, এ ভারতে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে পারেন, এমন পণ্ডিত কোথায়?—সহস্র সহস্র শিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, চৈতন্য আসিলে দুইটী মাত্র কথার অধিক বলিবেন না, দুই একটা কথায়ই তাঁহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিবেন।

এমন সময় প্রভু প্রসন্নবদনে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে তাঁহার ভক্তগণের সহিত সেই সহস্র সন্ন্যাসিসমন্বিত সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে কোন বিশেষ ভাব নাই; কিন্তু সঙ্গের ভক্তগণ বড় ব্যাকুল, না জানি আজ কি লীলা হয়?

প্রভু সলজ্জিত ভাবে প্রথমতঃ সন্ন্যাসীসভাকে নমস্কার করিলেন। তার পর পাদপ্রক্ষালনের স্থানে যাইয়া পা ধুইয়া সেই খানেই উপবেশন করিলেন।

প্রকাশানন্দ সদাশয় ব্যক্তি, চিরশত্রু হইলেও চৈতন্যকে কেন অপবিত্র স্থানে বসিতে দিবেন? তিনি আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সভায় আনিয়া বসাইলেন। বস্তুতঃ প্রভুর বিনয়নম্র-বাক্যে, তাঁহার বিনীত ব্যবহারে এবং তাঁহার মধুর মূর্ত্তিদর্শনে প্রকাশানন্দ মোহিত হইলেন। মোহিত হইয়া কহিলেন—

"বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥" (চৈ° চ°)

একথায় যথোচিত বিনীত ভাবে—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

*　　*　　*

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥" (চৈ° চ°)

প্রকাশানন্দ বলিলেন, তাহা বেশ কথা। নামের মহিমা শাস্ত্রে এইরূপই কথিত হইয়াছে। সে ভাব পাইয়াছ—ভাল; কিন্তু বেদান্ত পড়না কেন?

প্রভু কহিলেন, বেদান্তসূত্র উপাদেয় বটে, তাহাতে ভ্রম প্রমাদাদি দোষ কিছুমাত্র নাই; কিন্তু বেদান্তের ভাষ্য, শাঙ্করিকভাষ্য—

"গৌণ বৃত্তে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য॥" (চৈ° চ°)

এতক্ষণে গোল বাঁধিল, আর কাহাকেও নহে—স্বয়ং শঙ্করস্বামীর ভাষ্যে দোষ দেওয়া। এত সহজ কথা নহে। প্রকাশানন্দ কহেন, 'তবে শাঙ্করভাষ্যের দোষ প্রদর্শন কর।" তখন মহাপ্রভু আশ্চর্য্য ভাবে—"প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥" (চৈ° চ°)

প্রকাশানন্দ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, তোমার দূষণ শুনিলাম, এখন—

"মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।"

তখন—"মুখ্যার্থ লাগাল প্রভু সূত্র সকল॥" (চৈ° চ°)

প্রকাশানন্দের গর্ব্ব অন্তর্হিত হইল। যিনি শঙ্করস্বামীর ভাষ্যে সুস্পষ্টরূপে দোষ দেখাইয়া দিতে পারেন এবং শঙ্কর স্বামী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনি কি মনুষ্য? যাঁহার বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ, তিনি কি মনুষ্য? বিনয়ে, বাক্-চাতুর্য্যে, রূপে,—কেহই ত এই চৈতন্যের তুল্য নহে? তবে সার্ব্বভৌম বৃথা ইহাকে ঈশ্বর বলেন নাই। প্রকাশানন্দ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই সহস্র সহস্র শিষ্যের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। তখন—

"সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

এই প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করায় কাশীপুরে হরিনামের বন্যা উঠিল, সকলেই চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিল। এখন চৈতন্যের আর অবসর নাই, সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, স্নানে যখন বাহির হন, অসংখ্য দর্শকের ভীড়ে পথ চলা দায় হয়।

একদিন প্রভু বিন্দুমাধবের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, এসংবাদ প্রকাশানন্দের কাণে পৌছিল, তিনি শুনিয়াই দৌড়িলেন, শিষ্যগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রকাশানন্দ দাঁড়াইয়া সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিলেন, আর তাঁহার জ্ঞানগরিমা মুহূর্ত্তে পলায়ন করিল; তিনি প্রভুকে প্রণাম করিলেন। এই মহামান্য প্রকাশানন্দ প্রণাম করায় প্রভুর (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) বাহ্যজ্ঞান হইল এবং তিনিও প্রণাম করিলেন। এই যে মধুর

নৃত্য, প্রকাশানন্দের হৃদয়ে এ চিত্রটি চিরতরে অঙ্কিত হইল। তিনি স্বয়ং একটী শ্লোকে এই কথা বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডৌ প্রকাণ্ডৌ,
বাহুপ্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনু পুণ্ডরীকায়তাক্ষং।
বিশ্বস্তামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদে-
র্ব্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং।"

প্রকাশানন্দ দেখিলেন, যে গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীটি (চৈতন্য) তাঁহার বহুকালের বৈদিকধর্ম্ম হৃদয় হইতে দূর করিয়াছিলেন; বুঝিলেন, এই গৌরবর্ণ বালকটীর ক্ষমতা কিরূপ অদ্ভুত। তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়াছেন—

"নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততির্লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জাপ্রহসনসমুদ্গানন্যাট্যোৎসবেষু।
যে বাভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্মাঃ
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥"

প্রকাশানন্দের পূর্ব্বাবস্থা তখন স্মরণ হইল, সেই অবস্থা মনে পড়িল, তখন তিনি নিম্নের শ্লোকটীতে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন—

"ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশু-
ন্নকেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥"

প্রকাশানন্দের সাধন ভজন তখন আর গৌর ব্যতীত কিছু নহে। 'গৌর গৌর' বলিয়া প্রকাশানন্দ উন্মত্তপ্রায় হইলেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। প্রভু তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন। প্রভু কহিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে যাও—স্মরণ করিলে সেখানেই আমাকে দেখিতে পাইবে।" প্রকাশানন্দ জানেন যে ভগবানের বাক্য অব্যর্থ, তিনি তখন বলিলেন, "প্রভো! তোমার প্রবোধ বাক্যে আমি আনন্দ লাভ করিলাম।" প্রভু বলিলেন— "তোমার এই আনন্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, আজ হইতে তোমার নাম—প্রবোধানন্দ।"

প্রভু নীলাচলে চলিলেন, আর প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে তিনি নন্দকূপে বাস করিতেন, তাঁহার কৃত প্রসিদ্ধ 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামক গ্রন্থ,—যাহা হইতে উপরের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঐখানেই রচিত হয়। নন্দকূপে প্রকাশানন্দের সমাধি আছে। প্রকাশানন্দের শিষ্যই গোপালভট্ট গোস্বামী। প্রকাশানন্দ রাগানুগা ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃত আরও দুইখানি পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে—এক শ্রীবৃন্দাবনশতক, ও অন্যখানি সঙ্গীতমাধব (এখানি গীতগোবিন্দ-কাব্যের অনুরূপ)। সার্ব্বভৌমউদ্ধার ও জগাই মাধাই উদ্ধারের ন্যায় এই প্রকাশানন্দ উদ্ধারও মহাপ্রভুর একটী অদ্ভুত কার্য্য।

প্রব্যক্ত (ত্রি) প্রব্যজ্যতেস্মেতি' প্র-বি-অন্জ-ক্ত, বা প্রকর্ষেণ ব্যক্তঃ প্রাদিস'। স্ফুট, স্পষ্ট।
"জাতেষেতানি রূপাণি প্রব্যক্ততরাণি ভবন্তি।" (সুশ্রুত)

প্রব্যক্তি (স্ত্রী) প্রকাশ।

প্রব্যাধ (পুং) প্রকৃষ্টো ব্যাধোযত্র। বলাধিক্যদ্বারা ক্ষিপ্তশরের পতন যে স্থানে হয়, তাদৃশ স্থান।
"সপ্তদশ প্রব্যাধা নাজিং ধাবন্তি।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৩।৬।৩)

প্রব্রজন (ক্লী) প্রাগুগৃহাদি ব্রজনং। সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম ও পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন।

প্রব্রজিত (পুং) প্র-ব্রজ-ক্ত। বুদ্ধভিক্ষুশিষ্য, পর্য্যায়—চেলুক, শ্রামণের, মহাপাশক, গোমী। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) প্রব্রজ্যাশ্রমবিশিষ্ট, যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।
"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥" (পরাশর ৪।২৬)
(ক্লী) প্র-ব্রজ-ভাবে-ক্ত। ৩ সন্ন্যাস। (ভারত ৫।১৭৬।৫)

প্রব্রজিতা (স্ত্রী) প্রব্রজিতস্য লিঙ্গমিব জটাদিকমস্ত্যস্যা ইতি অচ্, টাপ্। ১ মাংসী। ২ মুণ্ডীরী। প্রব্রজিত-টাপ্। ৩ তাপসী।

প্রব্রজ্যা (স্ত্রী) প্র-ব্রজ (ব্রজযজোর্ভাবে ক্যপ্। পা ৩।৩।৯৮) ইতি ভাবে ক্যপ্। সন্ন্যাস, সন্ন্যাসাশ্রম, ভিক্ষাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে নাই।
"বৃথা সঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাং।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া॥" (মনু ৫।৮৯)
যাহারা বৃথা প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করে, তাহারা পাপী হইয়া থাকে। (ক্লী) ৩ প্রব্রজন।

প্রব্রজ্যাবসিত (পুং) প্রব্রজ্যায়া অবসিতো বিচ্যুতঃ। সন্ন্যাসভ্রষ্ট, যাহারা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে চ্যুত হয়।
"প্রব্রজ্যাবসিতা যত্র ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নির্বাসং কারয়েদ্বিপ্রং দাসত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ॥" (কাত্যায়ন)
প্রব্রজ্যা হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজে চলিতে পারিবেন না। সাধু সকল প্রব্রজ্যাভ্রষ্ট ব্যক্তির সহিত আহার বিহারাদি কিছুই করিবেন না। মোহপ্রযুক্ত যদি কেহ ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।*

* "বানপ্রস্থো দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ ভিক্ষুর্বানপ্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্জম্।

প্রব্রজ্যাব্রত, নেপালী বৌদ্ধদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানভেদ। কোন ব্যক্তি 'বাঁড়া' হইতে অভিলাষী হইলে তাহাকে প্রথমে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়।* [নেপাল দেখ।]

প্রথমে গুরুর নিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, গুরু তাঁহার মঙ্গলার্থ কলসীপূজা আরম্ভ করেন। অতঃপর কলসী অভিষেক হয়। এই সময় গুরু প্রার্থীর মস্তকে জল সিঞ্চন করিলে পর নায়ক বাঁড়া আসিয়া তাহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দেন। তারপর সেই নায়ক 'বজ্ররক্ষা' সমাধান করিয়া গুরুমণ্ডলের পূজা সমাপনপূর্ব্বক দ্বিতীয়দিনের কার্য্যশেষ করেন। ব্রতক্রিয়ার এই কার্য্যের নাম 'ছুসল'। তৃতীয় দিনে প্রব্রজ্যাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিবস প্রাতঃকালে একটী চৈত্য মূর্ত্তি, ত্রিরত্নমূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ, একটী কলস[১], দধিপাত্র, অপর চারিটী জলপূর্ণ কুম্ভ, চীবর, নিবাস, পিণ্ডপাত্র, কাষ্ঠপাদুকা, পত্র, গন্ধপাত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্ষুর ও ভোজ্যাদি সজ্জিত পাত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া ঐ ব্যক্তি স্বস্তিক আসনে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুমণ্ডল, চৈত্য, ত্রিরত্ন ও প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের উপাসনা করিবেন। অতঃপর তিনি গুরুর সমীপে বাঁড়া বলিয়া গণ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তখন সেই ব্যক্তিকে ত্রিরত্ন, পঞ্চশিক্ষা ও উপবাসাদি করিতে তিনবার প্রতিশ্রুত করাইয়া তাহাকে 'বাঁড়া' করিতে স্বীকৃত হন; অতঃপর মুণ্ডন ও পঞ্চাভিষেকক্রিয়া সমাধা হয়। ঐ সময় গুরু ও অপর চারিজন নায়ক আসিয়া তাঁহার মস্তকে জলদানপূর্ব্বক দীক্ষা দেন এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্য রত্নসম্ভব বুদ্ধের নিকট প্রার্থনাও করিয়া থাকেন। পরে তাঁহাকে লইয়া পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক গুরু তাঁহাকে নূতন চীবর ও নিবাস এবং কর্ণের জন্য স্বর্ণাভরণ দান করেন। এই সময় তাহার পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধ যতিদিগের ন্যায় নূতন নাম দেওয়া হয়।[২] ত্রিরত্নের পূজাদি সমাপনান্তে নানা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং গুরুসমক্ষে শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ ও বিমুক্তিস্কন্ধ পরিপালন করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। অতঃপর পঞ্চোপচারপূজা, অধিবাসন, মহাবলি প্রভৃতি কএকটী ধর্ম্মাচারের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রব্রশ্চন (পুং) কাষ্ঠচ্ছেদনাস্ত্রভেদ, কুঠার।

প্রব্রস্ক (পুং) কর্ত্তন, কাটা।

প্রব্রাজ্ (পুং) ১ নদীগর্ত্ত। ২ নদীর অত্যন্ত নিম্নদেশ। (ঋক্ ৭।৬০।৭)

প্রব্রাজ (পুং) প্র-ব্রজ-আধারে ঘঞ্। ১ অত্যন্ত নিম্নদেশ। ২ সন্ন্যাস।

প্রব্রাজন (ক্লী) প্র-ব্রজ-ণিচ্-ল্যুট্। নির্ব্বাসন।

প্রব্রাজিত (ত্রি) প্র-ব্রজ-ণিচ্ ক্ত। নির্ব্বাসিত।

প্রব্রাজিন (পুং) প্রব্রাজ। (শত° ব্রা° ১৪।৭।২।২৫)

প্রব্লয় (পুং) নিমজ্জন। (ঐত° ব্রা° ৪।১৯)

প্রশংসক (ত্রি) ১ প্রশংসন। ২ তোষামোদ। ৩ প্রশংসাকারী।

প্রশংসন (ক্লী) প্র-শন্স-ভাবে ল্যুট্। ১ গুণকীর্ত্তন দ্বারা স্তুতি, স্তব। ২ ধন্যবাদ। গুণকীর্ত্তন। প্রশন্স-যুচ্ টাপ্। প্রশংসনা, স্তুতি।

প্রশংসা (স্ত্রী) প্র-শন্স-ভাবে-অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রশংসন, পর্য্যায় বর্ণনা, ঈড়া, স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, নুতি, শ্লাঘা, অর্থবাদ। (হেম) নিজে নিজের প্রশংসা করিতে নাই।

"ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (কূর্ম্মপু° উপ° ১৫)

প্রশংসনীয় (ত্রি) প্রশংস-অনীয়র্। প্রশংসার যোগ্য, সুখ্যাতিভাজন, প্রশংসার্হ।

প্রশংসিত (ত্রি) প্রশন্স-ক্ত। ১ প্রশংসাযুক্ত। ২ প্রশংসা।

প্রশংসিন্ (ত্রি) প্র-শন্স-ণিনি। যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে।

প্রশংসোপমা (স্ত্রী) কাব্যাদর্শোক্ত অর্থালঙ্কারভেদ। যেখানে উপমেয় অতিশয় প্রশংসিত হয় এবং ঐ প্রশংসিত উপমেয়ের দ্বারা উপমানের আবার প্রশংসার আতিশয্য বোধ হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়।

"ব্রহ্মণোহপ্যুদ্ভবঃ পদ্মশ্চন্দ্রঃ শম্ভুশিরোধৃতঃ।
তৌ তুল্যৌ ত্বন্মুখেনেতি সা প্রশংসোপমোচ্যতে।"

'তৌ পদ্মচন্দ্রৌ ত্বন্মুখেন তুল্যৌ ইতি প্রশংসিতয়োরপি ত্বন্মুখসাম্যেন প্রশংসাতিশয়াৎ মুখস্য চ সমধিকোৎকর্ষব্যঞ্জনাৎ প্রশংসোপমা উচ্যতে॥' (কাব্যাদর্শ)

এই অলঙ্কারের উদাহরণ—ব্রহ্মা হইতে পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে

কৃতপ্রায়শ্চিত্তানামপি তেষামব্যবহার্য্যতা। যথা বহিস্তভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ। (শাং সূং) যদূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং যদি বোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্ত্তব্যাঃ।
আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্।
উদ্‌বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণকরেৎ॥
চৈবমাদি নিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টাচারাচ্চ নহি যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ'। (ভাষ্য)

* ইহা কতকটা ব্রাহ্মণগণের উপনয়নকালীন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ন্যায়।

(১) পূর্ব্বোক্ত কলসীপূজার ন্যায় এই কলসীতেও পঞ্চপুষ্প, পঞ্চগন্ধি, পঞ্চব্রীহি, পঞ্চামৃত, পঞ্চরত্ন, পঞ্চৌষধি, পঞ্চবৃক্ষ, পঞ্চবর্ণের সূত্র ও মিষ্টান্নাদি দিতে হয়।

(২) আনন্দশালিপুত্র, কাশ্যপ ধর্ম্মশ্রীমিত্র, পারমিতাসাগর প্রভৃতি

এবং স্বয়ং মহাদেব যে চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করেন, হে সুন্দরি! তাদৃশ পদ্ম ও চন্দ্র তোমার মুখের সহিত তুলনীয়। এইস্থলে পূর্ব্বে পদ্ম ও চন্দ্র প্রশংসিত হইয়াছে এবং ঐ প্রশংসিত উপমেয়ের দ্বারা তাহার মুখের সহিত তুলনা হওয়ায় ঐ মুখের সৌন্দর্য্যাতিশয় বর্ণিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই অলঙ্কার হইল।

প্রশংস্য (ত্রি) প্র-শন্স-যৎ। প্রকর্ষরূপে স্তত্য। প্রশংসার যোগ্য। 'মিত্রং ন ক্ষিতিষু প্রশংস্যং' (ঋক্ ২।২।৩) 'প্রশংস্যং প্রকর্ষেণ স্তত্যং' (সায়ণ)

প্রশত্বন্ (পুং) প্র-সদ-কনিপ্-তুট্ চ। ১ সমুদ্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ 'বনোরচ' ইতি র। প্রশত্বরী নদী।

প্রশম (পুং) প্রশমনমিতি প্র-শম-ভাবে-ঘঞ্। ১ শমতা, উপশম, শান্তি, নিবৃত্তি। "এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি!" (তিথিতত্ত্ব) ২ রন্তিদেবের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।২৫) প্র-শম-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। প্রশমী—অপ্সরোভেদ। (ভারত অনু° ১৯ অঃ)

প্রশমন (ক্লী) প্র-শম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ বধ। (হেম) প্র-শম-ল্যুট্। ৩ শমতা, প্রশান্তি।

"সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥" (মার্কপু° চণ্ডী ৯১।৩৫)

৪ প্রতিপাদন, দান। (মনু ৭।৫৬) ৫ স্থিরীকরণ।

"লব্ধপ্রশমনস্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা।
পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎপঙ্কজলক্ষণা॥" (রঘু ৪।১৪)

'প্রশমনেন স্থিরীকরণেন' (মল্লিনাথ) (ত্রি) ৫ শান্তিকর। (সুশ্রুত)

প্রশর্ধ (ত্রি) প্রকর্ষরূপে অভিভবকারী। 'অস্থানবেহসি প্রশর্ধ-তুর্বশে' (ঋক্ ৮।৪।১) 'হে প্রশর্ধ! প্রকর্ষেণ শর্ধয়িতর অভি-ভাবতর ইন্দ্র' (সায়ণ)

প্রশস্ (স্ত্রী) ১ প্রশস্ত। ২ প্রশস্ত ছেদন। ৩ কুঠার। (বৈদিক)

প্রশস্ত (ত্রি) প্রশস্যতে স্মেতি প্র-শন্স-ক্ত। ১ ক্ষেম। (শব্দ-রত্না°) ২ প্রশংসনীয়। ৩ অতিশ্রেষ্ঠ। "সম্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যগারে।" (রঘু ৫।২৫) ৪ কর-জ্যোড়ি পাষাণভেদ। (বৈদ্যকনি°)

প্রশস্ত, একজন কবি। ইনি পণ্ডিত প্রশস্তক নামে খ্যাত।

প্রশস্তকর (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [প্রশস্তপাদ দেখ।]

প্রশস্তপাদ, জনৈক নৈয়ায়িক। ইনি প্রশস্তপাদভাষ্য নামে বৈশেষিক সূত্রের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ খানি দ্রব্যভাষ্য, পদার্থোদ্দেশ বা পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ নামেও পরিচিত। শঙ্করমিশ্র ইহাকে প্রশস্তদেবাচার্য্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের ব্যোমশিবাচার্য্যকৃত ব্যোমবতী, শ্রীধরকৃত ন্যায়-কন্দলী, উদয়নকৃত কিরণাবলী, শ্রীবৎসকৃত লীলাবতী, জগদীশ-কৃত পদার্থতত্ত্বনির্ণয়, মল্লিনাথকৃত নিষ্কণ্টিকা ও শালিগ্রামনাথকৃত কএকখানি টীকা পাওয়া যায়। [ন্যায় ও বৈশেষিক দেখ।]

প্রশস্তব্য (ত্রি) প্রশংসার যোগ্য।

প্রশস্তাদ্রি (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত মধ্যদেশস্থিত পর্ব্বতভেদ। (বৃহৎস° ১৪।২০)

প্রশস্তি (স্ত্রী) প্র-শন্স-ভাবে ক্তিন্। ১ প্রশংসা, স্তুতি। 'দেবা উপপ্রশস্তয়ে' (ঋক্ ১।৭৪।৬) 'প্রশস্তয়ে স্তুতয়ে' (সায়ণ) ২ প্রশংসাসূচক অনুশাসন। "উত্তমো লোকপালোঽয়মিতি লব্ধপ্রশস্তিষু।" (রাজতর° ১।৩৪৬)

প্রশস্তি, রাজকীয় অনুজ্ঞাপত্রবিশেষ। এইরূপ পত্রাদি লেখন সম্বন্ধে ভাস্কর, শম্ভুদেব, বালকৃষ্ণ প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন রাজগণ তাম্র বা শিলাফলকে এইরূপ আজ্ঞাপত্র খোদিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতেন।

প্রশস্তিকৃৎ (ত্রি) প্রশস্তিং স্তবং করোতীতি প্রশস্তি-কৃ-কিপ্ তুক্চ। স্তুতিকর, যিনি স্তব করেন। 'প্রশস্তিকৃৎ ব্রহ্মণে নো' (ঋক্ ১।১১৩।১৯) 'প্রশস্তিকৃৎ সম্যকৃস্তুতমিতি প্রশংসনং কুর্ব্বতী নোঽস্মদীয়ায় ব্রহ্মণে।' (সায়ণ)

প্রশস্য (ত্রি) প্র-শন্স-কর্ম্মণি-ক্যপ্। প্রশংসনীয়, প্রশংসার যোগ্য। "অপশ্চাৎ তাপকৃৎসম্যগনুরক্তিফলপ্রদঃ।
অদীর্ঘকালোঽভীষ্টশ্চ প্রশস্তো মন্ত্র ইষ্যতে॥" (কাম° ১১।৫৫)

(ক্লী) ২ প্রশংসন। অতিশয় প্রশস্ত এই অর্থ বুঝাইলে ইষ্ঠ ও ঈয়সুন্ প্রত্যয় হয়।

প্রশস্যতা (স্ত্রী) প্রশস্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা।

প্রশাখ (ত্রি) ১ বিস্তৃত শাখাযুক্ত। ২ ভ্রূণগঠনের পঞ্চমাবস্থা।

প্রশাখা (স্ত্রী) প্রগতা শাখাং অত্যা° সমাসঃ। অগ্রশাখা।

প্রশাখিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা।

প্রশান্ (ত্রি) প্রকর্ষেণ শাম্যতি যঃ প্র-শম-ক্বিপ্ (অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃক্ঙিতি। পা ৬।৪।১৪) ইতি দীর্ঘঃ। শান্ত।

প্রশান্ত (ত্রি) প্রকর্ষেণ শান্তঃ। প্রকৃষ্টশমতাবিশিষ্ট, স্থিত।

"প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্।" (মার্ক°পু° ৮।১৭)

প্রশান্তচারিত্রমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (ললিতবি°)

প্রশান্তচারিন্ (ত্রি) ১ স্থিরভাবে ভ্রমণকারী। (পুং) ২ দেবতাভেদ।

প্রশান্তচেষ্ট (ত্রি) প্রশান্তা চেষ্টা যস্য। ১ ব্যাপারশূন্য। ২ স্থির।

প্রশান্ততা (স্ত্রী) প্রশান্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রশান্তের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রশান্তত্ব।

প্রশান্তরাগ, গুর্জ্জরবংশীয় নরপতি ২য় দদ্দের বিরুদ। [রাষ্ট্রকূট দেখ।]

প্রশান্তাত্মন্ (পুং) ১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৫) (ত্রি) ২ প্রশান্তস্বভাব।

প্রশান্তি (স্ত্রী) প্রকৃষ্ট শান্তি।

প্রশাসন (ক্লী) প্র-শাস-ভাবে ল্যুট্। শিষ্যাদির ইষ্টাদিবোধনের জন্য কর্ত্তব্যতাবোধক বাক্যোচ্চারণ। "ক্ষাত্রস্যৈব প্রশাসনমভূৎ" (ছান্দোগ্যউপ°)

প্রশাসিতৃ (ত্রি) প্র-শাস-তৃণ্। শাসনকারী, নিয়ন্তা। "প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।" (মনু ১২।১২২) 'প্রশাসিতারং নিয়ন্তারং' (কুল্লূক)

প্রশাস্তৃ (ত্রি) প্রশাস্তীতি প্র-শাস-তৃচ্ (প্রসিতস্কভিতেতি। পা ৭।২।৩৪) ইতি নিপাতনাদিড়ভাবঃ, বা (তৃণ্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াঞ্চানিটৌ। উণ্ ২।৯৪) ইতি তৃণ্, ইট্ চ ন। ১ ঋত্বিক্। ২ মিত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণা°) ৩ শাসনকর্ত্তা, যিনি শাসন করেন। "প্রশাস্ত্রধ্যক্ষসেনানাং মন্ত্রামাত্যপুরোধসাম্।
সম্যক্প্রচারবিজ্ঞানং দুষ্টানাঞ্চাববোধনম্॥" (কাম° নী° ১৩।৪৫)

প্রশাস্ত্র (ত্রি) প্রশাস্তুরিদং অণ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। শস্ত্ররূপ শংসনকর্ত্তৃসম্বন্ধী। ২ প্রশাস্তার যাগ। "প্রশাস্ত্রাদাপিবন্তং সোম্যং মধু" (ঋক্ ২।৩৬।৬) 'প্রশাস্ত্রাৎ প্রশাস্তৃযাগাৎ' (সায়ণ) ৩ প্রশাস্তার কর্ম্ম। "তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি" (ঋক্ ২।১।২) 'প্রশাস্ত্রং প্রশাস্তুর্মৈত্রাবরুণস্য কর্ম্ম তৎ' (সায়ণ)

প্রশিথিল (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ শিথিলঃ প্রাদিস°। অতিশয় শিথিল, অতি আল্‌গা।

প্রশিষ্টি (স্ত্রী) আদেশ। অনুশাসন। "অস্য স্নুষা শ্বশুরস্য প্রশিষ্টিং" (তৈত্তি° ব্রা° ২।৪।৬।১২)

প্রশিষ্য (পুং) প্রগতঃ শিষ্যমধ্যাপকত্বেন অত্যা° স°। শিষ্যের শিষ্য। "শিষ্যপ্রশিষ্যৈরুপগীয়মানমবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রধাম।" (শঙ্করদিগ্বিজয়)

প্রশিস্ (স্ত্রী) প্র-শাস-ক্বিপ্। প্রশাসন, আজ্ঞা। "তবেমে সপ্তসিন্ধবঃ প্রশিষং" (ঋক্ ৯।৬৬।৬) 'প্রশিষং প্রশাসনমাজ্ঞাং' (সায়ণ)

প্রশুক্রীয় (ত্রি) ঋক্সংহিতাবর্ণিত 'প্র শুক্রা' ইতি মন্ত্রসম্বন্ধীয়।

প্রশুদ্ধি (স্ত্রী) বিশুদ্ধি।

প্রশুশ্রুক (পুং) মরুদেশের রাজভেদ। (রামায়ণ)

প্রশোচন (ত্রি) দাহন, পুড়িতে দেওয়া। (বৈদিক)

প্রশোষ (পুং) শুষ্ক হওয়া। (সুশ্রুত)

প্রশোষণ (পুং) উপদেবভেদ। (হরিব°)

প্রশ্ন (পুং) প্রচ্ছনমিতি প্রচ্ছ-(যজযাচযতেতি। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্, (চ্ছ্বোঃ শূড়িতি। পা ৬।৪।১৯) ইতি শ, (প্রশ্নেচেতি। পা ৩।২।১১৭) ইতি ন সম্প্রসারণং। ১ জিজ্ঞাসা, পর্য্যায়— অনুযোগ, পৃচ্ছা, অবিজ্ঞাতার্থ জ্ঞানের জন্য ইচ্ছাপ্রযোজ্যবাক্য। "অবিজ্ঞাতপ্রবচনং প্রশ্ন ইত্যভিধীয়তে।" (ব্যাক°) ২ উপনিষদ্ভেদ।

প্রশ্নদূতী (স্ত্রী) প্রশ্নস্য দূতীব। প্রহেলিকা। হেঁয়ালী। (ত্রিকা°)

প্রশ্নবিবাক (পুং) কৃতান্ প্রশ্নান্ বিবক্তি, উত্তরয়তি বি-বচ কর্ত্তরি সংজ্ঞায়াং ঘঞ্। প্রশ্নোত্তরদায়ক জ্যোতির্বিদ্ভেদ। "অভিপ্রশ্নিনং মর্যাদায়ৈ প্রশ্নবিবাকং।" (শুক্লযজু° ৩০।১০) 'প্রশ্নবিবাকং কৃতান্ প্রশ্নান্ যো বিবিনক্তি ব্রূতে স প্রশ্নবিবাকঃ' (বেদদীপ)

প্রশ্নবিবাদ (পুং) তর্কবিতর্ক। বিতণ্ডা।

প্রশ্নব্যাকরণ (পুং) প্রশ্নান্ শিষ্যকৃতপ্রশ্নান্ ব্যাকরোতি উত্তরয়তি, বি-আ-কৃ-ল্যু। প্রশ্নস্য ব্যাকরণঃ। ১ জৈনশাস্ত্রভেদ। (হেমচ°) ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ২ পৃষ্টার্থ উত্তর জ্ঞাপন।

প্রশ্নি (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ২৬ অঃ) ২ কুম্ভিকা, পানক, পানা। (ত্রিকাণ্ড)

প্রশ্নিন্ (ত্রি) প্রশ্নযুক্ত, প্রশ্নকারী।
"নক্ষত্রদর্শমাশিক্ষায়ৈ প্রশ্নিনং।" (শুক্লযজু° ৩০।১০)
'প্রশ্নিনং প্রশ্নবন্তং' (বেদদীপ)

প্রশ্নী (স্ত্রী) পৃশ্নি, পৃষোদরাদিত্বাৎ র, বাহু° ঙীষ্। কুম্ভিকা, চলিত পানা। (ত্রিকাণ্ড)

প্রশ্নোত্তর (ক্লী) ১ প্রশ্নের উত্তর। ২ শব্দালঙ্কারভেদ।

প্রশ্নোপনিষদ্ (স্ত্রী) প্রশ্নাধিকারেণ প্রবৃত্তা উপনিষদ্। আথর্বোপনিষদ্ভেদ। পাঁচটী প্রশ্ন অধিকার করিয়া এই উপনিষদ্ হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম প্রশ্নোপনিষদ্।

প্রশ্রয় (পুং) প্রশ্রয়ণমিতি প্র-শ্রি-ভাবে-অচ্। প্রণয়।
"অদীর্ঘসূত্রতা ক্ষৌদ্রং প্রশ্রয়ঃ স্বপ্রধানতা।" (কামন্দক ৮।৮)

প্রশ্রয়ণ (ক্লী) সৌজন্য, শিষ্টাচরণ।

প্রশ্রয়িন্ (ত্রি) শিষ্ট, শান্ত, সুজন।

প্রশ্রবস্ (ত্রি) প্রকৃষ্ট অন্ন।
"অচ্ছোক্তৌ প্রশ্রবসো মরুতো।" (ঋক্ ৫।৪১।১৬)
'প্রশ্রবসঃ প্রকৃষ্টান্নাঃ।' (সায়ণ)

প্রশ্রিত (ত্রি) প্র-শ্রি-ক্ত। বিনীত।
"অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্।" (রামা° ১।১৩।২)

প্রশ্লথ (ত্রি) প্রকৃষ্টঃ শ্লথঃ প্রাদিস°। শিথিল। (ত্রিকাণ্ড)

প্রশ্লিত (ত্রি) বৈদিক সন্ধ্যাঙ্গ ভেদ, ইহাতে হ্রস্ববর্ণের পূর্ব্বে অণ্ স্থানে ও হয়। (ঋক্প্রাতিশাখ্য)

প্রশ্লিষ্ট (ত্রি) প্র-শ্লিষ-ক্ত। সুসম্বদ্ধ, যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্লেষ (পুং) ১ ঘনসন্নিবেশ। ২ সম্মিলন। ৩ উচ্চারণভেদে স্বরসংযোগ। (বাজসনেয়প্রা°)

প্রশ্বসিতব্য (ত্রি) প্রশ্বাস ফেলিবার যোগ্য।

প্রশ্বাস (পুং) প্র-শ্বস-ভাবে ঘঞ্। কোষ্ঠবায়ুর বহির্নিঃসারণ, যে শ্বাস বায়ু বাহিরে পরিত্যাগ করা যায়, তাহাকে প্রশ্বাস কহে। [প্রাণায়াম দেখ।]

প্রষ্টি (পুং) প্রচ্ছ-কর্ত্তরি বাহুলকাৎ তি। ১ বাহনত্রয়মধ্যবর্ত্তী যুগবিশেষ। "প্রষ্টির্বহতিরোহিতঃ। (ঋক্ ১৷৩৯৷৬)

'প্রষ্টিরেতৎসংজ্ঞকো বাহনত্রয়মধ্যবর্ত্তী যুগবিশেষঃ।' (সায়ণ)

২ পার্শ্বস্থ।

প্রষ্টিমৎ (ত্রি) প্রষ্টি-মতুপ্। যুগপার্শ্ববাহনবিশিষ্ট।

প্রষ্টিবাহন (ত্রি) বাহনত্রয় দ্বারা যাহা বাহিত হয়।

প্রষ্টিবাহিন্ (ত্রি) রথ।

প্রষ্টব্য (ত্রি) প্রচ্ছ-তব্য। জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য। পরামর্শের যোগ্য।

প্রষ্টৃ (ত্রি) প্রচ্ছ-তৃচ্। প্রশ্নকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রষ্ঠ (ত্রি) প্রতিষ্ঠতে অগ্রতো গচ্ছতীতি প্র-স্থা-(সুপি স্থঃ। পা ৩৷২৷৪) ইতি ক, (প্রষ্ঠোঽগ্রগামিনি। পা ৮৷৩৷৯২) ইতি ষত্বং। অগ্রগামী। "আদিত্যবর্চ্চা মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ। বিররাজ রথপ্রষ্ঠৈর্বালখিল্যৈরিবাংশুমান্॥" (রঘু ১৫৷১০)

প্রষ্ঠবাহ (পুং) প্রষ্ঠঃ অগ্রগামী সন্ বহতীতি প্রষ্ঠ-বহ (বহশ্চ। পা ৩৷২৷৬৪) ইতি ণ্বি। ১ যুগপার্শ্বগ প্রথমযোজিত দম্য গবাদি।

প্রষ্ঠী (স্ত্রী) প্রষ্ঠ-ঙীষ্। প্রষ্ঠভার্য্যা, অগ্রগামিপত্নী। (জটাধর)

প্রষ্ঠৌহী (স্ত্রী) প্রষ্ঠবাহ (বাহঃ। পা ৪৷১৷৬১) ইতি ঙীষ্। বালগর্ভিণী, প্রথম গর্ভবতীগাভি, চলিত পলুটী গাই।

"প্রষ্ঠৌহীনাং পীবরাণাঞ্চ তাবৎ
অগ্র্যা গৃষ্ট্যো ধেনবঃ সুব্রতাশ্চ।" (ভারত ১৩৷৯৩৷৩৩)

প্রস, ১ প্রসব। ২ ততি, বিস্তৃতি। দিবাদি, সক° আত্মনে, সেট্। লট্ প্রস্যতে। লোট্ প্রস্যতাং। লুঙ্ অপ্রসিষ্ট। মিৎ-ঘটাদি। ণিচ্ প্রসয়তি-তে।

প্রসক্ত (ক্লী) প্র-সন্জ-ক্ত। ১ নিত্য।

"প্রসক্তবেগস্ত সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব।" (নিদান)
'প্রসক্তবেগঃ সততকাসবেগঃ।' (বিজয়রক্ষিত)

(ত্রি) ২ আসক্ত। ৩ সংস্পৃষ্ট, সংলগ্ন। ৪ প্রস্তাবিত। ৫ প্রসঙ্গবিষয়। "প্রসক্তং হি প্রতিসিধ্যতে।" (মীমাংসাদ°)

প্রসক্তি (স্ত্রী) প্র-সন্জ-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রসঙ্গ।

"মাভূবন্নপথহরাস্তবেন্দ্রিয়াশ্বাঃ
সন্তাপে দিশতু শিবঃ শিবাং প্রসক্তিং।" (কিরাত ৫৷৫০)

২ অনুমিতি। ৩ আপত্তি। (সব্যভিচার শিরো°) ৪ ব্যাপ্তি।
"অতিপ্রসক্তিরস্যধর্ম্মত্বে।" (সাংখ্যসূ°)
'অতিপ্রসক্তিঃ অতিব্যাপ্তিঃ।' (বিজ্ঞানভিক্ষু)

প্রসহিন্ (পুং) প্র-সহ-বাহুলকাৎ-ণিনি। প্রসহনশীল। (ঋক্ ৮৷১৩৷১০)

প্রসংখ্যা (স্ত্রী) ১ প্রকৃষ্ট সংখ্যা, মোট।
"অধ্যায়াঃ সপ্ততির্জ্ঞেয়াস্তথা চাষ্টৌ প্রসংখ্যয়া।" (ভা° আদিপ°)
২ চিন্তা, অনুধ্যান।

প্রসংখ্যান (ক্লী) প্র-সম-খ্যা-ভাবে ল্যুট্। ১ সম্যক্ জ্ঞান। ২ আত্মানুসন্ধান, ধ্যান। (ত্রি) ৩ প্রকৃষ্টরূপে সংখ্যাযুক্ত। ৪ সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

প্রসঙ্গ (পুং) প্র-সন্জ-ঘঞ্। ১ প্রকৃষ্ট সঙ্গ। ২ ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ, যথা অতিপ্রসঙ্গ, অপ্রসঙ্গ ইত্যাদি রূপ সঙ্গতিভেদ।* ৩ প্রকরণান্তরদ্বারা সমাপনের নাম প্রসঙ্গ।
"প্রকরণান্তরেণ সমাপনং প্রসঙ্গঃ।" (সুশ্রুত)

৪ অন্য কার্য্যের উদ্দেশে প্রবৃত্তি হইলে তাহাতে অন্য কার্য্যের সিদ্ধি। এক কার্য্যের উদ্দেশে অন্য কার্য্যসিদ্ধি।

"দৃষ্ট্বা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা হ্যবগাহিতা॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৫ অনুমিতি। গদাধর প্রসঙ্গশব্দের 'অনুমিতি' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ৬ অনুরক্তত্ব। ৭ মৈথুনাশক্তি। ৮ ব্যাপ্তি।
"কৃতাকৃতপ্রসঙ্গি নিত্যং, তদ্বিপরীতমনিত্যং, তত্র প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তিরেব ইত্যাদি।" (ব্যা° পরি) [ব্যাপ্তি দেখ।] ৯ প্রস্তাব।

প্রসঙ্গবৎ (ত্রি) প্রসঙ্গ-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। প্রসঙ্গযুক্ত। ২ আকস্মিক, হঠাৎ।

প্রসঙ্গসম (পুং) হেতুভেদ, স্থাপনাহেতু প্রয়োগ, প্রতিষেধ হেতুরূপ জাত্যুত্তরভেদ। "দৃষ্টান্তস্য কারণানপদেশাৎ প্রত্যবস্থানাচ্চ প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তসমৌ।" (গৌতমসূ° ৫৷১৷৯) [হেতু দেখ।]

প্রসঙ্গিন্ (ত্রি) ১ প্রসঙ্গযুক্ত। ২ অনুরক্ত।

প্রসজ্ঞ (পুং) ১ বহুসংখ্যা, অনেকত্ব। ২ শ্রেণীবদ্ধ।

প্রসজ্য (পুং) প্রসজ্যপ্রতিষেধস্য ভীমো ভীমসেনবৎ অন্ত্যলোপঃ। প্রসজ্যপ্রতিষেধ, অত্যন্তাভাব।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ (পুং) প্রসজ্য প্রসক্তিং সম্পাদ্য আরোপ্যেতি যাবৎ প্রতিষেধঃ। অত্যন্তাভাব। 'প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে' প্রসক্তই প্রতিসিদ্ধ হয়, এই ন্যায় অনুসারে বায়ুর রূপ নাই, এই স্থলে প্রথমে রূপ আরোপিত হইয়াছিল, তৎপরে সিদ্ধান্ত হইল যে, বায়ুর রূপ নাই, এইরূপ নিষেধ বা অভাবই প্রসজ্যপ্রতি-

* "স প্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা
নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥"
তস্য লক্ষণং, স্মৃতস্যোপেক্ষানর্হত্বং, তদর্থত্ব স্মৃতিবিষয়তাপন্নত্বে সতি দ্বেষবিষয়তানাপন্নত্বং' (গদাধর অনুমিতি)

ষেধ। প্রথমে রূপাদি আরোপিত হইয়া তাহার নিষেধ হইলে প্রসজ্য প্রতিষেধ হইবে।* ২ নঞ্‌ভেদ।

"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।

প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্‌॥" (নঞর্থবাদ)

যে স্থলে বিধির অপ্রাধান্য এবং নিষেধের প্রধানতা হয়, ও ক্রিয়াতে নঞ্‌ অর্থের অন্বয় হইয়া থাকে, তথায় প্রসজ্য-প্রতিষেধ নঞ্‌ হয়। ইহার উদাহরণ 'নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি' অতিরাত্র শব্দে অতিরাত্র যজ্ঞ এবং ষোড়শী শব্দের অর্থ সোমলতারসপূর্ণ পাত্র। অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শি-গ্রহণ করিবে না। এস্থলে বিধেয় কর্ম্ম ষোড়শিগ্রহণ, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধ্যর্থবাচক লটের সহিত অন্বয় হয় নাই, এজন্য বিধির অপ্রাধান্য এবং নঞর্থ 'ন' নিষেধের বিধ্যর্থবাচক লড়র্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে। এজন্য এইস্থলে প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞ্‌ হইল।

"পৌষে চৈত্রে কৃষ্ণপক্ষে নবান্নং নাচরেদ্বুধঃ।

ভবেজ্জন্মান্তরে রোগী পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে॥

"অত্র রোগীতি নিন্দাশ্রবণাৎ প্রসজ্যতা" (মলমাসতত্ত্ব)

পৌষ চৈত্র ও কৃষ্ণপক্ষে নবান্ন করিবে না, করিলে জন্মান্তরে রোগী হইতে হয়, এই নিষেধও প্রসজ্যপ্রতিষেধ। [নঞ্‌ দেখ।]

প্রসত্তি (স্ত্রী) প্র-সদ-ক্তিন্‌। ১ প্রসন্নতা। ২ নৈর্ম্মল্য।

প্রসত্বন্‌ (পুং) প্রসীদতীতি প্র-সদ-ক্বনিপ্‌। ১ ধর্ম্ম। ২ প্রজাপতি।

প্রসত্বরী (স্ত্রী) প্রসত্বন্‌ (বনোরচ। পা ৪।১।৭) ইতি ঙীপ্‌ রশ্চ। প্রতিপত্তি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

প্রসন্ধান (ক্লী) ক্রমপাঠোক্ত সন্ধি, যোগ। (অথর্ব্বপ্রা°)

প্রসন্ধি (পুং) ১ মনুপুত্রভেদ। (ভারত আশ্ব° ৪ অঃ)

প্রসন্ন (ত্রি) প্রসীদতীতি প্র-সদ গত্যর্থেতি ক্ত। ১ নির্ম্মল। পর্য্যায়—অচ্ছ। ২ সন্তুষ্ট। ৩ প্রফুল্ল। ৪ অনুকূল। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। সুরা, মদিরা। (পুং) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৮)

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, একজন ভাবুক ভক্ত কবি। সঙ্গীতরচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা এবং গীতবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতাও দেখা যাইত। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্তও তিনি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এজন্য তাঁহার পরিচিত মাত্রেই তাঁহাকে 'প্রসন্ন পণ্ডিত' বলিয়া ডাকিত।

রামজয় চট্টোপাধ্যায় নামা জনৈক ব্যক্তির তৃতীয় পত্নীগর্ভে (বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের ১৭ই মাঘ বুধবারে) প্রসন্নকুমারের জন্ম হয়। বিক্রমপুর পরগণার রাজবাড়ী থানার নিকটবর্ত্তী বয়েরক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম এক-বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার দুরদৃষ্টে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার যা কিছু পৈতৃক জমি জমা ছিল, সে সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার অল্পবয়স্কা মাতার উপর ন্যস্ত রহিল। অভিভাবকবিহীন সম্পত্তি দেখিয়া কোন এক প্রতিবেশী তাহার অধিকাংশ দখল করিয়া লইলেন, অবশিষ্টাংশ পদ্মার অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার এক মাতুল ডিব্রুগড়ে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ভগিনীপতির মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ বৎসরকাল তাঁহাদের ভরণ-পোষণ করেন; কিন্তু দুঃখের কপালে সুখ কখনও হয় না। যখন প্রসন্নকুমারের বয়স ছয় বৎসর, তখন ঐ মাতুল ইহজীবনের খেলা সাঙ্গ করেন। সুতরাং এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাদিগকে দারুণ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয়। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার জননী কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া বালকের লালনপালন করেন। তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া প্রসন্নকুমার চাকুরি করিতে বাধ্য হন। কিছুকালের জন্য তিনি পুলিশ কর্ম্মচারীর অধীনে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু সে কঠিন পরিশ্রম তাঁহার সহ্য হয় নাই। তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। অনেক কষ্টে ও আন্তরিক যত্নে নর্ম্যালস্কুল হইতে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইখানেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়। পরে তিনি ঢাকা জেলার নানাস্থানের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজ করিয়া ছিলেন। সন ১৩০৬ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তিনি গতাসু হইয়াছেন।

পিতার ন্যায় তিনিও একাধিক বিবাহ করেন। তাঁহারা স্বভাব কুলীন, ভঙ্গ হন নাই। প্রথম পত্নীজাতকন্যা পঞ্চদশ বর্ষীয়া হইলে পুত্রলাভের আশা না দেখিয়া মাতৃআজ্ঞায় তিনি আর দুইটী দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র জন্মে, তৃতীয়া নিঃসন্তান ছিলেন। প্রসন্নকুমার চিরদিন দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পণ্ডিতী করিয়া তাঁহার সপরিবারের অন্ন সংস্থান হইত না। তিনি নিজে বুড়ীগঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনিতেন, এত কষ্টেও কমলার কোপ প্রশমিত হয় নাই। কিন্তু বাগ্দেবীর অনুগ্রহে তিনি দারিদ্র্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শৈশব হইতেই তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়স হইতেই তিনি গীতরচনা করিতে পারিতেন। প্রথম বয়সে তিনি যাত্রা, কবি ও হলির গান রচনা করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে স্বয়ং দলে মিশিয়া গান করিতেন। সংসারের

---

* "প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে" ইতি ন্যায়েন আরোপিতপ্রসঙ্গস্যৈব নিষেধঃ, তেন বায়ৌ রূপং নাস্তীত্যাদাবপি বায়ৌ রূপারোপং কৃত্বৈব নিষেধঃ নঞা বোধ্যতে।" (মলমাসতত্ত্ব)

নিষ্ঠুরতায় অল্প বয়সেই তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতির গুণে ও সুকৃতিবলে তাঁহার ধর্ম্মভাব চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান ছিল; তাই অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সাধকত্বে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি ধর্ম্মবিষয়ক ও শ্যামাবিষয়ক গীতাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কত শত গীত যাহা তিনি মুখে রচিয়া গাহিতেন, তাহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়াছে। চিরদিন জঠর জ্বালায় জর্জ্জরিত, কাজেই রচিত গীতগুলির মুদ্রণ কার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই। যে দুই খানি মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়[১], তাহাতে প্রায় তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনাই অধিক।

প্রসন্নকুমার আত্মপ্রকাশে বড় অনিচ্ছুক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কাহারও অনুরোধ উপরোধের ধার ধারিতেন না। তিনি কালী নামের উপাসক ছিলেন। গানে তাঁহার মনের কথা জগজ্জননী মাকে জানাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। মানুষকে বলিতে তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না। একারণ অনেকে তাঁহাকে 'পাগ্‌লা পণ্ডিত' বলিয়া উপেক্ষা করিত। তিনি সর্ব্বদা গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা ব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি কালী নামের উপাসক ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, জ্ঞান হইবার পরে তিনি স্নেহময়ী জননীকে চিনিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'মা' ডাকই স্বাভাবিক। দরিদ্রা গর্ভধারিণীর একমাত্র নয়নপুত্তলী হইয়া তিনি মাতৃস্নেহের যে বিমল আস্বাদ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সেই বিশ্বপ্রসূতির অসীম প্রেমের প্রভা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার আপন জননীর ন্যায় জগজ্জননীকে চিনিতে পাগল হইয়াছিলেন। শৈশবে যেরূপ তিনি নিজ মনের কথা জননীকে বলিতেন, তাঁহার কবিত্ব এবং সাধনায়ও তিনি সেইরূপে মনের কথা জননীকে বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গানে তিনি মায়ের কাছে কখনও ভক্তি, কখনও ভালবাসা, কখনও প্রার্থনা, কখনও অনুযোগ, কখনও বা আব্দার জানাইয়াছেন। তাঁহার সকল গীতগুলির মূলমন্ত্র এক। ঐহিক সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ্ বড়ই অনিত্য, বড়ই অস্থায়ী। মুগ্ধ মানব যদি বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া একাগ্রচিত্তে মার চরণে শরণ লয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধারের পথ মুক্ত হইতে পারে—এই এক মহামন্ত্রই তাঁহার সঙ্গীতসমূহের প্রাণ। তিনি মার নিকট কাঁদিয়াছেন, কেবল নিজের জন্য নহে, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ভবজীবের জন্য কাঁদিয়াছেন। তিনি সকলকেই এক মায়ের সন্তান ভাবিতেন। নিজে নিষ্ঠাবান্ পবিত্র হিন্দু হইলেও, অহিন্দুর প্রতি তাঁহার ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল না। মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলের প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার কালীনাম অথবা মা-নামেও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাহার অপ্রকাশিত গীত অনেক থাকিলেও, আমরা তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক হইতে কএকটী গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১)

তাঁহার মাতৃপদ-চিন্তন—

"কোন প্রাণে মা মা বিনে আর অন্য ডাকে ডাকি তোরে ?
মা ডাকের মত ডাক কি মা আছে আর এ সংসারে ?

* * *

জন্মমাত্র মা বুঝেছি, তারপরে আর সব চিনেছি,
মায়ের কৃপায় বেঁচে আছি মা বিনে কি মুখে সরে ?

* * *

মা ত গো মা তোমার ছায়া, তাইতে তাহার এত মায়া,
কতই অগাধ অপার তোমার দয়া, প্রসন্ন তাই মা মা করে।"

(২)

ভেদাভেদশূন্যতা—

"আল্লা কালী ভেদ কি কারণ।
ও ভাই দ্বিভাবে নাই ত্রাণ কদাচন॥
কেহ কারণ হতে কার্য্য পেলে, কেহ কার্য্য হতে বোঝে কারণ।
ও ভাই যে যে পদেই যাউক না কেন গোবিন্দলাভ সবার মনন॥
ভেদ ভাবে হয় দ্বন্দ্ব উদ্ভব দ্বন্দ্বই ত হয় ঈর্ষ্যার কারণ,
তাতে ধর্ম্মে হয় অধর্ম্মের সঞ্চার উদ্ধার হয় না, হয়ত পতন॥"

(৩)

জীবনের অস্থায়িত্বসম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ—

"কি কাজ ভবিষ্যৎ বিচারে ?
যখন পরক্ষণ তোর অন্ধকারে ?
স্রোতের মুখের তৃণ তুমি কুয়াশায় তোর সমুখ ঘিরে,
যেটুক্ এগোও সেই টুক্ দেখ সাধ্য কি দেখিবে পরে।
কি করিলে কি হইবে তুমি বুঝতে পার বুদ্ধির জোরে,
তোমায় কাজ সেইরূপ হবে কিনা তা রয়েছে খোদের ঘরে।
যেমন মেয়ের বিয়ে দেবে বলে উদ্যোগ কল্লে ধূমধাম করে,
তোমার এমন জ্বরে দিল ঠাসা বিয়ে গেল কোথায় উড়ে।
দাবার চালে শত্রুদমন করবে ভাবলে তিন দান পরে,
তুমি কাল যে মরবে সন্ন্যাসরোগে তাও কি জান চিন্তা করে ?
স্নান করতে যাও নদীর ঘাটে, আহার এসে করবে পরে,
ও মন! এমনও ত হতে পারে, ফিরে না আসিবে ঘরে।
কেহ দালান তুলে বাস করে না কারও অর্দ্ধেক দালান আছে পড়ে,
কারও ইটের স্তূপই পড়ে আছে, ইটকেটেই সে গেছে মরে,
গাছ রোপিছ ফল খাইতে, নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাইরে।
দ্বিজ প্রসন্ন কয় রোওনা বৃক্ষ স্রষ্টার সৃষ্টিরক্ষার তরে॥"

(১) গ্রন্থ দুইখানি তাঁহার কএকজন সাহায্যদাতার ব্যয়ে মুদ্রিত।

(৪)

তাঁহার সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব—

"নাই ত কারও গতি বারণ
আছ তুমিও যেমন আমিও তেমন।
মিঠা মুখে আলাপ করে পথ হাঁটিতে সুখটী যেমন ॥
ও ভাই দ্বন্দ্বে কেবল দ্বিগুণ কষ্ট, হব শৃগাল কুকুর কিসের কারণ।
এস তবে সবে মিলে মার কার্য্য করে যাই সাধন,
ও ভাই প্রসন্ন ত দুর্ব্বল পথিক ধরে নাও তোমরা দশজন ॥"

(৫)

অভিমান পরিহারের উপদেশ—

"আগে পাছে ত সবাই সমান।
তবে কেনই এত মান অভিমান ?
নির্ঝর মুখে জলবিন্দু ঝরে আসা একই প্রমাণ।
মাঝে দিন দুই চারি ঢেউ খেলিয়ে সাগরেতেই শেষে মিলান।
রেলগাড়ীতে চড়ার মত পথ দুইদিকেই ত একই ধরান্
সবার আঁতুড়ঘর দে আসিতে হয়, আর শ্মশান দিয়েই করবে পয়ান্,
প্রথম শ্রেণীর গাড়ীই কর, কিংবা নিম্ন শ্রেণীর যান,—
ও ভাই সকলকেই ত নাবতে হবে, গাড়ীতে নয় জীবন কাটান॥"

(৬)

মায়ের নিকট তাঁহার প্রার্থনা—

"ভবের বড় বিড়ম্বনা
ওমা আপন দোষ ত কেউ দেখে না।
যে দোষেতে দোষী নিজে সে দোষ করে অন্য জনা
ওমা তার প্রতি হয় খড়্গহস্ত নিজের কথা মনে হয় না,
(ফেরে) লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে, তুই যে দেখিস তা দেখে না।
মা তোর প্রসন্ন তো ঐ দলের লোক, তারে কেন মেচ্ছে নেনা ॥"

(৭)

তিনি মার কাছে আবদার ও অনুযোগ করিতেছেন—

"তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী,
তোর তিলেক অবসর নাহি দেখি।
লোকে লোকে সবাই ডাকে, সবার ঘরে তুই একাকী।
তুই বড়বাপের বেটী বটিস্ তাই কিহে এত ঝুঁকি ॥
অচেতন যার পরিবর্ত্তন, ফল ফুল পাতা চাহে শাখী।
জীবের ত অশেষ যন্ত্রণা দিবারাত্র ডাকাডাকি ॥
সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথাও কিছু রয়না বাকি।
মা! তোর প্রসন্নের মন গড়াইতে অবসর হয় না কি ?"

(৮)

"বুঝলাম আমি সন্তান নাকো।
যারা সন্তান তাদের বুকে রাখো ॥
পেটে হলেই সন্তান হয় না, ক্রিমিত হয় পেটেই দেখ ;
তারে সন্তান বলে কে আদরে, প্রসন্ন সেই ক্রিমি পোক।
তোর সন্তান থাকে ফুলবাগানে, তাতে আবার কোলে রাখ ॥
আমি পুরীষে পড়িয়া মরি দেখিয়াও নাহি দেখ।
একটী পরমাণু অযত্নের নাই যত সৃজিলে অনন্তলোক,
আমায় সৃষ্টি ছাড়া করে থুলি,—কোথায় রাখি দারুণ দুখ ॥"

(৯)

প্রসন্নের মা জগদ্ব্যাপিনী—

"মা তুমি মা জগদ্ভরা
কেবল সন্তান নিয়ে করছ ক্রীড়া।
নাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ কোথায়, কোথায় দিচ্ছ দুগ্ধধারা।
কোথাও করছ সোহাগ, কোথাও বা রাগ, ঘুরাইয়ে নয়নতারা।
কোথাও বুকে রেখে ঘুম পাড়াচ্ছ,
কোথাও কোলে নিয়ে বেড়াও পাড়া।
কোথাও গাছে বসে ডিম তা দিচ্ছ, কোথা অশৌচ গৃহে আধমরা।
আবার রুগ্ন পুত্র নিয়ে কোথাও দিনরাত আহার নিদ্রা ছাড়া,
কোথাও শোকাতুরা লোটাও ভূমে, ফেলিয়ে অজস্রধারা।
মা! তোর মধুময় ভাব, পবিত্রভাব যেদিকে চাই পূর্ণধরা।
মা তুই শান্তিময়ী ঘরে ঘরে, প্রসন্ন কি জগৎ ছাড়া ॥"

(১০)

ভবজীবের দুঃখে তাঁহার কাতর অভিব্যক্তি—

"কেন তবে ভবে জীবে এত দুখ পায়।
যত সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব যদি তোর ইচ্ছায় ?
ভেকে দিলি সাপে খেতে, ভেকের সুখ দিলি তাইতে
সাপের মুখে ভেকে যাইতে কেন কাঁদে উভরায়।
ব্যাঘ্রে যে চক্ষু ডুবায়ে হতজন্তুর রক্ত খায়—
সেটা বাঘের দোষ না জিহ্বার দোষ না দোষ দিব জিহ্বাদাতায়।
যত তৃণজীবিগণে, দিলি হিংস্রক ভক্ষণে,—
হিংস্রকের তৃণ অশনে তোর বাপের কি খোরাক যায়।
খাদ্যখাদকের মিল হইলে দম্পতির প্রায়
ভবের অর্দ্ধেক দুঃখ কমে যেত, কতই সুখ বাড়িত তায় ॥"

(১১)

মাকে বকিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়াছেন—

"মন তোর কেন ফাজিল কথা
অনধিকার চর্চ্চায় ঘুরাও মাথা ॥
ভবজীবের দুঃখ দেখে দুঃখী তুমি হও সর্ব্বথা ;
যার মাথা তার ত ব্যথা নয় মন! তোর দেখি সে মাথা ব্যথা।
জীব যাহার ব্যবস্থা তাঁহার, তিনিই জানেন কার কি ব্যথা।
তায় কি প্রসন্নের যন্ত্রণা লাগে, অসীম রাজ্যের যিনি নেতা ॥"

(১২)

"মন তোর এত বিষাদ কেন ?
মা যে দুঃখ দেন সুখের কারণ, জেনো।
রোগীর ইচ্ছামত খাদ্য কবিরাজ কি দেন কখনও ?
কর্ম্মের পথ্য খেয়ে রোগ সারিলে, খাওগে শেষে যা চায় মন।
মা দেন দুঃখ ভোগ কাটিতে, ভোগ কাটলেই গেল বিড়ম্বন,
যেমন ক্ষুদ খেয়ে ঋণশোধ করিলে ধরে না আর মহাজন।
মা যা করেন ভালই করে, অপকার তায় নাই কখনও ॥"

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশীয় জনৈক ব্যক্তি। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র ও গোপীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বর্ত্তমান মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত ছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইংরাজী ভাষায় প্রথম পাঠ সমাপনের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে শেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি হিন্দু ও ব্রাহ্মণের মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে একরূপ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ম্লেচ্ছাদি জাতিসংসর্গে ঘৃণাই বোধ করিতেন। একদিন রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সদালাপে তাঁহার এই ধারণা দূর হয়। সেই সময়ে তিনি স্বদেশীর নিকট আবেদন করিয়া একটী একেশ্বরবাদমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রসন্নকুমার বাল্যকাল হইতেই ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। নীলকর ও তৈলের কল সংক্রান্ত মকদ্দমা দুইটীর অযথা বিচার দেখিয়া তাঁহার আইন শিক্ষার ইচ্ছা জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাবী বিষয়াধীন মকদ্দমাগুলির আপনি জবাব করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হন। কঠোর অধ্যবসায় গুণে তিনি অল্পকাল মধ্যে আইনজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন। সদর আদালতে উন্নতি ও সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি বেলি সাহেবের (Mr. Baley, Govt. Pleader) কর্ম্মাবসরে গবর্মেণ্ট পক্ষে উকিল নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি আপন সম্পত্তি-সমূহ উদ্ধার করিয়া অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয় করেন। ওকালতি করিয়া তিনি বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা রোজকার করিতেন। তিনি হিন্দুকালেজের পরিচালকরূপে (Governor) নিযুক্ত হইয়া অনেক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার পরামর্শ-মতে ইংরাজীবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রথা ও পুস্তকাবলী নির্দ্ধারিত হয়। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে তিনি উদারতা ও সহৃদয়তা দেখাইয়া হিন্দুকলেজের সত্ত্ব শিক্ষাবিভাগের করে সমর্পণ করেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার এই স্বার্থত্যাগে যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তিনি বালিকাবিদ্যালয়ের বিশেষ পক্ষপাতী[১] না হইলেও গৃহ মধ্যে আপন কন্যাগণকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৃদ্ধবয়সে তিনি 'অনুবাদক' নামে বাঙ্গালা ও 'রিফর্মার' নামক ইংরাজী পত্রিকার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক রাজকীয় ও সামাজিক আন্দোলনে মনোযোগী হন।

নিষ্কর দখলদার ভূম্যধিকারীর প্রতিকার নির্দ্ধারণের জন্য গবর্মেণ্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৩ ধারা মতে একটী সভা সংগঠন করিতে কৃতসংকল্প হন। প্রসন্নকুমার ব্রহ্মোত্তরাদি লাখেরাজ-ভূম্যাধিকারীর সমূহ ক্ষতি দেখিয়া রামমোহন রায়ের একযোগে ডিরেক্টার-সভায় (Court of Directors) একখানি প্রতিবাদ প্রেরণ করেন। তাহার ফলে ভারত-গবর্মেণ্টকে এরূপ আইন বিধিবন্ধের জন্য জবাব দিতে হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মমন্দিরে ইংলণ্ডেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার জন্য একটী সভা হয়। তিনি উহার নেতা ছিলেন। ১৮৩৭ ও ৩৮ খৃষ্টাব্দে বোর্ডের সেক্রেটারী (Secretary to the Board of Revenue) ম্যাঙ্গেল্স্ সাহেব (Mr. Ross Mangles) পুনরায় নাখেরাজ সম্পত্তি হইতে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন। প্রসন্নকুমারের সহিত তাঁহার এসম্বন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' নামক পত্রিকায় অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল ; কিন্তু ইহাতেও কোন ফল ফলে নাই। অবশেষে ১৮৩৯ খৃঃ অঃ তাঁহার ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে টাউন-হলে নাখেরাজদারদিগের একটী মহাসভা হয়। সেদিন চাঁদপালঘাট হইতে বড়লাটের প্রাসাদ পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সাধারণের সম্মতিক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণের এইরূপ উত্তেজনা দেখিয়া লর্ড অকলণ্ড ভীত হইয়াছিলেন। তিনি টাউনহলে মাজিষ্ট্রেটকে সদলে থাকিতে এবং পুলিশ প্রহরীগণকে গবর্মেণ্ট হাউসে পাহারা দিতে আদেশ করেন। বড়লাট সেক্রেটারীসহ প্রাসাদে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই এই সভার কার্য্যফল পাইতে আশা করিতেছিলেন। এই সভানুষ্ঠানের পর গবর্মেণ্ট হইতে একটী সার্কুলার বাহির হয় যে পঞ্চাশ বিঘার ন্যূনতর নিষ্কর ভূমির উপর আর গবর্মেণ্ট কর আদায় করিবেন না। জীবনের সুখকর ও জাতীয় উন্নতির প্রসাধক সুকুমার শিল্পেও প্রসন্নকুমারের অনুরাগ ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শুঁড়ার বাগানে সর্ব্বপ্রথম নাট্যাভিনয় হইয়াছিল[২]। তিনি দাতা ছিলেন। তাঁহার গৃহে শতাধিক ছাত্র অন্ন পাইত, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র অবস্থাপন্ন অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন। তিনি পণ্ডিতগণকে বাৎসরিক অথবা

---

(১) তিনি সমাজ রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী বালিকার সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ ক্ষতিকর জানিয়া বেথুনসাহেবকে একখানি প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

(২) *The Enquirer,* 30th December 1831. ঐ সময়ে উত্তররামচরিত ও জুলিয়াস্ সিজারের অভিনয়ে The Hon'ble Sir Edward Ryan, Col. Young, Major Beatson, Mr. Hare, Mr. Melville প্রভৃতি য়ুরোপীয় মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। তাহারই আদর্শে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে অভিনয়ের চর্চ্চা বাড়িয়াছিল।

মাসিক বৃত্তি দান করিতেন, আর্থিক সাহায্য ব্যতীত স্বদেশবাসীর সাহায্যার্থ তিনি একটী চিকিৎসালয় (এক্ষণে Mayo Native Hospital) ও একটী ঔষধালয় (Garanhatta Branch Dispensary) স্থাপন করিয়া যান। প্রজার কষ্টের জন্য জমিদারী মধ্যেও অনেকগুলি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার সাহিত্য ও ব্যবহারশাস্ত্রানুরাগ তাঁহার গৃহস্থিত পুস্তকালয় দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহার অর্থাভিমান ছিল না। গরিব প্রজাগণের সহিত তিনি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক চাঁদা তুলিয়া তাঁহার ব্যবহারের জন্য একখানি পাল্কী প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি সাধারণকে এই প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দেন। দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত স্বীয় অধীন প্রজাবর্গের বাণিজ্যের সুবিধার্থ লক্ষটাকা ব্যয়ে করতোয়া নদীর পঙ্কোদ্ধার করেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২ আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে তিনি উক্ত মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সহকারিতায় নিযুক্ত হন। পেনেলকোড নামক ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধনকালে তিনি সরবর্নিস্ পিককের (Sir Barnes Peacock) বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম আসন পাইয়াছিলেন। তাঁহার সুবিচারের প্রভূত নিদর্শন উক্ত সভার কার্য্যপ্রণালীতে প্রকাশ আছে।

তাঁহার মেধাশক্তি অদ্ভুত ছিল। তাঁহাকে কোন ঐতিহাসিক পূর্ব্বঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই সেই পুস্তকের পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি উত্তর-পশ্চিমদেশভ্রমণকালে কাশ্মীরপতি মহারাজ গোলাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ মানসে গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রসন্নকুমারকে দেখিবার জন্য কাশ্মীররাজের ইচ্ছা ছিল, প্রসন্নকুমার রাজদর্শনে যাইতে ইচ্ছুক; কিন্তু রাজসম্মানযোগ্য কোন নজর দিতে তিনি অক্ষম এবং তিনিও কোনরূপ খিলাত লইতে অনিচ্ছুক। তিনি প্রায় ২৫ দিন কাশ্মীরে ছিলেন, সর্ব্বদাই তিনি মহারাজকে সদ্যুক্তি দান করিতেন।

প্রসন্নকুমারের দানে ও উদ্যোগে কলিকাতায় আইন শিক্ষার পথ বিস্তৃত হয়। তাঁহার লিখিত ইচ্ছাপত্রানুসারে Tagore-law-Professorship এর প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতার ইউনিভার্সিটীই তাহার পরিচালক রহিলেন। দাহঘাটের লোপ ও গবমেণ্ট কর্ত্তৃক নদীতীরবর্ত্তী ভূমি সকলের দখল বিরুদ্ধে তিনি অনেক লড়িয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের পর তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি মূলাজোড়ে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।[১]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজরাজকে বাঙ্গালীর রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৬১ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখে কাতর হইয়া যথাযোগ্য চাঁদা দান করেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রেবারাজকে স্বগৃহে আহ্বান করেন। মহারাজের সম্মানের উপযুক্তই অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তিনি যেখানে রাজাকে বসিতে মসলন্দ দিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখেই একখানি জহরতাবৃত তরবারি রাখিয়া দেন। রাজা তরবারি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন যে, "তাঁহারা বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধের বংশধর, তাঁহারা অদ্যাপিও পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত সেই রাজসম্মান পালন করিয়া আসিতেছেন।"*

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রেল তিনি C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন।[২] প্রসন্নকুমার য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে যত্নপর ছিলেন। এমন দিনই ছিল না, যে দিন না তিনি একজন বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারীকে স্বগৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অনেক সময় তিনি একত্র বসিয়া আহার করিতেন। রাজপুত্র ডিউক ডি ব্রাবাণ্ট (পরে Leopold II, King of Belgium) কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ আগষ্ট মাতৃভক্ত প্রসন্নকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে জীবনাতিপাত করিতেন। তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

প্রসন্নচন্দ্রসূরি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। অভয়দেবের ছাত্র ও সুমতির গুরু। ইনি জৈনদিগের নয়টী অঙ্গের টীকা রচনা করেন।

প্রসন্নতা (স্ত্রী) প্রসন্নস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ১ অনুগ্রহ, প্রসাদ।

(১) তাঁহার দানের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—ঠাকুর ল লেকচারের জন্য ৩ লক্ষ টাকা; জেলার দাতব্য সোসাইটীতে ১০ হাজার, স্বদেশীয় হাঁসপাতালের জন্য ১০ হাজার, মুলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ার্থ ৩৫ হাজার, মুলাজোড়-ডিস্পেনসারী ১ লক্ষ, আশ্রিতগণের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার, আমলা চাকর প্রভৃতি ১ লক্ষ ৬ হাজার।

* এ পরিচয় ঠিক নহে, কারণ উক্ত হলায়ুধ বাৎস্য গোত্র এবং প্রসন্নকুমার শাণ্ডিল্যগোত্র।

(২) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Oriental Miscellany, No. xix নামক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

২ হর্ষ, সন্তোষ। ৩ প্রফুল্লতা। ৪ স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। ৫ উজ্জ্বলতা।
"বপুঃ কৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা নাদস্ফুটত্বং নয়নে সুনির্ম্মলে।"
(হটযোগদী°)

প্রসন্নত্ব (ক্লী) প্রসন্নস্য ভাবঃ ত্ব। প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা।

প্রসন্নবেঙ্কটেশ্বর, একটী প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীরঙ্গের পশ্চিমে কাবেরী নদীর কূলে ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। ভবিষ্যোত্তর পুরাণের প্রসন্নবেঙ্কটেশ্বরমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রসন্না (স্ত্রী) প্রসন্ন-টাপ্। মদ্যবিশেষ। (রাজনি°)* ইহার গুণ-গুল্ম, বাত, অর্শ, বিবন্ধ, আনাহ, শূল, প্রবাহিকা, আটোপ, কফ ও বাতনাশক। (রাজব°) ২ প্রসাদবিশিষ্টা।
"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" (মার্ক°চণ্ডী ৮১।৪৩)

প্রসন্নাত্মন্ (ত্রি) প্রসন্নো নির্ম্মলঃ আত্মা যস্য। ১ প্রসন্নান্তঃকরণ। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

প্রসন্নান্ধ (পুং) অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"শুদ্ধন্তু চক্ষুষা রূপং নৈব পশ্যতি যো হয়ঃ।
প্রসন্নান্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নৈব শক্যশ্চিকিৎসিতুম্॥" (জয়দত্ত ৩০অঃ)
যে সকল অশ্বের চক্ষুর রূপের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, অথচ দেখিতে পায় না, তাহা হইলে এই রোগ হয়। এই নেত্ররোগ চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয় না।

প্রসন্নেরা (স্ত্রী) প্রসন্না নির্ম্মলা ইরা জলমিব। মদিরা। (ভরত)

প্রসভ (ত্রি) প্রগতা সভা সভাধিকারোঽস্মাৎ প্রাদি° বহুব্রী। ১ বলাৎকার। ২ হঠাৎ।
"যস্মিন্ বিনির্ম্মিতবতি প্রসভং প্রকোপা-
দত্যুগ্রনিগ্রহনবাম্বুভবোপদেশম্।" (শ্রীকণ্ঠচ° ৫।৪২)

প্রসভহরণ (ক্লী) বলপূর্ব্বক হরণ, ডাকাইতী।

প্রসয়ন (ক্লী) প্র-সি বন্ধনে করণে ল্যুট্। ১ বন্ধনসাধন তন্তু, জাল। "প্রসিতিঃ প্রসয়নাৎ তন্তুর্বা জালং বা।" (নিরুক্ত ৬।১২)

প্রসর (পুং) প্র-সৃ ভাবাধারাদৌ যথাযথং অপ্। ১ তন্ত্র ব্রণবিটপাদির বিসর্পণ। ২ প্রকর্ষরূপে নিকটে সরণ, সর্পণ পর্য্যায়—বিসর্প। ৩ প্রণয়। ৪ বেগ। (মেদিনী) ৫ সমূহ। (শব্দরত্না°) ৬ বিস্তার। ৭ ব্যাপ্তি। ৮ প্রকর্ষ। ৯ স্বার্থপ্রবৃত্তি। ১০ উৎপত্তি। ১১ গমন, চলন, প্রকৃষ্ট সঞ্চালন।
"অত উর্দ্ধং প্রসরং বক্ষ্যামঃ।" ইত্যাদি। (সুশ্রুত সূত্র ২১ অঃ)
সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

কুপিতদোষ কিরূপ ভাবে শরীরে প্রসারিত হয়, তাহার বিষয় কথিত হইতেছে। সুরাপ্রস্তুত কালে যেমন কিণ্বোদক (মশলার জল) এবং পিষ্টতণ্ডুল একত্র বাটিলে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ দোষ সকল কুপিত হইলে বর্দ্ধিত হইয়া গতিবিশিষ্ট হয়। বায়ুর গতিশক্তিদ্বারাই ইহাদের গতি হইয়া থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ আছে। রজোগুণ সকল ভাবের প্রবর্ত্তক। যেমন একটী সেতুর একদিকে সমধিক জলরাশি একত্র সঞ্চিত, সেই জলরাশি সেতু ভঙ্গ করিয়া অপরদিক স্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাদিকে প্রসারিত হয়। সেইরূপ সকল দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত হইলে সেই সকল দোষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা দুইটী বা সকলে একত্র মিলিয়া অথবা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকারে প্রসারিত হইতে থাকে। সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা মিলিত হইয়া পঞ্চদশ প্রকারে প্রসারিত হয়।—যথা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশোণিত, পিত্তশোণিত, শ্লেষ্মাশোণিত, বাতপিত্তশোণিত, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং বাতপিত্তশোণিত, এই পঞ্চদশ প্রকার। ইহার নাম প্রসর।

যে রূপ আকাশের মধ্যে যে স্থলে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই স্থানেই বৃষ্টি হয়; সেইরূপ কুপিত দোষ যে যে স্থলে প্রসারিত হয়, সেই সেই স্থলে বিকৃতি জন্মে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২১ অ°) ১২ যুদ্ধ। (বিশ্ব) ১৩ নারাচাস্ত্র। (ভূরিপ্র°) (ত্রি) ১৪ বিসর্পণকর্ত্তা। গমনশীল।

প্রসরণ (ক্লী) প্র-সৃ-ভাবে-ল্যুট্। ১ সৈন্যদিগের সর্ব্বতোব্যাপ্তি, শত্রুপক্ষের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। পর্য্যায়—প্রসরণী, প্রসরণি, প্রসারণী। ২ সৈন্যদিগের তৃণকাষ্ঠাদি হেতু ইতস্ততঃ গমন। (হেম) ৩ গমনমাত্র। ৪ ব্যাপ্তি। ৫ উৎপত্তি। ৬ বিস্তার। ৭ স্বার্থপ্রবৃত্তি।

প্রসরণী (স্ত্রী) প্র-সৃ 'অর্ত্তিসৃস্রিত্যাদিঃ' ইতি অনি। প্রসরণ। প্রসরণি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। প্রসরণী, প্রসরণ। (ভরত)

প্রসর্গ (পুং) প্র-সৃজ-ঘঞ্। প্রসর্জ্জন, বর্ষণ।
"অপাং প্রসর্গে যদমদিষাতাং।" (ঋক্ ৭।১০৩।৪)
'প্রসর্গে প্রসর্জ্জনে বর্ষণে।' (সায়ণ)

প্রসর্জ্জন (ত্রি) নিক্ষেপণ।

প্রসর্প (পুং) প্র-সৃপ-ঘঞ্। ১ গমন। (ক্লী) ২ সামভেদ।

প্রসর্পক (পুং) ১ যজ্ঞদর্শক। ২ ঋত্বিকের সহকারিভেদ। ৩ অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি।

প্রসর্পণ (ক্লী) প্র-সৃপ-ল্যুট্। ১ গমন। ২ প্রসরণ। সৈন্যদিগের সর্ব্বতোব্যাপ্তি।
"প্রসর্পণং মহীপাল! রোপ্যায়ামমিতৌজসঃ।" (ভার° ৩।১২৯।৬)

---

* "প্রসন্না কফবাতার্শো বিবন্ধানাহনাশিনী।
পিত্তলাল্পকফা রূক্ষা যবৈর্বাতপ্রকোপনী।" (সুশ্রুত ৪১ অঃ)
প্রসন্না স্যাৎ সুরামণ্ডস্তস্মাৎকাদম্বরী ঘনা
মদ্যাস্তাদ্যাবিস্তাগোঽস্যো প্রসন্না প্রোচ্যতে বুধৈঃ।" (তোড়° বৃন্দ°দ°)

(ত্রি) ৩ গতিসাধন। "ইদং তব প্রসর্পণং" (ঋক্ ১০।৬০।৭) 'প্রসর্পণং প্রকর্ষেণ সর্পণসাধনং' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রসর্পিন্ (ত্রি) প্র-সৃপ-ণিনি। ১ বক্রগতিশীল। ২ গতিশীল।

প্রসল (পুং) হেমন্ত ঋতু।

প্রসব (পুং) প্র-সূ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইত্যপ্। ১ গর্ভমোচন। পর্য্যায়—প্রসূতি। (অমর)

"পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব।" (রঘু ৩।১২)

২ গর্ভগ্রহণ। (মনু ৯।৭০) ৩ উৎপাদ, জন্ম।

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য স প্রসবাইব॥" (রঘু ১।২২)

'সহপ্রসবো জন্ম যেষাং তে সপ্রসবাঃ' (মল্লিনাথ)

৪ অপত্য। (রঘু ৮।৩০) ৫ ফল। ৬ কুসুম। (মেদিনী)

৭ আজ্ঞা। "মরুতাং প্রসবেন জয়ঃ" (শুক্লযজু° ১০।২১)

'প্রসবেন আজ্ঞয়া' (বেদদীপ)

প্রসবের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, গর্ভবতী স্ত্রী নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ মাসে সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নবম মাসের মধ্যে কিংবা দ্বাদশ মাসের ঊর্দ্ধে প্রসব হইলে তাহা অস্বাভাবিক জানিতে হইবে। ভাবপ্রকাশের মতে একাদশ বা দ্বাদশ মাস প্রসবের কাল উক্ত হইলেও সাধারণতঃ নবম দশম মাসেই প্রসব হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত সময়ে প্রসব হইলে তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যায়।

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে, যদি গর্ভবতী স্ত্রী প্রসববেদনায় অতিশয় কাতর হয়, এবং প্রসব হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে বটপত্রে সুখপ্রসবমন্ত্রচক্র লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিবে, তাহা হইলে সুখপ্রসব হয়।

সুখপ্রসবমন্ত্র—"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥"

সুখপ্রসবচক্র—"পঞ্চরেখাঃ সমুল্লিখ্য তির্য্যগূর্দ্ধক্রমেণ হি।
পদানি ষড়্দশাপাদ্য ত্বেকমাদ্যে স্থনৌ ত্রয়ম্॥
নবমে সপ্ত দদ্যাত্তু বাণং পঞ্চদশে তথা।
দ্বিতীয়েঽষ্টাবষ্টমে ষট্ দিশি দ্বৌ ষোড়শে শ্রুতিঃ॥
একাদিনা সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাঙ্কার্দ্ধং ত্রিকোণকে।
তদা দ্বাত্রিংশদাদিঃ স্যাচ্চতুষ্কোষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ॥
দর্শনাদ্ধারণাত্তাসাং শুভং স্যাদেষু কর্ম্মসু।
দ্বাত্রিংশৎ প্রসবে নার্য্যাশ্চতুস্ত্রিংশদ্গমে নৃণাম্॥
ভূতাবিষ্টেষু পঞ্চাশন্মৃতাপত্যাসু বৈ শতম্।
দ্বাসপ্ততিস্তু বন্ধ্যায়াং চতুঃষষ্টী রণাধ্বনি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

	৩২	৩২	৩২	৩২	
৩২	১	৮	৯	১৪	৩২ সুখপ্রসবচক্র
৩২	১১	১২	৩	৬	৩২ ইহাকে চলিত
৩২	৭	২	১৫	৮	৩২ ৩২শের ঘর
৩২	১৩	১০	৫	৪	৩২ পূরণ কহে।
	৩২	৩২	৩২	৩২	

যে কার্য্যদ্বারা জরায়ু হইতে ভ্রূণ, তৎসংলগ্নফুল (Placenta) ও আচ্ছাদনী ঝিল্লির (Fœtal membrane) সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া নিরপেক্ষভাবে জীবনরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রসব কহে। [ইহার বিশেষ বিবরণ ধাত্রীবিদ্যাশব্দে দেখ।]

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রসববিকার হইলে বা দুই তিন কিংবা চারিটী সন্তান একবারে প্রসূত অথবা হীনাতিরিক্ত কালে প্রসব হইলে দেশ ও কুলের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় হইয়া থাকে। বড়বা, উষ্ট্রী, মহিষী, গবী ও হস্তিনীর যমক জন্মিলে ইহাদের মরণ হয়। ছয় মাস অতীত হইলে প্রসব বৈকৃতের ফল হইয়া থাকে। এজন্য ইহার শান্তি করা কর্ত্তব্য। শান্তিবিষয়ে গর্গ বলিয়াছেন,—ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ এবং ব্রাহ্মণদিগকে কামনানুরূপ দান ও চতুষ্পাদ জন্তুদিগকে পরভূমিতে পরিত্যাগ করিবেন। অন্যথা নগরস্বামী ও স্বীয় দল বিনষ্ট হয়।*

বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে প্রসূতির কষ্টপ্রসব বা সুখপ্রসব প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রসবক (পুং) প্রসবেন পুষ্পাদিনা কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। পিয়ালবৃক্ষ। (শব্দমালা)

প্রসবন (ক্লী) ১ আনয়ন। ২ গর্ভধারণ।

প্রসববন্ধন (ক্লী) প্রসবানাং পুষ্পফলানাং বন্ধনং যত্র। বৃন্ত, চলিত বোঁটা।

প্রসববেদনা (স্ত্রী) প্রসবজন্য বেদনা। [ধাত্রীবিদ্যাশব্দ দেখ।]

প্রসবস্থলী (স্ত্রী) প্রসবস্য স্থলীব। উৎপত্তিস্থান, মাতা।

---

* "প্রসববিকারে স্ত্রীণাং দ্বিত্রিচতুঃপ্রভৃতি সম্প্রসূতৌ বা।
হীনাতিরিক্তকালে চ দেশকুলসংক্ষয়োভবতি॥
বড়বোষ্ট্র-মহিষ-গো-হস্তিনীষু যমজোদ্ভবে মরণমেষাং
সমাসাৎ সূতিফলং শান্তৌ শ্লোকৌ চ গর্গোক্তৌ॥
নার্য্যাঃ পরস্তবিষয়ে তাক্তব্যাস্তা হিতাথিনা।
তর্পয়েচ্চ দ্বিজান্ কামৈঃ শান্তিকৈবাত্র কারয়েৎ॥
চতুষ্পাদাঃ স্বযূথেভ্যস্তক্তব্যাঃ পরভূমিষু।
নগরং স্বামিনং যূথমন্যথা হি বিনাশয়েৎ॥
ইতি প্রসববৈকৃতং। (বৃহৎসংহিতা ৪৬।৫২-৫৫)

"ইয়মিয়ং ময়দানবনন্দিনী ত্রিদশনাথজিতঃ প্রসবস্থলী।" (মহানা°)

প্রসবিতৃ (পুং) প্রসুতে জনয়তীতি প্র-সূ-তৃচ্। ১ পিতা। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ অনুজ্ঞাকর্ত্তা। "উদ্বেতি প্রসবিতা জনানাং" (ঋক্ ৭।৬৩।২) 'জনানাং সর্ব্বেষাং প্রসবিতা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু অনুজ্ঞাতা' (সায়ণ)

প্রসবিন্ (ত্রি) প্র-সূ-শীলার্থে ইনি। প্রসবশীল।

প্রসবিত্রী (স্ত্রী) প্রসবিতৃ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ জনয়িত্রী। "সাবিত্রী প্রসবিত্রী চ বহির্বাক্ মনসী ততঃ॥" (ভারত ১২।২৬৩।৮) ২ মাতা।

প্রসবোত্থান (ক্লী) যজুর্বেদের সপ্তদশ পরিশিষ্ট।

প্রসব্য (ত্রি) প্রগতং সব্যাদিতি। ১ প্রতিকূল। ২ প্রদক্ষিণ।
"প্রসব্যঞ্চাপিতঞ্চক্রুশ্চ দ্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্।" (রামা° ২।৭৩।২০)
প্র-সূ-কর্ম্মণি-যৎ। প্রসবনীয়।

প্রসহ (পুং) প্রসহতীতি প্র-সহ-অচ্। বলপূর্ব্বক ধরিয়া যে পক্ষী ভক্ষণ করে, শিকারীপক্ষী, কুরর ও শ্যেনাদি। কাক, গৃধ্র, উলূক, চিল্ল, শশঘাতক, চাষ, ভাস ও কুরর ইহারা যাহা পায়, তাহাই ধরিয়া ভক্ষণ করে, একারণ ইহাদিগকে প্রসহ কহে। ইহাদিগের মাংস উষ্ণবীর্য্য; যে ব্যক্তি ইহাদের মাংস ভক্ষণ করে, সে শোষ, ভস্মক ও উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং ক্ষীণশুক্র হইয়া পড়ে। (ভাবপ্র°)
"প্রসহ্যভক্ষয়ন্ত্যেতে প্রসহাস্তেন কীর্ত্তিতাঃ।
গুরুশ্চ মধুরাঃ স্নিগ্ধা বাতঘ্নাঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ॥" (রাজবল্লভ)
রাজবল্লভ মতে, ইহারা হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া প্রসহ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মাংসগুণ গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

প্রসহন (পুং) প্রগতং সহনং সহ্যগুণো যস্মাৎ। ১ হিংস্রপশু। ২ ক্ষমারহিত। (রাজনি°) (ক্লী) ৩ আলিঙ্গন। "পরস্পরপ্রসহনচুম্বনাদিকাঃ শুচৌ মুখে বহুলবিধা ভিদামতাঃ।" (কাব্যপ্র° টীকা) প্র-সহ-ভাবে-ল্যুট্। ৪ সহন। ৫ প্রকর্ষরূপে ক্ষমা। (ত্রি) ৬ প্রসহনযুক্ত।

প্রসহা (স্ত্রী) প্র-সহ-অচ্-টাপ্। বৃহতিকা। (রত্নমালা)

প্রসহ্য (অব্য) প্রকর্ষেণ ষোঢ়া ইতি প্র-সহ-ক্ত্বাচো ল্যপ্। হঠার্থক, বলাৎকারার্থক, হঠাৎ, বলাৎকার। "প্রসহ্যতেজোভিরসঙ্খ্যতাং গতৈরদস্থয়া নুন্নমনুত্তমং তমঃ।" (মাঘ ১।২৭) (ত্রি) প্রসোঢ়ুং শক্য ইতি প্র-সহ-যৎ। ২ প্রকর্ষরূপে সহন করিতে সমর্থ, অতিশয় সহ্য করিতে পারগ। (রঘু ১৪।৬২)

প্রসহ্যচৌর (পুং) প্রসহ্য বলাৎকারেণ চৌরঃ। হঠাৎ চৌর্য্যকারী, চলিত ডাকাইত। পর্য্যায়—বন্দীকার, মাচল, চিল্লাভ। (ত্রিকা°)

প্রসহ্যহরণ (ক্লী) প্রসহ্য বলাৎকারেণ হরণং। ১ বলপূর্ব্বক হরণ, ডাকাইতি। ২ ক্ষত্রিয়েরা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে তাহাকেও প্রসহ্যহরণ কহে। (ভারত ১।২১৯ অঃ)

প্রসহ্বন্ (ত্রি) প্র-সহ-বনিপ্। প্রসহনকর্ত্তা। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৩।৪।২১।)

প্রসাতিকা (স্ত্রী) সো-নাশে ভাবে-ক্তিন্, প্রগতা সাতির্নাশো যস্যাঃ কপ্। অণুব্রীহি, সুক্ষ্ম ধান্য। (রত্নমালা) এই ধান্যের তণ্ডুলদ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন।
"শ্যামাকরাজশ্যামাকৌ তদ্বচ্চৈব প্রসাতিকাঃ।
নীবারাঃ পৌষ্কলাশ্চৈব ধান্যানাং পিতৃতৃপ্তয়ে॥" (মার্ক°পু° ৩২।৯)

প্রসাদ (পুং) প্র-সদ-ঘঞ্। ১ প্রসন্নতা। ২ নৈর্ম্মল্য। ৩ অনুগ্রহ।
"তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং গুরুর্নৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য।
প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব॥" (রঘু ২।৬৮)
৪ কাব্যের গুণভেদ, রসের ধর্ম্মভেদ, রসই কাব্যের প্রাণ। যেস্থলে পাঠমাত্রই অর্থবোধ হয়, অথচ বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিত্তে স্থায়িভাব অঙ্কিত হয় এবং গ্রাম্য বা জটিল শব্দের প্রয়োগ থাকে না, সেই স্থলেই প্রসাদগুণ হয়। ইহার লক্ষণ—
"চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ॥"
'ব্যাপ্নোতি আবিষ্করোতি' (সাহিত্যদ° ৮।৬১২)
শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া উঠে, তদ্রূপ যে রচনা শ্রবণমাত্রই চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহাই প্রসাদ গুণ এবং ইহাতে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইবে, তাহার অর্থবোধ যেন শ্রবণমাত্রই হইবে। "শব্দাস্তদ্ব্যঞ্জকা অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ।" (সাহিত্যদ° ৮।৬১৩) মহাকবি কালিদাসের রচনা প্রায়ই প্রসাদগুণবিশিষ্ট। যেস্থলে সরলভাষায় পরিস্ফুট ভাবে বিষয় সকল বর্ণিত হয়, সেখানেই প্রসাদ গুণ হইয়া থাকে। কাব্যাদর্শে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—
"প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দীবরদ্যুতি।
লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতীতি প্রতীতিং সুভগং বচঃ॥" (কাব্যাদর্শ)
৫ স্বাস্থ্য। ৬ দেবনৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে যে সকল নৈবেদ্যাদি উৎসর্গীকৃত হয়, তাহাকে প্রসাদ কহে। (ভাগ° ৪।১।৩৯)
৭ গুরুজনভুক্তাবশিষ্ট।
"প্রসাদং সত্যদেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ্য সঃ॥"
(স্কন্দপু° সত্যনারা° ব্রতকথা)
৮ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে জাত পুত্রভেদ। দেবতার উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করা যায়, তাহাই পরে ভক্তের নিকট প্রসাদ বলিয়া গণ্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির নিকটই উপাস্যদেবের প্রসাদ বড় আদরের জিনিস। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথের প্রসাদান্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া খ্যাত। অন্য স্থানে অন্য দেবের প্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির স্পর্শে অপবিত্র হয়; কিন্তু এই মহাপ্রসাদে সেরূপ দোষ

স্পর্শে না; শুষ্ক হউক, বাসি হউক, যে কোন জাতিই স্পর্শ করুক, সর্ব্বত্রই এই মহাপ্রসাদ পবিত্র ও বৈষ্ণবের নিকট দুর্লভ সামগ্রী।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধেরাও বুদ্ধের উদ্দেশে সর্ব্বত্রই অন্ন নিবেদন করিয়া থাকে। প্রোমের স্থয়-সন্দৌ বুদ্ধমন্দিরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর স্তূপাকার প্রসাদান্ন পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। হিন্দুরা কখন প্রসাদ অবহেলা করে না, প্রসাদ পাইলে তাহা মাথায় করিয়া রাখে।

দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপ্রদর্শন হইতেই প্রসাদের সৃষ্টি। বাইবেলেও দেখা যায়, আবেল দেবপ্রসাদলাভের জন্য হোম ও উৎসর্গ করিতেছেন। বাইবেলে একস্থানে আছে, মাংস-বিক্রয় স্থানে যে প্রসাদী মাংস থাকে, তাহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবে। (Corinthians, x. 25) কিন্তু আর এক স্থানে আছে, "প্রতিমাসমূহের সমক্ষে যাহা উৎসৃষ্ট হইবে, তাহা কখন গ্রহণ করিবে না।" (Act xv. 29) এখন আর কোন খৃষ্টান প্রতিমার সমক্ষে কোন দ্রব্য উৎসর্গ করেন না। তবে হিব্রু ও মুসলমানেরা স্ব স্ব ইষ্টদেবের উদ্দেশে তাঁহাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পশুর মাংস নিবেদন করিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই মুসলমানদিগের 'হলাল করনা।' এখনও য়ুরোপে যেখানে হিব্রুদিগের বাস, তথায় ব্যবহার্য্য পশু চিহ্নিত করা থাকে। নিষিদ্ধ পশু মাংস কেহ যেন না খায়, এজন্য ঐ সকল পশুবধকালে একজন হিব্রুযাজক উপস্থিত থাকিয়া নিহত পশুর মাংসে চিহ্ন দিয়া 'কোষার' অর্থাৎ শাস্ত্রমতে ব্যবহার্য্য লিখিয়া দেন। যেখানে ঐরূপ প্রসাদী মাংস রন্ধন হয়, সে স্থান অতি পরিষ্কার রাখা হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরাও প্রসাদান্ন রন্ধনস্থানে কাহাকেও যাইতে দেন না, পাছে অপবিত্র হয়।

প্রসাদক (ত্রি) ১ প্রসাদকর, নির্ম্মলতাসম্পাদক। ২ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। ৩ প্রীতিকর। ৪ নির্ম্মল। (পুং) দেবধান্য, দেধান। ২ বাস্তুক, বেতোশাক। (বৈদ্যকনি°)

প্রসাদন (ক্লী) প্রসাদয়তীতি প্র-সদ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ অন্ন। (ত্রিকা°) ২ প্রসন্নতাকারণ, প্রসন্নতাসম্পাদন।

"প্রসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচয়ে।" (ভা° ৪।৬৯।২২)

প্রসাদনা (স্ত্রী) প্র-সদ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। সেবা, পরিচর্য্যা। (হেম)

প্রসাদনীয় (ত্রি) প্র-সদ-ণিচ্-অনীয়র্। প্রসাদনযোগ্য।

প্রসাদপট্ট (পুং) সম্মানসূচক পট্টভেদ। চলিত পাকড়ী। দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত পট্টের নাম প্রসাদপট্ট। এই প্রসাদপট্ট সেনাপতির শুভজনক।

"দ্বে চ প্রসাদপট্টঃ পঞ্চৈতে কীর্ত্তিতাঃ পট্টাঃ।" (বৃহৎস° ৪৯।৩)

প্রসাদপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বেরেলী বিভাগের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। সই নদীর উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে বহুবেগমের জায়গীর ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা স্বতন্ত্র পরগণারূপে গণ্য হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। ইহার সন্নিকটে প্রাচীনতম ভগ্নাবশেষসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে হিন্দু-বক্তিয়-রাজগণের প্রচলিত মুদ্রা ও ধ্বংসাবশেষ দুর্গাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রসেনজিৎ, ১ কোশলাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় জনৈক রাজা। স্বগন্ধির পুত্র। ইনিও অজাতশত্রু বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন।

২ জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পার্শ্বনাথদেবের শ্বশুর ও জনৈক রাজা। ৩ শ্রাবস্তির অধিপতি। অশোকাবদানলিখিত বিম্বিসার-বংশোদ্ভব জনৈক রাজা।

প্রসাদবৎ (ত্রি) প্রসাদ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রসাদযুক্ত, অনুগ্রহবিশিষ্ট। ২ প্রসন্ন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ সমাধিভেদ।

প্রসাদান্ন (ক্লী) দেবতার প্রসাদরূপ অন্ন। যেমন জগন্নাথের প্রসাদ।

প্রসাদিন্ (ত্রি) ১ প্রীতিকর। ২ শান্তিকর। ৩ শান্ত। ৪ অনুগ্রহপ্রকাশক। ৫ নির্ম্মল। ৬ উজ্জ্বল।

প্রসাদ্য (ত্রি) প্রসাদনযোগ্য।

প্রসাধক (ত্রি) প্রসাধয়তি প্র-সাধি-ণ্বুল্। ভূষক, যাহারা প্রসাধন করে, অলঙ্কর্ত্তা, প্রসাধনকারী। ২ সম্পাদক, নির্ব্বাহক। (পুং) ৩ রাজাদিগের প্রসাধনার্থ ভৃত্যবিশেষ।

"সূদব্যঞ্জনকর্ত্তারস্তল্পকা ব্যয়কাস্তথা।
প্রসাধকা ভোজকাশ্চ গাত্রসংবাহকা অপি ॥
জলতাম্বূলকুসুম-গন্ধভূষণদায়কাঃ ॥" (কামন্দক)

প্রসাধন (ক্লী) প্রসাধ্যতে হনেনেতি প্র-সাধ-ল্যুট্। ১ বেশ।

"অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্।" (মনু ২।২১১)

২ কঙ্কতিকা, চলিত কাঁকুই। (ভরতধৃত রত্নমালা) ৩ প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি। প্র-সাধ্-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৪ প্রসাধয়িতা। ৫ মহাবলা লতা। (বৈদ্যকনি°)

প্রসাধনী (স্ত্রী) প্রসাধ্যতে হনয়েতি প্র-সাধ-ল্যুট্-ঙীপ্। ১ সিদ্ধি। (মেদিনী) ২ কঙ্কতিকা, চলিত কাঁকুই বা চিরুণী।

প্রসাধিকা (স্ত্রী) প্রসাধ্যতি নিষ্পাদয়তি প্র-সাধ্-ণ্বুল্, টাপি অতইত্বং। ১ নীবার ধান্য। (ভাবপ্র°) ২ ধান্যভেদ, অগ্রব্রীহি। (বৈদ্যকরত্ন°) প্রসাধয়তি অলঙ্করোতি ণিচ্-ণ্বুল্। ৩ বেশকারিণী স্ত্রী। যে সকল স্ত্রীলোক বেশ ভূষা করাইয়া দেয়।

"প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিৎ দ্রবরাগমেব ॥" (রঘু ৭।৭)

প্রসাধিত (ত্রি) প্র-সাধি-ক্ত। ১ অলঙ্কৃত। ২ প্রকৃষ্ট নিষ্পন্ন। ৩ নিষ্পাদিত।

প্রসাধ্য (ত্রি) প্র-সাধি-যৎ। ১ প্রসাধনযোগ্য। ২ কর্ত্তব্য। ৩ নিহননযোগ্য। ৪ পরাজয়।

প্রসার (পুং) প্র-সৃ-ঘঞ্। প্রসরণ। (হেম)
"প্রসারাকুঞ্চনাল্লনং নিঃশল্যমিতি নির্দ্দিশেৎ।" (সুশ্রুত ১।২৬)
২ তৃণকাষ্ঠাদির প্রবেশ। ৩ বিস্তার। ৪ ইতস্ততঃ গমন। ৫ গমন। ৬ নির্গম।

প্রসারণ (ক্লী) প্র-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। পঞ্চবিধ কর্ম্মের অন্তর্গত কর্ম্মবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে পাঁচপ্রকার কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচপ্রকার কর্ম্ম।
"উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥" (ভাষাপরি°)
২ পরিবর্দ্ধন। (কামন্দকী ১৩।৩৫) ৩ বিস্তার করণ।

প্রসারণী (স্ত্রী) প্রসার্য্যতে ইতি প্র-সারি-ল্যুট-ঙীপ্। লতা-বিশেষ। (Poederia focetida) চলিত গন্ধভাদালিয়া, গাঁধাল। হিন্দী গান্ধালি, গন্ধালি, মহারাষ্ট্র চাঁদবেলি। কলিঙ্গ হেসরণে। তৈলঙ্গ গোস্তেম গোরুচেট্টু, সবিরেল চেট্টু। ইহার গুণ গুরু, বৃষ্য, বল ও সন্ধানকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণ, বাতনাশক, তিক্ত, বাত, রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্র°) রাজনিঘণ্টুর মতে গুরু, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, অর্শ ও শ্বয়থুনাশক এবং মল-বিষ্টম্ভহারক। পর্য্যায় সুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা, চারুপর্ণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা। (রাজনি°)

প্রসারিন্ (ত্রি) প্রসরতীতি প্র-সৃ-ণিনি। ১ প্রসরণশীল। পর্য্যায়—বিসৃত্বর, বিসৃমর, বিসারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"প্রসারিণী সপদি নভস্তলে ততঃ
সমীরণভ্রমিতপরাগরূষিতা।" (মাঘ ১৩।৪৪)
প্রসারণী। ২ লজ্জালুলতা। ৩ দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্য°)

প্রসার্য্য (ত্রি) প্র-সৃ-ণ্যৎ। প্রসারণযোগ্য।

প্রসাহ (পুং) ১ পরাজয়। ২ আত্মশাসন।

প্রসিত (ক্লী) প্র-সো-ক্ত। ১ পূয। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ আসক্ত। ব্যাকরণে প্রসিত ও উৎসুক শব্দযোগে বিষয়াধিকরণে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'প্রসিতোৎসুকাভ্যাং' (পাণিনি) 'হরিণা হরৌ বা প্রসিতঃ' ইত্যাদি।

প্রসিতি (স্ত্রী) প্রসিনোতি বধ্নাত্যনয়েতি প্র-সি-করণে-ক্তিন্। ১ বন্ধনসাধন রজ্জু নিগড়াদি। (অমর) ২ জ্বালা। "অগ্নেরিব প্রসিতির্নাহ বর্ত্তবে" (ঋক্ ২।২৫।৩) 'প্রসীয়তে বধ্যতে হনয়েতি প্রসিতির্জ্বালা' (সায়ণ) প্র-সি-ভাবে ক্তিন্। ৪ প্রবন্ধন। (ঋক্ ৬।৬।৫)

প্রসিদ্ধ (ত্রি) প্রসিধ্যতীতি প্র-সিধ-গত্যর্থেঽতি ক্ত। ১ ভূষিত। ২ খ্যাত, বিখ্যাত। "প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখীভব॥" (পঞ্চদশী ৩।৫৭) ৩ উন্নত।

প্রসিদ্ধক (পুং) ১ জনকবংশীয় রাজভেদ। মরুর পুত্র ও কীর্ত্তিরথের পিতা। (রামা°) ২ প্রসিদ্ধার্থ।

প্রসিদ্ধতা (স্ত্রী) প্রসিদ্ধ-তল্-টাপ্। খ্যাতি, প্রসিদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রসিদ্ধি (স্ত্রী) প্র-সিধ্ ক্তিন্। ১ খ্যাতি, প্রতিপত্তি। ২ ভূষা।
"বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা ইতি নো গুরুদর্শনম্।
পৃথক্ পৃথক্ প্রসিদ্ধ্যর্থং যাসু লোকব্যবস্থিতঃ॥" (কাম° ২।৬)

প্রসিদ্ধিমৎ (ত্রি) প্রসিদ্ধি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। প্রসিদ্ধিযুক্ত।

প্রসুৎ (ত্রি) প্রবাহশীল। (সামবে°)

প্রসুত (ত্রি) ১ উৎপন্ন। (ক্লী) ২ সংখ্যাভেদ।

প্রসুপ্ (ত্রি) শত্রুদিগের নিদ্রাকারক।
"মৎসরাসঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে" (ঋক্ ৯.৬৯।৬)
'প্রসুপঃ শত্রূণাং প্রস্বাপকাঃ' (সায়ণ)

প্রসুপ্ত (ত্রি) প্র-স্বপ-ক্ত। নিদ্রিত, প্রকৃষ্টরূপে সুপ্ত।

প্রসুপ্তি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা সুপ্তিঃ বা-প্র-সুপ্-ক্তিন্। উত্তমনিদ্রা।

প্রসুব (পুং) নির্যাসন। নিঙ্ড়ান।

প্রসুশ্রুত (পুং) মরুরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৭)

প্রসুহ্ম (পুং) ১ সুহ্মদেশসমীপস্থ দেশভেদ। ২ তদ্দেশের নৃপ। (ভারত সভাপ° ২৯ অঃ)

প্রসূ (স্ত্রী) প্রসূতে ইতি প্র-সূ-(সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্। ১ মাতা। "পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাধ্বিকা প্রসূঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ২।১।১২৮) ২ ঘোটকী। ৩ কদলী। ৪ বীরুৎ-লতা। (মেদিনী) ৫ প্রসবকর্ত্রী।

প্রসূকা (স্ত্রী) প্রসূরেব প্রসূ-স্বার্থে-কন্। বাজিনী। (রাজনি°)

প্রসূত (ত্রি) প্র-সূ- কর্ত্তরি-ক্ত। ১ সঞ্জাত।
"তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব॥" (রঘু ১।১২)
২ কৃতপ্রসব। ৩ প্রকৃষ্ট সূত। (পুং) ৪ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৫ অঃ) ৫ কুসুম। (মেদিনী)

প্রসূতা (স্ত্রী) প্রসূতেস্ম ইতি প্র-সূ-কর্ত্তরি-ক্ত। জাতসন্তানা। পর্য্যায়—জাতাপত্যা, প্রজাতা, প্রসূতিকা। (অমর)
"অকালে চ প্রসূতা স্ত্রী স্নেহপানং বিবর্জ্জয়েৎ।" (সুশ্রুত চিকি° ৩১) ২ ঘোটকী।

প্রসূতি (স্ত্রী) প্র-সূয়তে ইতি প্র-সূ-ক্তিন্। ১ প্রসব। (ভাবপ্র°) প্র-সূ-ভাবে ক্তিন্। ২ উদ্ভব।
"আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"(শকু° ৪ অঃ)

৩ তনয়। ৪ দুহিতা। (মেদিনী) ৫ সন্ততি। (রঘু ৫।৭) ৬ কারণ। (রঘু ২।৬৬) ৭ উৎপত্তিস্থান। ৮ দক্ষের পত্নী, সতীজননী। "দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্য প্রসূতির্দক্ষকামিনী।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ২।১।১২৮) ৯ জাতপ্রসবা স্ত্রী।

প্রসূতিকা (স্ত্রী) প্রসূতঃ সুতোঽস্যা অস্তীতি ঠন্। প্রসূতা, জাতপ্রসবা স্ত্রী। (অমর)

প্রসূতিজ (ক্লী) প্রসূতের্জ্জবমারভ্যেত্যর্থঃ জায়তে ইতি জন-ড। ১ দুঃখ। (ত্রি) ২ প্রসবজাত মাত্র।

প্রসূন (ক্লী) প্রসূতে স্মেতি প্র-সূ-ক্ত, ওদিত্বাৎ নিষ্ঠা তস্য নত্বং। ১ পুষ্প। "অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈরাচারলাজৈরিব পৌরকন্যাঃ।" (রঘু ২।১০) ২ ফল। (ত্রি) ৩ জাত। (মেদিনী)

প্রসূনক (ক্লী) ১ প্রসূন। ২ মুকুল, কুঁড়ি।

প্রসূনবাণ (পুং) কামদেব।

প্রসূনেষু (পুং) প্রসূনং পুষ্পং ইষুর্বাণোযস্য। কামদেব। (ত্রিকা°)

প্রসূমৎ (ত্রি) পুষ্পবিশিষ্ট।

প্রসূবন্ (ত্রি) ফলযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ নস্য রঃ। প্রসূবরী। "প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ" (ঋক্ ১০।৯৭।৩) 'প্রসূবরী প্রকর্ষেণ সূয়ন্ত উপভোগায়েতি প্রসবাঃ ফলানি, তদ্বত্যঃ' (সায়ণ)

প্রসৃত (ত্রি) প্র-সৃ-ক্ত। ১ প্রবৃদ্ধ। ২ প্রসারিত। "ন শশাক নিয়ন্তুঞ্চ স ব্যাসঃ প্রসৃতং মনঃ।" (দেবীভাগ° ১।১৪।৫) ৩ বিনীত। ৪ বেগিত। (মেদিনী) ৫ গত। (ত্রিকা°) ৬ নিযুক্ত। (হলায়ুধ) (পুং) ৭ নিকুঞ্জপাণি, অর্দ্ধাঞ্জলি। (শত°ব্রা° ৪।৫।১০।৭) ৮ ফলদ্বয়। (শব্দমালা) ৯ প্রসরণযুক্ত।

প্রসৃতজ (পুং) ১ কুণ্ডগোলকরূপ পুত্রভেদ।

"আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়স্তস্যানন্তরজশ্চ সঃ।
নিরুক্তজশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সুতঃ প্রসৃতজস্তথা॥"(ভারত অনু° ৪৯অঃ)

'প্রসৃতজঃ প্রসৃতোঽনিরুক্তঃ, যো লৌল্যাৎ পরক্ষেত্রে রেতঃ সিঞ্চতি তজ্জঃ প্রসৃতিজঃ স চ কুণ্ডগোলকরূপঃ' (নীলকণ্ঠ) জারজ সন্তানই প্রসৃতিজ।

প্রসৃতা (স্ত্রী) প্র-সৃ-ক্ত, টাপ্। জঙ্ঘা। (মেদিনী)

প্রসৃতি (স্ত্রী) প্র-সৃ-ক্তিন্। ১ প্রসৃত। ২ কুঞ্চিতপাণি।

"দেবান্নগ্রান্ সমভ্যর্চ্চ্য শুৎস্নানোদকমাহরেৎ।
সংশ্রাব্য পায়য়েৎ তস্মাৎ জলাৎ স প্রসৃতিত্রয়ম্॥"(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১১২)

৩ সন্ততি। ৪ ফলদ্বয়, ১৬ তোলা পরিমাণ। "ফলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।" (ভাবপ্র°)

প্রসৃষ্ট (ত্রি) প্র-সৃজ-ক্ত। ১ প্রকর্ষরূপে সৃষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রসৃতা অঙ্গুলি। "তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ।" (ভারত বিরাট ১৩ অঃ) 'অঙ্গুল্যঃ প্রসৃতা যাস্তু তাঃ প্রসৃষ্টা উদীরিতাঃ' (নীলকণ্ঠ)

প্রসেক (পুং) প্রসেচনমিতি প্র-সিচ্-ঘঞ্। ১ সেচন। ২ চ্যুতি। "মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ॥" (ঋতুসংহার ৩।৫)

২ রোগবিশেষ। (সুশ্রুত) ৩ কফজন্য লালাদি স্রাব। (চরক)

প্রসেকতা (স্ত্রী) প্রসেকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ প্রসেকের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ বমনাদি সময়ে শ্লেষ্মাদি নির্গমন।

প্রসেকিন্ (পুং) প্র-সিচ্-বাহু° ঘিণুন্। ১ প্রসেচনশীল। ২ প্রসেকযুক্ত। ৩ ব্রণভেদ। ৪ অসাধ্যরোগভেদ। (সুশ্রুত)

প্রসেদিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রারাম, ক্ষুদ্র উপবন। কোন কোন পুস্তকে উহার পাঠান্তর প্রসীদিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসেদিবৎ (ত্রি) প্র-সদ-কর্ত্তরি-ক্বসু। প্রসব।

প্রসেন (পুং) অনমিত্রপৌত্র সত্রাজিৎ নৃপভ্রাতা ক্ষত্রিয়ভেদ। রাজা সত্রাজিতের একটী স্যমন্তক মণি ছিল। এই মণি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মণি তখন আর ছিল না। একদা প্রসেন ঐ মণি ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে গমন করেন, তথায় এক কেশরী প্রসেনকে নিহত করিয়া ঐ মণি গ্রহণপূর্ব্বক যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করিল, অমনি জাম্ববান্ সেই গুহা মধ্যে কেশরীকে নিহত করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহা স্বীয়কুমারের ক্রীড়া দ্রব্য করিয়া দিলেন। যথাসময়ে প্রসেন গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায় সত্রাজিৎ বিশেষ ভাবিত হইলেন এবং তিনি লোকের নিকট বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ এই মণিলোভে প্রসেনকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই মিথ্যা অপবাদ শ্রীকৃষ্ণেরও কর্ণগোচর হইল। তখন কৃষ্ণ এই অপবাদ অপনোদনের জন্য নগরস্থিত জনগণের সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে কেশরী কর্ত্তৃক নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং তথায় সেই সিংহও নিহত রহিয়াছে ইহা দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন কৃষ্ণ ঐ গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঋক্ষরাজের নিকট হইতে স্যমন্তক মণি গ্রহণ করেন। ঋক্ষরাজ তাঁহাকে অভীষ্টদেব জানিতে পারিয়া স্বীয় দুহিতা জাম্ববতীকে প্রদান করেন। কৃষ্ণ তখন সকলের সমক্ষে মণিপ্রদান করিয়া নিজের অপবাদ খণ্ডন করেন। (ভাগ° ১০।৫৬ অঃ) যদি কেহ নষ্টচন্দ্রের দিন হঠাৎ চন্দ্র দর্শন করে, তাহা হইলে পরদিন প্রাতে এই মণিহরণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহার সেই দোষ দূর হয়। (ভাগবতে ১০।৫৬ অধ্যায় এবং হরিবংশে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

প্রসেনজিৎ (পুং) নৃপভেদ। (হরিব° ১২ অঃ)

প্রসেব (পুং) প্রসীব্যতে স্মেতি প্র-সিব-(অকর্ত্তরি চেতি। পা ৩।৩।১৯) ইতি-ঘঞ্। ১ বীণাঙ্গ। ২ স্যূত। ৩ প্রথিত। (মেদিনী) প্র-সেব-ভাবে ঘঞ্। ৪ প্রকৃষ্ট সেবন।

প্রসেবক (পুং) প্র-সিব-ণ্বুল্ বা প্রসেব এব স্বার্থে কন্। ১ বীণা-প্রান্তচক্রকাষ্ঠ। ২ দণ্ডের অধোদিকে শব্দের গাম্ভীর্য্যের জন্য দারুময় ভাণ্ড। কাহারও কাহার মতে বীণাস্থিত অলাবুফল। (ভারত) পর্য্যায়—ককুভ। ৩ সূত্ররচিত পাত্র, চলিত ধোকড়া। পর্য্যায়—স্যন, স্যোন, ধৌতকট, স্যোত, স্যূত। (ভরত) (ত্রি) ৪ প্রকৃষ্ট স্যূতিকারক।

প্রস্কণ্ব (পুং) প্রগতং কণ্বং পাপং যস্মাদিতি (প্রস্কণ্বহরিশ্চাবৃষী। পা ৬।১।১৫৩) ইতি সুট্। ঋষিবিশেষ, ইনি বৈদিক সন্ধ্যার অন্তর্গত সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রের ঋষিভেদ। "প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ুর্জীবসে" (ঋক্ ১।৪৪।৬।)

প্রস্কন্দন (ক্লী) প্র-স্কন্দ-ল্যুট্। ১ বিরেক, চলিত জোলাপ। "অগ্নিপ্রস্কন্দনপরস্তথাপ্যেবং ভবিষ্যতি।" (ভারত১।৮৪।২৬)

২ আস্কন্দন। প্র-স্কন্দ-অপাদানে ল্যুট্। ৩ আস্কন্দনের অপাদান, যাহা হইতে আস্কন্দন হয়, তাহা। (পুং) প্র-স্কন্দ-কর্ত্তরি-ল্যু। ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬২) ৫ অতীসার রোগ। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্কন্দিকা (পুং) সংগ্রহগ্রহণীরোগ। (নিদান)

প্রস্কন্ন (ত্রি) প্রকর্ষেণ স্কন্নঃ। প্রাদিস°। পতিত। (হেম) (পুং) ২ অশ্বরোগবিশেষ। যদি অশ্বের বক্ষদেশ গুরু এবং গাত্রপরিক্রম স্তব্ধ হয় ও কুব্জীভূত পৃষ্ঠদ্বারা বদ্ধের ন্যায় গমন করে, তাহা হইলে এই রোগ হয়।

"গুরু যস্য ভবেদ্বক্ষঃ স্তব্ধগাত্রপরিক্রমঃ।
কুব্জীভূতেন পৃষ্ঠেন যো বাজী যাতি বদ্ধবৎ॥" (জয়দত্ত)

প্রস্কুন্দ (পুং) প্রগতঃ কুন্দং চক্রং, অত্যাদি° স°, পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। কুন্দাখ্য চক্রাকার বেদিকা। "প্রস্কুন্দেন প্রতিস্তব্ধশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।" (ভারত উদ্যোগ ৭২ অঃ)

প্রস্খলন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে স্খলন, পতন।

প্রস্তর (পুং) প্রস্তৃণাতি আচ্ছাদয়তি যঃ, প্র-স্তৃ-পচাদ্যচ্। শিলা, পাথর। পর্য্যায়—গ্রাবন্, পাষাণ, উপল, অশ্মন্, দৃশৎ, দৃষৎ, পাদারুক, পারটীট, মন্মরু, কাচক, শিলা।

অল্পসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডের একত্র সমাবেশে গণ্ডশৈল ও বহুল পরিমাণ প্রস্তর-সমষ্টিতে পর্ব্বতাদির উৎপত্তি। যেরূপে মৃত্তিকান্তর জলবায়ুপ্রভাবে কঠিন হইয়া প্রস্তরাকারে রূপান্তরিত হয়, তাহার বিবরণ পর্ব্বত শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। [পর্ব্বত দেখ।]

বর্ষার অবিরত জলস্রোতে এবং সাময়িক ভীষণ ঝটিকায় শিলাখণ্ড পর্ব্বতগাত্র হইতে ধৌত বা বিচ্যুত হইয়া নিম্নদেশে পতিত হয়। এইরূপ বহুবর্ষব্যাপী সংঘর্ষণে খণ্ড খণ্ডাকারে বিচূর্ণ পর্ব্বতেরই পাথর অভিধান হইয়া থাকে। সময় সময় পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া আমরা আবশ্যকমত[১] যে শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা প্রস্তর অর্থাৎ এক কথায় পর্ব্বত-বিশ্লিষ্ট অংশ বিশেষকেই পাথর বলা যাইতে পারে।[২]

প্রস্তর সাধারণতঃ দুইপ্রকার—১ সচ্ছিদ্র (pervious) অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া জল-নিঃসরণ হইয়া থাকে এবং ২ ছিদ্রহীন (Inpervious) অর্থাৎ যাহার ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারেনা[৩]। উপরি উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান্তরভেদে প্রস্তরের নানারূপ বিভাগ ও নামসংজ্ঞা হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত উত্তপ্ত ও গলিত দ্রাবাদি শীতল হইয়া প্রস্তরাকারে পরিণত হয়, তাহাকে আগ্নেয় প্রস্তর (Igneous rock) বলা যায়[৪]। জলমধ্যস্থিত পরমাণুসমষ্টি স্বীয় শক্তিবশে জমিয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। জলগর্ভে উৎপত্তি হেতু এই শ্রেণীর পাথর জলজ বা পলিময় (Aqueous বা Sedimentary) নামে অভিহিত। ঐ পলিময় ভূখণ্ড দৃঢ়ীভূত হইয়া কালে প্রস্তর-স্তরে (Stratified rocks) রূপান্তরিত হয়[৫]।

যে প্রস্তরগুলি অন্যের সহযোগে উৎপন্ন, তাহা অপরজ বা "সেকেণ্ডারি" (Secondary rocks) নামে কথিত[৬]।

পূর্ব্বোক্ত স্তরমধ্যে নিহিত জীবদেহের প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে সেই সেই জীবের "প্রস্তরাস্থি" (Fossils) বলা যায়। কোন কোন প্রস্তর বিশিষ্ট জল-বায়ুর গুণে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্ফটিকের (কাঁচের ন্যায়) আকার ধারণ করে, উহাই Pebble নামে খ্যাত[৭]।

ভারতের নানাস্থানে লাল, নীল, জরদ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণে, প্রতিমূর্ত্তি গঠনে ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুতকরণে এই প্রস্তরসমূহ বিশেষ উপযোগী[৮]।

---

(১) গৃহাদি নির্ম্মাণার্থ এবং আবশ্যকমত পানভোজনপাত্রাদি প্রস্তুত করিতে আমরা পর্ব্বতাংশ হইতে প্রস্তর গ্রহণ করিয়া থাকি। উঃ পঃ প্রদেশের অধিকাংশ বাটীই প্রস্তরনির্ম্মিত। উহার মেজে প্রভৃতিও মর্ম্মরাদি শোভিত হইয়া থাকে। জয়পুরের সাদা পাথরের বাসন দেশবিখ্যাত।

(২) যেমন বেলে পাথর, চূণাপাথর, গ্রেভল প্রভৃতি।

(৩) কর্দ্দম প্রভৃতি।

(৪) দানাদার (Granite) বা কলমে, বউলমালা (basalt) ও লাভা (lava)।

(৫) স্লেট, বেলে পাথর, চূণাপাথর, খড়ি, মর্ম্মর এবং স্ফটিক ও বালুকা-মিশ্রিত conglomerate.

(৬) শম্বুকাদি সমুদ্রজ জীবের সহযোগে যেরূপ খড়ি, চূণাপাথর ও মর্ম্মরের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৭) ইহাতেই প্রসিদ্ধ পাথরের চস্‌মা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৮) দিল্লীর সমীপদেশবর্ত্তী লাল পাথর, নর্ম্মদা, গোদাবরী ও কৃষ্ণা-তীরবর্ত্তী স্লেট, চূণা ও মর্ম্মরপ্রস্তর, হিন্দুমন্দিরাদির বেসল্টিক গ্রীনষ্টোন,

ভারত, আমেরিকা কি য়ুরোপবাসিগণ যখন ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখেন নাই, সেই সময় আদিম জাতীয়গণ একমাত্র প্রস্তরাস্ত্র দ্বারাই আপনাদের আবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ সমাধা করিতেন। ঐ সমস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠার, ছুরিকা ও তীরের ফলার নিদর্শন জগতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে[৯]।

পুরাকালে রাজগণ প্রস্তরফলকে রাজকীয় বিশেষ কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন। রাজ্যজয়, গ্রামদান, মন্দির উৎসর্গ ও সাধারণ দানের পত্রলিপি (সনন্দ) স্বরূপ ইহা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনতম রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ, তাহাদের প্রবর্ত্তিত অনুশাসন ও বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করিয়া যে উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকসমূহ দেখা যায়, সেই সমস্ত শিলাফলকসমূহে তৎসাময়িক ঘটনা বা তত্তৎ রাজন্যগণের বংশানুচরিতও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মোজেস একখানি প্রস্তরফলকে ঈশ্বরের ১০টী অনুজ্ঞা (Ten Commandments) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পিকিন মহানগরীর কনফুচীর মন্দিরে ১০টী ঢক্কাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপর কবিতা লিখিত আছে, প্রবাদ যে সান্ ও যৌএর সময় ঐ ফলক কয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[১০]। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক তদীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার্থ ও ধর্ম্মানুশাসন প্রচারার্থ পর্ব্বতগাত্রে অনুশাসনসমূহ (Edicts) উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। [বিস্তৃত বিবরণ শিলালিপি এবং প্রিয়দর্শী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।] বালিপাথর বা চুনা পাথর লইয়াই যে পাথরের সৃষ্টি তাহা নহে। হিমালয়পর্ব্বত যে প্রস্তররাশি লইয়া গঠিত, বিন্ধ্যগিরিতে তাহা নাই। উহার উপাদান সম্যক্ স্বতন্ত্র। যেমন মৃত্তিকা কঠিন হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়, সেইরূপ কালসহায়ে ও জলবায়ুর গুণে এবং পার্শ্বস্থ মৃত্তিকারসের বিশেষত্বহেতু সাধারণ প্রস্তর রূপান্তরিত হইয়া মুল্যবান্ হীরক ও বৈদূর্য্যাদি মণিরত্নে (Precious stones) পরিণত হইয়া থাকে। [তত্তৎ মণিশব্দে দ্রষ্টব্য।]

যখন হীরকাদি মূল্যবান্ মণি অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের প্রস্তরাদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে অর্থাৎ পর্ব্বতগহ্বরস্থ খনিমধ্যে বা পর্ব্বতগাত্রে নিবদ্ধ থাকে, তখন তাহা মনুষ্যের কোন উপকারেই আইসে না। উহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে আবশ্যক মত কাটিয়া লইতে হয়। শ্বেত, বেলে, চুণা বা দানাদার প্রস্তরাদি গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী করিতে গোলাকার, লম্ব, ত্রিকোণ বা চতুরস্র ভাবে কাটিয়া লইতে হয়। জল ও বালুকা সহযোগে করাতযন্ত্র দ্বারা একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে শতধা করিয়া নির্ম্মাতা ব্যবহার করেন। বাটী, গেলাস, ফলা প্রভৃতি পাত্র ইচ্ছানুসারে ছেনী যন্ত্রের সাহায্যে খোদিত হইয়া থাকে। মন্দিরগাত্রে সংন্যস্ত প্রস্তরফলকের (Slab) উপর উৎকীর্ণ শিল্পকার্য্য ও চারুচিত্রসমূহ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মনুষ্যের প্রতিকৃতিসমূহ ভাস্কর-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

[ভাস্করবিদ্যা দেখ।]

খোদিত শিল্পের দ্বারা মোটা পাথরের যেরূপ শ্রীসম্পাদন হইয়া থাকে, তদ্রূপ হীরকাদি মণির পল কাটিয়া, তাহার উজ্জ্বলতা সাধন করিতে হয়। হীরক, চুণী, পান্না, মরকত, নীলা, ওপাল, গার্ণেট প্রভৃতি মণির পল-কাটার গুণে ঔজ্জ্বল্য ও মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহাদের আবশ্যক মত কাটিয়া লইতে দুই তিন প্রকার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। [হীরক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রস্তর বহুবিধ শিল্পকার্য্যে, পালিশদ্বারা তাহার শ্রী ও চাকচিক্য সম্পাদনে, তদ্গাত্রে অক্ষর-লিপিমালার সন্নিবেশে, প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহসংরক্ষণে ও ভাস্করবিদ্যার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ বিবিধ মূর্ত্তি সংগঠনে এবং সুদৃঢ় পর্ব্বতমালা খোদিত করিয়া তন্মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বৈদেশিক চিত্রাবলীর সংস্থাপনে হিন্দুগণ বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বলিতে কি গঠনপ্রণালী, কি উৎকৃষ্ট পালিশ ও কঠিন প্রস্তরকে স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিদানবিষয়ে তাঁহারা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অসাধারণ মানসিক শক্তির প্রভাবে ও পিত্তলের ন্যায় ক্ষুদ্র যন্ত্রের[১১] সাহায্যে তাঁহারা গ্রেণাইট প্রস্তর কাটিয়া দৌলতাবাদের দৃঢ় পার্ব্বত্যদুর্গ স্থাপন ও তদভ্যন্তরে খোদিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহ রক্ষা করেন। অজণ্টার অপূর্ব্ব গুহামন্দির ও তদভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ উৎকীর্ণ করিয়া তাঁহারা সভ্য জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ভাস্করবিদ্যার এরূপ উন্নতির পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

স্পর্শমণি বা পরেশপাথর (Alchemist's stone) নামে একপ্রকার পাথরের কথা শুনা যায়। উহার গুণ অপরাপর ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করা ; কিন্তু এই প্রস্তর আছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

ব্রহ্মের মর্ম্মর (বুদ্ধমূর্ত্তিনির্ম্মাণের জন্য প্রশস্ত), হব্বা পর্ব্বতের মর্ম্মর তুল্য শ্বেতপ্রস্তর, জয়পুরের বাসন-নির্ম্মাণের সাদা পাথর, কৈমুর গিরিশ্রেণীস্থ বেলে পাথর, এবং চয়েনপুর, সাসেরাম, তিলোহ ও অকবরপুরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের প্রস্তরে কলের জাঁতা (millstone), নদীর পুল, বাটী, দেবদেবীর মূর্ত্তি ও জয়স্তম্ভাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৯) মিঃ ব্লানফোর্ড, লেফ্‌টেনাণ্ট হুইনি, সার্জন প্রিমরোজ, সর আলেকসান্দার, কনিংহাম প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে ইঁহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

(১০) উক্ত চীন মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাব-কাল (সান) ২২৫৫ পূঃ পূঃ এবং (যৌ) ২৩০৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ।

(১১) এখনও দৌলতাবাদের পর্ব্বতোপরি ও ইজিপ্টের স্থানবিশেষে ঐ chisel যন্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

চুম্বক (Load-stone) নামে আর এক প্রকার প্রস্তর আছে, যাহা নিজগুণে দূরস্থিত লৌহাদি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বিজ্ঞানবিদ্গণ ঐ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্রগর্ভে ও অন্যান্য স্থানে এই প্রস্তর পাওয়া যায়। লৌহখণ্ডে এই প্রস্তর ঘসিয়া লইলে সেই লৌহও চুম্বকের শক্তিবিশিষ্ট হয়।

জগতের সভ্য ও অসভ্য জাতীয়ের মধ্যে শিলা-পূজার বিধি প্রচলিত ছিল। সুসভ্য য়ুরোপখণ্ডে পূর্ব্বকালে প্রস্তর-পূজার যেরূপ সমাদর ছিল, ভারতের নানাস্থানেও তদ্রূপ পূজাবাহুল্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতে পৌত্তলিকতার স্রোত প্রবল হইলে নানারূপ দেবমূর্ত্তিগঠন ও বিঘ্নবিনাশের জন্য নানা দেবতাকল্পন প্রয়োজন হয়। তাই ভারতের স্থানে স্থানে সুসভ্যজাতির মধ্যেও খোদিত শিল্পমূর্ত্তি এবং অখোদিত শিল-নুড়ীর গ্রাম্য-দেবতারূপে পূজা প্রচলিত আছে[১২]। ভারতীয় আর্য্যগণ ব্যতীত অনার্য্যগণের মধ্যেও ঐরূপ শিলাময়ী প্রতিমাপূজার নিদর্শন পাওয়া যায়[১৩]। হিব্রুধর্ম্মগ্রন্থেও শিলামূর্ত্তির উল্লেখ আছে। ফিনিকীয়গণ একটী অখণ্ড প্রস্তরে কোন এক দেবমূর্ত্তির পূজা করিতেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত আরবীয়গণ একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, পরে উহা কাবার প্রাচীরে সংন্যস্ত হয়। জুরানগরেও এইরূপ আর একখানি পবিত্র প্রস্তর আছে। তথাকার অধিবাসিগণ ধর্ম্মের অনুরোধে সূর্য্যের অভিমুখে ঐ প্রস্তরখানি ঘুরাইয়া থাকেন। হিব্রাইডিসে একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আছে, অধিবাসিগণ বলে উহা জাগ্রত; সময় সময় তিনি আকাশবাণী-দ্বারা সাধারণকে বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

মোগলসম্রাট্ বাবর লিখিয়াছেন যে, জামযুদ্ধের অভিনয়ে পারসিকগণের মধ্যে আত্মবিবাদ উপস্থিত করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিকগণ স্ব স্ব প্রস্তর (Magic stone) লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল[১৪]। এখনও মধ্য-এসিয়ার ভ্রমণশীল জাতির মধ্যে ঐ প্রস্তরের গুণাবলীর আদর আছে[১৫]।

ইংলণ্ডদেশীয় বৃত্তাকার ন্যস্ত প্রস্তরাবলীকে ষ্টোন্‌হেঞ্জ্ (Stone-henge) বলে, উহা একটী প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন। দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী অমরাবতীনগরের বৃত্তাকারে প্রোথিত লম্বমান প্রস্তর প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন হইলেও পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ। বর্ত্তমান প্রথায় খোদিত ও শিল্পযুক্ত 'ক্রুশ'-চিহ্নিত প্রস্তরস্তম্ভের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বকালে সমাধিস্তম্ভরূপে শব-দেহের উপর যে প্রস্তর সজ্জিত হইত, তাহা 'ক্রমলেক' (Cromleche) নামে পরিচিত। যে ভাগ্যপ্রস্তরে (Stone of Destiny) আয়র্লণ্ডের রাজগণ রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন, তাহা এক্ষণে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে প্রাচীন রাজতক্তের নিম্নে গ্রথিত রহিয়াছে[১৬]। কোল ও খসদিগের মধ্যে স্মরণার্থ প্রস্তরখণ্ড (Monoliths) রক্ষিত হইয়া থাকে। হিমালয়পর্ব্বতবাসী কুনাবরদিগের মধ্যে শস্যরক্ষার জন্য ক্ষেত্রমধ্যে প্রস্তরপূজা বিধি আছে। ঐ ভূমি অধিক শস্যশালিনী হইবে বলিয়া তাহারা একখণ্ড প্রস্তরে চুণ লেপিয়া ও সিন্দূরে পঞ্চাঙ্গুলাকৃতি চিহ্ন স্থাপন করিয়া পূজা করে। দাক্ষিণাত্যে উদ্যান মধ্যে অথবা মাঠের ধারে বৃক্ষতলে সিন্দূরের টিপ দিয়া প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া দেয়। মহিসুরবাসী অসগেরাও শিলা লইয়া ভূমি-

---

(১২) গণ্ডকীশিলা লইয়া শালগ্রামরূপে নারায়ণের পূজা, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষতলে নুড়ী রাখিয়া তাহাতে সিন্দূর ও চন্দনলেপনপূর্ব্বক শিব পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবতারপূজা, মনসা বৃক্ষের পাদদেশে নুড়ী রাখিয়া মনসাদেবীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, রাখালপূজা প্রভৃতি। এই নুড়ীপাথর নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া আনা হয়, অথবা প্রস্তরখণ্ডে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন খোদিত প্রস্তরে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি শক্তি মূর্ত্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, যম, রাম, কৃষ্ণ, ও বুদ্ধ মূর্ত্তিরও পূজা দেখা যায়। [শালগ্রাম প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

(১৩) পার্ব্বতীয় আদিম অনার্য্য জাতীয়ের প্রস্তরপূজা কোল, গোঁড়, প্রভৃতি শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

(১৪) Baber's Memoirs, p. 450.

(১৫) তুর্কমানদিগের রজিয়া সর্দ্দার ও কীরঘীজ বরন্তী সর্দ্দারগণ অদ্যাপিও এই প্রস্তর সঙ্গে লইয়া ফিরেন। বিষাক্ত সর্প বা বিচ্ছুর (scorpions) দংশনে ইহা কোরাণের ফতিহা-মন্ত্রাপেক্ষা উপকারী বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।

(১৬) পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডে রাজাদিগকে প্রস্তরে বসাইয়া যেরূপ মহাসমারোহে অভিষেক করাইবার প্রথা ছিল, রাজপুত-রাজগণের মধ্যেও তদ্রূপ রাজ্যাভিষেক দেখা যায়। এইরূপ প্রস্তরসিংহাসনাভিষেক কানান জাতীয়ের মধ্যে (Canaanitish of Origin) প্রচলিত ছিল। সুইডেন্ ও দিনেমার-রাজগণ গোলাকার প্রস্তরে অভিষিক্ত হন। অবিমেলেকরাজ (King Abimelech) সাচেমের স্তম্ভে (Pillers of Shechem) ও জেহোয়াস্ (Jehoash) প্রস্তরস্তম্ভে বসিয়া রাজা হন। গায়েল (Gael) যে প্রস্তরে উপবিষ্ট থাকিতেন, তাহা পবিত্র ও ঐশীশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। জ্যাক কেড্ (Jack Cade) লণ্ডননগরের প্রস্তর ছুঁইয়াই মর্টিমারকে লণ্ডনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। আইরাস্ সর্দ্দারগণ সম্পদ্‌প্রাপ্তিকালে প্রস্তরে বসিতেন। হিরোদোতস্ প্রস্তরে বীরগণের পদচিহ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গয়ায় বিষ্ণুপদ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণপদ ও সিংহলে বৌদ্ধপদচিহ্নসমূহ প্রস্তরে অঙ্কিত। শকনৃপতিগণ (Scythians) পর্ব্বতের উপরে হার্কিউলিসের পদচিহ্ন খোদিত করিয়াছিলেন।

দেবতার পূজা করে। বেরার হইতে বস্তার পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সভ্য ও অসভ্যগণের মধ্যে প্রস্তরপূজা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের বকাদার ও বেতদার নামক নিকৃষ্ট জাতীয়েরা প্রত্যেক গৃহে প্রস্তরখণ্ডে ভূতদেবতার পূজা করিয়া থাকে। তথাকার অন্যান্য স্থানে শস্যক্ষেত্রাদিতে কৃষকগণ পাঁচ খণ্ড প্রস্তর সিন্দুর লেপিয়া পুতিয়া রাখে। উহারাই শস্যক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্তা ও পঞ্চপাণ্ডু নামে অভিহিত। প্রত্যেক খোন্দগ্রামের দেবতামূর্ত্তি তিন খানি প্রস্তরে গঠিত হইয়া থাকে। কেয়েনগণ শিলারূপা দেবমূর্ত্তিকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। লম্পং রাজ্যের বেঙ্কুনই নগরবাসীরা একখণ্ড শায়িত প্রস্তরের বক্ষে অপর এক শিলা দণ্ডায়মান রাখিয়া ধর্ম্ম বলিয়া ভক্তি করে। তাহাদের বিশ্বাস এই, দেবতার সমীপে অভক্তিপূর্ব্বক গমন করিলে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হয়।

পলিনেসিয়াগণ প্রস্তরমূর্ত্তি গঠনে ও পূজনে বিশেষ ভক্তি ও শ্রম স্বীকার করে। টার্ণার (Mr Turner) সাহেব নিউ-হিব্রাইডিজ্ হইতে কএকটী মসৃণ প্রস্তরমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পলিনেসিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশ শিলাময়ী দেবতাকেই বহু শূকরশাবকপ্রাপ্তির আশায় পূজা করে। ফিজিদ্বীপের অধিদেবতা দিজি (Degei) তথাকার পরিখাগর্ভস্থ দুই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস[১৭]।

ভারতে যেরূপ হিন্দুদেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তির বিশেষ সমাদর আছে, গ্রীসদেশেও পুরাকালে সেইরূপ জুপিটর, ভিনাস প্রভৃতি শিলামূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল, এখনও সেই সকল দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

'পল্লবাদ্যৈর্বিরচিতে শয়নীয়ে তু সংস্তরঃ।
প্রস্তরঃ প্রস্তিরশ্চেতি প্রস্তারোঽপি চ কুত্রচিৎ॥'(শব্দরত্নাবলী)

৩ মণি। (মেদিনী) ৪ দর্ভমুষ্টি। "অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং প্রহরতি" (তাণ্ড্য° ব্রা° ৬।৭।১৩) 'প্রস্তরো দর্ভমুষ্টিঃ' (ভাষ্য)

প্রস্তরণ (স্ত্রী) আস্তরণ, বিছানা।

প্রস্তরণী (স্ত্রী) প্রস্তরস্তদাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি প্রস্তর-ইনি,ঙীপ্। ১ গোলোনিকা, শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°) ২গোজিহ্বা। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তরভেদ (পুং) পাষাণভেদ, পাথরকুচা। (ভৈষজ্যমু°)

প্রস্তরস্বেদ (পুং) বাতাদিরোগে স্বেদবিশেষ। (চরক)

প্রস্তরেষ্ঠ (পুং) প্রস্তরে তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্ সমাসঃ, ততঃ ষত্বং। প্রস্তরস্থায়ী বিশ্বদেবভেদ। "প্রস্তরেষ্ঠাঃ পরিধেয়াশ্চ দেবাঃ" (শুক্লযজু° ২।১৮) 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ 'প্রস্তরে তিষ্ঠন্তীতি প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরস্থায়িনঃ' (বেদদীপ)

প্রস্তরোদ্ভূত (ক্লী) প্রস্তরজল। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তরোপল (পুং) চন্দ্রকান্তমণি। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্তব (পুং) ১ স্তুতি, প্রশংসা। ২ প্রভাব, শুভমুহূর্ত্ত।

প্রস্তার (পুং) প্র-স্তৃ-ঘঞ্। ১ তৃণবন। পর্য্যায়—তৃণাটবী, ষণ্ড। (হেম) ২ পল্লবাদি রচিত শয়নীয়। (শব্দরত্না°) ৩ শয্যামাত্র। প্রস্তার্য্যন্তে বিস্তার্য্যন্তে গুরুলঘুরূপতয়াবর্ণা মাত্রা বা অনেন প্র-স্তৃ-ণিচ্-করণে অচ্। ৪ ছন্দের গুরু-লঘুজ্ঞাপক ক্রিয়াভেদ, ছন্দঃ প্রভৃতির প্রভেদজ্ঞাপক সঙ্কেতবিশেষ।

"পাদে সর্ব্বগুরাবাদ্যাৎ লঘু ন্যস্য গুরোরধঃ।
যথোপরি তথা শেষং ভূয়ঃ কুর্য্যাদমুং বিধিম্॥
ঊনে দদ্যাৎ গুরূনেব যাবৎ সর্ব্বলঘুর্ভবেৎ।
প্রস্তারোঽয়ং সমাখ্যাতশ্ছন্দোবিচিতিবেদিভিঃ॥" (বৃত্তরত্নাবলী)

প্রস্তারপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

প্রস্তারিন্ (ত্রি) প্রস্তারোঽস্ত্যস্তীতি ইনি। প্রস্তারযুক্ত, বিস্তারযুক্ত। "দধার পৃষ্ঠেন সলক্ষযোজনপ্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্।" (ভাগ° ৮।৭।৯) 'প্রস্তারো বিস্তারো যস্যাস্তীতি তথা ভূতেন পৃষ্ঠেন' (স্বামী)

প্রস্তার্য্যর্ম্মন্ (ক্লী) নেত্ররোগভেদ। "প্রস্তার্য্যর্ম্ম তনুস্তীর্ণং শ্যাবং রক্তনিভে সিতে।" (মাধবনি°) দোষ সকল কুপিত হইয়া বা সন্নিপাত দ্বারা চক্ষুর চারিদিকে যদি বিস্তৃতভাবে শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ মাংস সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে এই রোগ হয়।

"সমাস্তাদ্বিস্তৃতঃ শ্যাবো রক্তো বা মাংসসঞ্চয়ঃ।
সন্নিপাতেন দোষাণাং প্রস্তার্য্যর্ম্ম তদুচ্যতে॥"(রক্ষিতধৃত নেমি)

প্রস্তাব (পুং) প্র-স্তু-প্রেদ্রুস্তুস্রুবঃ। পা ৩।৩।২৭) ইতি ঘঞ্। ১ অবসর। ২ প্রসঙ্গস্তুতি। (ভরত) ৩প্রসঙ্গ। (ভানুদীক্ষিত।) ৪ প্রকর্ষরূপে স্তব। ৫ প্রকরণ। (কাব্যপ্র°) ৬ সামের অবয়বভেদ। ইহা প্রস্তোতৃ নামক ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক গেয় সামের প্রথমাংশ। ইহার দেবতা ব্রহ্মরূপ প্রাণ। "প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা।" (ছান্দোগ্যউপ°) ৭ অবসর, সুযোগ।

প্রস্তাবনা (স্ত্রী) প্রস্তাবয়তি বিজ্ঞাপয়তি কার্য্যাদিকমিতি প্র-স্তু-ণিচ্-টাপ্। ১ আরম্ভ। ২ নাটকাদি গ্রন্থে অভিনয়ারম্ভবিষয়ক কথা। যে নাটক অভিনীত হইবে, সেই নাটকোক্ত বিষয়ের প্রথমারম্ভ। ইহার লক্ষণ—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥"(সাহিত্যদ°৬।২৮৭)

(১৭) ফিজিবাসীদিগের মধ্যে শিলাময়ী দেবতার অলৌকিক শক্তির কথা লিখিত আছে। তাহারা বলে, রাজধানীর কোন সন্তানসম্ভবা রমণী গর্ভবতী হইলে বও (Baw) নগরের প্রস্তরখণ্ডও শিলা প্রসব করিয়া থাকে।

নাটকের নান্দীর পর রঙ্গপ্রসাধন করিয়া নটী, বিদূষক কিংবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সহিত যেখানে আলাপ করে, তথায় প্রসঙ্গক্রমে স্বকার্য্যোত্থ মনোহর বাক্যদ্বারা প্রস্তাবিত বিষয় সূচিত হইলে তাহাকে প্রস্তাবনা কহে। প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় কথার সূচনা অর্থাৎ আরম্ভ করিয়া ইহারা চলিয়া যায়। এই প্রস্তাবনা পাঁচপ্রকার—উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

"উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।
প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চপ্রস্তাবনা ভিদাঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।২৮৮)

[ইহাদের লক্ষণ তত্তদশব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রস্তাব্য (ত্রি) প্রস্তাবনার যোগ্য।

প্রস্তির (পুং) প্রস্তর নিপাতনাৎ ইত্বং। পল্লবাদিরচিত শয্যা।

প্রস্তীত, প্রস্তীম (ত্রি) প্র-স্ত্যৈ-ক্ত, (প্রস্ত্যোঽন্যতরস্যাম্। পা ৮।২।৫৪) ইতি নিষ্ঠা তস্য মো বা। ১ সংহত। ২ ধ্বনিত।

প্রস্তুত (ত্রি) প্রস্তূয়তে স্মোতি-প্র-স্তু-ক্ত। ১ প্রকরণপ্রাপ্ত।

"অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা যা চৈব প্রস্তুতাশ্রয়া।" (কাব্যপ্রকাশ)

২ প্রাকরণিক। ৩ প্রাসঙ্গিক। (অলঙ্কারকৌ°) ৪ নিষ্পন্ন। ৫ প্রকর্ষস্তুতিযুক্ত। ৬ উপস্থিত। ৭ প্রতিপন্ন। ৮ উৎযুক্ত। ৯ প্রশংসিত। ১০ উদ্যত। কলাপব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয়ে প্রস্তুতার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা—'অন্নং প্রস্তুতং অন্নময়ং' 'যবাগূঃ প্রস্তুতা যবাগূময়ী' ইত্যাদি।

প্রস্তুতি (স্ত্রী) ১ প্রস্তাবনা। "প্রস্তুতির্বিধাম ন প্রযুক্তিরযামি" (ঋক্ ১।১৫৩।২) 'প্রস্তুতি প্রস্তাবনা' (সায়ণ) ২ প্রকৃষ্টাস্তুতি।

প্রস্তৃত (পুং) চাক্ষুষমন্বন্তরে দেবভেদ।

প্রস্তৃত (ত্রি) প্র-স্তৃ-ক্ত। ১ অন্তরিত। (ত্রিকা°) ২ প্রকর্ষরূপে বিস্তারিত।

প্রস্তোক (পুং) ১ সৃঞ্জয়পুত্রভেদ। ২ সামভেদ।

প্রস্তোতৃ (ত্রি) প্রকৃষ্টং স্তৌতি প্র-স্তু-তৃচ্। ১প্রকর্ষরূপে স্তোতা। (পুং) ২ সামের প্রথমভাগগায়ক ঋত্বিক্‌ভেদ। প্রস্তোতুর্হিতং তস্যেদং বা ঘ, প্রস্তোত্রিয় তৎপাঠ্য সামের প্রথমভাগ, তৎসম্বন্ধী।

প্রস্তোভ (পুং) প্র-স্তুভ-ঘঞ্। ১ নিবৃত্তিমার্গ, প্রোৎসাহন।

"শ্রুত্বাগাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।" (ভাগ°৯।১৯।২৬) 'প্রস্তোভং নিবৃত্তিমার্গপ্রোৎসাহনং মেনে' (স্বামী) ২ সামভেদ।

প্রস্থ (পুং ক্লী) প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতীতি প্র-স্থা (আতশ্চোপসর্গে। পা। ৩।১।১৩৬) ইতি ক। বা প্রতিষ্ঠতে হস্মিন্ অনেন বেতি ঘঞর্থে ক। ১ পরিমাণবিশেষ। ইহা চারিকুড়ব পরিমাণ। (অমরভরত) আঢ়কের চতুর্থাংশ পরিমাণ। (লীলাবতী) দ্বিশরাব পরিমাণ। (বৈদ্যকপরি°) বৈদ্যকমতে বমনাদিতে সার্দ্ধত্রয়োদশপল পরিমাণ।

"বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
সার্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ॥" (পরিভাষাপ্রদীপ।)

বমন, বিরেচন ও শোণিত মোক্ষণে সার্দ্ধত্রয়োদশ পলে এক প্রস্থ গণ্য। ২ অদ্রির সমভূভাগ। ৩ অদ্রির একদেশ। (ভারত) পর্য্যায়—স্নু, সানু। (অমর) "ইথং হিমাদ্রেমৃগনাভিগন্ধি কিঞ্চিৎক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস।" (কুমার ১।৫৪)

৩ উত্থিত বস্তু। (মেদিনী) ৪ বিস্তার।

প্রস্থকুসুম (পুং) মরুবকবৃক্ষ, গন্ধতুলসী। (রাজনি°)

প্রস্থপুষ্প (পুং) প্রস্থমিতং পুষ্পমস্য। ১ শ্বেত মরুবক বৃক্ষ। ২ ক্ষুদ্রপত্র কৃষ্ণমরুবক, স্বল্পপুষ্প তুলসী। কেহ কেহ ইহার অর্থ জম্বীরভেদ বলেন, আবার কেহ জম্বীরার্থেই এই শব্দের প্রয়োগ করেন। (ভরত)

প্রস্থম্পচ (ত্রি) প্রস্থপচনশীল।

প্রস্থল (পুং) সুশর্ম্মরাজের অধিকৃত দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৭৫অ°) পঞ্জাবের নিকট ছিল।

প্রস্থান (ক্লী) প্র-স্থা-ল্যুট্। ১ বিজিগীষুর প্রয়াণ, অভিযান।

"সেনাভিযোগং প্রস্থানং বলসংখ্যা যথার্থতঃ।
ধীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং কৃত্বা যান্ত ত্বরান্বিতাঃ॥"(দেবীভা°৫।৪।১২)

২ গমনমাত্র। প্রস্থানং বর্ণ্যতয়াঽস্ত্যত্র ঠন্। ৩ প্রস্থানপ্রতিপাদক গ্রন্থ, যথা—যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানপ্রতিপাদক মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। প্র-স্থা- করণে-ল্যুট্। ৩ মার্গ। ৪ উপদেশোপায়।

প্রস্থানবিঘ্ন (পুং) প্রস্থানস্য বিঘ্নঃ। গমন-ব্যাঘাত।

প্রস্থানীয় (ত্রি) প্র-স্থা-অনীয়র্। প্রস্থানযোগ্য, প্রস্থানার্হ।

প্রস্থাপন (ক্লী) প্র-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ প্রস্থান করান। ২ প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন। ৩ প্রেরণ।

প্রস্থাপিত (ত্রি) প্র-স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রেষিত। (হেম) ২ প্রকর্ষরূপে স্থাপিত।

প্রস্থাপ্য (ত্রি) ১ প্রস্থানযোগ্য। ২ প্রেরণযোগ্য।

প্রস্থায়িন্ (ত্রি) প্র-স্থা 'ভবিষ্যতি গমিগাম্যাদয়ঃ' ইতি ণিনি। ১ ভাবিগমনকর্ত্তা, যিনি পরে গমন করিবেন।

প্রস্থাবৎ (ত্রি) প্রয়াণসমর্থ। 'পীবরীং প্রস্থাবদ্রথবাহনং' (শুক্লযজু° ১৯।৭১) 'প্রস্থাবৎ প্রস্থা প্রস্থানং গতিরস্যাস্তীতি প্রস্থাবৎ প্রয়াণসমর্থং' (বেদদীপ) ঋগ্বেদে—'প্রস্থাবন্' শব্দের স্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছে। যথা—"প্রস্থাবানো মাপস্থাতা" (ঋক্ ৮।২০।১) 'প্রস্থাবানো গমনশীলাঃ' (সায়ণ)

প্রস্থিকা (স্ত্রী) প্রস্থস্তদাকারোঽস্যা ইতি প্রস্থ-ঠন্। ১ অম্বষ্ঠা। (ভাবপ্র°) আম্রাতক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ মাচিকা, পুদিনা।

প্রস্থিত (ত্রি) প্র-স্থা-ক্ত। ১ গমনোদ্যত। ২ যে গমন করিয়াছে। (পুং) ৩ সোমপাত্রভেদ।

প্রস্থিতি (স্ত্রী) প্র-স্থা-ক্তিন্। (পা ৩।৩।৯৮) ১ প্রস্থান, যাত্রা।

প্রস্থেয় (ত্রি) প্রস্থানযোগ্য।

প্রস্ন (পুং) স্নানপাত্র।

প্রস্নব (পুং) প্র-স্নু-অপ্। ১ ক্ষীরাভিষ্যন্দ, দুগ্ধক্ষরণ। ২ ক্ষরণ।

প্রস্নাতৃ (ত্রি) স্নানকারী।

প্রস্নাবিন্ (ত্রি) ক্ষরণশীল।

প্রস্নিগ্ধ (ত্রি) ১ তৈলাক্ত। ২ স্নেহলিপ্ত। ৩ প্রিয়বন্ধু।

প্রস্নুষা (স্ত্রী) স্নুষায়াঃ স্নুষা পৃষোদরা° সাধুঃ। নপ্তৃবধূ, নাতবউ।

"স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ॥" (ভা° শল্য° ৬০অ°)

প্রস্নেয় (ত্রি) প্রস্নাতুমর্হতি প্র-স্না-অর্হার্থে যৎ। স্নানার্হ জলাদি। (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।২।১৩)

প্রস্পন্দন (ক্লী) প্র-স্পন্দ-ভাবে-ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে স্পন্দন।

"তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহনপূরণবিরেকধারকলক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি।" (সুশ্রুত)

প্রস্ফুট (ত্রি) প্রস্ফুটতি বিকশতীতি প্র-স্ফুট-ক। ১ প্রফুল্ল। (শব্দরত্না°) ২ প্রকাশিত।

"নিক্ষ্যা শাসনং তস্মাদদৃশে প্রস্ফুটাক্ষরম্।"(মার্ক° পু° ২৭।২১)

প্রস্ফোটন (ক্লী) প্রস্ফোট্যতে হনেনেতি প্র-স্ফুট-ণিচ্, করণে-ল্যুট্। ১ সূর্প। (অমর) প্র-স্ফুট-ভাবে ল্যুট্। ২ তাড়ন। ৩ বিকাশন। (মেদিনী) ৪ পবন। ৫ তুষাদি শোধন। (হেম) ৬ পক্ব হওয়া।

প্রস্যন্দ (পুং) প্র-স্যন্দ-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। 'কৃদভিহিতভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে' (ব্যাকরণ) কৃদভিহিত ভাবপ্রত্যয় দ্রব্যের ন্যায় হয়। এই নিয়মানুসারে স্যন্দমান ঘৃতাদি এই অর্থও হইবে। কর্ত্তরি-অচ্। (ত্রি) ৩ প্রক্ষরণ-কর্ত্তা। "প্রস্যন্দমাধ্বীকভুঃ" (কুসুমাঞ্জলি)

প্রস্যন্দন (ক্লী) প্র-স্যন্দ-ল্যুট্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ২ ক্ষরণ। নিঃসরণ।

প্রস্যন্দিন্ (ত্রি) প্র-স্যন্দ-অস্ত্যর্থে ইনি। ১প্রস্যন্দযুক্ত। ২ক্ষরণশীল।

প্রস্রংস (পুং) পতন, ভ্রংশন।

প্রস্রংসিন্ (ত্রি) ১ পতনশীল। ২ অকালপ্রসবশীল।

প্রস্রব (পুং) প্র-স্রু-অপ্। ১ ক্ষরণ, গলন।

প্রস্রবণ (পুং) প্রস্রবতি জলমস্মাদিতি প্র-স্রু অপাদানে ল্যুট্। ১ মাল্যবৎ পর্ব্বত। (হেম) ২ স্বেদঘর্ম্ম। (ক্লী) প্রস্রবতি জলমস্মাদস্মিন্ বা অপাদানে অধিকরণে বা ল্যুট্। গিরির উপরিদেশে নির্ঝরাদিপ্রভব জলসংঘাত, নির্ঝর, ঝরণা। পর্য্যায়—উৎস, জলপ্রস্রাব।

"স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ।" (মনু° ৪।২০৩)

প্রস্রবণজলগুণ—স্বচ্ছ, লঘু, মধুর, রোচন, ও দীপক। (রাজনি°) প্র-স্রু-ভাবে ল্যুট্। ৩ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ৪ দুগ্ধ। (বৈদ্যকনি°)

প্রস্রবিন্ (ত্রি) প্রস্রব-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রস্রবযুক্ত, ক্ষরণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহং॥" (রঘু ২।৬১) 'প্রস্রবিণীং প্রস্রবঃ ক্ষীরস্রাবঃ অস্তি যস্যাঃ সা তাং প্রস্রবিণীং'। (মল্লিনাথ)

প্রস্রাব (পুং) প্রস্রূয়তে ইতি প্র-স্রু (প্রেস্রুস্রুবঃ। পা ৩।৩।২৭) ইতি ঘঞ্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ২ মূত্র। [ইহার বিশেষ বিবরণ মূত্র শব্দ দেখ।] ৩ গোমূত্র। গোমূত্র অতি পবিত্র। রোহিণীনক্ষত্রে গোমূত্রে মানব স্নান করিলে সকল প্রকার পাপ-কৃত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়।

"প্রস্রাবেণ তু যঃ স্নায়াৎ রোহিণ্যাং মানবো দ্বিজঃ।
সর্ব্বপাপকৃতান্ দোষান্ দহত্যাশু ন সংশয়ঃ॥" (বরাহপু°)

প্রস্রুত (ত্রি) প্র-স্রু-ক্ত। ক্ষরিত, গলিত।

প্রস্রুতি (স্ত্রী) ক্ষরণ, নিঃসরণ।

প্রস্বন (পুং) প্র-স্বন-ভাবে-অপ্। উচ্চৈঃশব্দ।

প্রস্বাদস্ (ত্রি) প্র-স্বদ-ণিচ্-অসুন্। প্রকর্ষরূপে স্বাদয়িতা। 'যস্য প্রস্বাদসো গিরঃ" (ঋক্ ১০।৩৩।৬) 'প্রস্বাদসঃ প্রকর্ষেণ স্বাদয়িত্র্যঃ' (সায়ণ)

প্রস্বান (পুং) প্র-স্বন-ঘঞ্। উচ্চৈঃশব্দ।

প্রস্বাপ (পুং) প্রস্বাপ্যতে শক্রূনেন প্র-স্বপ-ণিচ্-করণে অচ্। ১ শত্রুর প্রস্বাপনসাধন অস্ত্রভেদ, শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্রবিশেষ, শত্রুর প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে শত্রুগণ যুদ্ধস্থলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ২ নিদ্রাজনক।

"উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ।" (ভাগ° ৬।১৬।৬)

প্রস্বাপন (ক্লী) প্র-স্বপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্রভেদ। (ত্রি) ২ নিদ্রাজনক।

প্রস্বাপিনী (স্ত্রী) সত্যভামার সপত্নী শ্রীকৃষ্ণের এক ভার্য্যা। (হরিবংশ ৩৮ অ°)

প্রস্বেদ (পুং) প্র-স্বিদ-ঘঞ্। অতিশয় ঘর্ম্ম।

"নরেন্দ্রপুত্রাঃ প্রস্বেদজলক্লিন্নাননাসমম্।" (মার্ক°পু° ১২৪।১৩)

প্রস্বেদিন্ (ত্রি) প্রস্বেদ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রস্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত।

প্রহণন (ক্লী) প্র-হন-ল্যুট্ (হন্তেরৎ পূর্ব্বস্য। পা ৮।৪।২২) ইতি ণত্বং। প্রকৃষ্টরূপে হনন।

প্রহত (ত্রি) প্রহন্যতে স্মেতি প্র-হন-ক্ত। ১ বিতত। ২ ক্ষুণ্ণ।

(শব্দরত্না°) ৩ প্রকর্ষরূপে হিংসিত। "প্রহতরথনরাশ্বকুঞ্জরং প্রতিভয়দর্শনমুল্বণব্রতম্।" (ভারত ৮।৩০।৬)

৪ প্রকর্ষরূপে গত। ৫ বিতাড়িত। ৬ বাদিত। (রঘু ১৯।১৪)

প্রহনেমি (পুং) গ্রহাণাং নেমিরিব, নিপাতনাৎ গ্রস্য প্র। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°)

প্রহন্তব্য (ত্রি) প্র-হন-তব্য। প্রহণনযোগ্য। বধযোগ্য।

প্রহন্তৃ (ত্রি) প্র-হন-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে হন্তা। প্রকর্ষরূপে হিংসিতা। "অনাশীর্দামহমস্মি প্রহন্তা" (ঋক্ ১০।২৭।১) 'প্রহন্তা প্রকর্ষেণ হিংসিতা' (সায়ণ)

প্রহর (পুং) প্রহ্রিয়তে ঢক্কাদিরস্মিন্নিতি প্র-হৃ-ঘঞ্ অপ্ বা। বাসরের অষ্টভাগের একভাগ, সমস্ত দিবারাত্রকে ৮ ভাগ করিলে তাহার একভাগের নাম প্রহর হয়। দিবা ও রাত্রিমান সমান থাকে না, এই জন্য দিবা দণ্ডকে চারিভাগ করিয়া তাহার একভাগের নাম দিবা প্রহর এবং রাত্রিমানের চারিভাগের একভাগ রাত্রিপ্রহর জানিতে হইবে। [যাম শব্দ দেখ।]

প্রহরক (পুং) ১ প্রহরী, প্রহরে প্রহরে বাদনকারী। ২ প্রহরিতা, পাহারা। "প্রহরকমপনীয় স্বং নিদিদ্রাসয়িষুঃ

প্রতিপদমুপহূতঃ কেনচিৎ জাগৃহীতি।" (মাঘ ১১ স°)

প্রহরকুটুবী (স্ত্রী) প্রহরস্য কুটুবী কুটুম্বিনীব। কুটুম্বিনীরূপ।

প্রহরণ (ক্লী) প্রহ্রিয়তেঽনেনেতি প্র-হৃ করণে ল্যুট্। ১ অস্ত্র। "ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতামহঃ!" (ভারত ১২।১৬৬।২) প্রহ্রিয়তেঽস্মিন্নিতি। ২ যুদ্ধ। (হলায়ুধ) প্র-হৃ ভাবে ল্যুট্। ৩ প্রহার। "যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাস্ত্রিষু ভারত।"(ভা°৪।৪।৭) ৪ দম। ৫ কর্ণীরথ, স্ত্রীলোকাদির বাহনার্থ আচ্ছাদিত শকট। (সারসুন্দরী)

প্রহরণকলিকা (স্ত্রী) চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং সপ্তম ও চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার যতি ৭ অক্ষরে হইবে। ইহার লক্ষণ—

"ন ন ভ ন ল গিতি প্রহরণকলিকা।" (ছন্দোম°) উদাহরণ—

"ব্যথয়তি কুসুমপ্রহরণকলিকা প্রমদবনভবা তব ধনুষি ততা।

বিরহবিপদি মে শরণমিহ ততো মধুমথনগুণস্মরণমবিরতম্॥"

(ছন্দোম°)

প্রহরণীয় (ত্রি) প্র-হৃ-অনীয়র্। প্রহরণের যোগ্য।

প্রহরিন্ (পুং) প্রহরোঽধিকারকালত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। ১ যামিক। ২ প্রহরকালাধিকৃত সৈন্যভেদ। পাহারাওয়ালা, চৌকীদার, ইহারা প্রহরে প্রহরে বদল হয়।

প্রহর্ত্তব্য (ত্রি) প্র-হৃ-তব্য। প্রহরণীয়, প্রহারযোগ্য।

প্রহর্ত্তৃ (ত্রি) প্র-হৃ-তৃচ্। ১ প্রহারকর্ত্তা। ২ যোদ্ধা।

প্রর্বহ (পুং) প্র-হৃষ-ঘঞ্। ১ আনন্দ।

"প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব।"

(রঘু ২।৬৮)

প্রহর্ষণ (পুং) প্রহর্ষয়তীতি প্র-হৃষ-ণিচ্-ল্যু। ১ বুধগ্রহ। (ত্রি) ২হর্ষবিশিষ্ট, হর্ষকারক। (ক্লী)প্র-হৃষ-ভাবে ল্যুট্। ৩আনন্দ। "স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভো।" (ভার° ১২।৩৩৬।২৫)

প্রহর্ষণী (স্ত্রী) প্রহর্ষয়তীতি প্র-হৃষ-ণিচ্, ল্যু, ঙীষ্। ১ হরিদ্রা। (হারাবলী) ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। এ সকল অক্ষরের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ১০, ১২ ও ত্রয়োদশবর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু হইবে। ইহার লক্ষণ—

"ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষণীয়ং।" উদাহরণ—

"গোপীনামধরসুধারসস্য পানৈরুত্তুঙ্গস্তনকলসোপগূহনৈশ্চ।

আশ্চর্য্যৈরপি রতিবিভ্রমৈর্মুরারেঃ সংসারে মতিরভবৎ প্রহর্ষণীহ॥"

(ছন্দোম°)

প্রহর্ষুল (পুং) মারকারী।

প্রহস (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ লঙ্কাকা° ৩৯ অ°)

প্রহসন (ক্লী) প্র-হস-ভাবে ল্যুট্। ১ প্রহাস। প্রহসত্যত্রানেন বা প্র-হস্-আধারে করণে বা ল্যুট্। ২ পরিহাস। ৩ রূপকভেদ। (মেদিনী) ৪ হাস্যরসপ্রধান নাটকাঙ্গভেদ।

ইহাতে হাস্যরসই থাকিবে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ করিতে হয়। সমাজাদির কুরীতিসংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজ-পারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেশ্যা।

ইহার মধ্যে নীচ জাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করে। 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুকসর্ব্বস্ব,' এবং 'ধূর্ত্তসমাগম' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রহসন। ইহা নাটকবৎ অভিনেয়।

সাহিত্যদর্পণ-মতে প্রহসনে 'ভাণের' মত সন্ধি, সন্ধির অঙ্গ-সমূহ, লাস্য ও অঙ্কাঙ্কাদি হইবে। ইহাতে বৃত্ত অর্থাৎ নাটকীয় বিষয় কবিকল্পিত হওয়া বিধেয়। প্রহসনে হাস্যরস অঙ্গী। তপস্বী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নায়ক। হাস্যই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।* [নাটক দেখ।] ৩ ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস, ঠাট্টা।

প্রহসন্তী (স্ত্রী) প্রহসতি প্রকর্ষেণ বিকশতীতি প্র-হস-শতৃ-ঙীপ্। ১ যুথী। (ত্রিকা°) ২ বাসন্তী। (রাজনি°) ৩ প্রকৃষ্ট অঙ্গারধানী।

* "ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্মিতে।
ভবেৎ প্রহসনে বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্।
তত্র নারভটীনাপি বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।
অঙ্গীহাস্য রসস্তত্র বীথ্যাঙ্গানাং স্থিতির্নবা।
তপস্বিভগবদ্বিপ্রপ্রভৃতিষত্র নায়কঃ।
একো যত্র ভবেদ্ ধৃষ্টোহাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে।" (সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি°)

প্রহসিত (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবি°)

প্রহস্ত (পুং) প্রততঃ প্রসৃতো বা হস্তো যত্র। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়। ২ রাবণের একজন সেনাপতি।
"ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা॥" (রামা° ৬৮ স°)

প্রহা (স্ত্রী) প্রহন্ত্রী, প্রহণনকারী।
"উতপ্রহামতিদীব্যা" (ঋক্ ১০।৪২।৯) 'প্রহাং প্রহন্তারং' (সায়ণ)

প্রহাণ (ক্লী) পরিত্যাগ।

প্রহাণি (স্ত্রী) প্র-হা-নি, ততো ণত্বং। অপচয়, হানি।

প্রহার (পুং) প্রহরণমিতি প্র-হৃ-ঘঞ্। ১আঘাত। ২ নিগ্রহ, যুদ্ধ।
"করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্।" (চণ্ডী)

প্রহারক (পুং) প্রহারকারী।

প্রহারণ (ক্লী) প্র-হৃ-ণিচ্ ল্যুট্। কাম্যদান। (সারসুন্দরী)

প্রহারবর্ম্মন্ (পুং) মিথিলার জনৈক রাজা।

প্রহারবল্লী (স্ত্রী) মাংসরোহিণী লতা।
"মাংসরোহিণ্যতিরুহাবৃত্তা চর্ম্মকরীকৃশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

প্রহারিন্ (ত্রি) প্র-হৃ-ণিনি। ১ প্রহারকর্ত্তা, যিনি প্রহার করেন। (পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামা° ৩।২৫।২৬)

প্রহারুক (ত্রি) বলপূর্ব্বক হরণকারী।

প্রহার্য্য (ত্রি) ১ প্রহারযোগ্য, যাহাকে প্রহার করা যায়। ২ হরণের যোগ্য।

প্রহাবৎ (ত্রি) প্রহা-মতুপ্ মস্য ব। প্রহরণযুক্ত। "শিক্ষানরঃ সমিথেষু প্রহাবান্।" (ঋক্ ৪।২০।৮) 'প্রহাবান্ প্রহরণবান্।'

প্রহাস (পুং) প্রকৃষ্টো হাসো যস্য বা প্র-হস-ঘঞ্। ১ শিব। (ত্রিকাণ্ড) ২ কার্ত্তিকেয়ের অনুচরবিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৬৬) ৩ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৫) প্রকৃষ্টো হাসো যস্মাৎ। ৪ নট। (ধরণি) ৫ সোমতীর্থ। (জটাধর) প্রকৃষ্টো হাসঃ। ৬ অট্টহাস, উচ্চহাস্য।
"ন নর্ম্মসচিবৈঃ সার্দ্ধং কিঞ্চিদপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।
তে হি মর্ম্মাণ্যভিঘ্নন্তি প্রহাসেনাপি সংসদি॥" (কামন্দকী ৫।২০)

প্রহাসিক (পুং) হাস্যজনক, অর্থাৎ যাহারা লোককে হাসায়।

প্রহাসিন্ (ত্রি) প্রকৃষ্টং হাসয়তি হসতি চ যঃ। প্র-হস-ণিচ্ বা ণিনি। ১ হাসকারক, চলিত ভাঁড়, যিনি হাসাইতে পটু। পর্য্যায়—বাসন্তিক, কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদূষক, প্রীতিদ। (হেম) ২ হাসকারী।
'আপাকেস্থাঃ প্রহাসিনস্তম্বে যে কুর্ব্বতে।" (অথর্ব্ব ৮.৬।১৪)

প্রহি (পুং) প্রকর্ষেণ হ্রিয়তে হস্তেতি প্র-হৃ (প্রহরতেঃ কুং। উণ্ ৪।১৩৪) ইতি ইণ্, সচ ডিৎ। কূপ।

প্রহিত (ক্লী) প্রধীয়তেস্মে তি প্র-ধা-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ সূপ। (হেম) (ত্রি) ৩ ক্ষিপ্ত। ৪ সামভেদ।

প্রহিতঙ্গম (ত্রি) কোন কর্ম্মোদ্দেশে গমনকারী।

প্রহীণ (ত্রি) প্র-হা ত্যাগে ক্ত (ঘুমাস্থাগেতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি আত ঈৎ, (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন, ততো ণত্বং। পরিত্যক্ত।
"প্রহীণপূর্ব্বে ধ্বনিনাধিরূঢ়স্তলামধারেণ শরদ্‌ঘনেন।" (রঘু)

প্রহুত (ক্লী) প্রহূয়তে স্মেতি প্র-হু-ক্ত। ১ ভূতযজ্ঞ।
"অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
ব্রাহ্মং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥
জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ।
ব্রাহ্ম্যং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চ্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণম্॥" (মনু ৩।৭৩)
অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রহ্মাহুত ও প্রাশিত এই পাঁচটী যজ্ঞ পঞ্চ মহা যজ্ঞ। ইহার মধ্যে জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত এবং ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত। ভূতযজ্ঞ শব্দে অতিথিসেবাকেই বুঝাইয়া থাকে। এই ভূতযজ্ঞ বা প্রহুত সকলেরই অনুষ্ঠেয়।
"দেবানভাজয়েৎ হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ যদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি প্রজুহ্বতি" (বৃহদারণ্যক উপ°)

প্রহুতি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টো হুতিঃ প্রাদিস°। প্রকৃষ্ট আহুতি।
"ঈশানায় প্রহুতিং" (ঋক্ ৭।৯০।২) 'প্রহুতিং প্রকৃষ্টাং আহুতিং চরুপুরোডাশাদিসাধ্যাং' (সায়ণ)

প্রহৃত (ত্রি) প্র-হৃ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ কৃতপ্রহার, নিগৃহীত, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ২ প্রহার। (ত্রি) ৩ আঘাত। (পুং) ৪ ঋষিভেদ। তস্যাপত্যং ঘঞ্। প্রাহৃতায়ন, প্রহৃত ঋষির অপত্য।

প্রহৃষ্ট (ত্রি) প্র-হৃষ-ক্ত। অতিশয় আহ্লাদিত।

প্রহেণক (ক্লী) প্রহেলকং পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য ণ। পিষ্টক-বিশেষ। পর্য্যায়—বাচন, ব্রতোপায়ন, প্রহেলক, বাচনক।

প্রহেলক (ক্লী) প্রহিলতি স্বাদাদিনা অভিপ্রায়ং সূচয়তীব প্র-হিল-ভাব সেচনে-ণ্বুল্ বা। প্রহেণক। (হারা°) ২ হেঁয়ালি।

প্রহেলিকা (স্ত্রী) প্রহিলতি অভিপ্রায়ং সূচয়তীতি প্র-হিল অভিপ্রায়সূচনে ণ্বুল্, টাপি অত-ইত্বং। দুর্বিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন, কূটার্থভাষিতা কথা, চলিত হেঁয়ালি, পর্য্যায়—প্রবল্হিকা, প্রবহ্লিকা, প্রবহ্লি, প্রবহ্লী, প্রহেলি, প্রশ্নদূতী, প্রহ্লীকা। ইহার লক্ষণ—"ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ।
যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যতে সা প্রহেলিকা॥
সা দ্বিবিধা চ শাব্দী চ বিখ্যাতা প্রশ্নশাসনে।
আর্থী স্যাদথ বিজ্ঞনাৎ শাব্দী শব্দস্য ভঙ্গিতঃ॥" (বিদগ্ধমুখম°)
স্বরূপার্থের গোপন বাহিরে হইবে এবং অন্য কোন একটী

অর্থ প্রকাশিত থাকিবে, অর্থাৎ এমনি ভাবে শব্দের প্রয়োগ থাকিবে যে, আপাততঃ শুনিলে একটী অর্থ বোধ হইবে, কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলে প্রকৃত অর্থ জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তর দুইটী অর্থ হইলে প্রহেলিকা হয়। ইহা দুই প্রকার শাব্দী ও আর্থী। শব্দের ভঙ্গী অনুসারে শাব্দী এবং অর্থগত হইলে আর্থী প্রহেলিকা হয়।

প্রার্থী প্রহেলিকা—

"তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থলমাশ্রিতঃ।
গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কুজতি মুহুর্মুহুঃ॥"

ইহার উত্তর পানীয় কুম্ভ। (বিদগ্ধমুখম°)

'কণ্ঠে তরুণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত এবং নিতম্বস্থলাশ্রিত কোন্ ব্যক্তি গুরু সন্নিধানে মুহুর্মুহু কূজন করিয়া থাকে।' এই বাক্যে প্রথমতঃ একটী অর্থের প্রতীতি হয়, পরে বিশেষ করিয়া দেখিলে পানীয় কলসী স্ত্রীলোকদিগের নিতম্বস্থলে থাকিলে অর্থগত আর কোনরূপ গোল হয় না। এইরূপ অর্থগত হইলে আর্থী প্রহেলিকা হয়। শাব্দী যথা—

"সদারিমধ্যাপি ন বৈরিযুক্তা নিতান্তরক্তাপ্যসিতৈব নিত্যং।
যথোক্তবাদিন্যপি নৈব দূতী কা নাম কান্তেতি নিবেদয়স্তি॥"
(বিদগ্ধমুখম°) *

এই সকল প্রহেলিকার বিস্তর ভেদ দৃষ্ট হয়। ভেদ যথা—সমাগতাপ্রহেলিকা, বঞ্চিতা, ব্যুৎক্রান্তা, প্রমুষিতা, পরুষা, সংখ্যাতা, প্রকল্পিতা, নামান্তরিতা, নিভৃতা, সম্মূঢ়া, পরিহারিকা, একচ্ছন্না, উভয়চ্ছন্না ও সঙ্কীর্ণা। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে এই সকল ভেদ ও তাহাদের উদাহরণ লিখিত আছে। ইহার আবার দুষ্ট ও নির্দুষ্ট ভাবেও অনেক প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লিখিতগুলি নির্দুষ্ট প্রহেলিকার অন্তর্গত। সাহিত্যদর্পণকার ইহাকে অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত করেন নাই; কেন না, তাঁহার মতে প্রহেলিকা রসের পরিপন্থী হইয়া থাকে। [হেঁয়ালি দেখ।]

প্রহোষ (পুং) প্রকর্ষরূপে হোম করিতে অসমর্থ। "ধনিনঃ প্রহোষে চিদরুষঃ" (ঋক্ ১।১৫০।২) 'প্রহোষে প্রকর্ষেণ হোতুমসমর্থে' (সায়ণ)

প্রহোষিন্ (ত্রি) প্রহ-বাহু° ইনি, স্বগাগমশ্চ। প্রকর্ষরূপে হানকর্ত্তা। (ঋক্ ৮।৮।১৪)

* "সাহিত্যদর্পণ-মতে—রসস্ত পরিপন্থিত্বাৎ নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরিচ্ছেদ)

কাব্যাদর্শ মতে—"প্রহেলিকাপ্রকারাণাং পুনরুদ্দিশ্যতে গতিঃ।
ক্রীড়াগোষ্ঠীবিনোদেষু তজ্জ্ঞৈরাকীর্ণমন্ত্রণে।
পরব্যামোহনে চাপি সোপযোগাঃ প্রহেলিকাঃ॥" (কাব্যাদর্শ)

প্রহ্লত্তি (স্ত্রী) প্র-হ্লাদ-ক্তিন্ হ্রস্বঃ। প্রীতি।

প্রহ্রাদ (পুং) প্রহ্লাদতে ইতি প্র-হ্লাদ-শব্দে অচ্ বা প্রহ্লাদয়তি প্র-হ্লাদ-ণিচ্-অচ্, রলয়োরৈক্যং। ১ প্রহ্লাদ। ২ নাগভেদ। (ভারত সভাপ° ৯ অঃ) প্রহ্রদ-ভাবে ঘঞ্। ৩ শব্দ।

প্রহ্রাস (পুং) ক্ষয়। "যথা তৈলক্ষয়াদ্দীপঃ প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি। তথা কর্ম্মক্ষয়াদ্দৈবং প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি॥" (ভারত ১৩।৩৩৮ শ্লো°)

প্রহ্রাদি (পুং) প্রহ্রাদের অনুচর।

প্রহ্লন্ন (ত্রি) প্র-হ্লাদ-ক্ত (হ্লাদোনিষ্ঠায়াং। পা ৬।৪।৯৫) ইতি হ্রস্বঃ। প্রীত।

প্রহ্লাদ (পুং) প্রহ্লাদয়তীতি প্র-হ্লাদ-ণিচ্-অচ্। পুরাণপ্রসিদ্ধ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র ও একজন প্রধান বিষ্ণুভক্ত।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু, ব্রহ্মার বরে ত্রিলোকের আধিপত্য, সর্ব্বদেবত্ব ও সকল যজ্ঞভাগ অধিকার করিয়াছিল। সিদ্ধ ঋষিসকলেই তাহার স্তবগান করিতেন। ক্রমে দৈত্যরাজ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও মদিরাসক্ত হইয়া পড়িল। তখন প্রহ্লাদ বালক মাত্র, তাহার পাঠ্যাবস্থা। এক দিন মাতাল অবস্থায় দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে পড়িতে বলিল। সঙ্গে তাহার গুরুও ছিলেন। প্রহ্লাদ আরম্ভ করিল—

"অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্॥"

হিরণ্যকশিপু বালকের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও গুরুকে বলিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে আমারই শত্রুর স্তুতি শিখাইয়াছ?' গুরু অস্বীকার করিলেন। প্রহ্লাদ বলিল, 'কে কাহাকে শিখায়? হৃদিস্থ সেই পরমাত্মা বিষ্ণুই অনুশাসনকর্ত্তা। যাঁহার যোগিধ্যেয় পরমপদ শব্দগোচরে নাই, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যিনি স্বয়ংই বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু।'

হিরণ্যকশিপু বলিল, 'আমি থাকিতে আর কে পরমেশ্বর। তুই কি মরিবার জন্য এরূপ বলিতেছিস্?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'তিনিই সকলের পরমেশ্বর, কেবল আমার হৃদয়ে নহে, সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন।' দৈত্যপতি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, 'দূর হ। কে এমন শিখাইয়াছে?'

প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে আনীত হইল। গুরু কতই বুঝাইলেন, কতই শিখাইলেন! কিছুদিন পরে দৈত্যপতি আবার প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া আনিল, আবার পাঠ জিজ্ঞাসা করিল। প্রহ্লাদের মুখে পুনরায় সেই কথা। এবার হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিল, শত শত দৈত্য ভীষণ অস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই দারুণ অস্ত্রাঘাতেও প্রহ্লাদের সুকোমল শরীরে বেদনা বোধ হয় নাই। হিরণ্যকশিপু পুত্রকে বুঝাইয়া কহিল। 'নির্বোধ!

এখনও অভয় দিতেছি, সে শত্রুর স্তব ভুলিয়া যা।' প্রহ্লাদও নির্ভয়ে উত্তর করিল, 'সমস্ত ভয়হারী সেই অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? বাবা, তাঁহার নাম স্মরণ করিলেই যে সকল ভয় দূর হয়।'

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে প্রথমে সহস্র বিষধরের মুখে ও পরে দিগ্‌গজের পায়ে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিল; কিন্তু তাহাতেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিলেও প্রহ্লাদ বলিয়া উঠিল, 'দেখ বাবা, অগ্নি আমাকে সুশীতল করিতেছে।'

পরে দৈত্যপুরোহিত ভার্গবাত্মজ (যণ্ড ও অমর্ক) প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া বিষ্ণুকে ভুলাইবার জন্য কতই শিক্ষা দিলেন; কিন্তু যাহা হৃদয় মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছে, কে তাহাকে ভুলিতে পারে? বালক গুরুগৃহে অপরাপর দানবশিশুকে ডাকিয়া বলিত, 'পরমার্থ শোন।' তোমরা সকলেই দেখিতেছ, এ দেহে জন্ম হইতেই দুঃখ ভোগ করিতেছি, কিছুতেই সুখ নাই। যাহাকে যে যত ভালবাসে, তাহারই জন্য তত বেশী কষ্ট হয়। ধনে বল, জনে বল, সবেই শোক দুঃখ টানিয়া আনে, এই জন্য কিছুতেই অনুরাগ করা উচিত নহে। আমরা বালক, মনে করি, যুবাকালে কর্ত্তব্য পালন করিব। যুবকেরা মনে করে বুড়া হইলে করা যাইবে। আবার বৃদ্ধেরা মনে করে, 'আমার শক্তি সামর্থ্য সব গিয়াছে, সময় থাকিতে করি নাই, এখন আর কি হইবে? এইরূপে চিরজীবনই বৃথা কাটিয়া যায়, আত্মার কাজ হয় না। সমস্ত জগৎ এইরূপ দুঃখময়। এই অতি দুঃখময় ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই আশ্রয়। যদি আমার কথা মিথ্যা না ভাব, তাহা হইলে সেই বিষ্ণুকে স্মরণ কর। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই দুর্লভ থাকে না। সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। অভেদ বুদ্ধি হইলে আমরা অসুরভাব ত্যাগ করিয়া নির্বৃতি লাভ করিব।'

প্রহ্লাদ আপনি মজিয়াছে, অপরকে মজাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সংবাদ দৈত্যপতির কাণে গেল। দৈত্যরাজ অবিলম্বে পাচকদিগকে ডাকাইল ও প্রহ্লাদের অন্নের সহিত হলাহল বিষ মিশাইয়া দিতে আদেশ করিল। প্রহ্লাদ অনায়াসে সেই হলাহল বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন হিরণ্যকশিপু পুরোহিতদিগকে ডাকাইয়া কৃত্যা করিয়া প্রহ্লাদের প্রাণনাশ করিতে বলিল। পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'পিতা পরম গুরু। তাহার কথা লঙ্ঘন করা কি উচিত?' তাহাতে প্রহ্লাদও উত্তর করিয়াছিল, 'পিতা সমস্ত গুরুর গুরু, তাহাতে ভুল নাই। তিনি আমার পূজনীয়, তাঁহার কাছে কোন অপরাধ করিব না, আমারও এই ইচ্ছা। চতুর্বর্গ যাঁহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে কে না চায়? তোমরা আমাকে কৃত্যা করিয়া নাশ করিবে; কিন্তু কে কাহাকে নাশ করে? আত্মাই আত্মাকে বিনাশ ও রক্ষা করিয়া থাকেন।'

প্রহ্লাদকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া দৈত্যপুরোহিতগণ ভীষণ আগ্নেয় কৃত্যা সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময় শূল প্রহ্লাদের বক্ষে লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল, পরে সে কৃত্যায় পুরোহিতেরাই দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রহ্লাদ 'কৃষ্ণ রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিতে বলিতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিল। প্রহ্লাদের স্পর্শে যাজকগণ রক্ষা পাইল।

হিরণ্যকশিপু এই অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা শুনিল ও প্রহ্লাদকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, 'ইহা মন্ত্রাদিকৃত বা আমার নৈসর্গিক নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব। যে আপনার ন্যায় অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না, যে সকলের শুভকামনা করে, তাহারই এইরূপ প্রভাব। বাবা, যে কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহারই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।'

হিরণ্যকশিপু আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই সমুচ্চ প্রাসাদচূড়া হইতে প্রহ্লাদকে গিরিপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিতে কহিল। অনুচরগণ রাজাদেশ পালন করিল। কিন্তু প্রহ্লাদের শরীরে এক বিন্দু আঁচড়ও লাগে নাই। তখন দৈত্যপতি শম্বরকে কহিল, 'শম্বর, তুমি মায়া জান, মায়াদ্বারা ইহাকে বিনাশ কর।'

শম্বরকে দেখিয়া প্রহ্লাদ মধুসূদনকে স্মরণ করিল। ভক্তের জন্য ভগবান্ সুদর্শনকে পাঠাইলেন। সেই চক্রদ্বারা শম্বরের সহস্র মায়া বিনষ্ট হইল। প্রহ্লাদ হৃষ্ট মনে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিল। গুরু তাহাকে শুক্রনীতি শিক্ষা দিলেন।

কিছুদিন পরে দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে ডাকিয়া নীতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, আবার প্রহ্লাদও বলিল, 'আমি এই নীতিশাস্ত্র শিখিয়াছি, কিন্তু এই শাস্ত্র ভাল নহে, ইহাতে মিত্রাদির সাধন উপায় কথিত। বাবা, সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? সেই পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্রামিত্রের কথা থাকিতে পারে না, তিনি আমাতে আপনাতে ও সর্ব্বত্রই আছেন। তাই বলি, স্থাবর জঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। এরূপ জানিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন। তিনি প্রসন্ন হইলে সকল ক্লেশ দূর হয়। অনলে অনিলে সলিলে হলাহলে কিছুতেই অপকার করিতে পারে না'।

ইহা শুনিয়া দৈত্যপতি সিংহাসন হইতে উঠিয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল। তাহার আদেশে দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে সাগরে ফেলিয়া দিল ও তাহার উপর পর্ব্বত চাপা দিতে লাগিল।

এইরূপে বহুকাল গেল, সে অবস্থায় প্রহ্লাদ একমনে সর্ব্বদাই গোবিন্দকে ডাকিতে লাগিল। বিষ্ণুকে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তন্ময় হইয়া পড়িল। এখন যোগপ্রভাবে প্রহ্লাদ বিষ্ণুময় দেখিতেছে ও আপনি বিষ্ণুময় হইয়া গিয়াছে। তাহার সকল বন্ধন খসিয়া গেল।

আবার প্রহ্লাদ প্রকৃতিস্থ হইল। ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'প্রহ্লাদ, তোমার অচলা ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছামত বর লও।'

প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, 'হে নাথ! যে যে সহস্র যোনিতে আমার জন্ম হইবে, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার ঐকান্তিক-ভক্তি থাকে। তোমার নিন্দা করিয়া আমার পিতার যে পাপ হইয়াছে, তাহাও দূর হউক।' হরি 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর দিলেন ও যাইবার সময় বলিলেন, 'প্রহ্লাদ! আমার ভক্তিতে তোমার নির্ব্বাণ মুক্তি হইবে।'

দৈত্যনাথ বহুদিন প্রহ্লাদকে দেখে নাই। এখন প্রহ্লাদকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল ও তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ লইল। প্রহ্লাদও পিতার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। (বিষ্ণুপু° ১ম অংশ ১৭ হইতে ২১ অঃ, ভাগবত ৭।৩-৮ অঃ।)

এদিকে দেবগণ যজ্ঞভাগ হারাইয়া সকলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল যে, সৃষ্ট কোন জীবের হস্তে তাহার মৃত্যু নাই। তাই ভগবান্ হরি এখন আধসিংহ ও আধ নরাকারে আবির্ভূত হইলেন। হিরণ্যকশিপু সভাস্থলে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধরিতে বলিল। প্রহ্লাদ সেই পরমপুরুষকে চিনিতে পারিল ও পিতাকে বলিল, 'বাবা! আর নিস্তার নাই। তোমার জন্য এই মূর্ত্তি আসিয়াছে।'

দৈত্যগণ বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নরসিংহকে আক্রমণ করিল। বহু শতবর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। হিরণ্যকশিপু নিজেও তাঁহার সহিত বহু সহস্রবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে তাঁহারই হস্তে সে বিনষ্ট হইল।* (হরিবংশ ২৩০ হইতে ২৩৬অঃ) এখন প্রহ্লাদ রাজা হইলেন। এখন আর বালক নহেন। তৎপুত্র বিরোচন ও তৎপৌত্র বলি। প্রহ্লাদ বলিকে রাজ্যভার দিয়া তীর্থ যাত্রা করেন। তিনি বদরিকাশ্রমে গিয়া নরনারায়ণকে ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। বহুশতবর্ষ ধরিয়া মহা যুদ্ধ হয়, তথাপি প্রহ্লাদ নরনারায়ণকে জয় করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি নৈমিষারণ্যে আসিয়া বিষ্ণুর তপস্যা করিতে থাকেন। বিষ্ণুর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নরনারায়ণই সাক্ষাৎ ভগবান্, বলে বা কৌশলে তাঁহাকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্য নাই। আবার তিনি বদরিকাশ্রমে আসিয়া নারায়ণের পাদ বন্দনা করিলেন। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! তুমি ভক্তি-গুণে আমায় পরাজয় করিয়াছ।

এই সময়ে বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে! প্রহ্লাদ স্বর্গে গিয়া পৌত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বিষ্ণুধ্যানে সময় যাপন করিবেন ভাবিয়া তিনি স্বর্গরাজ্যও তুচ্ছ বোধে গ্রহণ করেন নাই।

দেবগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত ও বলিকে ছলিবার জন্য বামন অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবে দৈত্যগণের বল হ্রাস হইতে লাগিল। বলি একদিন প্রহ্লাদকে বীর্য্যহ্রাস হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু প্রহ্লাদের মুখে বামনই ইহার কারণ জানিয়া বলি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'হরি কে? তাহা হইতে আমার শত শত বীরপুরুষ রহিয়াছে। কোন দেবতার সাধ্য নাই, যে আমার একজন বীরকে পরাজয় করে।' বলির গর্ব্বোক্তি শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, 'রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোকে ধিক্, তুই বৈকুণ্ঠনাথের নিন্দা করিলি? আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তম হরিকে জানিয়াও তুই তাহাকে অগ্রাহ্য করিলি? এই মহাপাপে তোর স্বর্গরাজ্য যাইবে, তোকে পাতালে বাস করিতে হইবে।' বাস্তবিক প্রহ্লাদের অভিশাপেই বলি পাতালবাসী হইয়াছিল। (বামনপুরাণ ৭-১০ অঃ, ৪৫-৪৭ অঃ দ্রষ্টব্য।] অবশেষে প্রহ্লাদ তপস্যা দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করেন। (বিষ্ণুপু° ১।২২ অঃ)

২ জনপদবিশেষ। ৩ প্রমোদ। ৪ শব্দ। ৫ নাগবিশেষ। (ভারত ২।৯।১০)

প্রহ্লাদ, প্রবোধচন্দ্রোদয়হস্তামলক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

প্রহ্লাদ, নরসিংহস্তুতি ও হর্যষ্টক নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা।

প্রহ্লাদ, চৌহানবংশীয় জনৈক রাজা, রাজা বাল্হনের পুত্র।

প্রহ্লাদক (ত্রি) আহ্লাদজনক, সন্তোষজনক।

প্রহ্লাদন (ক্লী) প্র-হ্লাদ-ল্যুট্। আহ্লাদকরণ, আনন্দকরণ।

"যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা।" (রঘু ৪।১২)

'প্রহ্লাদনাৎ আহ্লাদকরণাৎ' (মল্লিনাথ)

(ত্রি) ২ আহ্লাদজনক।

প্রহ্লাদন দেব, মালবের জনৈক যুবরাজ। ইনি অনহিলবাড়ের চালুক্যরাজের অধীনস্থ সামন্তরাজ ধারাবর্ষদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সকলকলাবিদ, ষড়্দর্শনাশ্রমী ও সাধারণের পূজ্য

* ভাগবতে একটু ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ভাগবতে লিখিত আছে, রাজসভায় একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় তোর হরি। যদি সর্ব্বত্রই তোর হরি থাকে, তাহা হইলে কেন তাহাকে এই স্তম্ভে দেখিতে পাইতেছি না।' হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিবামাত্র স্তম্ভ ভেদ করিয়া নরসিংহ বাহির হইলেন ও দৈত্যপতিকে নাশ করিলেন।

ছিলেন। তাঁহার বিরচিত পার্থপরাক্রমব্যায়োগ নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

প্রহ্লাদ নীরাজি, একজন মহারাষ্ট্রসচিব। ইনি কএকটী মহারাষ্ট্রযুদ্ধে বিশেষ সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। [প্রতিনিধি শব্দ দেখ।]

প্রহ্লাদিন্ (ত্রি) প্রহ্লাদ-ইনি। প্রহ্লাদযুক্ত।

প্রহ্ব (ত্রি) প্রহ্বয়তে ইতি প্র-হ্বে-(সর্ব্বনিঘৃষরিষ্যেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্, আলোপশ্চ। ১ নম্র।

"সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতি সঞ্জহার প্রহ্বেষ্বনির্বন্ধরুষো হি সন্তঃ।"(রঘু৭।৬৮০)

২ বিনীত। ৩ প্রবণ। ৪ আসক্ত। ৫ আবর্জ্জিত।

প্রহ্বণ (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে আহ্বান, প্রহ্বাণ।

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি কচিৎ।"

(ভাগ° ৩।৩৩।৬) ২ ভক্তিতে প্রণত হওন।

প্রহ্বলীকা (স্ত্রী) প্রবহ্লিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রহেলিকা।

প্রহ্বাঞ্জলি (ত্রি) কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তকাবনতভাবে দণ্ডায়মান।

প্রহ্বার (পুং) ১ আবাহন। ২ স্তব।

প্রা, পূর্ত্তি। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ প্রাতি। লোট্ প্রাতু। লিট্ পপ্রৌ। লুঙ্ অপ্রাসীৎ।

প্রাংশু (ত্রি) প্রকৃষ্টা অংশবোঽস্য। ১ উচ্চ, উন্নত।

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥" (রঘু ১।৩)

(পুং) ২ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবং ১০ অ°) ৩ বৎসপ্রীনৃপের সুদক্ষিণাতে জাত পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।১) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০)

প্রাংশুতা (স্ত্রী) প্রাংশোর্ভাবঃ তল-টাপ্। প্রাংশুর ভাব বা ধর্ম্ম, উচ্চতা।

প্রাকর (পুং) দ্যুতিমানৃপের পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩ অ°)

প্রাকরণিক (ত্রি) প্রকরণেন প্রাপ্তং ঠক্। প্রকরণপ্রাপ্ত।

প্রাকর্ষ (ক্লী) সামভেদ।

প্রাকর্ষিক (ত্রি) প্রকর্ষং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। ১ নিত্যপ্রকর্ষার্হ। ২ উৎকর্ষযোগ্য।

প্রাকষিক (পুং) প্র-আ-কষ-কিরন্। ১ স্ত্রীদিগের নর্ত্তক। ২ পরদারোপজীবী।

প্রাকাম্য (ক্লী) প্রকামস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইচ্ছানভিঘাতরূপ ঐশ্বর্য্যবিশেষ। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত, অর্থাৎ সফল ইচ্ছা। পর্ব্বতাভ্যন্তরে, কি ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিব, এইরূপ যে কোন ইচ্ছা হইবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে। ইহাই প্রাকাম্য। ইচ্ছাশক্তি কোনরূপে ব্যাহত হইবে না, যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তখনই তাহা সফল হইবে।

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥" (তত্ত্বকৌমুদী)

স্বাচ্ছন্দ্যানুমান, পর্য্যায়—অবসর্গ, সাচ্ছন্দ্যানুমতি। (ত্রিকা°)

প্রাকার (পুং) প্রক্রিয়তে ইতি প্র-কৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্য ঘঞীতি দীর্ঘঃ। প্রাচীর, চলিত পাচিল। ইষ্টকাদিরচিত বেষ্টন। পর্য্যায় শাল, সাল, বরণ, বপ্র। প্রাকারের পরিমাণ—

"ঊর্দ্ধং বিংশতিহস্তেভ্যঃ প্রাকারং ন শুভপ্রদম্॥"(ব্রহ্মবৈ°৪।১০৩অ°)

১৬ হাতের ঊর্দ্ধ গৃহ এবং ২০ হাতের উপর প্রাচীর করিতে নাই, তাহা গৃহীদিগের শুভাবহ নহে। প্রাচীর বা গৃহের দ্বার প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘে তিন হাত করিতে হইবে ও ইহার দ্বার ঠিক মধ্যস্থলে না করিয়া একটু পাশ ঘেসিয়া করিতে হয়।

"প্রস্থে হস্তদ্বয়ং পূর্ব্বং দীর্ঘে হস্তত্রয়স্তথা।
গৃহিণাং শুভদং দ্বারং প্রাকারস্য গৃহস্য চ॥
ন মধ্যদেশে কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্ন্যূনাধিকং ভবেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১০৩ অ°)

২ সর্ব্বতোবিস্তার।

প্রাকারমর্দ্দিন্ (ত্রি) প্রাকারং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। ৬তৎ। প্রাকারভেদক, প্রাচীরভেদক, যিনি প্রাচীর ভেদ করেন। ততো বাহ্বাদিত্বাৎ অপত্যার্থে ইঞ্, সংযোগোপধেনান্তত্বাৎ ন টিলোপঃ। প্রাকারমর্দ্দিনি—তদপত্য।

প্রাকারীয় (ত্রি) প্রকারায়াং ছ। ১ প্রাকারপ্রকৃতি, ইষ্টকাদি। ২ সম্ভবৎপ্রাকার দেশ, যে স্থলে প্রাচীর দেওয়া যাইবে।

প্রাকাশ (পুং) প্র-কশ-ঘঞ্, ঘঞি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। প্রকাশ।

প্রাকাশ্য (ক্লী) ১ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশন। ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

প্রাকৃত (ত্রি) প্রকৃষ্টমকৃতমকার্য্যং যস্য। ১ নীচ। ২ অবিকারক।

"বদন্তি ষষ্ঠং চাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরম্।"
'প্রাকৃতং অবিকারকং' (ভাবপ্র°) ৩ প্রকৃতি সম্বন্ধী।

"স কৃত্বা প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং ব্রতশেষং সমাপয়েৎ।" (মনু ১১।১৫৯)

প্রকৃতৌ ভবঃ তত্র আগতো বা প্রকৃতি (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) (তত আগতঃ। পা ৪।৩।৭৪) ইতি বা অণ্। ৪ ভাষাভেদ। সংস্কৃত নাটকাদি মধ্যে ব্যবহৃত ও এক সময়ে ভারতের প্রচলিত ভাষা। কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া, কি হিন্দী, কি মহারাষ্ট্রী ভারতে যতগুলি দেশী ভাষা প্রচলিত, এ সমস্তই এক সময়ে প্রাকৃত নামে গণ্য ছিল এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা হইতেই প্রচলিত দেশী ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

হেমচন্দ্র স্বীয় প্রাকৃত ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং

(১) দেলবাড়ের তেজঃপালের মন্দিরে উৎকীর্ণ সোমেশ্বরের প্রশস্তি এবং আবুপর্ব্বতের ১২৭৫ সম্বতে উৎকীর্ণ ২য় ভীমদেবের শিলালিপিতে ইঁহাদের বংশপরিচয় আছে। [Epi. Indi. Vol I. 224 & Ind. Ant. xi p 223.]

তত্র ভবঃ তত আগতং বা প্রাকৃতং।" অর্থাৎ সংস্কৃতই প্রকৃতি বা মূল, তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে বা আসিয়াছে তাহাই প্রাকৃত।

কৃষ্ণপণ্ডিতের প্রাকৃতচন্দ্রিকায়ও লিখিত আছে—

"প্রকৃতি সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্।
তদ্ভবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতত্ত্রিধা মতং॥" (১।৪)

সংস্কৃত প্রকৃতি, তাহা হইতে উদ্ভব বলিয়া প্রাকৃত নাম হইয়াছে, ইহা আবার সংস্কৃতভব, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন প্রকার।

উপরোক্ত প্রমাণ অনুসারে এ দেশীয় সকল পণ্ডিতই বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃতই প্রাকৃত ভাষার জননী। কিন্তু বেবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ এ মত অনুমোদন করেন না।

অধ্যাপক বেবার (Weber) বলেন, 'সংস্কৃত ভাষা সমস্ত আর্য্য জাতির কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা কেবল বিদ্বানের ভাষা। বৈদিক ভাষা হইতেই একদিকে সুগঠিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি এবং অপর দিকে মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ও অনিয়তবেগে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন। প্রাচীন বৈদিক ভাষাই ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সাধারণের মুখে প্রাকৃত ভাষা হইয়াছে। আবার সেই বৈদিক ভাষাই বৈয়াকরণের হাতে সুগঠিত ও পণ্ডিতের হাতে মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষার অনিয়মিত-রূপ সংস্কৃত ভাষায় নাই, কিন্তু বৈদিক ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন কুট=কৃত (ঋক্ ১।৫৬।৪), কাট=কর্ত্ত, যাবৎসঃ=যাবচঃ, কৃকলাস=কৃকদাসু, খুল্লক=ক্ষুদ্রক, ভুজ=ভ্রজ্ ইত্যাদি। এমন কি রামায়ণ ভারতাদি কাব্যেও এমন অনেক কথা আছে, যাহা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়, যেমন "গোপেন্দ্র" স্থানে গোবিন্দ।'*

অধ্যাপক ওক্রেফ্‌ট সাহেবের মতে—'অধ্যাপক বেবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে প্রাকৃত ভাষা বৈদিক ভাষার সম-কালীন, তাহা সমীচীন নহে। ঋগ্‌বেদের ভাষা সমস্ত ভারতে কখন প্রচলিত ছিল না। আর্য্যগণের আদিনিবাস পঞ্জাবেই কেবল প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণের চারিদিকেই বহু সংখ্যক অনার্য্য জাতির বাস ছিল, তাহারা বিজেতার ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের মুখেই আর্য্যভাষা বিকৃত হইতেছিল। আবার আর্য্যসন্তানও শূদ্রকন্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহাদের সংশ্রবে আর্য্যগৃহে অনার্য্য ভাষা প্রচলিত হইতে থাকে। অবশেষে রাজনৈতিক বিপ্লবে অনার্য্য জাতিই রাজ্যশাসন লাভ করিলেন ও তাঁহাদের প্রভাবে সাধারণের চলিত ভাষা প্রচলিত হইল। বাস্তবিক রামায়ণ মহাভারতাদিতে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন কি বেদের ব্রাহ্মণের ভাষা পরিষদ্ বা পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে কখন কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল না।'

অধ্যাপক লাসেনের মতে—'বৈদিক ভাষা এক সময়ে কথিত ভাষা হইলেও পাণিনির সময়ে 'ভাষা' বলিলে তৎকালপ্রচলিত লৌকিক সংস্কৃত বুঝাইত, তাহা পাণিনির উক্তি হইতে জানা যায়। কোন কোন বৈদিক মন্ত্রে প্রাকৃতের বিকৃত রূপ দেখা যায় বটে। কিন্তু প্রাকৃতভাষায় এরূপ ভাঙ্গা ছাঁদ হইতে অনেক সময় গিয়াছে। তাই, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উৎপত্তি এক সময়ে স্বীকার করা যায় না। হিন্দু আর্য্যগণের ভারতে বিস্তৃতি ঘটিবার পরে প্রাকৃতের উৎপত্তি। তবে স্থান বিশেষের সংস্কৃত হইতে যে প্রাকৃতের উদ্ভব, তাহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ স্থানভেদে সংস্কৃতভাষার ভেদ এখন নির্ণীত হয় নাই। অশোকের সময়ে প্রাকৃত লিখিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ সময়ে পূর্ব্বভারত, গুজরাত ও কাবুলের পূর্ব্বাংশ এই তিন স্থানে স্থানীয় প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। সুতরাং মূল প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ বুদ্ধের উক্তি সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।'

অধ্যাপক বেনফাই (Benfey)র মতে, 'অশোকের সময়ে দুই প্রকার দেশী ভাষা প্রচলিত ছিল। এক গুজরাতে ও অপর মগধে, ঐ দুই ভাষার গঠন পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে ঐ দুই প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার সহিত একত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল না, এক সময়ে ঐ স্থানে যে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই ক্রমশঃ প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। অতএব অশোকের অভ্যু-দয়ের বহুপূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষা মৃত হইয়াছিল এবং প্রাকৃত ভাষার সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রভাষা পালি। প্রথম বৌদ্ধ-গণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহা-দের ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের কথিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভাষা মগধের প্রচলিত ভাষা হইতে অনেক অংশে পৃথক্ হইলেও, অশোকলিপির ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিত উক্ত ভাষারও সেইরূপ সম্বন্ধ। অধিক সম্ভব, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যে সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সে সময় জনসাধারণ সংস্কৃতভাষায় কথা বলিত না। অন্ততঃ ইহারও তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে সংস্কৃত জন-সাধারণের ভাষা বলিয়া গণ্য হইলেও হইতে পারে।'

এইরূপে য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ পণ্ডিতগণের প্রত্যেকের কথাতেই যে কতক কতক সত্য রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আর্য্যজাতির আদি ভাষা বেদে। ঐ বৈদিকভাষারূপ-স্রোত-স্বতী হইতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ধারাই বাহির হইয়াছে;

* Weber's Indische Studien, Vol. II, p. 110-11.

তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সময় হইতে ভাষা লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় হইতেই লিখিত ও কথিত ভাষা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পৃথক্ হইতে থাকে; কিন্তু বেদসংহিতা-প্রচারকালে লিপিপদ্ধতি ছিল না; সুতরাং তৎকালে আর্য্য-জনসাধারণ যে ভাষায় কথা কহিতেন, সেই ভাষাই বেদে পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ বেদসংহিতার ভাষাই বৈদিকযুগের কথিত ভাষা। পঞ্চনদ ও সরস্বতীপ্রবাহিত কুরুক্ষেত্রে এক-সময় এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণের ভারতে আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষায় অপর প্রাদেশিক ভাষা অল্পে অল্পে প্রবেশলাভ করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন কালের প্রভাব অনুসারে কথিত ভাষাও সামান্য রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই কারণেই আমরা বেদের সংহিতায় ও উপনিষদের ভাষায় অতি সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি; কিন্তু প্রাদেশিক ভাষা ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষায় যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার নিদর্শন প্রাচীনতম সংস্কৃতভাষায় অতি বিরল। প্রাচীন-তম সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমস্তই প্রায় উত্তরভারতবাসী মুনিঋষিপ্রণীত; সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলেও পূর্ব্বভারত, পশ্চিম-ভারত অথবা দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক ভাষার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। পাণিনি ও নিরুক্তকার যাস্কের সময় বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ভাষা কতকটা পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাও প্রাদেশিক ভাবে নহে। তাহা বহুসহস্রবর্ষব্যাপী কালপ্রভাবের ফল। এ সময়ে সংস্কৃত 'লৌকিক' বা জনসাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইলেও স্থানভেদে তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা-তেও অল্লাধিক পার্থক্য লক্ষিত হইত।

যাস্ক লিখিয়াছেন—"অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে দমূনাঃ ক্ষেত্রসাধা ইতি। অথাপি নৈগমেভ্যো ভাষিকা উষ্ণং ঘৃতমিতি। অথাপি প্রকৃতয় এবৈকেষু ভাষ্যন্তে বিকৃতয় একেষু। শবতির্গতিকর্ম্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে বিকারমস্য আর্য্যেষু ভাষন্তে শব ইতি। দাতির্লবনার্থে প্রাচ্যেষু দাত্রমুদীচ্যেষু।" (নিরুক্ত ২।২)

'বৈদিক অনেক বিশেষ্যপদ (যেমন দমূনা, ক্ষেত্রসাধা) ভাষায় প্রচলিত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ভাষার অনেক পদ যেমন 'উষ্ণং' 'ঘৃতং' বৈদিক ধাতু হইতে আসি-য়াছে। আবার একস্থলে প্রকৃতি (ধাতু) হইতে ও অন্যস্থলে বিকৃতি (অর্থাৎ বিশেষ্য) হইতেও বলা হইয়া থাকে। যেমন 'শবতি' ধাতুদ্বারা কম্বোজদেশে 'গতিকর্ম্ম' বুঝায়, আবার আর্য্যদিগের মধ্যে ইহারই বিকার 'শব' (অর্থাৎ মৃতদেহ) শব্দের ব্যবহার আছে। পূর্ব্বদেশীয়েরা কর্ত্তন অর্থে 'দাতি' ব্যবহার করে; কিন্তু উত্তরদেশীয়েরা 'দাত্র' (দা) ব্যবহার করেন।'

যাস্কের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে কাম্বোজ দেশেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং দেশভেদে এই ভাষা-প্রয়োগের একটু তারতম্য ঘটিয়াছিল। যখন দেশভেদে ও কালভেদে সংস্কৃত ভাষায় অল্লাধিক পার্থক্য ও অর্থব্যত্যয় ঘটিতে ছিল, সেই সময়েই পাণিনি, যাস্ক প্রভৃতি শাব্দিকগণ ব্যাকরণাদি প্রণয়ন দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে লিপি প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পণ্ডিতগণের চেষ্টায় এখন হইতে ব্যাকরণের পথ প্রদর্শিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইল, চলিত ভাষার সহিত ক্রমেই তাহার পার্থক্য হইতে চলিল। সেই কথিত ভাষা হইতেই পরে আদি প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। কিরূপে প্রাচীনতম আর্য্যভাষা হইতে প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি হইয়াছে,—নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

পুংলিঙ্গে একবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	অগ্নিঃ	অগ্গি	অগ্গি	অগ্গী
কর্ম্ম	অগ্নিং	অগ্গিং	অগ্গিং	অগ্গিং
করণ	অগ্নিনা	অগ্গিণা	অগ্গিনা	অগ্গিণা
অপা	অগ্নেঃ	অগ্গিণো	অগ্গিস্মা	অগ্গিণো
			অগ্গিনা	অগ্গীহিংতো
	অগ্নিতঃ	অগ্গিতো	অগ্গিতো	অগ্গিত্ত
সম্বন্ধ	অগ্নেঃ	অগ্গিণো, অগ্গিস্স	অগ্গিনো,-স্স,	অগ্গিণো,-স্স
অধি	অগ্নৌ	অগ্গিম্মি	অগ্গিম্হি,-স্মিং	অগ্গিম্মি
সম্বো	অগ্নে	অগ্গি	অগ্গি	অগ্গি

পুংলিঙ্গে বহুবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	অগ্নয়ঃ	অগ্গয়ো	অগ্গয়ো	অগ্গীও
কর্ম্ম	অগ্নীন্	অগ্গয়ো	অগ্গয়ো	অগ্গীউ
করণ	অগ্নিভিঃ	অগ্গিহি,-হিং	অগ্গিভি-,হি	অগ্গীহি
অপা	অগ্নিভ্যঃ	অগ্গিহিংতো	অগ্গিভি,-হি	অগ্গীহংতো
সম্বন্ধ	অগ্নীনাং	অগ্গীণ,-ণং	অগ্গীনং	অগ্গীণং,-ণ
অধি	অগ্নিষু	অগ্গিসু,-সুং	অগ্গিসু	অগ্গীসু,-সুং

স্ত্রীলিঙ্গে একবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	বুদ্ধিঃ	বুদ্ধি	বুদ্ধি	বুদ্ধী
কর্ম্ম	বুদ্ধি:	বুদ্ধিং	বুদ্ধিং	বুদ্ধিং
করণ	বুদ্ধ্যা			
অপা	বুদ্ধ্যাঃ	বুদ্ধীএ	বুদ্ধিয়া, বুদ্ধিয়ং	বুদ্ধীএ, বুদ্ধীই
সম্বন্ধ	বুদ্ধেঃ			
সম্বো	বুদ্ধে	বুদ্ধি	বুদ্ধি	বুদ্ধি বা বুদ্ধী

স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচন।

কারক।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	বুদ্ধয়ঃ	বুদ্ধী, বুদ্ধীও	বুদ্ধী, বুদ্ধিয়ো	বুদ্ধীঃ, বুদ্ধীউ
কর্ম্ম	বুদ্ধীঃ	বুদ্ধী	বুদ্ধী	বুদ্ধী
করণ	বুদ্ধিভিঃ	বুদ্ধিহি,-হিং	বুদ্ধিভি,-হি	বুদ্ধীহি,-হিং

	সংস্কৃত।	আর্যপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
অপা	বুদ্ধিভ্যঃ	বুদ্ধিহিংন্তো	বুদ্ধিভি,-হি	বুদ্ধীহিংন্তো
সম্বন্ধ	বুদ্ধীনাং	বুদ্ধীণং,-ণ	বুদ্ধীনং	বুদ্ধীণং,-ণ
অধি	বুদ্ধিষু	বুদ্ধিসু,-সুং	বুদ্ধিসু	বুদ্ধীসু,-সুং

ক্লীবলিঙ্গে।

এক কর্ত্তা	দধি	দহি, দহিং	দধি	দহি, দহিং
বহু „	দধীনি	দহীনি, দধি	দধী, দধীনি	দহীণি, দহীইং

অস্মদ্‌শব্দের একবচন।

কর্ত্তা	অহং	অহং	অহং	অহং, অম্‌হি, অম্মি
কর্ম্ম	মাং	মাং	মং, মম	মং, মমং, মিমং
করণ	ময়া	মএ, মে	ময়া	মএ, মই, মে, মমএ
অপা	মৎ	মইত্তো	ময়া	মইত্তো, মমাদো, মজ্ঝত্তো
সম্ব	মে, মম	মে, মম, অম্‌হং	মে, মমং	মে, মম, অম্‌হ
অধি	ময়ি	ময়ি	ময়ি	মই, মমম্মি, অম্‌হম্মি

অস্মদ্‌শব্দের বহুবচন।

কর্ত্তা	বয়ং	বয়ং, অম্‌হে	ময়ং, অম্‌হে,	বয়ং, অম্‌হে, অম্‌হো
কর্ম্ম	অস্মান্, নঃ	অম্‌হে, নো	অম্‌হে, নো	অম্‌হে, অম্‌হো, ণে
করণ	অস্মাভিঃ	অম্‌হেহি,-হিং	অম্‌হেভি,-হি	অম্‌হেহিং, অম্‌হাহিং
অপা	অস্মৎ	অম্‌হেহিংন্তো অম্‌হাহিংন্তো	অম্‌হেভি,-হি	অম্‌হেহিংন্তো,-সুংন্তো মমাহিংন্তো
সম্ব	অস্মাকং নঃ	অম্‌হাণং, অম্‌হাহ নো	অম্‌হাকং নো	অম্‌হাণ, অম্‌হাহঁ ণো, ণে, মমাণ
অধি	অস্মাসু	অম্‌হেসু,-সুং	অম্‌হেসু	অম্‌হেসু, অম্‌হেসু, মমেসু, মমসু, মহেসু, মজ্ঝসু

যুস্মদ্‌ শব্দের একবচন।

	সংস্কৃত	আর্যপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
কর্ত্তা	ত্বং	ত্বং তুমং	ত্বং তুবং	তং, তুমং, তুবং
কর্ম্ম	ত্বাং	ত্বাং, তাং, তুমং, তুএ	তং তুবং	তুং, তুবং, তুমং তুহ, তুএ, তুমে,
করণ	ত্বয়া	তএ, তই তে, তুমে,	তয়া,	তত্র, তই, তে তুমএ, তুমই, তুমে
অপা°	ত্বৎ	তইত্তো, তুমাত্তো, তুমাহিং, তুমাহিংন্তো	ত্বয়া, তয়া	তইত্তো, তুমত্তো, তুমাও, তুমাহিং, তুমাহিংন্তো, তুবত্তো, তুবাও তুম্‌হত্তো, তুম্‌হাও ইত্যাদি
সম্ব°	তে, তব	তে, তব তুহ, তুজ্ঝ তুম্‌হ	তে, তব তুম্‌হং তুয্‌হং	তে, এ, ই তুমং, তুম, তুহ, তুহং তুজ্ঝ, উজ্ঝ, উম্‌হ, উয্‌হ, তুব্‌ভ, উ, ব্‌ভ,

	সংস্কৃত।	আর্যপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
অধি	ত্বয়ি	ত্বয়ি, তয়ি,	ত্বয়ি, তয়ি	তই, তুম্মি, তুমে, তুমম্মি, তুবম্মি, তুহম্মি তুজ্ঝম্মি, তুম্‌হম্মি, তুব্‌ভম্মি

যুস্মদ্‌ শব্দের বহুবচন।

কর্ত্তা	যূয়ং	তুম্‌হে, তুম্মে	তুম্‌হে	তুম্‌হে, তুম্‌হ, তুম্‌হে, উম্‌হে, তুজ্ঝে, তুয্‌হে, তুব্‌ভ
কর্ম্ম	যুষ্মান্ বঃ	তুম্‌হে, তুম্মে, বো	তুম্‌হে (তুম্‌হাকং) বো	তুম্‌হে, তুব্‌ভে, তুব্‌ভ, তুয্‌হে, উয্‌হে, তুজ্ঝে, বে-
করণ	যুষ্মাভিঃ	তুম্‌হেহি, তুম্‌হেহিং তুব্‌ভেহি	তুম্‌হেভি তুম্‌হেহি	তুম্‌হেহিং, উম্‌হেহিং তুব্ভেহিং, তুয্‌হেহিং তুজ্ঝেহি, উয্‌হেহিং
অপা	যুষ্মৎ	তুম্‌হেহিংন্তো	তুম্‌হেভি তুম্‌হেহি	তুম্‌হেহিংন্তে তুম্‌হে- সুংন্তো, তুম্‌হাহিংন্তো তুম্‌হাসুংন্তো, তুব্‌ভে- হিংন্তো, তুব্‌ভাহিংন্তো, তুয্‌হেহিংন্তো, তুম্‌হা- হিংন্তো, তুজ্ঝেহিংন্তো ইত্যাদি।
সম্ব	যুষ্মাকং বঃ	তুম্‌হাণ তুম্‌হাণং তুম্‌হাহং তুম্‌হাহ বো	তুম্‌হাকং তুম্‌হং বো	তুমহ, তুজ্ঝং, তুমহাণং, তুমহাণ, তুমহাহঁ, তুহাণং, তুমাণং, তুবাণং, তুব্‌ভাণ, তুজ্ঝাণ, বো
অধি°	যুষ্মাসু	তুম্‌হেসু,-সুং	তুম্‌হেসু	তুম্‌হেসু, তুম্‌হাসু তুম্মেসু, তুমসু, তুবেসু তুবসু, তুহেসু, তুহসু, তুব্‌ভেসু, তুব্‌ভসু, তুজ্ঝেসু, তুজ্ঝসু, তুহ ইত্যাদি।

অঙ্ক সংখ্যা।

দ্বৌ দ্বে	দো, দুবে, বে	দ্বে, দুবে	দো, দুবে, বে, বেন্নি
ত্রি	তি	তিন্নি	তি
চত্বার	চত্তারো	চত্তারো	চত্তারো
চতুরঃ	চতুরো	চতুরো	চউরো
চতস্রঃ	চতস্সো	চতস্সো	চতস্সো
চত্বারি	চত্তারি	চত্তারি	চত্তারি
ষট্	ছ	ছ	ছ
ষষ্ঠ	ছট্‌ঠো	ছট্‌ঠো, সট্‌ঠো	ছট্‌ঠো
দশ	দহ	দস	দস দহ
ত্রয়োদশ	তেরহ	তেলহ, তেরহ	তেরহ

সংস্কৃত।	আর্যপ্রাকৃত।	পালি।	প্রাকৃত।
ষোড়শ	সোলস	সোলস	সোলহ
বিংশতি	বীসা	বীসতি, বীসং	বীসা
ত্রিংশৎ	তীসা	তিংসতি, তীসং	তীসা
পঞ্চাশৎ	পন্না	পঞ্ঞাসং	পন্নাসা
পঞ্চপঞ্চাশৎ	পণপন্নস	পঞ্চপঞ্ঞাস	পণবন্না

ক্রিয়াপদ।

বর্ত্তমানকাল একবচন।

পুরুষ।	সংস্কৃত।	আর্ষপ্রা।	পালি।	প্রাকৃত।
১ম	ভণতি	ভণতি	ভণতি	ভণই
মধ্যম	ভণসি	ভণসি	ভণসি	ভণসি
উত্তম	ভণামি	ভণামি	ভণামি	ভণামি ভণমি

বর্ত্তমানকাল বহুবচন।

১ম	ভণন্তি	ভণংতি	ভণন্তি	ভণংতি
মধ্য	ভণথ	ভণথ	ভণথ	ভণহ ভণিথ
উত্তম	ভণামঃ	ভণামো	ভণাম	ভণামো, ভণমো ভণাম, ভণম

অনুজ্ঞা।

১ব	ভণ	ভণ	ভণ	ভণ
	ভণতু	ভণতু	ভণতু	ভণউ
বহু	ভণত	ভণথ	ভণথ	ভণহ
	ভণন্তু	ভণংতু	ভণংতু	ভণংতু

লট্ কর্ম্মবাচ্য।

১ব ১ম	ভণ্যতে	ভঞ্ঞতে ভণীয়তে	ভঞ্ঞতে ভণিজ্জতে	ভঞ্ঞএ, ভঞ্ঞই ভণীঅএ, ভণিজ্জএ

লট্ ণিচ্।

১ব ১ম	ভাণয়তি	ভাণেতি	ভাণেতি ভণাপেতি	ভাণেই ভণাবেই

উপরোক্ত তালিকা মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আর্য্য পণ্ডিতগণের মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণ দ্বারা যে ভাষা সংস্কৃতরূপে গণ্য ছিল, তাহাই সাধারণের মুখে কথঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া প্রাকৃতরূপে পরিণত হইয়াছে। বেদসংহিতার প্রচলনস্থান পঞ্চনদ অথবা ব্রহ্মাবর্ত্তভূমে প্রথমে সংস্কৃত বিকৃত হইয়া প্রাকৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলে বহুকাল সংস্কৃত ভাষাই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে প্রাচীন 'গাথা' নামক ভাষার প্রয়োগ আছে, অধিক সম্ভব তাহাই এখানকার প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার পরবর্ত্তী কথিত রূপ। এই গাথাই পরে পালিভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আদি প্রাকৃত ভাষা প্রথমে কোন্ স্থানে প্রচলিত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অনেকের বিশ্বাস, মহারাষ্ট্রদেশই প্রাকৃত ভাষার আদি স্থান। এই জন্যই লক্ষ্মীধর ষড়্ভাষাচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন, "প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রোদ্ভবম্" অর্থাৎ মহারাষ্ট্র হইতেই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। চণ্ডীদেবের প্রাকৃতদীপিকায় লিখিত আছে—

"এতদপি লোকানুসারাৎ নাটকাদৌ মহাপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রদেশীয়ং প্রকৃষ্টভাষণম্। তথাচ দণ্ডী—

"মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।"

লোকব্যবহার অনুসারে এবং নাটকাদি ও মহাকবিগণের প্রয়োগ অনুসারে মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রাকৃতই উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া গণ্য। দণ্ডীও তাই লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রদেশে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত তাহাই শ্রেষ্ঠ।

রামতর্কবাগীশ তাঁহার প্রাকৃত-কল্পতরুর প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,
"সর্ব্বাসু ভাষাস্বিহ হেতুভূতাং ভাষাং মহারাষ্ট্রভবাং পুরস্তাৎ।
নিরূপয়িষ্যামি যথোপদেশং শ্রীরামশর্ম্মাহমিমাং প্রযত্নাৎ॥"

মহারাষ্ট্রী ভাষাই সকল প্রাকৃত ভাষার সার। অর্থাৎ অপর স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাগুলিও মহারাষ্ট্রী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে রামশর্ম্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আবার মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী হইতে মাগধী ভাষার উৎপত্তি।'

তবে কি মহারাষ্ট্রদেশ হইতেই প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর্ষ সংস্কৃত বা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতমরূপ যেমন বৈদিক ভাষায়, তেমনি প্রাকৃত ভাষারও আদিরূপ আর্ষ প্রাকৃতে বিদ্যমান। প্রাচীন আর্য্যজাতি যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, অথচ পাণিন্যাদি শাব্দিকগণের সময়ে তৎকালপ্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যাহা সাধ্য ছিল না, তাহা যেমন আর্ষ বলিয়া গণ্য ছিল, সেইরূপ যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ বিরচিত হইতেছিল, অথচ তাহা তৎকালপ্রচলিত প্রাকৃতের সহিত যে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হইত, তাহাই 'আর্ষ' বা 'পুরাণ প্রাকৃত' বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

এখন আর্ষ প্রাকৃত আলোচনা করা আবশ্যক। এই আর্ষপ্রাকৃতের আদিরূপ ও গঠনাদি নির্ণীত হইলেই আমরা প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তিস্থান অনেকটা ঠিক করিতে পারিব।

কোন কোন বৌদ্ধ ও জৈন-পণ্ডিতের মতে, পাণিনিই প্রথম আর্ষ-প্রাকৃতের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। কেদারভট্ট লিখিয়াছেন,—
"পাণিনির্ভগবান্ প্রাকৃতলক্ষণমপি বক্তি সংস্কৃতাদন্যৎ।
দীর্ঘাক্ষরঞ্চ কুত্রচিদেকাং মাত্রামুপৈতীতি॥"

'ভগবান্ পাণিনি সংস্কৃত ভিন্ন প্রাকৃতের লক্ষণও প্রকাশ করিয়াছেন, যে দীর্ঘাক্ষর কোথাও কোথাও একমাত্রাযুক্ত অর্থাৎ হ্রস্ব হইয়া থাকে।'